যাত্রিকের গতি

পরিত্রাণের অন্বেষণে

ইহলোকহইতে পরলোকে যাত্রা করণের বৃত্তান্ত।

THE

PILGRIM'S PROGRESS

FROM THE WORLD

TO THAT WHICH IS TO COME.

BY JOHN BUNYAN.

CALCUTTA:

PRINTED BY J. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1854.

ভূমিকা।

অতি হিতদায়ক এই গ্রন্থ যোহন বনিয়ন্ নামক যে ব্যক্তিদ্বারা রচিত হইয়াছিল, তিনি ১৬২৮ শালে ইংলণ্ড দেশস্থ বেড্‌ফর্ড নগরের নিকটবর্ত্তি এল্‌স্তো নামক গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। বাল্যকালে ও যৌবনকালে তিনি পরমেশ্বরের সেবা না করিয়া নিত্য২ তাঁহার নিন্দা করিতেন, এবং অতি নীচ লোকদের সহিত ক্রীড়া করণে অতিশয় রত ছিলেন; বিশেষতঃ বিশ্রামদিন সর্ব্বদা লঙ্ঘন করিতেন। সেই সময়ে তিনি অতি দুঃসাহসী ছিলেন। এক দিন কোন বিষধর সর্পকে দেখিয়া প্রহারদ্বারা মূর্চ্ছাপন্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে অঙ্গুলি দিয়া তাহার বিষাল দন্তকে বাহির করিলেন। কিন্তু পরমেশ্বর বারম্বার আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, ফলতঃ দুই বার ডুবিয়া মরিবার সম্ভাবনা হইলেও তিনি উদ্ধার পাইলেন। তাঁহার পিতা কাংস্যকার হওয়াতে তিনিও সেই ব্যবসায়োপজীবী হইলেন; কিন্তু তৎকালে ইংলণ্ড দেশে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তিনি কিছু দিন পর্য্যন্ত সেনার কার্য্য করিলেন, তাহাতে এক বার যখন তিনি অন্যান্য সেনাদিগের সঙ্গে লেস্তর নামক নগরের অবরোধে নিযুক্ত হইলেন, তখন কোন বন্ধু তাঁহার পরিবর্ত্তে সেই যুদ্ধে যাইতে স্বীকার করিল। সেই বন্ধু রাত্রিতে প্রহরিকার্য্য করণ কালে বন্দুকের দ্বারা মারা পড়িল। ইহাতেও বনিয়ন্ সাহেবের আশ্চর্য্যরূপে প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।

কিছু কাল পরে তিনি কোন ধর্ম্মবতী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ধর্ম্মবিষয়ক দুই ক্ষুদ্র পুস্তক ব্যতিরেকে তাহার আর কোন ধন ছিল না। বনিয়ন্ সাহেব অবকাশক্রমে ঐ দুই পুস্তক পাঠ করিয়া যদ্যপি অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মহীন থাকিলেন, তথাপি তদবধি বিশ্রামদিনে ভজনালয়ে যাইতে লাগিলেন। পরে কোন দুঃখি লোকের পরামর্শানুসারে ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ আরম্ভ করিলে তাঁহার আচার ব্যবহার অনেক শুধরাইল, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ তখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। অনন্তর এক দিন কোন ঘরের বারাণ্ডাতে কতিপয় ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকের পারমার্থিক কথোপকথন শ্রবণ করিলে তাঁহার অন্তঃকরণ কোমল হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি যে বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহার এই রূপ বর্ণনা লিখিয়াছেন, "আমার বোধ হইল সেই স্ত্রী লোকেরা কোন সুন্দর পর্ব্বতের পার্শ্বে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতেছে, কিন্তু আমি হেমন্তকালীয় ঝড়েতে বসিয়া শীতে ও হিমানীতে দুঃখ পাইতেছি। তাহাতে তাহাদিগের নিকট যাইতে আমার বড় বাঞ্ছা জন্মিলেও সেই পর্ব্বত অতি উচ্চতর প্রাচীরে বেষ্টিত হওয়াতে যাইতে পারিলাম না। অতএব পথ পাইবার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে পুনঃ২ প্রার্থনা করিলাম, এবং ইতস্ততো গমন করিয়া কোন দ্বারের অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত আমার সেই চেষ্টা নিষ্ফল থাকিল। অবশেষে প্রাচীরের এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখিয়া অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক প্রথমে মস্তক, পরে স্কন্ধ প্রবেশ করাইলাম। এই রূপে অতি কষ্টে প্রাচীর পার হইয়া আনন্দ পূর্ব্বক ঐ স্ত্রীলোকদের নিকটে গিয়া তাহাদের মধ্যে বসিয়া আপনিও সূর্য্যের কিরণে আমোদিত হইতে লাগিলাম।"

তিনি সাতাইশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বেড্‌ফর্ড নগরের মণ্ডলীভুক্ত হইলেন, এবং সুসমাচার প্রচার করণে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাওয়াতে কিঞ্চিৎ কাল পরে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার উপদেশ এমত তেজোযুক্ত যে সহস্র২ লোক তাহা শুনিতে একত্র হইত। ১৬৬০ শালে বিদেশে প্রবাসকারি ইংলণ্ডীয় রাজপুত্র পৈতৃক রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলে অন্য অনেক ধর্ম্মপ্রচারকের ন্যায় বনিয়ন্ সাহেবও কারাবদ্ধ হইলেন, এবং বারো বৎসর পর্য্যন্ত সেই কারাকূপে থাকিলেন। সেই দুঃখের সময়ে তিনি এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ রচনা করিয়াছিলেন। পরে ১৬৭২ শালে কারাহইতে মুক্ত হইয়া তাহার দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয়ানীর বিবরণ লিখিলেন। এই গ্রন্থ ব্যতিরেকে তিনি অন্যান্য অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ধর্ম্মযুদ্ধ নামক পুস্তক বঙ্গভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধির আশ্চর্য্য তেজ বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পায়, কেননা যদ্যপি তিনি কোন পাঠশালাতে বিদ্যোপার্জ্জন করেন নাই, তথাপি তাঁহার লিখিত পুস্তক সকল অদ্যাপি সর্ব্বসাধারণ লোকের অতি প্রিয় ও হিতজনক হওয়াতে পুনঃ২ ছাপান হইয়া থাকে।

কারাহইতে মুক্ত হইলে পরে তিনি বেড্‌ফর্ড নগরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইয়া সেই নগরে ও অন্যান্য স্থানে পূর্ব্ববৎ সুসমাচার প্রচার করিতেন। যখন তিনি লণ্ডন মহানগরীতে যাইতেন, তখন শীতকালে অতি প্রত্যূষে অর্থাৎ অন্ধকার থাকিতে২ উপদেশ দিলে এক সহস্র অপেক্ষা অধিক শ্রোতা একত্র হইত; এবং বিশ্রামবারে দিবাতে উপদেশ দিলে কখন২ তিন সহস্র লোক আসিত। অবশেষে ১৬৮৮ শালে লণ্ডন নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

যাত্রিকের গতি নামক এই গ্রন্থ দৃষ্টান্তস্বরূপ জানিবা। সেই দৃষ্টান্তের সার অনায়াসে বোধগম্য হয়, এই জন্যে তাহার বিশেষ তাৎপর্য্য লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই পুস্তকহইতে অন্যান্য দেশীয় অনেক লোকের পারমার্থিক ফল দর্শিয়াছে; এবং প্রভু আশীর্ব্বাদ করিলে এতদ্দেশীয় লোকদিগেরও দর্শিতে পারে।

প্রথম ভাগের নির্ঘণ্ট।

১০ অধ্যায়। পৃষ্ঠে।

১১ অধ্যায়।

১২ অধ্যায়।

১৩ অধ্যায়।

১৪ অধ্যায়।

১৫ অধ্যায়।

১৬ অধ্যায়।

১৭ অধ্যায়।

১৮ অধ্যায়।

১৯ অধ্যায়।

২০ অধ্যায়।

দ্বিতীয় ভাগের নির্ঘণ্ট।

১ অধ্যায়।

পৃষ্ঠ।

২ অধ্যায়।

৩ অধ্যায়।

৪ অধ্যায়।

৫ অধ্যায়।

৬ অধ্যায়।

৭ অধ্যায়।

৮ অধ্যায়।

৯ অধ্যায়। পৃষ্ঠ।

১০ অধ্যায়।

১১ অধ্যায়।

১২ অধ্যায়।

১৩ অধ্যায়।

১৪ অধ্যায়।

১৫ অধ্যায়।

যাত্রিকের গতি।

প্রথম ভাগ।

১ অধ্যায়।

যে সময়ে আমি এই দুর্গম অরণ্যস্বরূপ জগতের মধ্যে ভ্রমণ করিতে২ এক পর্ব্বতের গুহাতে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত ছিলাম, তৎকালে এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, যেন খণ্ড২ জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি নিজ গৃহের প্রতি বিমুখ হইয়া এবং পৃষ্ঠদেশে বৃহৎ ভারাক্রান্ত হইয়া এক খানি পুস্তক পাঠ করিতে লাগিল। আর ঐ পুস্তক পাঠ করিতে২ সে ভীত ব্যক্তির ন্যায় রোমাঞ্চিত হইয়া কাঁপিতে২ রোদন করিতে লাগিল। পরে মনোদুঃখের অধিক বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, আমি কি করিব? এ কথা কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

অপর সে এই দশাগ্রস্ত হইয়া নিজ গৃহেতে উপস্থিত হইলে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারেরা পাছে ঐ দুঃখ জানিতে পারে, এ কারণ যথাসাধ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিল। এই রূপে থাকিল বটে, কিন্তু ক্রমে২ তাহার ঐ মনোদুঃখের অধিক বৃদ্ধি হওয়াতে সে বহুকাল পর্য্যন্ত তাহা সম্বরণ করিতে না পারিয়া, অবশেষে স্ত্রী পুত্রাদির নিকটে আপন মনোদুঃখের সমস্ত বিবরণ ভাঙ্গিয়া কহিল, হে প্রিয়তমে কান্তে, হে আমার ঔরসজাত সন্তান, আমি

তোমাদিগের নিতান্ত মঙ্গলেচ্ছুক; কিন্তু আমার পৃষ্ঠেতে এই যে গুরুতর বোঝা দেখিতেছ, ইহাদ্বারাই আমি আপনার বিনাশ আপনি উপস্থিত করিলাম। দেখ, স্বর্গহইতে নির্গত অগ্নিদ্বারা আমাদিগের এই নগর ভস্ম হইবে, ইহার নিশ্চয় সংবাদ পাইয়াছি। অতএব এই মহাবিপদহইতে রক্ষা পাইবার কিছুই ভরসা দেখি না। যদি আমাদের উদ্ধারের কোন পথ না পাওয়া যায়, তবে ঐ ভয়ানক অগ্নিতে প্রিয়তম বালক যে তোমরা আর প্রিয়তমা স্ত্রী যে তুমি, তোমাদের সহিত আমার প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। এই রূপ কথোপকথনানন্তর ঐ কথা পরম্পরায় প্রকাশ হওয়াতে তাহার কুটুম্ববর্গ শুনিয়া বিপরীত বিবেচনাতে বড় চমৎকৃত হইল, কেননা তাহার ঐ সকল কথা যে সত্য, তাহা বিবেচনা না করিয়া বায়ুজন্য এরূপ ঘটিয়াছে ইহাই বোধ করিল। অতএব আগামি রাত্রিতে নিদ্রা হইলেই ভাল হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া রাত্রিতে তাহাকে শীঘ্র২ শয়ন করাইল; কিন্তু তাহার নিদ্রার প্রসঙ্গও হইল না, বিশেষতঃ সে দিবসের অপেক্ষাও অধিক ব্যাকুল হইয়া সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিল। পরে প্রভাত হইলে সে রাত্রিতে কি প্রকার ছিল, ইহা জানিবার জন্যে কুটুম্ববর্গ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, আমি বরং পূর্ব্ব অপেক্ষাও অধিক উদ্বিগ্ন আছি; এ কথা কহিয়া সে তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা বিবেচনা করিল, ইহাঁর ভয় প্রদর্শক বায়ুরোগ জন্মিয়াছে, ইহাতে নিষ্ঠুরাচরণ করিলেই সারিতে পারে। এই বোধ করিয়া কখন২ তাহাকে বিদ্রূপ করে, ও কখন২ বিনয়ও করে, এবং কখন২ তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়া তাহার দিগে ফিরিয়াও দেখে না। এই রূপ আচরণ করাতে সে কুটুম্ববর্গের নি-

মিত্তে দুঃখিত হইয়া তাহাদের জন্যে প্রার্থনা এবং আ-পন দুর্দ্দশার কারণ বিলাপ করণার্থে নিজ কুঠরীতে এ-কাকী যাইতে লাগিল, এবং কখন২ ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া পুস্তক পাঠ ও কুটুম্ববর্গের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে লা-গিল। এই রূপে সে কতক দিন যাপন করিল।

কিন্তু নিত্য২ ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া পূর্ব্ব রীত্যনুসারে পুস্তক পাঠ করাতে যেমন অধিক তৃণ পাইয়া ক্রমে২ অগ্নির বৃদ্ধি হয়, তেমনি তাহার মনোদুঃখাগ্নি ক্রমে২ প্রজ্বলিত হইলে, আমি পরিত্রাণের নিমিত্তে কি করিব? এই কথা কহিয়া সে পূর্ব্বানুরূপ রোদন করিতে লাগিল।

অপর দেখিলাম যেন ঐ ব্যক্তি পলায়নে উদ্যুক্ত পুরুষের ন্যায় চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করিয়া কোন্ দিগে পলায়ন করিবে তাহা স্থির করিতে না পারাতে স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় *মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি নিমিত্তে রোদন করিতেছ?

তখন সে উত্তর করিল, হে মহাশয়, আমার দুঃখের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমার হস্তগত এই পুস্তক-রূপ দর্পণদ্বারা আমি বিলক্ষণ দেখিতেছি যে আমি নিতান্ত দোষীকৃত, এবং আমার মৃত্যু অতি সন্নিকট, এবং মরণান্তে আমাকে বিচারে যাইতে হইবে; কিন্তু মরণে আমার কিছু মাত্র বাঞ্ছা নাই, ও বিচার সহ্য করিতে আমার কোন প্রকারে সাধ্য নয়।

তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসা করিল, যদি এই সংসারে পদে২ দুঃখ আছে, তবে মৃত্যুতে তোমার ইচ্ছা হয় না কেন? তাহাতে সে কহিল, আমার মৃত্যুতে আশঙ্কা এই, যে পৃষ্ঠের গুরুতর বোঝার ভরে পাছে আমি কবরহইতে নীচে নিক্ষিপ্ত হইয়া তোফতে অর্থাৎ নরকে পতিত হই। এবং আরো কহি, আমি যদি কারাগারে যাইতে প্রস্তুত

নহি, তবে বিচারে এবং বিচারস্থানহইতে দণ্ডস্থানে যাই-তেও প্রস্তুত নহি; অতএব এই সকলের নিমিত্তে ভীত হইয়া আমি রোদন করিতেছি।

তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিল, তোমার দশা যদি এমন হইয়াছে, তবে তুমি কি জন্যে এখানে দাঁড়াইয়া আছ? সে কহিল, হে মহাশয়, আমি কোথায় যাইব? তাহার কিছু স্থির করিতে না পারিয়া এখানে আছি। এমন হইলে *মঙ্গলব্যঞ্জক 'আগামি ক্রোধহইতে পলায়ন কর,' এই কথা সম্বলিত এক খানি পত্র তাহাকে দিল।

অপর সে ঐ পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে *মঙ্গলব্যঞ্জকের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, আমি কোন্ দিগে পলায়ন করিব? তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক এক বৃহৎ মাঠের দিগে অঙ্গুলি দিয়া জিজ্ঞাসিল, ঐ দ্বার দেখিতে পাইতেছ কি না? তখন সে কহিল, না। তাহাতে *মঙ্গলব্যঞ্জক পুনর্ব্বার কহিল, ঐ জাজ্বল্যমান আলো দেখিতে পাও কি না? তাহাতে সে বলিল, হাঁ, বুঝি কিছু দেখিতে পাই। তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিল, ঐ আলোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বেগে গমন কর; পরে ঐ স্থানে পৌঁছিলে যে দ্বার দেখি-তে পাইবা, সেই দ্বারে ঘা মারিলে তোমার কর্ত্তব্য যে কিছু সকলি কহা যাইবে।

---

২ অধ্যায়।

অপর *মঙ্গলব্যঞ্জকের ঐ কথাতে নির্ভর দিয়া সে অত্যন্ত বেগে দৌড়িতে লাগিল। নিজ বাটীহইতে কিছু দূর পর্য্যন্ত গমন করিলে পরে তাহার স্ত্রীপুত্ত্রাদি পরিবারেরা ঐ সমাচার পাইয়া তাহাকে ফিরাইবার জন্যে তাহার

পশ্চাৎ২ দৌড়িল; সে তাহা দেখিয়া আপন কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া, হে জীবন২, হে অনন্ত পরমায়ুঃ২, ইহা কহিয়া কাঁদিতে২ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল, এবং পশ্চাৎ ফিরিয়াও না দেখিয়া মাঠের মধ্য পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল।

পরে তাহার আত্মীয় বন্ধু প্রতিবাসি লোকেরা ঐ সংবাদ পাইয়া গৃহহইতে বাহিরে আসিয়া দেখে যে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে; তাহাতে কেহ২ ফিরাইবার জন্যে তাহাকে ধমকাইয়া তিরস্কার করিল, এবং কেহ২ বিনয় বাক্যেতে ফির হে২ বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তথাপি সে ঐ সকল কথা তুচ্ছবোধ করিয়া চলিল। এমন দেখিয়া তাহাদের মধ্যে *একগুঁইয়া এবং *সুখনম্য নামে দুই জন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল, আমরা উহাকে বলদ্বারা অবশ্য ফিরাইয়া আনিব। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সে সে স্থানহইতে বহু দূর পৌছিলেও তাহারা তাহার পশ্চাৎ২ গমনে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা এমন বেগে দৌড়িল যে অল্প ক্ষণের মধ্যে তাহার লাগাইল ধরিল। অতএব সে আপন প্রতিবাসিদিগের আগমন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রতিবাসিগণ, কি নিমিত্তে আসিয়াছ? তাহাতে তাহারা কহিল, তোমাকে ফিরাইয়া লইতে আসিয়াছি। তখন সে কহিল, ও ভাই, আমি কোন প্রকারে সে স্থানে ফিরিয়া যাইব না: কেননা তোমরা যে ধ্বংস্যনগরে বসতি কর সে আমারও জন্মভূমি বটে, কিন্তু ঐ স্থানের নিতান্ত ধ্বংস হইবে ইহা আমি নিশ্চয় জানিয়াছি। আর ঐ স্থানে থাকিলে পরকালে তোমরা যে কবরাপেক্ষা গভীর স্থানে অর্থাৎ গন্ধক মিশ্রিত প্রজ্বলিত অগ্নিযুক্ত গর্ত্তে অবিলম্বে মগ্ন হইবা তাহাও আমি দেখিতেছি; অতএব হে প্রতিবাসিগণ, তোমরা বরং আমার সহিত আগমন কর।

তাহাতে *একগুঁইয়া কহিল, এ কেমন কথা! আমরা

আত্মীয় বন্ধু প্রতিবাসি সজ্জন লোকদিগকে এবং সাংসারিক সুখভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া কি অনাথ হইয়া তোমার সঙ্গে যাইব?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ ভাই, এ কথা বলি, কেননা আমি যে সুখভোগের চেষ্টাতে আছি, তাহার এক কণিকার সহিতও তোমাদের এই সাম্প্রতিক ভুক্ত সুখের তুলনা হইতে পারে না। অতএব তোমরা যদি আমার সহিত আসিয়া এই পথের পথিক হও, তবে অনায়াসে পরম সুখের পাত্র হইয়া আমার সদৃশ বিষয় পাইবা। কেননা আমি যে স্থানে যাইতেছি সেখানে সুখের সীমা নাই; ইহাতে যদি তোমাদের প্রত্যয় না হয়, তবে বরং আমার কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানিবার নিমিত্তে আমার সহিত আসিয়া দেখ।

পরে *একগুঁইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল, সেই স্থানে এমন বস্তু কি আছে, যে তুমি তাহার নিমিত্তে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া তাহার লোভী হইয়াছ?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই, আমি স্বর্গস্থ এক অধিকারের চেষ্টাতে আছি, ঐ অধিকার অক্ষয় ও নির্ম্মল ও অজর; এবং যাহারা সেই অধিকারের চেষ্টা করে, তাহাদিগকে নিরূপিত সময়ে দত্ত হওনার্থে তাহা স্বর্গমধ্যে রক্ষিত হইতেছে। বরং যদ্যপি দেখিতে চাহ তবে আমার এই পত্র পড়িয়া দেখ।

এ কথা শুনিয়া *একগুঁইয়া তিরস্কার করিয়া কহিল, তোর পুস্তক তুই লইয়া যা। এখন আমাদের সহিত ফিরিয়া যাবি কি না, তাহা বলিতে পারিস্?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই, আমি যাইতে পারিব না, কারণ সম্প্রতি পরমার্থ ভূমির চাসেতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তখন * একগুঁইয়া * সুখনম্যকে ডাকিয়া কহিল, হে ভাই প্রতিবাসি, আইস, আমরা এই বায়ুগ্রস্ত লোককে পরিত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাই; কেননা এমত কতক গুলীন বাতুল ও বাচাল লোক আছে, তাহারা যখন যাহা মনে করে তখন তাহাদের এমনি বোধ হয়, যাহারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কারণ দেখাইতে পারে, এমন বহুদর্শী ও বিজ্ঞ লোকহইতেও আমরা জ্ঞানবান।

তখন *সুখনম্য কহিল, অগ্রে কথার বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ বিদ্রূপ করিও না, কেননা ঐ উত্তম * খ্রীষ্টীয়ান যাহা কহিতেছে তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের বিষয় অপেক্ষা ইহার চেষ্টিত বিষয় উত্তম, ইহা নিশ্চয়। অতএব আমার মনে লয় আমি ঐ প্রতিবাসির সহিত যাই।

এ কথা শুনিয়া *একগুঁইয়া কহিল, এই জগতে ইহার মত আরো কি দুই এক জন অজ্ঞান আছে? এ লোক তো ক্ষেপা, তোমাকে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার নিশ্চয় কি? অতএব তুমি আমার মতে মত করিয়া আপন ঘরে ফিরিয়া গিয়া জ্ঞানবান হও।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে ভাই * সুখনম্য, এই কথা মানিও না, বরং আমার সহিত চলিয়া আইস, কেননা আমি যে২ বিষয় কহিয়াছি সে সকলই সত্য। তদ্ভিন্নও অনেক২ ঐশ্বর্য্য আছে। বরং তোমাদের যদি প্রত্যয় না হয় তবে আমার এই পুস্তক পাঠ করিয়া দেখ। আর তন্মধ্যে যাহা২ লিখিত আছে তাহাও সত্য কি না বিবেচনা করিয়া দেখ, কেননা যিনি তাহা রচনা করিয়াছেন, তিনি আপন রক্তদ্বারা ঐ বাক্য দৃঢ় করিয়াছেন।

পরে * সুখনম্য * একগুঁইয়াকে কহিল, ওহে ভাই প্রতিবাসি, আমার অন্তঃকরণে এই সজ্জনের সকল কথাই সত্য বোধ হইতেছে; অতএব আমি ঐ সাধু লোকের সহিত

যাইতে বাঞ্ছা করি। তাহাতে ইহার যে দশা আমারও সেই দশা হইবে। ইহা বলিয়া কহিল, কেমন, হে প্রিয় সঙ্গি *খ্রীষ্টীয়ান, ঐ বাঞ্ছিত স্থানের উত্তম পথ তুমি জান? তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, *মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক ব্যক্তি আমাকে সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র দ্বারের নিকটে শীঘ্র যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই স্থানে পৌঁছিলে পর আমরা পথের বিষয় জানিতে পাইব।

তখন *সুখনম্য কহিল, তবে ভাই, এই বেলা চল; আমরা শীঘ্র করিয়া যাই। এ কথা কহিয়া তাহারা দুই জনে একত্র হইয়া চলিল।

তখন *একগুঁইয়া কহিল, তবে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি, এমন অজ্ঞানের সঙ্গে যাইতে বাঞ্ছা করি না।

এই রূপে *একগুঁইয়া ফিরিয়া গেলে ঐ *খ্রীষ্টীয়ান এবং *সুখনম্য দুই জন মাঠের মধ্য দিয়া গমন করিতে২ পরস্পর আনন্দিত হইয়া কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে ভাই *সুখনম্য, এই ক্ষণে কেমন আছ? আমার সহিত তোমার আগমন করাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু সেই অদৃশ্য বস্তুর প্রতাপে ও ভয়েতে আমি যেরূপ মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা যদি ঐ *একগুঁইয়া পাইত, তবে এরূপ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে পারিত না।

তাহাতে *সুখনম্য কহিল, হে প্রিয় সখে *খ্রীষ্টীয়ান, এখন আমরা দুই জন ব্যতিরেক এখানে আর জনমানব নাই, অতএব আমাদের গন্তব্য স্থানের বস্তু কি প্রকার, আর কি প্রকারেই বা তাহার ভোগ পাওয়া যায়, ইহা বিস্তারিত করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত কর।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এই সকল বিষয় মনের দ্বারাই যত ভালরূপে অধিক জ্ঞাত হওয়া যায়, জিহ্বাদ্বারা

আমি তত কহিতে পারি না; তবে তুমি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই জন্যে আমার পুস্তকহইতে তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ শুনাইব।

তখন *সুখনম্য কহিল, ভাই, তোমার পুস্তকমধ্যে যাহা২ লিখিত আছে, তাহা যে সত্য ইহা কি তুমি জান?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ জানি, কেননা সত্যবাদি ঈশ্বর ঐ পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

*সুখনম্য কহিল; ভাল, সে পুস্তকে কি২ লিখিত আছে?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভোগ করা যায় এমন অসীম রাজ্য এবং অনন্ত জীবন আমাদের হইবে, ইহা লিখিত আছে।

তখন *সুখনম্য কহিল, ভাল কহিয়াছ, ইহা ছাড়া আর কি আছে?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তদ্ভিন্ন তেজস্বি মুকুট আছে, এবং আমাদিগের শরীরকে তেজঃপুঞ্জ করে সর্য্যের ন্যায় এমন তেজোময় বস্ত্র আছে।

তখন *সুখনম্য কহিল, যে আহা২ এ সকল অতি অপূর্ব্ব বস্তু। ভাল, ভাই, এতদ্ভিন্ন কি আরো কিছু আছে?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, সেখানে কোন দুঃখের লেশ নাই এবং ক্রন্দন মাত্রও নাই। কারণ সে স্থানের কর্ত্তা আপনি আসিয়া সকলের নেত্রজল মুছিয়া দেন।

*সুখনম্য জিজ্ঞাসিল, আমরা সেখানে গেলে আমাদিগের প্রতিবাসী কে২ হইবে?

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যাহাদের তেজের প্রভাবে হঠাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়, এমন *সিরাফীমের এবং *কিরূবদিগের সহিত আমরা বসতি করিব, এবং সেখানে গেলে আমাদের অগ্রগত যে সহস্র২ লোক সেখানে বাস করে, তাহাদের সহিত যে কেবল সাক্ষাৎ হইবে তাহা

নয়, স্বর্ণমুকুটধারি প্রাচীন লোকদের সহিত ও বীণাধারিণী পুণ্যবতী কন্যাদিগের সহিতও সাক্ষাৎ হইবে। আর পরমেশ্বরের প্রতি স্নেহ করণের জন্যে যাহারা জগতের লোককর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন ও অগ্নিপ্রজ্বলিত ও পশুখাদিত ও সমুদ্রমগ্ন হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন কত ২ লোক-কে সে স্থানে সুস্থ ও অনন্ত জীবনরূপ বস্ত্র পরিহিত হইয়া বাস করিতে দেখিব। আর সে স্থানের এমন আ-শ্চর্য্য ব্যবহার যে সেখানে হিংসক লোকমাত্র নাই, বরং সকলের প্রতি সকলেই স্নেহ করিয়া থাকে, এবং তাহারা পরমধার্ম্মিকের ন্যায় আচরণ করিয়া সর্ব্বদা পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে গমনাগমন করিয়া কিম্বা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বাস করে।

তাহাতে *সুখনম্য কহিল, ভাই হে, কি আশ্চর্য্য কথাই শ্রবণ করিলাম! শুনিবামাত্র আমার মন আহ্লাদেতে পুল-কিত হইল। ভাল ভাই, ঐ সকল বিষয় আমরা ভোগ করিতে পারি কি না? আর কি প্রকারেই বা তাহার অংশী হইতে পারি? ইহা অনুগ্রহ করিয়া বল, শুনি।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিতে লাগিল, সেই দেশের রাজা এই পুস্তক রচনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে যাহারা ঐ সকল বিষয় লইতে নিতান্ত আকাঙ্ক্ষা করে তাহাদিগকেই বিনা মূল্যে দত্ত হইবে।

এ কথা শুনিয়া *সুখনম্য আনন্দে পুলকিত হইয়া কহিল, যে হে সখে, তবে চলিয়া আইস, আমরা সত্বর গমন করি।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই হে, আমার পৃষ্ঠেতে যে গুরুতর বোঝা আছে, তন্নিমিত্তে আমি ইচ্ছামত শীঘ্র গমন করিতে পারি না।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে ঐ দুই জন পরস্পর কথোপকথন সাঙ্গ করিবামাত্র অন্যমনস্ক প্রযুক্ত অকস্মাৎ

মাঠের মধ্যস্থিত *নৈরাশ্য নামে একটি মহাপঙ্কে পতিত হইল। তাহাতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ পঙ্কেতে মগ্ন হইলে উভয়েই অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল; বিশেষতঃ *খ্রীষ্টীয়ানের পৃষ্ঠদেশে গুরুতর ভার প্রযুক্ত সে ক্রমে২ ঐ পঙ্কে ডুবিতে লাগিল।

তাহাতে *সুখনম্য কহিল, ওহে ভাই সঙ্গি *খ্রীষ্টীয়ান, তুমি এই ক্ষণে কোথায় আছ?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সত্য ভাই, আমি তো ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

তখন *সুখনম্য এই অভরসার কথা শুনিয়া ক্রোধ পূর্ব্বক ঐ সহযাত্রিককে কহিল, ভাই হে, তুমি কি এত ক্ষণ এই অনন্ত সুখের বিষয় কহিতেছিলা? আমাদের যাত্রার প্রথম উদ্যমেই এই, না জানি ইহার শেষে এমন কত২ অনন্ত সুখ আছে! অতএব আমি যদি ভাগ্যে২ এই সময় প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া যাইতে পারি, তবে তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া ঐ মনোহর রাজ্য ভোগ করিও। এ কথা কহিয়া *সুখনম্য বলেতে দুই এক বার গাত্র ঝাড়া দিয়া কষ্ট শ্রেষ্ঠে আপন বাটীর সম্মুখবর্ত্তি পার্শ্বে পঙ্কহইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে তাহার সহিত খ্রীষ্টীয়ানের আর দেখা হইল না।

এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান ঐ নৈরাশ্য পঙ্কমধ্যে একাকী পড়িয়া লট্‌পট্‌ করিতে২ আপন বাটীর দূরস্থ অথচ ঐ ক্ষুদ্র দ্বারের নিকটস্থ পার্শ্বের দিগে যাইতে যত্ন করিয়া অতিশয় শ্রম পূর্ব্বক কষ্টশ্রেষ্ঠে ঐ পার্শ্বের কাছে গিয়া পৌঁছিল, কিন্তু পৃষ্ঠের ভারি বোঝা প্রযুক্ত পঙ্কহইতে উঠিতে পারিল না। ইতোমধ্যে আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম, উপকারক নামে এক জন তাহার নিকটে আসিয়া এই জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ স্থানে কি করিতেছ?

তখন *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিয়া কহিল, হে মহাশয়, আমি আগামি ক্রোধহইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্তে *মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক জনকর্ত্তৃক, অমুক দ্বারে যাও, এই আজ্ঞা পাইয়া সেই স্থানে গমন করিতে২ এই মহাপঙ্কে পড়িয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি।

তাহাতে *উপকারক কহিলেন, তুমি পদার্পণার্থে স্থাপিত প্রস্তরশ্রেণীর অনুসন্ধান করিয়া কেন গমন কর নাই?

খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি ভয়েতে ব্যাকুল হইয়া নিকটস্থ পথ দিয়া পলায়ন করিতেছিলাম, তাহাতে হঠাৎ এই স্থানে পড়িয়াছি।

*উপকারক কহিলেন, তবে হস্ত বিস্তার কর। তাহাতে সে হাত বাড়াইয়া দিলে তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া ডেঙ্গায় তুলিলেন, এবং অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন।

অপর এমন সময়ে যেন আমি ঐ *উপকারকের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মহাশয়, ধ্বংস্যনগরহইতে ঐ দ্বার পর্য্যন্ত গমনের যে পথ তাহা দীনহীন যাত্রিকদিগের নির্ব্বিঘ্নে গমনের নিমিত্তে সুন্দর রূপে নির্ম্মিত না হইয়া এই মহাপঙ্ক দিয়া নির্ম্মিত কেন হইয়াছে? তাহাতে তিনি আমাকে কহিলেন; শুন, ঐ মহাপঙ্ককে কোন প্রকারেই শুধরাণ যায় না। কেননা পাপহইতে উৎপন্ন জঞ্জাল সকল আসিয়া ঐ স্থানে পতিত হয়. একারণ নৈরাশ্য পঙ্ক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ফলতঃ পাপগ্রস্ত লোকদের আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষমতা বিষয়ে উত্তরোত্তর চেতনা হওয়াতে তাহাদের মনোমধ্যে উৎপন্ন ভয় ও আশঙ্কা ও সন্দেহ ইত্যাদি মিলিত হইয়া অদ্যাবধি এই স্থানে একত্র হয়; এ কারণ এ স্থানের মৃত্তিকা এ প্রকার মন্দ জানিবা।

আর এই স্থান এ প্রকার কদর্য্য হইয়া থাকে এমন কিছু রাজার অভিলাষ নহে। বরঞ্চ রাজার আজ্ঞা পাইয়া তাঁহার মজুরেরা, ঐ অল্প স্থান কি জানি যদ্যপি ভাল হয়, এই আশয়ে ক্রমে২ আজি আঠারো শত বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেছে। বিশেষতঃ তিনি আমাকে আরো একটি কথা কহিলেন, যে আমার জ্ঞানেতে ঐ স্থানে লক্ষ ২ গাড়ী মাটী ফেলিয়া দিয়াছে, ফলতঃ লক্ষ ২ হিতোপদেশাদি যে সকল রাজার অধিকারের সর্ব্বত্র হইতে সর্ব্বদা আনা গিয়াছিল, তাহাও এই স্থানে দেওয়া গিয়াছে; এবং বিজ্ঞ ২ লোকেরা এ কথা কহেন, যে সকল দ্রব্যেতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম মৃত্তিকা জন্মে, এমন অনেক ২ দ্রব্যও ফেলা গিয়াছে, তথাপি এই স্থান শুধরাণ না হইয়া আজি পর্য্যন্ত নৈরাশ্যপঙ্ক হইয়া আছে। আর ইহার পরে তাহার পূরণ করিবার জন্যে সাধ্য পর্য্যন্ত পরিশ্রম হইলেও এই স্থান সেই রূপ থাকিবে।

আর ব্যবস্থাপকের আজ্ঞাতে এই মহাপঙ্কের মধ্য দিয়া পাদার্পণার্থক অনেক ২ প্রস্তর ফেলা গিয়াছে, তাহাও সত্য বটে; কিন্তু যে সময়ে এই স্থানে সেই জঞ্জালাদি আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ এক ঋতু গেলে অন্য ঋতুর আগমনে যখন পূর্ব্ববৎ হইয়া থাকে, তখন ঐ সকল প্রস্তর প্রায় দেখা যায় না। যদি কখন অল্প ২ দেখা যায়, তবে তাহার উপর দিয়া মনুষ্যেরা গমন করিতে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া পঙ্কেতে মগ্ন হয়; কিন্তু এক বার ঐ দ্বারে প্রবিষ্ট হইলে উত্তম মৃত্তিকা পাওয়া যায়।

অপর আমি এই রূপ স্বপ্ন দেখিতে২ দেখিলাম যেন ইতোমধ্যে সেই * সুখনম্য গিয়া বাটীতে পৌছিল; তাহাতে তাহার প্রতিবাসি লোকেরা তাহার নিকটে আসিয়া সে যে ফিরিয়া আসিয়াছে, এই জন্যে কেহ২ তাহাকে বুদ্ধি-

মান্ বলিল; এবং কেহ২ কহিল, যে না, এ যখন সেই ক্ষপা *খ্রীষ্টীয়ানের সহিত প্রাণপণে গিয়াছিল, তখন ইহাকেও ক্ষিপ্ত বোধ হয়; এবং অন্য কেহ২ তাহাকে ভীরু বলিয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া কহিল, তুমি অগ্রে প্রাণপণ করিয়া গিয়া শেষে অল্প দুঃখ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ; কিন্তু আমি যদি এক বার তোমার মত প্রাণ-পণ করিয়া যাইতাম, তবে কখন অল্প দুঃখেতে ফিরিয়া আসিতাম না। এ রূপ কথা শুনিয়া *সুখনম্য লজ্জা-তে তাহাদের নিকটে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। পরে সে সচ্ছন্দ হইলে পর তাহারা তাহাকে ত্যাগ করিয়া অসাক্ষা-তে *খ্রীষ্টীয়ানকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ইতি *সুখ-নম্য বিষয়ক বিবরণ সমাপ্ত।

---

৩ অধ্যায়।

অপর এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান ঐ তেবান্তর মাঠের মধ্যে একাকী গমন করিতে২ অকস্মাৎ দেখিল, যে দূরে এক জন মনুষ্য ঐ মাঠের মধ্য দিয়া তাহার দিগে আসিতে-ছে। পরে অল্প ক্ষণের মধ্যেই সে ক্রমে২ তাহার নি-কটে পৌঁছিয়া ঐ *খ্রীষ্টীয়ানের সহিত মিলিল। সে ব্যক্তির নাম *সাংসারিকবুদ্ধি, সে *শারীরিকাচার নামক গ্রামে বসতি করে। ঐ মহৎ গ্রাম *খ্রীষ্টীয়ানের জন্ম-স্থানহইতে অতি নিকট; একারণ *ধ্বংস্যনগরহইতে *খ্রীষ্টীয়ানের বাহির হইয়া যাওনের গল্প কেবল ঐ গ্রামে রটিয়াছিল এমন নয়, অন্যান্য গ্রামেও ঐ কথা রটিয়াছিল। অতএব *খ্রীষ্টীয়ানের বিষয়ে কিছু স্মরণ করাতে ঐ *সাংসারিকবুদ্ধি মহাশয় *খ্রীষ্টীয়ানের অত্যন্ত

পরিশ্রম পূর্ব্বক গমন ও ক্রন্দন ইত্যাদি দেখিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল।

তাহাতে প্রথমে *সাংসারিকবুদ্ধি জিজ্ঞাসা করিল, হে ভাই, এ প্রকার ভারগ্রস্ত হইয়া তুমি কোথায় যাইতেছ?

তখন *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিয়া কহিল, হে মহাশয়, আমি অতি দীনহীন দুরাচার; আমার মত ভারগ্রস্ত কেহ কখন হয় নাই। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে আমার অগ্রস্থিত ঐ ক্ষুদ্র দ্বার পর্য্যন্ত গেলে আমি এই ভারি বোঝাহইতে মুক্ত হইব; এ কারণ সেই স্থানে যাইতেছি।

*সাংসারিকবুদ্ধি জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্ত্রীপুত্ত্রাদি আছে কি না?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, সে সকল আছে বটে, কিন্তু এই ভারি বোঝা প্রযুক্ত তাহাদের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ প্রমোদ আমার ভাল লাগে না, বরং নিরানন্দ বোধ হয়।

*সাংসারিকবুদ্ধি জিজ্ঞাসিল, আমি যদি তোমাকে কোন পরামর্শ দি, তবে তাহা তুমি শুনিবা কি না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, যদি সৎপরামর্শ হয়, তবে অবশ্য শুনিব, কেননা আমার উত্তম পরামর্শেতে প্রয়োজন আছে।

*সাংসারিকবুদ্ধি কহিল, তবে আমি তোমাকে এই এক সৎপরামর্শ দি, তুমি কোন প্রকারে অতি শীঘ্র এই বোঝাহইতে মুক্ত হও; কেননা যে পর্য্যন্ত ঐ ভারহইতে মুক্ত না হইবা, তাবৎ কোন মতে তোমার মন স্থির হইবে না; বিশেষতঃ পরমেশ্বর তোমাকে যে২ উত্তম২ বিষয় দিয়াছেন, তদুৎপন্ন সুখও সে পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারিবা না।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে মহাশয়, আমিও

সর্ব্বদা সেই চেষ্টায় আছি, কিন্তু তথাচ কোন প্রকারেই ঐ বোঝা এড়াইতে পারিতেছি না ; আমার এই গুরুতর ভার যে হরণ করে, আমাদের তাবৎ দেশের মধ্যে এমন একটিও লোক দেখি না। অতএব তোমাকে যেরূপ কহিয়াছি, সেই রূপ আমি এই বোঝাহইতে মুক্তি পাইবার জন্যে এ পথ দিয়া যাইতেছি।

তাহাতে *সাংসারিকবুদ্ধি কহিল, এই বোঝাহইতে মুক্ত হওনের নিমিত্তে এ পথ দিয়া যাইতে তোমাকে কে পরামর্শ দিয়াছে ?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে লোককে আমার দৃষ্টিতে অতিমহৎ এবং সম্ভ্রান্ত বোধ হইয়াছে, এবং আমার স্মরণ হয় যে তাঁহার নাম * মঙ্গলব্যঞ্জক।

*সাংসারিকবুদ্ধি কহিল, আঃ তাহার পরামর্শের মল কি ? সে তোমাকে যে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, তাহার মন্ত্রণানুসারে যদি তুমি চল, তবে সেই পথ কেমন ভয়ানক ও দুর্গম তাহা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিবা। আর আমি এখনি দেখিতে পাইতেছি, যে ইহার মধ্যেই তুমি সে পথের কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাইয়াছ ; কেননা তোমার সর্ব্বাঙ্গ নৈরাশ্য পঙ্কের কাদা লেপা দেখিতেছি। অতএব শুন, যাহারা ঐ পথ দিয়া যায়, তাহাদিগের প্রথম ক্লেশের সূত্র ঐ পঙ্ক জানিবা। আমি তোমাহইতে অনেক প্রাচীন বটি, অতএব আমার কথা গ্রাহ্য করিও। তুমি যে পথে যাইতেছ সে পথে কেবল বৃথা পরিশ্রম, এবং ব্যথা, ক্ষুধা, দুঃখ, উলঙ্গত্ব, খড়্গ, সিংহ, সর্প, অন্ধকার ইত্যাদির ভয়, এবং মৃত্যুও আছে ; আর এই সকল যে নিতান্ত সত্য, ইহা অনেক সাক্ষিদ্বারা স্থির করা গিয়াছে ; অতএব পরের কথা শুনিয়া নিতান্ত অবিবেচকের মত কেন আপনাকে নষ্ট করিবা ?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তাহার কারণ এই, মহাশয় যে সকল ভয়ানক বিষয় কহিলেন, তাহা অপেক্ষাও আমার এই পৃষ্ঠের ভার অধিক ভয়ঙ্কর হইয়াছে; অতএব এই পথের মধ্যে আমি যদি এই বোঝাহইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে যাহা ঘটে তাহা ঘটুক। তাহাতে আমার কিছুই চিন্তা নাই, জানিবা।

তখন * সাংসারিকবুদ্ধি জিজ্ঞাসিল, এই বোঝা তুমি প্রথমে কোথাহইতে পাইয়াছিলা?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমার হস্তের এই পুস্তক পাঠ করিতে২ পাইয়াছি। তখন * সাংসারিকবুদ্ধি কহিল, হাঁ, আমিও তাহা বুঝিয়াছি; যাহাদের অতিক্ষুদ্র অন্তঃকরণ, তাহারা আপন অসাধ্য কোন উচ্চ বিষয়েতে হাত দিয়া হঠাৎ সমূহ মনোবৈকল্য প্রাপ্ত হয়। তুমিও তদ্রূপ, তাহা আমি দেখিতেছি। কিন্তু সে প্রকার মনোবৈকল্যদ্বারা মনুষ্যেরা প্রায় অমনুষ্য হয়, তাহা কেবল নয়, বরং অজ্ঞেয় বিষয় পাইবার চেষ্টাতে দুঃখসমূহেতেও মগ্ন হয়।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মহাশয়, আমি যাহা পাইতে চেষ্টা করি তাহা জানি, সে কি না এই ভারি বোঝাহইতে যে মুক্ত হই।

* সাংসারিকবুদ্ধি কহিল, তুমি যদি কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া আমার কথা শুন, তবে ঐ পথে যে২ আপদ আছে, তাহাতে কোন প্রকারে না পড়, এবং তোমার বাঞ্ছিত বিষয়ও পাইতে পার, এমন এক সুগম পথ দেখাইয়া দিতে পারি। এই যে পথে তুমি যাইতেছ তাহাতে যদ্যপি এমন ঘোর আপদ থাকিল, তবে তাহাতে সুখভোগের চেষ্টাতে যাওয়া বৃথা। আর আমি যাহা বলিতেছি তাহা এক প্রকার নিকটবর্ত্তীও বটে, এবং তাহাতে সকল আপদ ছাড়াইয়া বরং অনেক২ মিত্রতা ও সুখ ও শান্তি পাইতে পারিবা।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে মহাশয়, তবে ঐ গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিতে আজ্ঞা হউক।

তখন * সাংসারিকবুদ্ধি কহিতে লাগিল, শুন, এই স্থান-হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি * নীতিনামক গ্রামে * ব্যবস্থা-নুগত নামক এক জন প্রধান লোক বসতি করেন, তিনি অতি প্রবীণ এবং বড় সুখ্যাত, আর তোমার পৃষ্ঠে যেরূপ বোঝা আছে এমন বোঝা মনুষ্যদিগের স্কন্ধহইতে নামা-ইতে তিনি অতি বড় বিজ্ঞ; কেননা আমার জ্ঞানেতে তাঁহাকে ঐ প্রকার অনেক২ ভাল কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছি, এবং তাহা ছাড়াও আপন২ বোঝা প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ মনো-বৈকল্য প্রাপ্ত লোকদিগকেও ভাল করিতে তিনি অতি পটু বটেন; অতএব আমি বলি, তাঁহার নিকটে গেলে তুমি ক্ষণেকের মধ্যে আপন উপকার জানিতে পারিবা। তাঁহার বাটী এখানহইতে এক ক্রোশ অন্তরও নহে। তিনি যদি ঘরে না থাকেন, তবে * সুভ্য নামে তাঁহার এক পুত্র আছেন, তিনিও ঐ বৃদ্ধ মহাশয়ের ন্যায় তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ করিতে ক্ষমতাপন্ন বটেন; এ জন্যে কহিতেছি, তুমি সেখানে গেলে অবশ্য এ বোঝাহইতে মুক্ত হইতে পারিবা। আর তুমি যে পূর্ব্ববসতি স্থানে ফিরিয়া যাও, তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই; এবং তথায় থাকিতে যদি না চাও, তবে এই গ্রামে থাকিয়া তোমার স্ত্রী পুত্রাদিকে আনিবার জন্যে লোক পাঠাইতে পার। এই গ্রামে অনেক২ শূন্য গৃহ আছে, তাহার একটা অল্পমূল্যে ভাড়া পাইতে পারিবা, এবং সেখানে উত্তম ও সুলভ খাদ্য দ্রব্যও মিলে। আরও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বিষয় এই, যে সেখানে সদ্ভ্রান্তরূপে সদ্ব্যবহার করিয়া সজ্জন প্রতিবাসিগণের সহিত বাস করিতে পারিবা।

এ কথা শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ান অল্পক্ষণ স্থগিত হইয়া ভা-

বিয়া শেষে বিবেচনা করিয়া কহিল, এ মহাশয় যাহা কহি-তেছেন ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইহাঁরি পরামর্শে চলা ভাল বটে। অতএব সে এই রূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, হে মহাশয়, সে উত্তম মনুষ্যের বাটীতে কোন্ পথ দিয়া যাইব?

তাহাতে *সাংসারিকবুদ্ধি কহিল, ঐ উচ্চ পর্ব্বত দে-খিতে পাইতেছ কি না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

তখন *সাংসারিকবুদ্ধি কহিল, তোমার ঐ পর্ব্বতের উপর দিয়া যাইতে হইবে; তাহাতে প্রথমে যে বাটীতে উপস্থিত হইবা, সেই বাটী তাঁহার জানিবা।

অনন্তর *খ্রীষ্টীয়ান সেই *ব্যবস্থানুগত মহাশয়ের বাটীতে যাইবার জন্যে পূর্ব্বের পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে২ ঐ পর্ব্বতের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু সে পর্ব্বত অতিশয় উচ্চ, এবং পথের পার্শ্বহইতে এক কালে সমানরূপে দণ্ডায়মান প্রযুক্ত কি জানি, পাছে ইহা আমার মস্তকের উপরে পড়ে, এই ভয়েতে ভীত হইয়া *খ্রীষ্টী-য়ান তাহার নিকটে যাইতে পারিল না, এবং সেই স্থানে কিছু কাল দাঁড়াইয়া, কি করা কর্ত্তব্য তাহাও কিছু স্থির করিতে পারিল না। আর পূর্ব্বপথে থাকনের সময় অপেক্ষা তখন ঐ বোঝা উত্তরোত্তর ভারী বোধ হও-য়াতে এবং ঐ পর্ব্বতহইতে ঝলকে২ অগ্নিশিখা নির্গত হওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ান ভাবিল, আঃ! এই বার বুঝি আমি অগ্নিতে ভস্ম হইলাম! এ কথা কহিয়া ঐ স্থানে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ভয়েতে থর২ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আর আমি কেন *সাংসারিকবুদ্ধি মহাশয়ের মন্ত্রণাতে চলিলাম? ইহা বলিয়া অত্যন্ত খেদ করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে *মঙ্গল-

ব্যঞ্জককে আসিতে দেখিয়া লজ্জাপ্রযুক্ত *খ্রীষ্টীয়ানের আকার বিবর্ণ হইল। পরে *মঙ্গলব্যঞ্জক তাঁহার প্রতি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিপাত করিয়া *খ্রীষ্টীয়ানকে এই রূপ অনুযোগ পূর্ব্বক পরামর্শ দিতে লাগিলেন, হে *খ্রীষ্টীয়ান, তুমি এ স্থানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ? এই কথা *মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসা করিলে *খ্রীষ্টীয়ান কি উত্তর করিবে, তাহা না বুঝাতে চুপ করিয়া রহিল। তাহাতে *মঙ্গলব্যঞ্জক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই *ধ্বংস্যনগরের প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছিল, এমন যে মনুষ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তুমি কি সে মনুষ্য নহ?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ মহাশয়, আমি সেই বটি।

*মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন, আমি তোমাকে ঐ ক্ষুদ্র দ্বারে যাইতে কহিয়াছিলাম কি না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ মহাশয়, কহিয়াছিলেন বটে।

তাহাতে *মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন, তবে তোমাকে এত শীঘ্র সে পথের বহির্গত হইয়া দাঁড়াইতে দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে মহাশয়, নৈরাশ্যপঙ্ক পার হইবামাত্র এক জন মহল্লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি কহিলেন, অগ্রস্থিত গ্রামে গেলে যিনি তোমার বোঝা নামাইতে পারেন, এমন এক জন মনুষ্যকে সেখানে পাইবা।

*মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন, সে কি প্রকার লোক?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে ব্যক্তিকে এক জন বিশিষ্ট লোকের ন্যায় দেখিলাম। তিনি আমার সহিত অনেক ২ কথাবার্ত্তা কহিলে আমার মন তাহার কথাতে পরাজিত হওয়াতে আমি এদিগে যাইতেছিলাম, কিন্তু শেষে এই পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান পর্ব্বতকে দেখিয়া, পাছে

ইহা আমার ঘাড়ে পড়ে, এই ভয়ে হঠাৎ স্থগিত হইয়া রহিয়াছি।

তাহাতে *মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন, সেই মহল্লোক তোমাকে কি কহিয়াছিল ?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তুমি কোথায় যাইতেছ ? ইহা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাকে উত্তর দিলাম।

পরে *মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন, তাহার পর সে কি কহিল ?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমার স্ত্রী পুত্রাদি আছে কি না? এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে আমি তাহার উত্তর করিলাম, আর ইহাও কহিলাম, আমার পৃষ্ঠস্থিত এই বোঝার নিমিত্তে আমি এমনি ভারগ্রস্ত হইয়াছি যে পূর্ব্বের মত তাহাদের বিষয়ে আমার কোন সুখ নাই।

*মঙ্গলব্যঞ্জক জিজ্ঞাসিলেন, তাহাতে সে কি কহিল ?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তিনি আমাকে এই কথা বলিলেন, তুমি তবে ঐ বোঝাহইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা কর ? তাহাতে আমি কহিলাম, হাঁ, আমিও সেই চেষ্টায় আছি; এবং সেই হেতুক মুক্তিস্থানে গমনের উপদেশ পাইবার জন্যে ঐ দ্বারে যাইতেছি। তাহাতে মহাশয় আমাকে যে পথে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা উত্তম ও আপদরহিত অন্য এক পথ তোমাকে দেখাইব, তিনি এ কথা কহিলেন। আরও কহিলেন, সেই পথে গেলে তুমি এই প্রকার বোঝা নামাইতে বিজ্ঞ এমন এক মহল্লোকের বাটীতে পৌঁছিবা। তাহাতে আমি তাঁহার সেই কথায় প্রত্যয় করিয়া শীঘ্র বোঝাহইতে মুক্তি পাই-বার লোভে ঐ পথ পরিত্যাগ করিয়া এই পথে আগমন করিলাম; কিন্তু শেষে এই স্থানে আসিয়া এই সকল চাক্ষুষ

দেখিয়া নিবৃত্ত হইলাম, এবং এক্ষণে কি করিব তাহাও কিছু স্থির করিতে পারি না।

অনন্তর *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন, সে যাহা হউক, এই ক্ষণে আমি তোমাকে ঈশ্বরবিষয়ক বাক্য শুনাইব, অতএব কিঞ্চিৎ কাল থাক। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান অমনি কম্পিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিতে লাগিলেন, সাবধান, বাক্যবাদির কথা শুনিতে অসম্মত হইও না; কারণ যিনি পৃথিবীতে কহিয়াছিলেন, তাঁহার কথা শুনিতে অসম্মত হওয়াতে ঐ লোকেরা যদি না বাঁচিল, তবে যিনি স্বর্গহইতে কহেন, তাঁহাহইতে পরাঙ্মুখ হইলে আমরা কোন প্রকারে বাঁচিব না। তিনি আরও কহিলেন, পুণ্যবান ব্যক্তি আপন বিশ্বাসদ্বারা বাঁচিবে, কিন্তু যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে তাহাতে আমার মনস্তুষ্টি হইবে না। পরে তিনি ঐ সকল কথার এই রূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কহিতে লাগিলেন, শুন, যে ব্যক্তি এই সকল দুঃখে গমন করিতেছে, সে তুমিই। তুমি সর্ব্বোপরিস্থের বাক্য হেলা করিয়া সৎপথহইতে আপন পা পিছলিয়া প্রায় আপনার বিনাশ আপনি সম্পূর্ণ করিয়াছ।

পরে *খ্রীষ্টীয়ান মৃতকল্প হইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া রোদন করিতে২ কহিল, শাপগ্রস্ত যে আমি আমি তো একেবারে বহিয়া গিয়াছি। এই রূপ তাহার কাতরোক্তি শুনিয়া *মঙ্গলব্যঞ্জক তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, মনুষ্যদের সকল প্রকার পাপ ও নিন্দা ক্ষমা হইবে; অতএব অবিশ্বাসী না হইয়া বিশ্বাসী হও। তখন *খ্রীষ্টীয়ান এই রূপ পুনরাশ্বাস পাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া পূর্ব্ববৎ কাঁপিতে২ গিয়া *মঙ্গলব্যঞ্জকের কাছে দাঁড়াইল।

অপর *মঙ্গলব্যঞ্জক এই রূপ কহিতে লাগিলেন, কে তোমাকে ভুলাইয়াছিল, এবং কাহার নিকটে বা সে

তোমাকে পাঠাইয়াছিল, তাহার সমস্ত বিষয় আমি তোমাকে বলি, তুমি সাবধান পূর্ব্বক মনোযোগ করিও। শুন, যে লোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার নাম *সাংসারিকবুদ্ধি; সে কেবল সাংসারিক উপদেশ ভাল বাসে, এই নিমিত্তে সে সর্ব্বদা *নীতিনামক গ্রামের ধর্ম্মশালায় গতায়াত করে। আর সে ব্যক্তি সাংসারিক উপদেশ এতো ভাল বাসে তাহার কারণ এই, যে তাহা মানিলে ক্রুশহইতে মুক্তি পাওয়া যায়, অর্থাৎ ক্রুশেতে হত খ্রীষ্টের সত্য ধর্ম্ম আচরণ করাতে যে ক্লেশ তাহাহইতে মুক্তি পাওয়া যায়। অতএব জগৎস্থ লোককে সেই মতাবলম্বী করণে তাহার বাঞ্ছা প্রযুক্ত সে আমার যথার্থ মতে যাইতে লোকদিগকে বারণ করে, এই হেতুক তাহার নাম যথার্থ রূপে *সাংসারিকবুদ্ধি নির্ণয় করা গিয়াছে। তাহার উপদেশের মধ্যে নিম্নলিখিত তিন বিষয় তুমি অতিশয় ঘৃণার্হ জানিবা।

ফলতঃ সে তোমাকে পথহইতে ফিরাইল, এই প্রথম বিষয়। এবং ক্রুশ যে তুচ্ছনীয়, এমন তোমার বোধ জন্মাইবার চেষ্টাতে ছিল, এই দ্বিতীয় বিষয়। আর তোমাকে ফিরাইয়া মৃত্যুর পথে লওনের চেষ্টায় ছিল, এই তৃতীয় বিষয়।

প্রথম বিষয়। সে যে তোমাকে সৎপথহইতে ফিরাইয়াছিল, এবং তুমি যে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলা, ইহা অতিশয় ঘৃণার্হ জানিবা, কেননা সাংসারিকবুদ্ধি মনুষ্যের কথাক্রমে ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অবহেলা করা অতি দুষ্কর্ম্ম বটে। দেখ, প্রভু কহেন, সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে প্রাণপণ কর; কেননা জীবনপ্রাপ্তির দ্বার সঙ্কীর্ণ, এবং অল্প লোক তাহার উদ্দেশ পায়। আমি তোমাকে সেই সঙ্কীর্ণ দ্বারে যাইতে বলিয়াছিলাম; পরে ঐ দুষ্ট মনুষ্য সেই দ্বারহইতে ও তাঁহার পথহইতে তোমাকে পরাঙ্মুখ

করিয়া প্রায় তোমার বিনাশ ঘটাইল; অতএব তাহার সেই কুপরামর্শ, এবং তাহার বাক্যে তোমার সম্মতি, এই উভয় অতিশয় ঘৃণার্হ জ্ঞান কর।

দ্বিতীয় বিষয়। সে ব্যক্তি যে তোমাকে ক্রুশ তুচ্ছ করাইবার জন্যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাও ঘৃণার্হ জ্ঞান করিবা, যেহেতুক মিসর দেশের সমস্ত ধনহইতেও ঐ ক্রুশকে তোমার মনোনীত করা কর্ত্তব্য, কেননা যিনি স্বর্গমর্ত্ত্যের একাধিপতি, তিনি তোমাকে কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপন প্রাণ রক্ষা করিতে আকিঞ্চন করে সে তাহা হারাইবে, এবং কেহ আমার পশ্চাদ্গামী হইয়া যদি আপন মাতা ও পিতা ও স্ত্রী ও সন্তান ও ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীবর্গ এবং নিজ প্রাণও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। অতএব আমি বলি, সত্যবাদি ঈশ্বরের দত্ত প্রমাণানুসারে যে ক্রুশ ব্যতিরেকে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হওয়া তোমার অসাধ্য, তাহাকে মনুষ্য যদি তোমার মৃত্যুজনক বলে, তবে সেই উপদেশ নিতান্ত ঘৃণা করা তোমার কর্ত্তব্য।

তৃতীয়। ঐ দুষ্ট ব্যক্তি যে তোমাকে মৃত্যুর পথে লইয়া গিয়াছিল, ইহাও তোমার ঘৃণা করিতে হইবে। সে যাহার নিকটে তোমাকে পাঠাইয়াছিল, সে কে, এবং তোমার বোঝা নামাইতে কেমন অপারক, তাহা বিবেচনা করিলে অবশ্য মনে ঘৃণা জন্মিবে।

তুমি বিশ্রাম পাইবার জন্যে *ব্যবস্থানুগত নামক যে ব্যক্তির কাছে প্রেরিত হইয়াছিলা সে এক দাসীর পুত্র, এবং তাহার সেই মাতা আপন সন্তানদের সহিত অদ্যাপি দাসত্বে বদ্ধা আছে। আর সে সীনয়পর্ব্বতস্বরূপা, অর্থাৎ এই যে পর্ব্বতকে তোমার ঘাড়ে পড়িতে উদ্যত দেখিয়া তুমি ত্রাসযুক্ত হইয়াছ, এই পর্ব্বতস্বরূপা। সেই স্ত্রী যদি

আপন সন্তানদের সহিত অদ্যাপি দাসত্বে বদ্ধা আছে, তবে তাহাদের দ্বারা তোমার মুক্তির আশা কি প্রকারে করিতে পার? *ব্যবস্থানুগত নামক সেই ব্যক্তি তোমাকে কখন ভারহইতে মুক্ত করিতে পারে না। আজি পর্য্যন্ত তাহাদ্বারা এ প্রকার বোঝাহইতে কখন কেহ মুক্ত হয় নাই, এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই জানিবা; কেননা ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়াদ্বারা কেহ পুণ্যবান কিম্বা আপন বোঝাহইতে মুক্ত কখন হয় নাই। অতএব ঐ *সাংসারিকবুদ্ধি মহাশয় এক জন মিথ্যাবাদী, এবং ঐ *ব্যবস্থানুগত ব্যক্তি জুয়াচোর, এবং *সভ্যনামা তাহার পুত্রও এক জন প্রকৃত কাল্পনিক লোক; সে অতি রূপবান হইলেও তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। অতএব তুমি আমার কথাতে প্রত্যয় কর, কেননা সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিহইতে তুমি যে ২ কথা শুনিয়াছ, তাহাতে কোন সার নাই, কেবল সৎপথহইতে তোমাকে ফিরাইয়া পরিত্রাণবঞ্চিত করিবে, এই তাহার চেষ্টা। এই রূপ কহিয়া *মঙ্গলব্যঞ্জক আপন বাক্য দৃঢ় করিবার নিমিত্তে উচ্চৈঃস্বরে আকাশমণ্ডলের প্রমাণ চাহিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ ঐ *সীনয় পর্ব্বতহইতে অগ্নি এবং ঈশ্বরীয় বাণী নির্গতা হওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ানের সকল শরীর রোমাঞ্চিত হইল। ঐ ঈশ্বরীয় বাণী এই, "যাহারা ব্যবস্থানুযায়ি কর্ম্মাবলম্বী তাহারা শাপগ্রস্ত; যেহেতুক লিপি আছে, যে কেহ এই ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত কথা সকল নিশ্ছিদ্ররূপে পালন না করে, সে শাপগ্রস্ত।"

পরে এই সকল কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ানের মৃত্যু বিনা অন্য কোন আশা না থাকাতে সে বড় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, আর যখন *সাংসারিকবুদ্ধির সহিত তা-

হার সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই ক্ষণকে শাপ দিতে লাগিল; এবং আপনি যে তাহার পরামর্শানুসারে চলিয়াছিল, একারণ আপনাকে সহস্র২ বার অজ্ঞান বলিয়া খেদ করিতে লাগিল। তদ্ভিন্ন *সাংসারিকবুদ্ধির সাংসারিক পরামর্শদ্বারা আপনি যে যথার্থ পথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথে চলিয়াছিল, ইহা মনে করিয়া বড় লজ্জিত হইল।

অনন্তর *খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার *মঙ্গলব্যঞ্জককে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, আপনি কেমন বুঝেন? আমি কি এখন আর বার ফিরিয়া সে ক্ষুদ্র দ্বারে যাইতে পারি, এমন কিছু ভরসা আছে? আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তন্নিমিত্তে আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া লজ্জা দিয়া কি সেই স্থানহইতে দূর করা যাইবে না? আমি না বুঝিয়া সেই লোকের পরামর্শে মনোযোগ করাতে এখন বড় দুঃখিত হইয়াছি; অতএব ঈশ্বর আমার সেই পাপ ক্ষমা করুন।

তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন, হাঁ, তোমার পাপ অতি বড় বটে, কেননা তুমি উত্তম পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষিদ্ধ পথে গমন করিয়া দুই প্রকার মন্দ কর্ম্ম করিয়াছ। তথাপি দ্বারে যে ব্যক্তি বাস করে, সে তোমাকে গ্রহণ করিবে; কেননা সে মনুষ্যদের হিতেচ্ছুক। কিন্তু দেখ, পুনর্ব্বার সে পথ পরিত্যাগ করিও না, কেননা ক্ষণমাত্রে প্রভুর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে পাছে তুমি পথিমধ্যে বিনষ্ট হও; অতএব সাবধানে যাইবা। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার ফিরিয়া যাওনের উদ্যোগ করিলে *মঙ্গলব্যঞ্জক তাহাকে চুম্বন করিয়া হাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে *খ্রীষ্টীয়ান অতি বেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। তাহাতে পথিমধ্যে কাহারও সহিত আলাপ করা দূরে থাকুক, বরং অন্য কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহার কোন উত্তর না করিয়া নিষিদ্ধ ভূমিতে বিলম্ব হওনের ভয়ে অতি

ত্বরায় অগ্রসর হইল; পরে পূর্ব্বত্যক্ত পথে পুনরায় প্রবেশ করিলে তাহার মন কিঞ্চিৎ স্থির হইল।

---

৪ অধ্যায়।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান এই রূপে ক্রমে২ গিয়া কত ক্ষণের পর ঐ দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যে ঐ দ্বারের উপরিভাগে এই লেখা আছে, "আঘাত কর, তাহাতে তোমাদের জন্যে দ্বার মুক্ত হইবে।" তাহাতে *খ্রী-ষ্টীয়ান এই কথা কহিতে২ বার বার ঐ দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল।

এক্ষণে কি এই দ্বারে প্রবেশিতে পারি।
কৃপার উচিত পাত্র আমি হৈতে নারি॥
নিশ্চয় যদ্যপি ইহা তথাপি আমারে।
দ্বার খুল্যা যেই দিবে মোরে দয়া করে॥
অশেষ প্রশংসা স্তুতি করিতে তাঁহার।
স্বর্গেতে না ত্রুটি হবে কখন আমার॥

পরে অল্প ক্ষণ বিলম্বে *হিতেচ্ছুক নামে এক ধীর ব্যক্তি ঐ দ্বারের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে দ্বারে আঘাত করে কে? তুমি কোথাহইতে আসিয়াছ? এবং তোমার প্রার্থনীয় বা কি?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর দিয়া কহিল, এখানে দুঃখি ভারগ্রস্ত পাপি এক জন আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমি *ধ্বংস্যনগরহইতে আসিয়াছি, এবং আগামি ক্রোধহইতে মুক্তি পাইবার জন্যে *সীয়োন পর্ব্বতে যাইব। এই দ্বার দিয়া সেই পথ গিয়াছে ইহা শুনিয়াছি, অতএব আমি যে এই দ্বারে প্রবেশ করি, মহাশয়ের এমন ইচ্ছা আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করি।

তাহাতে *হিতেচ্ছুক কহিল, হাঁ, সর্ব্বতোভাবে আমার এমন ইচ্ছা আছে। এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিল।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান ঐ দ্বারে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে সেই *হিতেচ্ছুক তাহার হাত ধরিয়া এক টান দিয়া তাহাকে ভিতরে লইল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ইহার অভিপ্রায় কি? তখন সে কহিল, এই দ্বারহইতে অল্প দূরে একটি দুর্গম গড় আছে। ঐ গড়ে *বালসিবূব্ নামক সেনাপতি ও তাহার সহচরগণ থাকে, তাহারা এই দ্বারের নিকটে কোন লোককে আসিতে দেখিলে তাহার প্রতি হঠাৎ বাণ নিক্ষেপ করে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ইহাতে আমার হর্ষবিষাদ জন্মে।

পরে সে প্রবেশ করিবামাত্র *হিতেচ্ছুক দ্বারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এ স্থানে আসিতে তোমাকে কে পরামর্শ দিয়াছিল?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, *মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক জন আমাকে এস্থানে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। এবং কহিয়াছিলেন, তোমার তাবৎ কর্ত্তব্য বিষয় সেই স্থানের দ্বারী তোমাকে কহিয়া দিবে; অতএব আমি সেই রূপ করিয়াছি।

তখন *হিতেচ্ছুক কহিল, তোমার সম্মুখে অনাবৃত একটি দ্বার আছে, তাহা রুদ্ধ করিতে কাহারো সাধ্য নাই।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে মহাশয়, আমার যে ২ আপদ ঘটিয়াছিল, এখন তাহার অধিক সুখানুভব হইতেছে।

*হিতেচ্ছুক জিজ্ঞাসিল, তুমি যে এ স্থানে একাকী আসিয়াছ ইহার কারণ কি?

KNOCK, AND IT SHALL BE
OPENED UNTO YOU.

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মহাশয়, আমি মনের মধ্যে যেরূপ আপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম, আমার প্রতিবাসি লোকেরা কেহই তেমন আপদে পড়ে নাই, এ কারণ আমার সহিত কেহই আইসে নাই।

*হিতেচ্ছুক জিজ্ঞাসিল, তুমি যে এখানে আসিবা, এমন সমাচার তাহাদের মধ্যে কেহ জানিতে পারিয়াছিল কি না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, আমি প্রস্থান করিলে প্রথমে আমার স্ত্রী পুত্র তাহা দেখিয়া আমাকে ফিরাইবার নিমিত্তে কত ডাকিয়াছিল। তাহার পর কুটুম্ববর্গের মধ্যেও কেহ২ আমাকে ফিরাইবার নিমিত্তে রোদন করিতে২ বহু কাকুতি বিনতি করিয়াছিল, তত্রাপি আমি সে কথা না শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া আপন পথে চলিয়া আইলাম।

*হিতেচ্ছুক জিজ্ঞাসিল, তোমাকে ফিরাইবার জন্যে কেহ কি পশ্চাৎ আসিয়া তোমাকে প্রবোধ দিল না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, *একগুঁইয়া নামে এবং *সুখনম্য নামে দুই জন আসিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কোন মতে আমাকে পরাস্ত করিতে না পারাতে শেষে *একগুঁইয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া ফিরিয়া গেল; কিন্তু *সুখনম্য কিছু দূর পর্য্যন্ত আমার সহিত চলিয়া আইল।

*হিতেচ্ছুক জিজ্ঞাসিল, কি জন্যে এ পর্য্যন্ত আইসে নাই?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে আমার সহিত *নৈরাশ্য পঙ্ক পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু সেখানে আইলে আমরা হঠাৎ উভয়েই সেই পঙ্কমধ্যে পতিত হওয়াতে আমার প্রতিবাসী সেই *সুখনম্য মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এই পর্য্যন্ত আসিতে সাহস কুলাইতে পারিল না; অতএব সে নিজ বাটীর নিকটবর্ত্তি পার্শ্বে ঐ পঙ্কহইতে উঠিয়া আমাকে কহিল, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া একাকী সেই উত্তমাধিকার

ভোগ কর। এ কথা কহিয়া সে ব্যক্তি *একগুঁইয়ার পথে চলিয়া গেল; আমি এই দ্বারের দিগে চলিতে লাগিলাম।

তাহাতে *হিতেচ্ছুক কহিল, হায়২ সে এমন অভাগ্যবান, এতো দূর পর্য্যন্ত আসিয়া স্বর্গীয় অতুল্য ঐশ্বর্য্যকে কি এমন লঘু জ্ঞান করিল যে তাহা পাইবার নিমিত্তে এই যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ সহ্য করিতে পারিল না?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মহাশয় *সুখনম্যের বিষয় যেমন শুনিলেন, তেমনি যদি আমার নিজ কথা সকল সত্য রূপে কহি, তবে বোধ হয় তাহার এবং আমার ক্রিয়াতে কোন প্রভেদ থাকিবে না; কেননা সে যেমন *ধ্বংস্যনগরে আপন ঘরে ফিরিয়া গেল, তেমনি আমিও *সাংসারিকবুদ্ধির সাংসারিক পরামর্শদ্বারা মরণপথে গিয়াছিলাম।

তাহাতে *হিতেচ্ছুক কহিল, আঃ, সেই ব্যক্তির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; সে যে তোমাকে *ব্যবস্থানুগত মহাশয়ের নিকটে লইয়া গিয়া কোন প্রকারে আপনার হিত সিদ্ধ করে, এই তাহার চেষ্টা। তাহারা দুই জনই প্রতারক। সে যাহা হউক, তাহার পরামর্শে তুমি কি চলিয়াছিলা?

*খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিল, হাঁ, তাহার পরামর্শ লইয়া সাধ্যপর্য্যন্ত তাহার পথে গিয়াছিলাম। কিন্তু *ব্যবস্থানুগত মহাশয়ের বাটীর পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতের কাছে উপস্থিত হইবামাত্র, ঐ পর্ব্বত আমার মস্তকের উপরে পড়িবে, ইহা বোধ হওয়াতে আমি ভয়েতে সেই স্থানে স্থগিত হইয়া দাঁড়াইলাম।

*হিতেচ্ছুক কহিল, সে পর্ব্বত অনেকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে এবং হইবে। তুমি যে তাহাদ্বারা চূর্ণ না হইয়া বাঁচিয়া আসিয়াছ, এ তোমার বড় ভাগ্য।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে সত্য। আমি সেই সময়ে ভয়ে-

তে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, ইতোমধ্যে * মঙ্গলব্যঞ্জকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি বাঁচিলাম; তিনি না আইলে সেই স্থানে আমার কি দশা হইত, তাহা আমি বলিতে পারি না। এবং তৎকালে তিনি যে আমার নিকটে পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহাতে আমার প্রতি নিতান্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহ বুঝিলাম; কেননা তাহা না হইলে আমি কখন এ স্থানে আসিতাম না। আমি যেমন লোক সেই অবস্থাতে আসিয়াছি; ফলতঃ তোমার সহিত দাঁড়াইয়া আলাপ করি এমন যোগ্যপাত্র নহি, বরং পর্ব্বতহইতে পতনদ্বারা মৃত্যুর যোগ্য বটি। কিন্তু আঃ, এমন হইলেও আমি যে এ স্থানে প্রবেশ করিতে পাইয়াছি, ইহাতে আমার প্রতি কেমন অনুগ্রহ প্রকাশ তাহা বলিতে পারি না।

*হিতেচ্ছুক কহিল, এ স্থানে আগমনের পূর্ব্বে যে যাহা করুক, তাহার নিমিত্তে আমাদের কোন আপত্তি নাই, সে কোন প্রকারে বহিষ্কৃত হইবে না। হে প্রিয় *খ্রীষ্টীয়ান, তুমি আমার সহিত কিছু দূর চলিয়া আইস, আমি তোমাকে গন্তব্য পথের বিষয়ে শিক্ষা দিব। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান তাহার সহিত কিছু দূর গমন করিলে সে কহিল, তুমি অগ্রে দৃষ্টি করিয়া দেখ, ঐ সংকীর্ণ পথ দেখিতে পাও কি না? ঐ পথ পিতৃগণ ও ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এবং খ্রীষ্ট ও তাঁহার শিষ্যেরা, এই সকলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ঐ পথ এমন সোজা, যে বরং টেকুয়ার আড়া আছে, তত্রাপি ঐ পথের বক্রতা নাই; ঐ পথ দিয়া তোমাকে যাইতে হইবে।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, যাহাদ্বারা বিদেশি লোক পথ হারাইতে পারে, এমত কোন পথ তো ইহাতে আসিয়া মিলে নাই?

*হিতেচ্ছুক কহিল, হাঁ, অনেক২ পথ আসিয়া এই পথে মিলিয়াছে, কিন্তু সে সকল পথ বাঁকা ও প্রশস্ত, প্রকৃত যে পথ সে সোজা ও সংকীর্ণ; অতএব এই চিহ্ন-দ্বারা ভাল মন্দ পথ জানিতে পারিবা।

পরে স্বপ্নেতে দেখিলাম, যেন ঐ *খ্রীষ্টীয়ান *হিতে-চ্ছুককে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল, আমি এত কাল পর্য্যন্ত পৃষ্ঠে এই ভারগ্রস্ত হইয়া কোন স্থানেই মুক্ত হইতে পারি নাই, কারণ উপকার লাভ ব্যতিরেকে মুক্ত হইবার কোন উপায় নাই; অতএব এক্ষণে মহাশয় আমার পৃষ্ঠের ভারহইতে মুক্ত করণ বিষয়ে উপকার করিতে পারেন কি না?

তাহাতে *হিতেচ্ছুক কহিল, যাবৎ তুমি মোচনস্থানে উপস্থিত না হইবা, তাবৎ ধৈর্য্য ধরিয়া স্থিরচিত্ত হও, সে স্থানে উপস্থিত হইলে তোমার বোঝা আপনি পৃষ্ঠ-হইতে পড়িয়া যাইবে।

এ কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান কটিদেশ বন্ধ করিয়া পথ-যাত্রাতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে *হিতেচ্ছুক কহিল, তুমি এ দ্বারহইতে অল্প দূর গেলেই *অর্থকারকের বাটীতে উপস্থিত হইবা, সেখানে গিয়া দ্বারে আঘাত করিলে তিনি তোমাকে উত্তম বিষয় জানাইবেন।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান আপন বন্ধুকে প্রণাম করিলে পর, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, এ কথা কহিয়া *হিতেচ্ছুক *খ্রীষ্টীয়ানকে বিদায় করিল।

---

৫ অধ্যায়।

অপর এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ *অর্থকারকের বাটী পর্য্যন্ত গমন করিয়া বারম্বার দ্বারে আঘাত করিলে

এক জন দ্বারের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ স্থানে কেটা?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর দিয়া কহিল, হে মহাশয়, এই স্থানে আমি এক জন যাত্রিক দাঁড়াইয়া আছি। এই বাটীর কর্ত্তার পরিচিত এক জন আমাকে লাভের নিমিত্তে এই স্থানে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন; অতএব আমি এই বাটীর কর্ত্তার সহিত এক বার সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা করি।

তাহাতে সে ব্যক্তি বাটীর কর্ত্তাকে ডাকিতে গেলে অল্প ক্ষণ বিলম্বে ঐ কর্ত্তা *খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথাহইতে আসিয়াছ? এবং তোমার প্রার্থনীয় বা কি?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মহাশয়, আমি ধ্বংস্য-নগরহইতে আসিয়াছি, এবং সীয়োন নামক পর্ব্বতে যাইব। এই পথের মস্তকে স্থিত দ্বারে যে ব্যক্তি নিযুক্ত আছে, তাহারই মুখে শুনিলাম, এ স্থানে আইলে আপনি আমাকে যাত্রার উপযোগি উত্তম বিষয় দেখাইবেন; অতএব সেই আশাতে মহাশয়ের কাছে আসিয়াছি।

তখন *অর্থকারক কহিলেন, তবে ভিতরে আইস, আমি তোমাকে হিতজনক বিষয় দেখাই। এ কথা কহিয়া ভৃত্যকে প্রদীপ জ্বালিতে আজ্ঞা দিয়া *খ্রীষ্টীয়ানকে কহিলেন, তুমি আমার পশ্চাৎ ২ আইস। এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ানকে একটি গুপ্ত কুঠরীর মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার এক দ্বার খুলিতে ভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে ঐ দ্বার খুলিবামাত্র, *খ্রীষ্টীয়ান কোন সুধীর লোকের ছবি ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গান দেখিল; ঐ ছবির আকার এই, যে স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি, এবং সর্ব্বোত্তম পুস্তক হস্তেতে, এবং সত্যতার নিয়ম মুখে বিরাজমান, আর

জগতের প্রতি পশ্চাৎ করিয়া আছে, এবং মনুষ্যদিগের সহিত বিনয়কারি পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান, এবং ঐশ্বর্য্যের মুকুটেতে তাহার মস্তক সুশোভিত হইয়াছে।

এই রূপ ছবি দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ইহার অর্থ কি?

*অর্থকারক কহিলেন, তাহা শুন, যে ব্যক্তির এই ছবি, তিনি অযুতের মধ্যে প্রধান। তিনি পৌলের ন্যায় এই কথা কহিতে পারেন, 'খ্রীষ্টধর্ম্মে তোমাদের যদি দশ সহস্র পথদর্শক হয়, তথাচ তোমাদের পিতা অনেক নয়, কেননা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারদ্বারা আমি তোমাদিগকে জন্ম দিয়াছি।' 'আর হে আমার বালকেরা, তোমাদের অন্তরে যাবৎ খ্রীষ্ট মূর্ত্তিমান না হন, তাবৎ আমি পুনর্ব্বার বেদনাতে তোমাদিগকে প্রসব করিতেছি।' তিনি স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও সর্ব্বোত্তম পুস্তকধারী এবং সত্যতার নিয়ম বিশিষ্ট হইয়া মানুষের প্রতি বিনয়কারি লোকের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতেছ, ইহাদ্বারা পাপিষ্ঠ লোকদের সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়া, এবং তাহাদের প্রতি গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করা তাঁহার কর্ম্ম, ইহাই জানা যাইতেছে। এবং জগতের প্রতি যে পশ্চাৎ করিয়া আছেন, আর তাঁহার মস্তকে যে মুকুট দেখিতেছ, ইহাতে এই জানা যাইতেছে, যে তিনি আপন কর্ত্তার সেবা ও প্রেম প্রযুক্ত ঐহিক বিষয়কে তুচ্ছ করিয়া পারত্রিক ঐশ্বর্য্যরূপ ফল অবশ্য পাইবেন। এই রূপ কহিয়া *অর্থকারক শেষে কহিলেন, আমি তোমাকে সকলের অগ্রে এই ছবি দেখাইলাম, ইহার কারণ এই, তুমি যে দেশে যাইতেছ, সেই দেশের কর্ত্তা যাত্রার সমস্ত সঙ্কটস্থানে তোমাকে পথ দেখাইবার ভার যে ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়াছেন, এই ছবি তাঁহার জানিবা; অতএব আমি তোমাকে যাহা২ দেখাই-

য়াছি, তাহা সাবধান হইয়া ভাল রূপে মনে রাখিবা, কেননা কি জানি যাহারা সত্য পথ বলিয়া মৃত্যুর পথে লইয়া যায়, এমন কোন২ লোকের সহিত পাছে তোমার দেখা হয়।

পরে *অর্থকারক যে ঘরেতে কখন ঝাঁইট পড়ে নাই, এমন একটি অপরিষ্কৃত ধূলিপূর্ণ কুঠরীর মধ্যে *খ্রীষ্টীয়ানকে লইয়া গিয়া ঐ ঘর ঝাঁইট দিবার জন্যে কোন লোককে আজ্ঞা দিলেন; তাহাতে সে ব্যক্তি আসিয়া ঝাঁইট দিতে আরম্ভ করিলে এমনি ধূলি উড়িতে লাগিল যে *খ্রীষ্টীয়ানের নিশ্বাস প্রশ্বাস বদ্ধপ্রায় হইল। পরে সেই স্থানে দণ্ডায়মানা এক কন্যা *অর্থকারকের আজ্ঞা পাইয়া জল ছিটাইয়া দেওয়াতে ধূলি রহিত হইলে ঐ ঘর সুখে পরিষ্কৃত হইল।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ইহার তাৎপর্য্য কি?

তাহাতে *অর্থকারক কহিতে লাগিলেন, শুন, সুসমাচারের মধুর প্রীতিদ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণ পরিষ্কৃত হয় নাই, তাহাদের অপরিষ্কৃত মনের দৃষ্টান্ত এই কুঠরী। ইহার ধূলির ন্যায় মনুষ্যের সহজাত পাপ এবং আন্তরিক দুষ্টতা মনুষ্যকে সম্পূর্ণরূপে কলঙ্কিত করে। তাহাতে যে প্রথমে ঝাঁইট দিল সে ব্যবস্থা, এবং যে জল ছিটাইল সে সুসমাচার। আর প্রথমে ঝাঁইট দেওন কালে যে অতিশয় ধূলি হওয়াতে ঘর পরিষ্কৃত হইতে পারিল না, এবং তোমার নিশ্বাস বদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, তাহাতে এই জানাইতেছে, যে ব্যবস্থা পাপহইতে অন্তঃকরণকে পরিষ্কৃত করিতে পারে না, বরঞ্চ পাপকে ব্যক্ত ও প্রবল করিয়া মনকে তাহাতে পরিপূর্ণ করে। ফলতঃ ব্যবস্থা পাপকে প্রকাশ ও নিষেধ করিলেও তাহাকে দমন করিবার শক্তি মনুষ্যকে দিতে পারে না।

আর তুমি দেখিয়াছ, ঐ কন্যা কুঠরীতে জল ছিটাইলে ঘর সুখে পরিষ্কৃত হইল, তাহাতেও ইহা জানা যাই-তেছে, যে যখন সুসমাচার আপন মধুর কোমল প্রা-বর্ত্তককে সঙ্গে লইয়া মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন যেমন তুমি জল ছিটানদ্বারা ধূলি নিবৃত্ত করিতে ঐ কন্যাকে দেখিয়াছ, তেমনি সে মনোমধ্যে গিয়া পাপকে পরাজয় করে, তাহাতে বিশ্বাসদ্বারা মন পরিষ্কৃত হইয়া মহা-মহিম রাজার উপযুক্ত বাসস্থান হয়।

অপর আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম যেন ঐ * অর্থকারক * খ্রীষ্টীয়ানের হাত ধরিয়া সে কুঠরীহইতে অন্য এক ক্ষুদ্র কুঠরীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সে ঘরে দুই ছোট বালক আপন২ চৌকিতে বসিয়াছিল, তাহার জ্যেষ্ঠের নাম * অধৈর্য্য ও কনিষ্ঠের নাম * সধৈর্য্য, কিন্তু তাহার মধ্যে * অধৈর্য্যকে অসন্তুষ্টের ন্যায় দেখিয়া * খ্রীষ্টীয়ান * অর্থ-কারককে জিজ্ঞাসা করিল, ঐ * অধৈর্য্যকে এমন অসন্তুষ্ট দেখিতেছি কেন? তাহাতে * অর্থকারক কহিতে লাগি-লেন, তাহার কারণ এই, ঐ বালকের কর্ত্তার ইচ্ছা যে তাহার উত্তম বস্তু সকল কিছু কাল বিলম্ব করিয়া আগামি বৎসরের প্রথমেতে তাহাকে দেন, কিন্তু ঐ বালক ক্ষণেক কালও বিলম্ব না সহিয়া এই ক্ষণে সকল চাহে; * সধৈর্য্য তাহার মত না হইয়া বিলম্ব করিতে সম্মত আছে।

ইতোমধ্যে আমি দেখিলাম যেন কোথাহইতে এক ব্যক্তি আসিয়া এক থলিয়া ধন আনিয়া ঐ * অধৈর্য্যের পায়ে ঢালিয়া দিল, তাহাতে সে বড় আহ্লাদিত হইয়া ঐ ধন কুড়াইয়া * সধৈর্য্যকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল; কিন্তু আমি দেখিলাম, সে অল্প ক্ষণের মধ্যেই সেই সকল ধন উড়াইয়া ফেলিল, তাহাতে কেবল নেকড়া বিনা আর কিছু তাহার অবশিষ্ট থাকিল না।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান * অর্থকারককে জিজ্ঞাসিল, হে মহাশয়, এই ব্যাপারের তাৎপর্য্য কি? আমাকে সুন্দর রূপে বুঝাইয়া বলুন।

তাহাতে * অর্থকারক কহিতে লাগিলেন, শুন, এই দুই বালক দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফলতঃ * অধৈর্য্য সাংসারিক লোকের দৃষ্টান্ত, এবং * সধৈর্য্য পারমার্থিক লোকের দৃষ্টান্ত; কেননা * অধৈর্য্য যেমন এই ক্ষণে, অর্থাৎ এই বৎসরে, তাবৎ বস্তু চাহে, তেমনি সাংসারিক লোকদেরও সমস্ত উত্তম বিষয় এই ক্ষণে না হইলেই নহে; তাহারা আগামি বৎসর অর্থাৎ পরকাল পর্য্যন্ত উত্তম বিষয়ের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। ডালে স্থিত দুই পক্ষি অপেক্ষা হস্তগত এক পক্ষী উত্তম, এই যে লৌকিক বাক্য, তাহা পারত্রিক মঙ্গলবিষয়ে ঈশ্বরের দত্ত সমস্ত প্রমাণ অপেক্ষা তাহাদের কাছে অধিক মান্য হয়। সে যাহা হউক, তুমি যেমন নেকড়া বিনা তাহার আর কিছু থাকিতে দেখ নাই, জগতের শেষে সেই লোকদিগেরও তেমনি দশা হইবে।

পরে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ইহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হয় * সধৈর্য্যের বিবেচনা অতি উত্তম, কেননা সে উত্তম বস্তু পাইবার অপেক্ষাতে স্থির থাকে; দ্বিতীয় হেতু এই, যে যখন * অধৈর্য্যের কেবল নেকড়া বিনা আর কিছু থাকিবে না, তখন তাহার সকল উত্তম বস্তু শোভা পাইবে।

তাহাতে * অর্থকারক কহিলেন, ইহাতে তুমি আরো একটি হেতু দেখাইতে পার, ফলতঃ পারত্রিক ঐশ্বর্য্য নিত্যস্থায়ি, কখন জীর্ণ বা লুপ্ত হয় না, কিন্তু ঐহিক ঐশ্বর্য্য অতি শীঘ্র নষ্ট হয়। অতএব * অধৈর্য্য অগ্রে ঐশ্বর্য্যশালী হওয়াতে * সধৈর্য্যকে যে উপহাস করিয়াছিল, ইহাও বড় যুক্তিসিদ্ধ নহে; বরং * সধৈর্য্য শেষ-

কালে ঐশ্বর্য্যশালী হইলে তাহাকেই উপহাস করিতে পারিবে; কেননা যাহা প্রথম তাহা শেষ বিষয়দ্বারা দূরীকৃত হইবে; আর শেষে যাহা হয় তাহা বিলম্বে হয় বটে, কিন্তু কিছুতেই দূরীকৃত হইতে পারে না; কেননা শেষের পরে অন্য কিছু হইবার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি প্রথমে আপন অংশ পায়, সে আপন অংশ ব্যয় করণের অবকাশ পায়; কিন্তু যে ব্যক্তি আপন অংশ শেষকালে পাইবে, তাহার অংশ চিরস্থায়ী জানিবা। এই নিমিত্তে ধনবান ব্যক্তির বিষয়ে এমত লিখিত আছে, যথা, "তোমার সৌভাগ্য তুমি জীবদ্দশাতে ভোগ করিয়াছ, আর *ইলিয়াসর তদ্রূপ আপন দুর্ভাগ্য ভোগ করিয়াছে; কিন্তু সম্প্রতি তাহার সান্ত্বনা ও তোমার যন্ত্রণা হইতেছে।"

ইহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমার বোধ হয়, ঐহিক বিষয়ের লোভাপেক্ষা পারত্রিক বিষয়ের আশাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করা ভাল।

*অর্থকারক কহিলেন, হাঁ, তুমি যাহা কহিতেছ সে সত্য, কেননা যাহা প্রত্যক্ষ তাহা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ তাহা অনন্তকালস্থায়ী। এমন হইলেও ঐহিক বিষয় এবং শারীরিক ইচ্ছা, এ উভয়ের পরস্পর নৈকট্য সম্পর্ক থাকাতে অনায়াসে মিত্রতা জন্মে; আর পারত্রিক বিষয় এবং শারীরিক জ্ঞান, এ উভয়ের পরস্পর অপরিচয় থাকাতে ভিন্নভাব ঘুচে না।

অপর স্বপ্নেতে দেখিলাম, যেন *অর্থকারক *খ্রীষ্টীয়ানকে সে ঘরহইতে অন্য এক কুঠরীতে লইয়া গেলেন। ঐ ঘরের দেওয়ালের নিকটে একটি প্রজ্বলিত অগ্নি ছিল, আর তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া কোন ব্যক্তি ঐ অগ্নিতে অনেক২ জলক্ষেপণ করিতেছে, তথাচ তাহা নির্ব্বাণ

না হইয়া বরং অধিক প্রজ্বলিত ও তেজস্বী হইয়া উঠিতেছে।

ইহা দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান *অর্থকারককে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ইহার অভিপ্রায় কি? আমাকে বলুন।

তাহাতে *অর্থকারক কহিতে লাগিলেন, শুন, অন্তঃকরণে সপ্রকাশ যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের গুণ তাহাই এই অগ্নি; এবং তাহা নিবাইবার জন্যে জল নিক্ষেপ করিতেছে যে ব্যক্তি সে *শয়তান। আর জল দিলেও ঐ অগ্নি যে না নিবিয়া উত্তর২ জ্বলিতেছে, তাহার কারণ যদি দেখিতে চাও, তবে আমার সঙ্গে আইস। এ কথা কহিয়া তিনি *খ্রীষ্টীয়ানকে ঐ দেওয়ালের পশ্চাদ্দিগে লইয়া গেলেন; সেখানে তৈলপাত্র হস্তে করিয়া নিত্য২ গুপ্ত রূপে অগ্নিতে তৈল দান করে, এমন এক ব্যক্তিকে *খ্রীষ্টীয়ান দেখিল।

তাহাতে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ইহার তাৎপর্য্য কি?

*অর্থকারক কহিলেন, এই যে লোককে দেখিতেছ ইনি খ্রীষ্ট। তিনি অন্তঃকরণের মধ্যে আরব্ধ কার্য্য অনুগ্রহরূপ তৈলদ্বারা বৃদ্ধি করাইতেছেন, এ কারণ *শয়তান সাধ্য পর্য্যন্ত বাধা জন্মাইলেও প্রভুর লোকদিগের মনোমধ্যে অনুগ্রহের গুণ সর্ব্বদা সপ্রকাশ থাকে। আর এই ব্যক্তি যে দেওয়ালের পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া অগ্নি বাড়ায়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে অন্তঃকরণের মধ্যে অনুগ্রহের কর্ম্ম কিসে রক্ষা ও বৃদ্ধি পায়, তাহা বুঝা পরীক্ষিত লোকের সুকঠিন।

তদনন্তর *অর্থকারক খ্রীষ্টীয়ানের হস্ত ধরিয়া সেখানহইতে আর এক স্থানে লইয়া গেলেন। সে স্থানে অতি মনোহর সুদৃশ্য এক অট্টালিকার উপরে স্বর্ণ বস্ত্রে ভূষিত কতক গুলিন লোককে দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান পরমাহ্লাদিত হইল।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, আমরা ভিতরে যাইতে পারি কি না?

তাহাতে *অর্থকারক তাহাকে কিছু না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া সেই অট্টালিকার দ্বারের নিকটে লইয়া গেলেন। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান দেখিল, যে ঐ দ্বারের কিঞ্চিদ্দূরে এক মঞ্চের নিকটে এক জন মনুষ্য ঐ অট্টালিকার দ্বারে প্রবেশকারি লোকদিগের নাম লিখিবার জন্যে এক খানি পুস্তক এবং কালী কলম সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া আছে। আর অনেক২ লোক ঐ দ্বারে প্রবেশ করিতে বাঞ্ছা করিলেও ভয় প্রযুক্ত প্রবিষ্ট হইতে না পারাতে সকলে একত্র হইয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কারণ এই, যে আর কতক গুলিন লোক সাধ্য অনুসারে ঐ সকল যাত্রিকদিগের হিংসা করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া অস্ত্রাদিতে সুসজ্জ হইয়া দ্বারমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। এই সকল দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু যে সময় ঐ সুসজ্জ লোকদিগকে দেখিয়া অন্য সকলে ভয়প্রযুক্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিল, এমন সময়ে *খ্রীষ্টীয়ান দেখিল, বৃহৎকায় এক ব্যক্তি ঐ নামলেখকের কাছে গিয়া কহিল, হে মহাশয়, আমার নাম লিখুন; এই কথা কহিয়া সে মস্তকে শিরস্ত্র দিয়া আপন তলবারের খাপ খুলিয়া বেগেতে গিয়া ঐ দ্বারের সুসজ্জ লোকদিগের মধ্যে পড়িল। তাহাতে ঐ সুসজ্জ লোকেরা তাহার সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিলেও সে মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ না করিয়া বরং দুর্দ্দান্তরূপে ঐ নিবারক লোকদিগকে কোপাইয়া কাটিতে লাগিল। আর তাহাতে আপনিও অনেক২ অস্ত্রাঘাত পাইয়া শেষে অস্ত্রদ্বারা ঐ লোকদিগের মধ্য দিয়া একটি পথ করিয়া বেগেতে অট্টালিকায় প্রবিষ্ট হইল; তাহাতে যাহারা ঐ

অট্টালিকার ভিতরে যাতায়াত করিতেছিল, তাহাদিগের এই বাক্য মিশ্রিত মনোহর ধ্বনি শুনা গেল।

আইস আইস শীঘ্র পুরীর ভিতরে।
অক্ষয় গৌরব তবে পাইবা সত্বরে॥

তাহাতে সে ব্যক্তি ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগেরই ন্যায় স্বর্ণবস্ত্রে ভূষিত হইল। তখন *খ্রীষ্টীয়ান হাস্যবদনে কহিল, আমি বুঝি ইহার অর্থ জানি।

অনন্তর *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এই ক্ষণে আমাকে বিদায় করুন। তাহাতে *অর্থকারক কহিলেন, কিছু বিলম্ব কর, তোমাকে আর কিছু দেখাইলে পর তুমি প্রস্থান করিতে পারিবা। এই কথা কহিয়া *অর্থকারক তাহার হাত ধরিয়া অন্য এক কুঠরীতে লইয়া গেলেন। সে ঘোর অন্ধকারময়, আর সেই স্থানে লৌহপিঞ্জরমধ্যে এক জন মনুষ্য বসিয়া অতিশয় শোকাকুলের ন্যায় ভূমিতে স্থিরদৃষ্টি করিয়া দুই হাত কচলাইতেছে, এবং পুনঃ২ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে।

তাহা দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ইহার অর্থ কি? তাহাতে *অর্থকারক কহিলেন, উহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তাহাতে সে কহিল, আমি এখন যে প্রকার আছি, পূর্ব্বে সেই প্রকার ছিলাম না।

খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, পূর্ব্বে কি প্রকার লোক ছিলা? তাহাতে সে কহিল, পূর্ব্বে আমি আপনার ও পরের, সকলের দৃষ্টিতেই এক জন সুদৃশ্য ভক্ত ছিলাম; তাহাতে আমার এমন বোধ ছিল যে আমি স্বর্গের রাজধানীর পথিক; এবং তাহা পাইবার আশাতে আমার মনও প্রফুল্ল ছিল।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, এখন কি প্রকার লোক হইয়াছ ?

তাহাতে সে কহিল, আমি ভরসাহীন মনুষ্য হইয়াছি; আমাকে যেমন এই পিঞ্জরমধ্যে বদ্ধ দেখিতেছ, তেমনি নৈরাশ্যেতেও বদ্ধ আছি, বাহির হইতে পারি না; তাহা সম্প্রতি আমার অসাধ্য।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি এমন দশাতে কি রূপে পড়িলা ?

তাহাতে সে কহিতে লাগিল, হে মহাশয়, আমি প্রার্থনা করা এবং চৌকি দেওয়া এ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া কামাদি কুইচ্ছার দমনে শিথিল হইয়াছিলাম। আমি ঈশ্বরীয় বাক্যরূপ দীপ্তির বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরের দয়ার বিপরীতে পাপ করিয়াছি। আর পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করাতে তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এবং শয়তানের সহিত প্রণয় করাতে তাহাকে সঙ্গী করিয়াছি। আরো ঈশ্বরকে ক্রোধান্বিত করাতে তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; আমি নিজ মনকে এমন কঠিন করিয়াছি, যে তাঁহার প্রতি মনঃপরিবর্ত্তন করা আমার অসাধ্য হইয়াছে।

এই সকল কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান *অর্থকারককে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, এ প্রকার লোকের কি আর কোন উপায় নাই ?

*অর্থকারক কহিলেন, উহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার কি এখন আর কোন ভরসা নাই ? চিরকালই এই আশাবর্জ্জিত লৌহপিঞ্জরে থাকিতে হইবে ?

তাহাতে সে কহিল, আমার আর কিছুই উপায় নাই।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, কেন ? যিনি মুক্তিদাতা তিনি তো পরম দয়াময় ?

তাহাতে সে উত্তর করিয়া কহিল, হাঁ মহাশয়, তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া পুনর্ব্বার ক্রুশে বধ করিয়াছি, এবং তাঁহার রক্তকে অপবিত্র বস্তুর ন্যায় বোধ করিয়া অনুগ্রহনিধি পবিত্র আত্মাকে অবজ্ঞা করিয়াছি। এই হেতুক আমি ঈশ্বরের তাবৎ অঙ্গীকার-হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি; এখন আমাকে কেবল দণ্ড এবং শত্রুনাশক অগ্নির উত্তাপ বিষয়ক ভয়ানক প্রতিজ্ঞার অপেক্ষাতে থাকিতে হয়।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি কিসের লোভে আপনাকে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছ?

তাহাতে সে কহিল, হে মহাশয়, এই বর্ত্তমান সংসারের অভিলাষ ও সুখভোগ ও ধনের লোভে তাহা করিয়াছি: কেননা আমি আগে মনে করিয়াছিলাম, যে এই জগতের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া অনেক সুখ পাইব, কিন্তু এই ক্ষণে সে সুখ পাওয়া দূরে থাকুক, সেই সকল বিষয় জ্বালাদায়ি কীটের ন্যায় আমাকে দংশন করিতেছে, তাহাতে আমার অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধের ন্যায় ব্যথিত হইতেছে।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তবে কি তুমি এখন অনুতাপ করিয়া মনঃপরিবর্ত্তন করিতে পার না?

তাহাতে সে কহিল, হে মহাশয়, ঈশ্বর আমাকে তাহা করিতে দেন না। তাঁহার ধর্ম্মপুস্তক বিশ্বাস করিতে আমাকে কিছুমাত্র আশ্বাস দেয় না; তিনি আপনি আমাকে এই লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়াছেন; অতএব জগৎ সংসারের তাবৎ লোক একত্র হইলেও আমাকে উদ্ধার করিতে পারে না। হে অনন্ত কাল! হে অনন্ত কাল! হায় ২ আমি অনন্ত কাল যাপনে যে দুঃখ পাইব, তাহার ভার কি প্রকারে লইতে পারি?

এই রূপে ক্রমে২ ঐ সকল বিষয় দেখাইলে * অর্থকারক * খ্রীষ্টীয়ানকে কহিলেন, এই মনুষ্যের দুঃখ সকল নিত্য২ তোমার স্মরণে থাকুক, ও সর্ব্বদা তোমার সাবধান হওয়ার কারণ হউক।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে মহাশয়, সে সত্য। এই সকল বিষয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখিতে পাই, এই মানুষের দুঃখ-জনক ক্রিয়াবিষয়ে সাবধান হওন এবং চৌকি দেওন ও প্রার্থনা করণে ঈশ্বর আমার সাহায্য করুন। আর হে মহাশয়, এই ক্ষণে কি আমার প্রস্থান করিবার সময় হয় নাই?

তাহাতে * অর্থকারক কহিলেন, যাবৎ আমি তোমাকে আর এক বিষয় না দেখাই তাবৎ তুমি থাক, তাহার পর বিদায় হইবা।

এই কথা কহিয়া * অর্থকারক তাহার হাত ধরিয়া তাহা-কে পুনর্ব্বার আর এক কুঠরীতে লইয়া গেলেন। সে স্থানে এক ব্যক্তি নিদ্রাহইতে উঠিয়া কাপড় পরিতে২ থর২ করিয়া কাঁপিতেছিল; তাহা দেখিয়া * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞা-সিল, এ ব্যক্তি কাঁপিতেছে কেন? তাহাতে * অর্থকারক আপনি না কহিয়া সেই ব্যক্তিকে কম্পনের কারণ কহি-তে আজ্ঞা করিলে সে বলিতে লাগিল, হে মহাশয়, আমি নিদ্রাবস্থায় বড় একটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম, যেন অক-স্মাৎ আকাশ কালো বর্ণ মেঘেতে আচ্ছন্ন হইলে অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে বিদ্যুৎ হইতে লাগিল, আর গভীর শব্দেতে মেঘ গর্জ্জিতে লাগিল; তাহাতে আমি মনে বড় ব্যথা পাই-লাম। পরে এই রূপ দেখিতে২ যেন ঐ সকল মেঘকে কেটা তাড়না করিয়া দৌড় করাইতে লাগিল, এবং তৎ-ক্ষণাৎ আকাশমণ্ডল প্রজ্বলিত অগ্নিময় হইলে তথাহইতে তুরীর মহাশব্দ হইতে লাগিল; আর অগ্নিময় বস্ত্র পরি-

হিত সহস্র২ স্বর্গীয় সৈন্যেতে বেষ্টিত এক জন মনুষ্যকে মেঘারোহণ করিতে দেখিলাম। পরে হে মৃত লোকেরা, তোমরা উঠিয়া বিচারস্থানে আইস, এই বাক্যরূপ মহাধ্বনি হওয়াতে শৈল সকল বিদীর্ণ এবং কবর সকলের মুখ খোলা হইল। তাহাতে তাবৎ মৃত লোক গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বাহিরে আইলে তাহাদের মধ্যে কেহ২ আহ্লাদে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিল, এবং কেহ২ ভয়েতে পর্ব্বতের নীচে লুকাইতে চেষ্টা করিল। অপর দেখিলাম, যেন ঐ মেঘারূঢ় ব্যক্তি এক খানি গ্রন্থ খুলিয়া পৃথিবীস্থ লোকদিগকে আপনার নিকটে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ আজ্ঞা দেওন কালে জাজ্বল্যমান অগ্নিশিখা তাঁহাহইতে নির্গতা হইয়া তাঁহার এবং তাহাদিগের মধ্যে, অর্থাৎ বিচারকর্ত্তা এবং যাহাদের বিচার করা যাইবে, এই উভয় পক্ষের মধ্যে আসিয়া উপযুক্ত প্রভেদ করিল। পরে ঐ মেঘোপবিষ্ট ব্যক্তি আপন অনুচরগণের প্রতি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, তোমরা শ্যামাঘাস ও ভূষি ও নাড়া সকল একত্র করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেও। এই কথা কহিবামাত্র আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম তাহারি নিকটে একটা অতলস্পর্শ গর্ত্ত হইল, তাহার মুখহইতে ধূম ও প্রজ্বলিত অঙ্গার হুহুশব্দে বাহির হইতে লাগিল। পরে আমি শুনিলাম, তিনি অনুচরদিগকে আরো এক আজ্ঞা দিলেন, যে আমার গোধূম সকল গোলায় একত্র করিয়া রাখ। এই কথা বলিবামাত্র আমি দেখিলাম, অনেকে ঊর্দ্ধে নীত হইয়া মেঘারোহণ করিল। কেবল আমি অবশিষ্ট থাকাতে ভীত হইয়া আপনাকে গোপন করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন প্রকারেই পারিলাম না, কারণ সেই মেঘারূঢ় ব্যক্তি আমার প্রতি একাগ্র দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন, তাহাতে

আমার আজন্মের সকল পাপ স্মরণ হওয়াতে মন আমা-কেই দোষী করিতে লাগিল। এই রূপে ত্রাসযুক্ত হইলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তুমি ইহা দে-খিয়া এতো ভয়াকুল কেন হইয়াছ ?

তাহাতে সে কহিল, ও মহাশয়, আমার বোধ হইল যে বিচারের দিন উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার নিমিত্তে আমি কিছু মাত্র প্রস্তুত নহি, ইহা ভাবিয়া বড় ভীত হইলাম। কেননা দূতেরা অনেক লোককে একত্র করিয়া লইয়া কেবল আমাকে অবশিষ্ট রাখিয়া গেল। এবং আ-রো একটা দুর্লক্ষণ দেখিলাম, যেন আমি যে স্থানে দাঁড়া-ইয়াছিলাম, তাহারি নিকটে নরককুণ্ড প্রকাশ পাইল, আর আমার মনও আমাকে দোষী করিতে লাগিল। বি-শেষতঃ বিচারকর্ত্তা আমার প্রতি ক্রূরমুখে স্থিরদৃষ্টি হইয়া রহিলেন, এ কারণ আমি বড় ভীত ও দুঃখগ্রস্ত হইলাম।

পরে * অর্থকারক * খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই সকল বিষয় মনের মধ্যে বিবেচনা করিয়াছ কি না ?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ মহাশয়, ইহার বিবে-চনাতে আমার মনের মধ্যে ভয় এবং প্রত্যাশা উভয়ই উপস্থিত হইয়াছে।

এ সকল কথা শুনিয়া * অর্থকারক কহিলেন, ভাল, এই সকল বিষয় তোমার মনের অঙ্কুশতুল্য হইয়া অগ্রসর হওনে তোমাকে প্রবৃত্ত করুক।

পরে * খ্রীষ্টীয়ান কটিদেশ বদ্ধ করিয়া যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে * অর্থকারক তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, হে প্রিয় * খ্রীষ্টীয়ান, তোমার রাজধানী গমনে শান্তিকর্ত্তা আপনি সেতয়া হইয়া সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে

থাকুন। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান এই শ্লোক গান করিতে২ যাত্রা করিল।

কৃত্য কার্য্যে মন স্থির করিবারে ক্ষম।
মহামূল্য লাভকর অতি মনোরম॥
ভয়ানক এ সকল বিষয় এখানে।
কেন মোরে দেখা দিল ভাবি তাই মনে॥
এ বিষয়ে মনোযোগ উচিত আমার।
অনুক্ষণ আন্দোলন আবার তাহার॥
সতত সজ্জন অর্থকারকের প্রতি।
কৃতজ্ঞ হওন মোর ইহাই বিনতি॥

---

৬ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন * খ্রীষ্টীয়ান ভারগ্রস্ত হইয়া * পরিত্রাণ নামক দুই ভিত্তির মধ্যগামি পথে বেগেতে দৌড়িল, কিন্তু পৃষ্ঠেতে গুরুতর ভার প্রযুক্ত অতি কষ্টে দৌড়িল।

অনন্তর * খ্রীষ্টীয়ান দৌড়িতে২ দূরেতে দেখিল, যে কিঞ্চিৎ উচ্চ কোন স্থানের শিখরে একটি ক্রুশ দণ্ডায়মান, এবং তাহার তলে একটি গুহা আছে। পরে * খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ দৌড়িয়া ঐ ক্রুশের নিকটে যাইবামাত্র আমি দেখিলাম, যেন তাহার পৃষ্ঠের সেই বোঝা খসিয়া পড়িয়া গড়াইতে২ ঐ গুহার মধ্যে গিয়া পড়িল; তাহাতে আমি সে বোঝা আর দেখিতে পাইলাম না।

এই রূপে * খ্রীষ্টীয়ান সহজ শরীর হওয়াতে বড় আহ্লাদিত ও পুলকিত হইয়া কহিতে লাগিল, তিনি আপন দুঃখ ও মৃত্যুদ্বারা আমাকে বিশ্রাম ও জীবন দিয়াছেন। ইহা কহিয়া ঐ ক্রুশের দর্শনমাত্রে আপনি বোঝাহইতে মক্ত হইয়াছে, ইহাতে বড় আশ্চর্য্য বোধ করিয়া ঐ ক্রুশ

দেখিবার জন্যে ক্ষণেক কাল চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইল, এবং যে পর্য্যন্ত চক্ষুর জল গাল বহিয়া না পড়িল, তাবৎ পুনঃ ২ দেখিতে লাগিল। এই প্রকারে *খ্রীষ্টীয়ান সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতেছিল, ইতোমধ্যে তিন জন তেজস্বী আসিয়া, তোমার মঙ্গল হউক, এ কথা কহিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কহিলেন, তোমার পাপ ক্ষমা হইয়াছে; দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার গাত্রের ছিন্ন বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাহাকে উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইলেন; এবং তৃতীয় ব্যক্তি তাহার কপালে এক চিহ্ন এবং হস্তে এক খানি মুদ্রাঙ্কিত পত্রিকা দিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি দৌড়িয়া যাইতে ২ ইহা দেখিবা, এবং স্বর্গীয় রাজধানীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলে ইহা গচ্ছিত করিবা। এ কথা কহিয়া তাঁহারা তিন জন প্রস্থান করিলেন। তখন *খ্রীষ্টীয়ান আহ্লাদে তিন বার লম্ফ দিয়া এই শ্লোক গান করিতে ২ গমন করিল।

গুরুতর পাপভার লৈয়া আমি পৃষ্ঠে।
আসিয়াছি এত দূর অতি কষ্টশ্রেষ্ঠে॥
আমার মনের দুঃখহইতে এড়াতে।
এস্থানে পৌঁছন বিনা না পারি কিছুতে॥
আহা মরি চমৎকার স্থান দেখি এ কি।
সুখের আরম্ভ মোর হৈল এখানে কি॥
যে স্থানে পড়িবে মোর ভারী পৃষ্ঠভার।
সেই স্থান বুঝি এই হইবে আমার॥
পৃষ্ঠভার পৃষ্ঠে বদ্ধ যে ডোরে আমার।
ভঞ্জনের স্থান এ কি হইবে তাহার॥
ধন্য ক্রুশ, ধন্য গুহা, আরো ধন্য তিনি।
ক্রুশোপরি মোর তরে লজ্জাপ্রাপ্ত যিনি॥

---

৭ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন এই রূপে * খ্রীষ্টীয়ান যাইতে২ কোন নিম্নভূমিতে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিদ্দূরে শৃঙ্খলে বদ্ধচরণ তিন জন মনুষ্যকে ঘোর নিদ্রাতে মগ্ন দেখিল; তাহাদিগের এক জনের নাম * অবিবেচক, আর এক জনের নাম * অলস, এবং অন্য জনের নাম * অভিমানী।

* খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগের এই রূপ অবস্থা দেখিয়া কোন মতে তাহাদিগকে জাগাইতে ইচ্ছুক হওয়াতে নিকটে গিয়া কহিল, জাহাজের মাস্তুলের উপরে নিদ্রাগত লোকের মত তোমাদিগকে দেখিতেছি, কেননা তোমাদের নীচে অতলস্পর্শ মৃত্যুসমুদ্র আছে, অতএব তোমরা জাগিয়া চলিয়া আইস; আমাকে অনুমতি দিলে আমি তোমাদিগের শৃঙ্খল মোচন করিব। নতুবা যে ব্যক্তি গর্জ্জনকারি সিংহের ন্যায় বেড়াইতেছে, সে উপস্থিত হইলে তোমরা তাহার দন্তদ্বারা বিদীর্ণ হইবা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাতে তাহারা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমতঃ * অবিবেচক কহিল, আমি কোন আপদ দেখি না; পরে * অলস কহিল, আর অল্প কাল নিদ্রা যাই; * অভিমানী কহিল, তুমি আপনার চর্কায় তৈল দেও। এ কথা কহিয়া তাহারা পুনর্ব্বার নিদ্রা গেল, তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান আপন পথে চলিয়া গেল।

কিন্তু তাহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করা ও সৎপরামর্শ দেওয়া এবং শৃঙ্খলহইতে মোচন স্বীকার করা এই সকল উপকারের চেষ্টা করিলেও তাহারা তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছে, ইহাতে * খ্রীষ্টীয়ানের মনোমধ্যে কিছু দুঃখ উপস্থিত হওয়াতে সে তাহাই ভাবিতে২ যাইতেছিল; ইতোমধ্যে * রীত্যালম্বী এবং * কাল্পনিক নামে দুই মনুষ্য ঐ সংকীর্ণ পথের বামদিগের প্রাচীর লঙ্ঘিয়া ক্রমে২ * খ্রীষ্টীয়ানের

নিকটে উপস্থিত হওয়াতে সে তাহাদিগের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিল।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল; মহাশয়েরা কোথাহইতে আসিয়াছেন? এবং কোথাই বা যাইবেন?

তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, আমাদিগের জন্মভূমি * ব্যর্থশ্লাঘা নামক নগর; সেই স্থানহইতে আসিয়াছি। যশের নিমিত্তে * সীয়োন নামক পর্ব্বতে যাইতেছি জানিবা।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, পথের অগ্রে যে দ্বার আছে, তাহার মধ্য দিয়া না আসিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছ, ইহার কারণ কি? "যে ব্যক্তি দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া আর কোন দিগে উঠিয়া প্রবেশ করে, সে চোর ও দস্যু," এই যে কথা লিখিত আছে, ইহা কি তোমরা জান না?

তাহাতে * রীত্যালম্বী ও * কাল্পনিক উত্তর করিল, আমাদিগের দেশহইতে ঐ দ্বার অনেক দূর, একারণ পথ খাট করিবার জন্যে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া আগমন করা আমাদিগের দেশীয় লোকাচার আছে।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমরা যে স্থানে যাইতেছি, সে রাজধানীর অধ্যক্ষের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কি অধিকারাতিক্রম দোষ হইতে পারে না?

তাহাতে তাহারা কহিল, এ বিষয়ের নিমিত্তে তোমার এত ভাবনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা আমরা দেশাচারের মত করিয়াছি; এবং আবশ্যক হইলে তাহার প্রমাণার্থে হাজার২ বৎসরের অধিক কালেরও সাক্ষী দেখাইতে পারি।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমাদের সেই দেশাচার ব্যবস্থাসিদ্ধ কি হইবে?

তাহাতে তাহারা কহিল, হাজার বৎসরের অধিক কাল

পর্য্যন্ত যে দেশাচার প্রচলিত আছে, তাহা উপযুক্ত বিচার-কর্ত্তার বিচারেতে অবশ্য ব্যবস্থাসিদ্ধরূপে গ্রাহ্য হইবে। তদ্ভিন্ন আরো একটা কথা কহি, আমরা যদি পথমধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকি, তবে কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছি, এই জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? কেননা এই পথের পথিক হইলেই হয়। তুমি দ্বার দিয়া আসিয়া যে পথে আছ, আমরাও প্রাচীর লঙ্ঘিয়া আসিয়া সেই পথে আছি। অতএব আমাদিগের দশা অপেক্ষা তোমার দশার উত্তমতা কোথায়?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি আপন কর্ত্তার আ-জ্ঞাতে চলি, কিন্তু তোমরা আপন ২ ইচ্ছানুসারে চলিতেছ; তাহাতে এই ক্ষণে তোমরা পথের কর্ত্তার কাছে চোরতুল্য গণ্য আছ; অতএব আমার বোধ হয় পথের শেষে তোমরা সজ্জন গণিত হইবা না। তোমরা কর্ত্তার শিক্ষা বিনা স্বেচ্ছাতে এই পথে আসিয়াছ, অতএব তাঁহার অনুগৃহীত না হইয়া আপনাদের দোষে বহিষ্কৃত হইবা।

এ কথা শুনিয়া তাহারা *খ্রীষ্টীয়ানকে তদ্বিষয়ের বড় একটা উত্তর না দিয়া কহিল, তোমার কর্ম্ম তুমি দেখ। ব্যবস্থা ও নিয়ম সকল আমরা তোমার ন্যায় মানিব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা কহিয়া তাহারা কেহ কাহারও সহিত কথোপকথন না করিয়া প্রত্যেক জন আ-পন ২ পথে গমন করিতে লাগিল। পরে অল্প বিলম্বে তাহারা *খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, তোমার গাত্রে যে বস্ত্র আছে তাহাতে বোধ হয় তোমাকে উলঙ্গ দেখিয়া কোন প্রতিবাসী লজ্জা নিবারণের জন্যে তোমাকে ঐ বস্ত্র দিয়া থাকিবে; তাহা যদি না পাইতা, তবে তোমার সহিত আমাদিগের কোন অবয়বের ভিন্নতা থাকিত না।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমরা দ্বার দিয়া প্রবেশ কর

নাই, এই জন্যে কোন ব্যবস্থা কি নিয়মদ্বারা পরিত্রাণ পাইতে পারিবা না। আর আমার পৃষ্ঠে এই যে বস্ত্র দেখিতেছ, ইহা যে স্থানে যাইতেছি তাহার কর্ত্তা আমাকে দিয়াছেন। এবং তোমরা যে কহিতেছ, আমার উলঙ্গতাজন্য লজ্জা নিবারণার্থে তাহা আমাকে দত্ত হইয়াছে, তাহাও সত্য বটে। পরন্তু আমার প্রতি তাঁহার যে অত্যন্ত অনুগ্রহ তাহারও চিহ্ন এই বস্ত্র জানিবা, কারণ পূর্ব্বে আমার নেকড়া বিনা আর কিছু ছিল না। অতএব পথগমনে আমি ইহা মনে করিয়া আপনাকে আপনি সান্ত্বনা করি, বিশেষতঃ আমার বোধ হয় যে রাজধানীর দ্বারে উপস্থিত হইলে সেই কর্ত্তা আমার গাত্রের এই বস্ত্র দেখিলে শুভদৃষ্টি করিয়া অবশ্যই আমাকে চিনিতে পারিবেন; কেননা যখন তিনি আমাকে নেকড়াহইতে মুক্ত করিলেন, তখন আমাকে এই বস্ত্র বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। আর ইহা বুঝি তোমরা দেখ নাই, যে দিনে আমার পৃষ্ঠহইতে ভার খসিয়া পড়িল, সেই দিনে ঐ কর্ত্তার এক জন আত্মীয় লোক আসিয়া আমার কপালে একটি চিহ্ন দিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন আমার শান্তির নিমিত্তে পথগমনের সময়ে পড়িবার জন্যে এক খানি মুদ্রাঙ্কিত লিপি দান করিয়া এই আজ্ঞা দিয়াছেন, এই লিপি রাজধানীর দ্বারে সমর্পণ করিলে ঐ স্থানে অবশ্য প্রবিষ্ট হইতে পারিবা। অতএব আমার বোধ হয় এই সকল বিষয়ে তোমাদিগেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু দ্বার দিয়া প্রবেশ কর নাই, একারণ পাও নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া তাহারা *খ্রীষ্টীয়ানকে কিছু উত্তর না দিয়া পরস্পর দৃষ্টি করিয়া উপহাস করিতে লাগিল। এই রূপে তাহারা সকলে গমন করিল বটে, কিন্তু *খ্রীষ্টীয়ান অগ্রগামী হইয়া কখন২ ক্রন্দন ও কখন২

আত্মসান্ত্বনা করিতে২ আপনা ব্যতিরেক আর কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিল না, এবং সেই লিপি বার২ পাঠ করিতে২ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হইয়া চলিল।

এই রূপে তাহারা ক্রমে২ চলিয়া *দুর্গম নামক পর্ব্বতের নীচে যে উনুই আছে, তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ঐ পর্ব্বতের নীচে বাম পার্শ্বে ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুই দিগে দুই পথ গিয়াছে; কিন্তু ক্ষুদ্র দ্বারহইতে যে সোজা পথ আইসে, সেই সঙ্কীর্ণ পথ ঐ পর্ব্বতের উপর দিয়া গিয়াছে। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান প্রাণ জুড়াইতে ঐ উনুইর নিকটে গিয়া জল পান করিল; পরে এই শ্লোক গান করিতে২ পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল।

হইলেও উচ্চ এই পর্ব্বত অত্যন্ত।
ইতে আরোহণে বাঞ্ছা করেছি একান্ত॥
যতেক দুর্গম ইথে আছয়ে নিশ্চিত।
কদাচ তাহাতে আমি না হব বাধিত॥
এই স্থান দিয়া যায় জীবনের পথ।
এস মম চিত্ত হৈয়া স্থির মনোরথ॥
না হইও শ্রান্ত আর ভীত একারণ।
হৈলেও দুর্গম ভাল সৎপথে গমন॥
বিপথগমনে যদি অগ্রে হয় সুখ।
তবু তাহাতেই গেলে শেষে পাবে দুঃখ॥

পরে অন্য দুই ব্যক্তি ক্রমে২ ঐ পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যে ঐ পর্ব্বত গড়ান এবং অত্যন্ত উচ্চ; আর *খ্রীষ্টীয়ান যে পথ ধরিল তাহা ব্যতিরেকে পার্শ্ব দিয়া দুইটা পথ আছে, ইহা দেখিল। অতএব পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগে সেই প্রথম পথের সহিত এই দুই পথ অবশ্য মিলিত হইবে, এমন অনুমান করিয়া তাহারা সেই দুই পথ দিয়া গমন করিতে স্থির করিল; তাহার এক

পথের নাম *আপৎ, এবং অন্য পথের নাম *বিনাশ; তাহাতে এক ব্যক্তি ঐ *আপৎ নামক পথ ধরিয়া যাইতে২ একটা মহা অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং অন্য ব্যক্তি ঐ *বিনাশ নামক পথ ধরিয়া গমন করিতে২ নানা অন্ধকারময় পর্ব্বতে পরিপূর্ণ *সর্ব্বনাশ নামক বিস্তারিত দেশে উপস্থিত হওয়াতে উছোট খাইয়া পড়িয়া আর উঠিতে পারিল না।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান কি রূপে পর্ব্বত আরোহণ করিতেছে, তাহা দেখিতে লাগিলাম; তাহাতে যেন ঐ *খ্রীষ্টীয়ান দৌড়িয়া চলিল, পরে ধীরে২ চলিল; কিন্তু অবশেষে পথ এমন গড়ান হইল যে হস্ত পাদদ্বারা আঁকুড়িয়া২ উঠিতে হইল। এই রূপে অর্দ্ধেক পথ গেলে পর শ্রান্ত যাত্রিকদিগের বিশ্রামার্থে সেই পর্ব্বতের কর্ত্তার আজ্ঞাতে যে মনোহর একটি বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মিত ছিল, ঐ স্থানে গিয়া *খ্রীষ্টীয়ান বিশ্রাম করণার্থে বসিল, এবং আত্মসান্ত্বনার নিমিত্তে বক্ষঃস্থলহইতে ঐ চর্ম্মপুস্তক বাহির করিল, এবং ক্রুশনিকটে যে বস্ত্র পাইয়াছিল ঐ বস্ত্রের প্রতি বার২ দৃষ্টি করিতে লাগিল; এই রূপে ক্ষণেক কাল আত্মসন্তোষ করিতে২ শ্রম প্রযুক্ত অমনি ঘোরতর নিদ্রিত হইল; তাহাতে ঘুমের ঘোরে হস্তহইতে ঐ লিপি পড়িয়া গেল। এই প্রকারে প্রায় সমস্ত দিন নিদ্রিত থাকিল। ইতোমধ্যে তাহার নিকটে এক ব্যক্তি আসিয়া এই কথা কহিল, হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে গিয়া তাহার ক্রিয়া দেখিয়া জ্ঞান শিক্ষা কর; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান হঠাৎ চমকিত হইয়া শীঘ্র উঠিয়া দৌড়িতে২ পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইল।

এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান পর্ব্বতের উপর উপস্থিত হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে *ভয়শীল নামে ও *সং-

শয়ী নামে দুই ব্যক্তি বেগে দৌড়িতে২ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়েরা, তোমরা যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া উল্ট পথে গমন করিতেছ, ইহার কারণ কি? তাহাতে *ভয়শীল উত্তর করিল, আমরা *সীয়োন রাজধানীতে যাইতে২ এই দুর্গম স্থান উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু যত দর অগ্রে যাই তত আরো আপদ্ পাই, এই প্রযুক্ত আমরা যাইতে না পারিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেছি জানিবা।

*সংশয়ী কহিল, আমরা ফিরিয়া যাইতেছি সে সত্য, কেননা আমাদিগের কিঞ্চিৎ অগ্রে দুইটা সিংহ শয়ন করিয়াছিল, তাহারা নিদ্রিত কি জাগ্রৎ তাহা বলিতে পারি না; যদি আমরা নিকটে যাইতাম, তবে আমাদিগকে ক্ষণেকের মধ্যেই ছিঁড়িয়া খণ্ড২ করিত, সেই ভয়ে আমাদিগের এখনো বুক গুর২ করিতেছে।

ঐ কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমরা আমাকে ভয়গ্রস্ত করিলা বটে, কিন্তু আমি প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে কোথায় পলাইব? আমার জন্মদেশ গন্ধকমিশ্রিত অগ্নির নিমিত্তে প্রস্তুত হইয়াছে; সেখানে ফিরিয়া গেলে আমার বিনাশ অবশ্য ঘটিবে। যদি কষ্টশ্রেষ্ঠে স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতে পারি, তবে সেখানে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিব, ইহা নিশ্চয়। অতএব আমার প্রাণ যাউক কিম্বা থাকুক, সে স্থানে যাইতেই হইবে; কেননা ফিরিয়া যাওনে নিশ্চয় মৃত্যু, কিন্তু অগ্রসর হওনে মৃত্যুর ভয়মাত্র, আর অগ্রেতেই অনন্ত পরমায়ু আছে; অতএব আমি নিতান্ত অগ্রসর হইব। এ কথা শুনিয়া তাহারা উভয়েই দৌড়িয়া পর্ব্বতের তলে নামিল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান আপন পথে যাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু ঐ দুই জনের কথা পুনঃ২ মনে হওয়াতে তাহা বিস্মৃত

হইবার এবং আপনাকে সান্ত্বনা করিবার জন্যে ঐ পুস্তক পাঠ করিবার ইচ্ছা জন্মিলে সে বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া দেখে যে লিপি নাই। ইহাতে *খ্রীষ্টীয়ান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কি করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কেননা সে পূর্ব্বে যাহাদ্বারা সান্ত্বনা পাইয়াছিল, এবং যাহা রাজধানী প্রবিষ্ট হওনের অধিকারপত্র হইবে, তাহাতে বর্জ্জিত হইয়া কেমন করিয়া যাইবে? অতএব *খ্রীষ্টীয়ান এই রূপ ভাবনা করিতেছিল, এবং কি কর্ত্তব্য তাহাও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না; এমন সময়ে সে যে পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৃক্ষবাটিকাতে নিদ্রা গিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। তাহাতে হাঁটু গাড়িয়া অজ্ঞানকৃত পাপের ক্ষমার নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া পুস্তকের অন্বেষণে ফিরিয়া গেল। ফিরিয়া যাওন কালে তাবৎ পথে তাহার যে কতো মনোদুঃখ জন্মিল তাহা বলা যায় না; কেননা সে কখন২ ক্রন্দন ও কখন বা বিলাপ ইত্যাদি করিতে লাগিল। আর কেবল তাহার শ্রান্তি দূর করিবার জন্যে যে স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল, এমন স্থানে ঐ রূপ উন্মত্তের ন্যায় নিদ্রা গিয়াছিল, তাহার নিমিত্তেও সে যথেষ্ট আক্ষেপ করিতে লাগিল। আঃ, আমি দিবসের শেষে কেন নিদ্রা গিয়াছিলাম! কি আপদের মধ্যেই নিদ্রিত হইয়াছিলাম! পর্ব্বতের কর্ত্তা যাত্রিকদিগের বিশ্রামার্থে যে বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহা আমি শারীরিক সুখভোগের নিমিত্তে স্থির করিলাম। এই রূপে সে পথের উভয় পার্শ্বে সাবধানে দৃষ্টি করিতে২ ফিরিয়া চলিল। পরে যেখানহইতে সেই বৃক্ষবাটিকা দেখা যায়, এমন স্থানে উপস্থিত হইলে সে যে নিদ্রা গিয়াছিল, সেই দোষ তাহার মনের মধ্যে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে ঐ বৃক্ষবাটিকার দর্শনে তাহার ঐ

দুঃখের আরো শতগুণ বৃদ্ধি হইল। অতএব সে ঐ পাপ-নিদ্রা যাওন বিষয়ে এই রূপ বিলাপ করিতে২ চলিল; আঃ, আমি কি পাপিষ্ঠ লোক! হায়২! না জানি আমার কতো পাদক্ষেপণ বৃথা গিয়াছে। *ইস্রায়েল লোকদের যে রূপ দশা হইয়াছিল, আমারও কি সেই দশা ঘটিল? কেননা তাহাদিগকেও স্বকৃত পাপের নিমিত্তে *সূফ সমুদ্রের পথদ্বারা ফিরাইয়া পাঠান গিয়াছিল। অতএব হায়২, যদি ঐ পাপনিদ্রায় আমাকে না ঘেরিত, তবে আমি এই রূপ দুঃখে কষ্টে পাদক্ষেপণ না করিয়া আনন্দ পূর্ব্বক পাদক্ষেপণ করিয়া ইহার মধ্যে কতো দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম! হায়! যে স্থানে এক বার পাদক্ষেপণ করিলে হয়, সেখানে তিন বার করিতে হইল। আমার সমস্ত দিন বৃথা গেল; এই ক্ষণে রাত্রি উপস্থিত হইল।

এই রূপ খেদ করিতে২ সে পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষবাটি-কাতে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে অধোদৃষ্টিপাত করাতে ঐ লিপি দেখিতে পাইয়া *খ্রীষ্টীয়ান চমৎকৃত হইয়া শীঘ্র লিপি কুড়াইয়া লইল। পরে ঐ হারাণ অমূল্য নিধি পুনর্ব্বার পাওয়াতে তাহার কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না; কেননা ঐ লিপি তাহার জীবন পাইবার এবং গন্তব্য স্থানে গ্রাহ্য হইবার অধিকারপত্র ছিল; অতএব ঐ স্থানে দৃষ্টিপাত করাওনের নিমিত্তে সে ঈশ্বরের প্রতি যথেষ্ট স্তব বিনয় করিতে লাগিল। পরে সজল-নয়নে আনন্দ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া অতি দ্রুতগমনে চলিল, কিন্তু পর্ব্বতের শিখরে যাইতে২ সূর্য্য অস্তগত হওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার সেই নিদ্রার নিষ্ফলতাকে স্মরণ করিয়া আর বার এই রূপ খেদোক্তি করিল, ওরে পাপনিদ্রে, তোর নিমিত্তে এস্থানে রাত্রিগ্রস্ত হইলাম;

সূর্য্যকিরণ গত হওয়াতে অন্ধকার প্রযুক্ত কোথায় পা ফেলিব তাহার কিছুই জানিতে পারিব না, বিশেষতঃ ভয়ানক হিংস্রক জন্তু সকলের উৎকট শব্দ শুনিতে হইবে। আর *সংশয়ী ও *ভয়শীল নামক দুই জনের মুখে যে দুই সিংহের সংবাদ শুনিয়াছিল, তাহার স্মরণ হওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ান মনে২ ভাবিতে লাগিল, রাত্রিতে হিংস্রক জন্তু সকল আহারের চেষ্টায় ভ্রমণ করে, অতএব এই অন্ধকারে যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে আমাকে ছিঁড়িয়া খণ্ড২ করিবে। এই ক্ষণে আমি কি করিব? কি রূপে উদ্ধার পাইব? ইহা ভাবিতে২ সে অল্পে২ অগ্রসর হইতেছিল, ইতোমধ্যে উর্দ্ধদৃষ্টি করাতে ঐ পথের পার্শ্বে *রম্য নামে এক মনোহর পুরী দেখিতে পাইল।

---

৮ অধ্যায়।

পরে আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম যেন *খ্রীষ্টীয়ান রাত্রি প্রবাস করিবার জন্যে ঐ পুরীর মধ্যে যাইতে মনস্থ করিয়া অতি দ্রুতগামী হইয়া কিছু দূর গমন করিলে একটী অতি সংকীর্ণ স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় দ্বারির গৃহহইতে অর্দ্ধ পোয়া পথ অন্তরে গেল; পরে ঐ স্থান দিয়া যাওন কালে একদৃষ্টি করিয়া পথমধ্যে দুইটা সিংহকে দেখিতে পাইল; তাহাতে ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল, এবং সে মনে২ কহিল, আঃ, *সংশয়ী ও *ভয়শীল যে সিংহ দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, আমি কি এখন তাহারি সম্মুখে পড়িলাম? ঐ সিংহদ্বয় শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল, কিন্তু *খ্রীষ্টীয়ান তাহা দেখিতে পাইল না; এই জন্যে অগ্রে গেলে মৃত্যুবিনা আর কিছু গতি নাই, ইহা ভাবিয়া সে ভীত হইয়া ঐ দুই জনের ন্যায় ফিরিয়া পলায়নে উদ্যত

হইল। এমন সময়ে *জাগরূক নামে ঐ বাটীর দ্বারী *খ্রীষ্টীয়ানকে অগ্রগমনে বিমুখ দেখিয়া ডাকিয়া কহিল, ওহে, তুমি এমন অল্পসাহসী কেন? শৃঙ্খলে বদ্ধ সিংহকে তোমার ভয় কি? বিশ্বাসি যাত্রিক লোকদিগের বিশ্বাস পরীক্ষা করিবার জন্যে, ও অবিশ্বাসিদিগের অবিশ্বাস প্রকাশ করিবার জন্যে ঐ স্থানে দুই সিংহকে বদ্ধ করিয়া রাখা গিয়াছে; অতএব পথমধ্য দিয়া গমন করিলে তোমার কোন আপদ ঘটিবে না।

দ্বারির এই রূপ উপদেশ বাক্য শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান আশ্বাস পাইয়া সাহস পূর্ব্বক ক্রমে২ অগ্রসর হইল। তাহাতে সিংহকর্ত্তৃক হিংসিত না হইয়া কেবল তাহাদের গর্জ্জনমাত্র শুনিল। পরে আহ্লাদেতে করতালী দিয়া ক্রমে২ ঐ দ্বারির নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, এ কাহার বাটী? আমি অদ্য রাত্রিতে এস্থানে থাকিতে পারি কি না? তাহাতে দ্বারী উত্তর করিল, এই পর্ব্বতের কর্ত্তা যাত্রিকদিগের নির্ভয়ে প্রবাস করিবার জন্যে এ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহা কহিয়া দ্বারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথাহইতে আসিয়াছ? এবং কোথায় বা যাইতেছ?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি *ধ্বংস্যনগরহইতে আসিয়াছি, এবং *সীয়োন পর্ব্বতে যাইব, কিন্তু এই ক্ষণে সূর্য্য অস্ত হওয়াতে আমি অদ্য রাত্রিতে এই স্থানে থাকিতে পারি কি না, তাহা জানিতে চাহি।

পরে দ্বারী জিজ্ঞাসিল, তোমার নাম কি?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এই ক্ষণে আমার নাম *খ্রীষ্টীয়ান, কিন্তু পূর্ব্বে আমার নাম *নিরনুগ্রহ ছিল, এবং যে *যেফৎকে ঈশ্বর *শামের তাম্বুতে বাস করাইবেন, তাহারই বংশজাত আমি।

দ্বারী জিজ্ঞাসিল, তোমার এই পথ আগমনে সূর্য্য অস্ত-গত হইয়াছে, এত বিলম্ব হওনের কারণ কি?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মহাশয়, আমি অনেক ক্ষণ পূর্ব্বে এ স্থানে আসিতে পারিতাম; কিন্তু পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৃক্ষবাটিকাতে আমার নিদ্রা হইয়াছিল; পরে পর্ব্বতের চূড়াতে উঠিলে আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইল; কেননা ঐ পাপনিদ্রার ঘোরে আমার অধিকার-পত্র সেই স্থানে ভুলিয়া আসিয়াছি, ইহা তখন টের পাইলাম, তাহাতে অত্যন্ত দুঃখান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া গিয়া সেই বৃক্ষবাটিকাহইতে পুস্তক আনিতে আমার বেলা গিয়াছে।

তখন দ্বারী কহিল, ভাল, আমি এই বাটীর এক জনা কন্যাকে তোমার নিকটে ডাকিয়া দিই, তুমি যদি তাহার সহিত উপযুক্ত কথোপকথন করিতে পার, তবে এই বাটীর ব্যবহার অনুসারে বাটীর অন্য ২ অন্তরঙ্গ লোকদিগের নিকটে তোমাকে লইয়া যাইব। এই কথা কহিয়া ঐ *জাগ-রূক দ্বারী একটি ঘন্টার বাদ্য করাতে তাহা শুনিয়া গৃহদ্বার-হইতে *সতর্কা নাম্নী এক পরম সুন্দরী শিষ্ট কন্যা আ-সিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি নিমিত্তে ডাকিয়াছ?

তাহাতে দ্বারী কহিল, ঐ বক্তি *ধ্বংস্য নগরহইতে আসিয়াছে, এবং *সীয়োন পর্ব্বতে যাইবে; অতএব পথ-শ্রান্ত এবং রাত্রিগ্রস্ত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসিল, যে আজি রাত্রিতে এই স্থানে থাকিতে পারি কি না? তা-হাতে আমি তোমাকে ডাকিয়া দিব, এ কথা তাহাকে কহিয়াছি; এই ক্ষণে গৃহব্যবহারানুসারে উহার সহিত কথোপকথন করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই কর।

পরে কন্যা *খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসিল, তুমি কোথা-হইতে আসিয়াছ? এবং কোথা যাইবা? তাহাতে সে

কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলা? কি দেখিয়া আসিয়াছ? এবং পথিমধ্যে কাহার সহিত তোমার দেখা হইয়াছিল? তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর তাহাকে দিল। পরে ঐ কন্যা তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে * খ্রীষ্টীয়ান আপন নাম কহিয়া শেষে এই কথা কহিল, পর্ব্বতের কর্ত্তা যে যাত্রিকদিগের বিশ্রামার্থে এবং পরোপকারের নিমিত্তে এই স্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, একারণ আজিকার রাত্রি এই স্থানে প্রবাস করিতে আমি বাঞ্ছা করি। এ কথা শুনিয়া ঐ কন্যা ক্ষণেক কাল চিন্তা করিয়া কহিল, তবে আমি দুই তিন জন অন্তরঙ্গ লোককে ডাকিয়া আনি। এ কথা কহিয়া দৌড়িয়া দ্বারমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া * পরিণামদর্শিনী ও * ধর্ম্মিষ্ঠা এবং * প্রেমিকা নাম্নী এই তিন জনকে ডাকিয়া আনিলে তাহারা * খ্রীষ্টীয়ানের সহিত কিঞ্চিৎ কথোপকথন করিয়া শেষে পরিবারের মধ্যে লইয়া গেল; তাহাতে তাহার মধ্যে অনেকে ঐ গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত আগবাড়ান আসিয়া কহিল, হে ঈশ্বরানুগৃহীত লোক, ভিতরে আইস, কেননা এই রূপ অতিথির নিমিত্তে পর্ব্বতের কর্ত্তা এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহা কহিয়া তাহাকে আহ্বান করিলে * খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগকে বন্দনা করিয়া পশ্চাৎ ২ গিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইল। এই রূপে * খ্রীষ্টীয়ান গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উপবিষ্ট হইলে তাহারা তাহাকে নানাবিধ সামগ্রীদ্বারা জলপান করাইয়া যে পর্য্যন্ত ভোজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত না হয়, তাবৎ বাটীর লোকেরা ঐ তিন জন কন্যাকে কথোপকথন করিতে নিযুক্ত করিয়া দিল, তাহাতে তাহারা পরস্পর এই কথোপকথন আরম্ভ করিল।

* ধর্ম্মিষ্ঠা * খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, হে * খ্রীষ্টীয়ান, আমরা অদ্য রাত্রে স্নেহ প্রযুক্ত তোমাকে গৃহেতে স্থান দি-

য়াছি, অতএব এই ক্ষণে তোমার যাত্রা বিষয়ের বৃত্তান্ত কহ, তাহা শুনিয়া আমরাও হিতোপদেশ পাইতে পারি।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিতে লাগিল, আপনারাও যে এই প্রকার কথা ভাল বাসেন, ইহাতে আমি বড় সন্তোষ পাই।

*ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, যাত্রিকের ধর্ম্মে তোমার প্রবৃত্তি প্রথমে কিসেতে জন্মিয়াছিল?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তাহার কারণ এই, আমার কর্ণে এক ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ হইয়াছিল, সে কি না আমি যদি এই স্থানে থাকি, তবে আমার নিস্তার না হইয়া পদে২ সর্ব্বনাশ ঘটিবে। অতএব এই রূপ বাণী শুনিয়া আমি স্বদেশহইতে প্রস্থান করিলাম।

তখন *ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, সে দেশহইতে তুমি কি প্রকারে এ পথ দিয়া আসিয়াছ?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হইয়াছে। কেননা আমি যখন সর্ব্বনাশের ভয়েতে ভীত হইয়া রোদন করিতেছিলাম, তখন কোথায় যাইব তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, কেবল দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলাম। এমন সময়ে *মঙ্গলব্যঞ্জক নামে এক ব্যক্তি হঠাৎ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে ক্ষুদ্র দ্বারের নিকটে যাইতে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার সহিত যদি সাক্ষাৎ না হইত, তবে আমি কখন সেই দ্বার পাইতাম না। এই রূপে অবিচ্ছেদে এই গৃহ পর্য্যন্ত আসিয়াছে যে পথ, তাহাতে তিনি আমাকে প্রবিষ্ট করাইলেন।

পরে *ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, তুমি কি *অর্থকারকের বাটী দিয়া আইস নাই?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ আসিয়াছি, এবং সেখানে যে২ আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াছি তাহা জীবন থাকিতে

কখন ভুলিব না, বিশেষতঃ *খ্রীষ্ট কি প্রকারে শয়তা-
নের চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া মনোমধ্যে অনুগ্রহের কর্ম্ম সিদ্ধ
করেন; এবং এক ব্যক্তি কেমন পাপ করাতে ঈশ্বরের
অনুগ্রহহইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; এবং এক ব্যক্তি নিদ্রাতে
স্বপ্ন দেখিয়া ভাবিল, যে বিচারের দিন উপস্থিত হইয়াছে,
এই তিন বিষয় সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে জাগিতেছে।

তখন *ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, সেই স্বপ্নের বিষয় তুমি কি
তাহার মুখহইতে শুনিয়াছ?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, সে স্বপ্ন শুনিয়া আমার অতি
ভয়ঙ্কর বোধ হইল। আর সে ব্যক্তি যখন ঐ স্বপ্ন কহিতে
লাগিল, তখন আমার হৃদয় ব্যথাযুক্ত হইল; তথাপি
তাহার শ্রবণ আমার ভাল।

*ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, *অর্থকারকের ঘরে তুমি কেবল
ইহাই দেখিয়াছ, না আরো কিছু দেখিয়াছ?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ইহা ভিন্ন তিনি একটা
সুসজ্জ অট্টালিকার নিকটে আমাকে লইয়া গিয়া সে স্থা-
নের লোক সকল কি প্রকারে তৈজস বস্ত্রেতে ভূষিত ছিল,
এবং এক জন সাহসিক লোক আসিয়া ঐ অট্টালিকার
দ্বারনিবারক দণ্ডায়মান সুসজ্জ লোকদিগের মধ্য দিয়া কি
প্রকারে অস্ত্রদ্বারা পথ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল, এবং
প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই গৃহস্থ লোকেরা অনন্ত যশোভোগ
কর, ইহা কহিয়া তাহাকে আহ্বান করিল, এ সকল বি-
ষয়ও আমাকে দেখাইলেন। তাহাতে আমার অন্তঃকরণ
আহ্লাদে পরিপূর্ণ হওয়াতে সেই স্থানে বারো মাস যাপন
করিবার বাসনা জন্মিল; কিন্তু আমি বুঝিলাম, যে আমাকে
আরো অনেক দূর যাইতে হইবে।

পরে *ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিল, ইহা ছাড়া পথিমধ্যে
কি আর কিছু দেখিয়াছিলা?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিয়া কহিল, ইহা যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আমাকে কহিতে হইল। আমি পূর্ব্বে একটি ভারি বোঝাতে ভারগ্রস্ত ছিলাম, সেই বোঝা লইয়া ক্রমে২ তথাহইতে কিঞ্চিৎ দূর গমন করিলে, যাঁহার শরীরহইতে রক্তধারা বহিতেছে, বৃক্ষে টাঙ্গান এমন এক মনুষ্যকে দেখিবামাত্র আমার সেই গুরুতর পৃষ্ঠের ভার খসিয়া পড়িল। এমন আশ্চর্য্য আমি কখন দেখি নাই, এই জন্যে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম, না দেখিয়া রহিতে পারিলাম না। ইতোমধ্যে তিন জন তেজস্বি পুরুষ আমার নিকটে আগত হইলে তাহাদের মধ্যে এক জন আমার পাপক্ষমা হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য দিলেন; আর এক জন আমাকে নেক্‌ড়াহইতে মুক্ত করিয়া আমার গাত্রে এই যে ভূষিত বস্ত্র দেখিতেছ ইহাই দিলেন; এবং তৃতীয় ব্যক্তি আমার কপালে এই যে চিহ্ন দেখিতেছ ইহা দিলেন, তদ্ভিন্ন মুদ্রাঙ্কিত এই লিপিও আমাকে দিলেন। এ কথা কহিয়া *খ্রীষ্টীয়ান আপন বক্ষঃস্থলহইতে সেই লিপি বাহির করিয়া দেখাইল।

অপর *ধর্ম্মিষ্ঠা জিজ্ঞাসিল, ইহা ব্যতিরেক আর কিছু দেখিয়াছ কি না বল দেখি?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিল, সম্প্রতি যাহা বলিলাম, সকল অপেক্ষা তাহাই উত্তম; তবে তাহা ছাড়াও অন্য২ বিষয় দেখিয়াছি বটে, কেননা আমার আগমন কালে পথের কিঞ্চিৎ দূরে *অবিবেচক ও *অলস ও *অভিমানী এই তিন জনকে শৃঙ্খলেতে বদ্ধ থাকিয়া নিদ্রাগত দেখিয়াছিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তাহাদিগকে জাগাইতে পারিলাম না। তদ্ভিন্ন *রীত্যালম্বী ও *কাল্পনিক নামে দুই জনকে পথের পার্শস্থ প্রাচীর ডিঙ্গিয়া

আসিতে দেখিলাম, তাহাদিগের বাক্যদ্বারা এমনি বোধ হইল যে তাহারা *সীয়োন পর্ব্বতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহারা শীঘ্র পথহারা হইল। আমি তাহাদিগকে যে চেতনা দিলাম, তাহারা তাহা মানিল না। কিন্তু এই পর্ব্বত আরোহণ এবং ঐ সিংহের নিকট দিয়া আগমন এই দুই বিষয় আমার সকলহইতে কঠিন বোধ হইয়াছিল। যদ্যপি ঐ উত্তম দ্বারির সহিত সাক্ষাৎ না হইত, তবে বুঝি আমি এত দূর পর্য্যন্ত আসিয়াও ফিরিয়া যাইতাম; কিন্তু এখন আমি যে এস্থানে পৌঁছিয়াছি, তাহাতে ঈশ্বরের সহস্র২ ধন্যবাদ ও স্তব করিতেছি; আর তোমরা যে আমাকে গ্রাহ্য করিয়াছ, ইহাতে তোমাদেরও অনুগ্রহ স্বীকার করিতেছি।

অনন্তর *পরিণামদর্শিনী *খ্রীষ্টীয়ানকে কতক গুলীন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর শুনিতে বাঞ্ছা করিল।

সে *খ্রীষ্টীয়ানকে ইহা জিজ্ঞাসিল, তুমি যে দেশহইতে আসিয়াছ, তাহা কি কখন মনে কর না?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ করিয়া থাকি, কিন্তু যখন মনে করি, তখন বড় লজ্জা ও হেয়জ্ঞান জন্মে। আমি সত্য কহিতেছি, যে দেশহইতে নির্গত হইয়াছি, সেই দেশ যদি স্মরণ করিতাম, তবে ফিরিয়া যাইবার সময় অবশ্য পাইতাম, কিন্তু এখন উত্তম অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের আকাঙ্ক্ষা আমি করিতেছি।

তখন *পরিণামদর্শিনী জিজ্ঞাসিল, তুমি সে দেশে থাকিতে যে২ বিষয়ে অনুরক্ত ছিলা, তাহার কিছুমাত্র কি সঙ্গে করিয়া আন নাই?

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, কিছু২ আনিয়াছি বটে, কিন্তু সে আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক নয়। তাহার মধ্যে যে মনোগত সাংসারিক ভাবনাদ্বারা প্রতিবাসি লোকের ন্যায় আমিও

সন্তোষ পাইতাম, তাহা এখন কেবল দুঃখের বিষয় হইয়াছে। এবং এই ক্ষণে আমার যদি অভীষ্ট সিদ্ধ হইত, তবে সেই সকল বিষয় আর কখন চিন্তা করিতে অভিলাষও থাকিত না; কিন্তু যখন আমি ভাল করিতে ইচ্ছা করি, তখনি মন্দ আসিয়া উপস্থিত হয়।

পরে *পরিণামদর্শিনী জিজ্ঞাসিল, যে২ বিষয় বারম্বার তোমার বাধা জন্মায়, সে সকল পরাজিত হইয়াছে, কখনো২ কি তোমার এমন বোধ হয় না?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, কদাচিৎ হয়, আর এমন সময় আমার অতি সৌভাগ্যের সময় জানি।

অপর *পরিণামদর্শিনী জিজ্ঞাসিল, তোমার বাধাজনক বিষয় যে কখনো২ পরাজিত প্রায় হয়, তাহা কিসের দ্বারা কি প্রকারে হয়, তাহা কি তুমি স্মরণ করিয়া বলিতে পার?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তাহাও পারি। ক্রুশের নিকটে যাহা দেখিয়াছি তাহা যখন স্মরণে আইসে, এবং আমার এই ভূষিত বস্ত্রের উপর যখন আমি দৃষ্টিপাত করি, এবং আমার এই বক্ষঃস্থলের লিপিমধ্যে যখন দৃষ্টিপাত করি, এবং আমার গন্তব্য স্থানবিষয়ে যখন আমার উৎসাহ হয়, তখন ঐ সকল বাধা পরাজিত হয়।

পরে *পরিণামদর্শিনী জিজ্ঞাসিল, *সীয়োন পর্ব্বতে যাইতে তোমার যে এতো বাঞ্ছা ইহার কারণ কি?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, কারণ এই, যিনি ক্রুশে টাঙ্গান হইয়া মরিয়াছিলেন, তাঁহাকে সে স্থানে গিয়া জীবৎ দেখিতে প্রয়াস করি; এবং যে২ বিষয় আজি পর্য্যন্ত আমার বাধা জন্মায়, সেখানে গিয়া তাহাহইতে মুক্ত হইতে বাঞ্ছা করি, কেননা ইহাও কথিত আছে, যে সে স্থানে মৃত্যু নাই; এবং যে২ লোকেতে আমার অধিক সন্তোষ,

সেই ২ লোকের সহিত ঐ স্থানে বাস করিব। আর তোমাকে যদি নিতান্ত সত্য কহিতে হইল, তবে শুন, যিনি আমাকে ভারহইতে মুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি অতি প্রিয় জ্ঞান করি; এবং আমার অন্তরস্থ পাপরোগ সহ্য করিতে ক্লান্ত হইয়াছি; অতএব যে স্থানে আমার আর মৃত্যু হইবে না, আমি সেই স্থানে গিয়া যাহারা পবিত্র২ বলিয়া নিত্য পরমেশ্বরকে স্তব করে, তাহাদিগের সহিত সভাস্থ হইতে অতিশয় বাঞ্ছা করি।

অতঃপর *প্রেমিকা *খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার আছে কি না?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, আমার স্ত্রী ও চারিটী সন্তান আছে।

*প্রেমিকা জিজ্ঞাসিল, কি জন্যে তাহাদিগকে সঙ্গে আন নাই?

তাহা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান রোদন করিতে২ কহিতে লাগিল, তাহারা আমার সঙ্গে আইলে আমার অতিশয় সন্তোষ হইত বটে, কিন্তু আমার যাত্রাবিষয়ে তাহাদের কেহই সন্তুষ্ট কিম্বা সম্মত ছিল না।

পরে *প্রেমিকা কহিল, ঐ নগরে বাস করিলে যে ভয়ঙ্কর আপদ ঘটিবে, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া তোমার উচিত ছিল।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, আমাদিগের নগর নাশের বিষয়ে ঈশ্বর যাহা আমাকে দেখাইয়াছেন, তাহা আমি তাহাদিগকে কহিয়াছিলাম, তথাপি তাহারা কিছুই প্রত্যয় করিল না; বরঞ্চ তাহাতে আমি তাহাদের কাছে এক জন উপহাসকারির ন্যায় হইলাম।

*প্রেমিকা জিজ্ঞাসিল, তাহাদের প্রতি তোমার উপদেশ সফল হইবার জন্যে কি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলা?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তাহাদের প্রতি অত্যন্ত বাৎসল্য প্রযুক্তই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যেহেতুক আমার স্ত্রী ও পুত্র আমার অতি প্রিয় জানিবা।

পরে *প্রেমিকা জিজ্ঞাসিল, ভাল, তোমার নিজ দুঃখ এবং সর্ব্বনাশের আশঙ্কা এ সকল তাহাদিগকে জানাইয়াছিলা কি না? আমি বুঝি যে সেই সর্ব্বনাশ তোমার অতি স্পষ্টরূপে দৃশ্য ছিল।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তাহা আমি বারম্বার কহিয়াছিলাম, এবং আমাদের মস্তকে পতনোন্মুখ বজ্রস্বরূপ বিচারের ভয়ে আমি অতি বড় ভীত হইয়াছি, তাহাও তাহারা আমার মলিন মুখ ও সজল নয়ন ও শরীরের কম্পনদ্বারা জানিলে জানিতে পারিত, তথাচ আমার সহিত আসিতে সম্মত হইল না।

অপর *প্রেমিকা কহিল, তাহারা যে তোমার সহিত আইল না, ইহার কি কারণ তোমাকে বলিল?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমার স্ত্রীর এই ভয় ছিল, পাছে তাহার এই জগৎসংসার পরিত্যাগ করিতে হয়; এবং আমার সন্তান সকল বাল্যাবস্থার মোহেতে মুগ্ধ হইয়াছিল। এই প্রকার নানা বাধা বশতঃ তাহারা আমার সঙ্গে যাত্রা করিতে অসম্মত হইলে আমাকে একাকী যাইতে হইল।

পরে *প্রেমিকা জিজ্ঞাসিল, তুমি আপনার সহিত তাহাদিগকে আনিবার চেষ্টায় তাহাদের প্রতি যে২ কথা কহিয়াছিলা, তাহা কি নিজ সাংসারিক আচরণদ্বারা নিষ্ফল কর নাই?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, শুন, আমার আচরণ যে প্রশংসনীয়, ইহা আমি কহিতে পারি না, কেননা আমার যে অনেক২ ত্রুটি হইয়াছে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি।

আর লোকেরা নীতিবাক্যদ্বারা যাহা অন্যের মনেতে দৃঢ় বদ্ধ করিতে উদ্যোগ করে, তাহা আপন২ আচরণদ্বারা অতি শীঘ্র ব্যর্থ করিতে পারে, ইহাও আমি জানি। অতএব পাছে আমার কোন কুক্রিয়াদ্বারা তাহাদিগকে যাত্রাবিষয়ে অনিচ্ছুক করি, এই ভয়ে আমি অতি সাবধান ছিলাম, ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি। আর তাহারা আমার সেই সাবধানতার দোষ ধরিয়া কহিত, তুমি চুল চিরিয়া থাক; আমাদের দৃষ্টিতে যাহাতে পাপ নাই, তাহাও ত্যজ্য জ্ঞান করিতেছ। তাহা কেবল নয়, আমি বুঝি ইহাও কহিতে পারি, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করণে কিম্বা প্রতিবাসি লোকের অনিষ্ট করণে আমার নিত্য ভয় দেখাতে তাহাদের বাধা জন্মিয়াছিল।

অপর *প্রেমিকা কহিল, শুন, *কাবিল আপন ভ্রাতার প্রতি দ্বেষ করিত, কারণ তাহার কর্ম্ম পাপময় ছিল, কিন্তু ভ্রাতার কর্ম্ম ধর্ম্মময়। অতএব তোমার স্ত্রী ও পুত্রেরা যদি তাহার মত তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহারা সৎকর্ম্মেতে আপন২ অসম্মতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছে, তুমি তাহাদের রক্তপাতে নির্দ্দোষ হইবা।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, দ্রাক্ষারস প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম২ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হইয়া মেজের উপরে সাজান হইলে তাহারা পরস্পর ঐ সকল কথোপকথন নিবৃত্ত করিয়া ভোজনে বসিল। এবং সে সময়ে ঐ পর্ব্বতের কর্ত্তা কি নিমিত্তে ও কি রূপে ঐ গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং আর কি২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এই সকল কথোপকথন হইতে লাগিল। তাহাতে তাহাদের কথাদ্বারা আমি জানিলাম, যে তিনি এক বড় খ্যাত্যাপন্ন যোদ্ধা ছিলেন, এবং মৃত্যুর কর্তৃত্বপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত

যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন; এবং সেই কার্য্য সিদ্ধ করিতে আপনিও বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তে আমি তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিলাম।

বিশেষতঃ *খ্রীষ্টীয়ান কহিতে লাগিল, এমত জনশ্রুতি আছে, এবং তাহা সত্য বোধ হইতেছে, যে তিনি আপন দেশের ও প্রজাদিগের প্রতি অধিক স্নেহ প্রযুক্ত আপনার অনেক২ রক্তপাত পূর্ব্বক ঐ সমস্ত ক্রিয়া করিয়াছিলেন, এ জন্যে তাঁহার সেই সকল ক্রিয়াতে তাঁহার অনুগ্রহের অধিক যশ জন্মিয়াছে। তদ্ভিন্ন ঐ গৃহের কতক গুলীন পরিবার সে স্থানে ছিল, তাহারাও কহিল, তাঁহার ক্রুশীয় মৃত্যুর পরে আমরা তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম; তাহাতে তাঁহার সহিত আলাপ হইলে যাহা তাঁহার নিজ মুখহইতে শুনিয়াছি, তাহা দৃঢ়রূপে বলিতে পারি; ফলতঃ তিনি দীনহীন যাত্রিকদিগকে এই মত স্নেহ করেন, যে পশ্চিম দেশাবধি পূর্ব্ব দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার তুল্য আর কেহ হয় না। এই যে বিষয় তাহারা কহিল, তাহার এক প্রমাণও দিল, ফলতঃ দীনহীন লোকের এই রূপ উপকার করণার্থে তিনি আপনাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যরহিত করিলেন। আর *সীয়োন পর্ব্বতে একাকী বাস করিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই, এমত দৃঢ় কথাও তাঁহারই প্রমুখাৎ তাহারা শুনিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাহারা আরো কহিল, যাহারা স্বাভাবিক ভিক্ষুক এবং গোময়ের ঢিবিতে জাত, এমন অনেক২ যাত্রিককে তিনি রাজপুত্রস্বরূপ করিয়াছেন।

অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত এই রূপ কথোপকথন হইলে তাহারা আপন২ রক্ষার নিমিত্তে আপনাদিগকে কর্ত্তার নিকটে সমর্পণ করিয়া শয়ন করিল। এবং যাহার গবাক্ষ দিয়া সূর্য্যের কিরণ আইসে, *শান্তি নামে সেই উপরিস্থ কুঠরীতে *খ্রীষ্টীয়ানকে শয়নস্থান দিল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান

সমস্ত রাত্রি শয়ন করিয়া প্রভাত হইলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এই শ্লোক গান করিতে লাগিল।

কেমন আশ্চর্য্য স্থানে এস্যেছি এখন।
যাত্রিক জনের জন্যে দেখি আয়োজন॥
আরো স্নেহ চেষ্টা দেখি যীশুর এমত।
ক্ষমিলেন পাপ তিনি হৈয়া দয়ান্বিত॥
এখনি যে দেখি আমি স্বর্গবাসি সম।
এত চমৎকার হৈল কি কারণে মম॥

পরে প্রভাত হইলে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া *খ্রীষ্টীয়ানের সহিত আরো অনেক কথোপকথন করিয়া তাহাকে কহিল, এই স্থানের আশ্চর্য্য বিষয় সকল তোমাকে না দেখাইলে যাইতে দিব না। অতএব তাহারা প্রথমতঃ গ্রন্থের গৃহমধ্যে তাহাকে, লইয়া গিয়া অতি প্রাচীন২ গ্রন্থ দেখাইল; এবং আমার স্বপ্নে মনে পড়ে, যে তাহারা আগে ঐ পর্ব্বতের কর্ত্তার বংশাবলীগ্রন্থ তাহাকে দেখাইল, তাহাতে লেখা আছে, যে তিনি অনাদি অনন্ত পরমেশ্বরের পুত্র। এবং তিনি যাহা২ করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত, ও তিনি যে সহস্র২ লোককে গ্রহণ করিয়া আপনার সেবাতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাদের নাম, এবং কালপরিণামে কিম্বা ক্ষয়ের অধীনতাতে যে২ গৃহ জীর্ণ হয় না, এমন২ গৃহে তাহাদিগকে কি প্রকারে বসতি করাইলেন, তাহাও তাহাতে লেখা ছিল।

অপর তাঁহারা তাঁহার কোন২ সেবক কর্ত্তৃক সম্পন্ন মহৎকর্ম্মের বিবরণ পাঠ করিয়া *খ্রীষ্টীয়ানকে শুনাইতে লাগিল, বিশেষতঃ তাহারা কি প্রকারে রাজ্য পরাস্ত করিয়াছিল, ও ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াছিল, ও নানা প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং কি প্রকারে সিংহের মুখ বন্ধ করিয়াছিল, ও অগ্নির জ্বলন নির্ব্বাণ করিয়াছিল, ও তলো-

য়ারের ধার এড়াইয়াছিল, এবং কি রূপে দুর্ব্বল হইয়া বলবান্ হইয়াছিল, ও যুদ্ধেতে পরাক্রমী হইয়াছিল, এবং ভিন্নজাতীয়দের সৈন্যশ্রেণীকে কি প্রকারে পরাঙ্মুখ করাইয়াছিল, ইত্যাদি বিবরণ পাঠ করিয়া তাহাকে শুনাইল।

অপর যাহারা পূর্ব্বে সেই কর্ত্তার ও তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধে অনেক২ দোষ করিয়াছিল, তাহাদিগকেও অনুগ্রহের পাত্ররূপে গ্রহণ করিতে তিনি কেমন ইচ্ছুক ছিলেন, এই প্রকার বিবরণ সম্বলিত ঐ প্রাচীন পুস্তকের কোন এক ভাগ তাহারা *খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে পাঠ করিল। তদ্ভিন্ন সেই গ্রন্থে আরো অনেক২ প্রাচীন আশ্চর্য্য ইতিহাস ছিল, তাহাও *খ্রীষ্টীয়ান দেখিল। বিশেষতঃ প্রাচীন বিষয় ও বর্ত্তমান বিষয়, এবং অদ্ভুত বিষয়, আর শত্রুগণের ত্রাসজনক বিষয়, এবং যাত্রিকদিগের সান্ত্বনা ও আহ্লাদজনক বিষয়, এবং যাহা নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে, এমন অনেক২ ভবিষ্যদ্বাক্য ও প্রতিজ্ঞা, এই সকলও *খ্রীষ্টীয়ান দেখিল।

অপর পরদিবসে তাহারা *খ্রীষ্টীয়ানকে অস্ত্রগৃহের মধ্যে লইয়া তাহাদের কর্ত্তা যাত্রিকদিগের জন্যে যত প্রকার তলোয়ার ও ঢাল ও টোপর ও বুকপাটা ও সর্ব্বপ্রার্থনা এবং অক্ষয় পাদুকা ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তাহাকে দেখাইল। বিশেষতঃ নক্ষত্রের ন্যায় অগণ্য লোক যদ্যপি ঐ কর্ত্তার সেবাতে প্রবৃত্ত হয়, তথাচ তাহাদের কুলায়, এমন যে অনেক২ সাজ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সে সমস্ত তাহাকে দেখাইল।

তদ্ভিন্ন তাঁহার শিষ্যেরা যে সকল অস্ত্র দিয়া আশ্চর্য্য ২ কার্য্য করিয়াছিল, তাহার কতক২ অস্ত্রও তাহারা *খ্রীষ্টীয়ানকে দেখাইল, বিশেষতঃ *মসার দণ্ড দেখাইল,

এবং যে হাতুড়ী ও প্রেক দিয়া * যায়েল নামে স্ত্রী * সীষিরা নামক সেনাপতিকে বধ করিয়াছিল, তাহাও দেখাইল। আর যে২ তূরী ও প্রদীপদ্বারা * গিদিয়োন সেনাপতি * মিদিয়ন দেশীয় সৈন্যসামন্ত সকলকে পরাভূত করিয়াছিল; এবং যে লৌহ অঙ্কুশ লইয়া * শম্গর সেনাপতি ছয় শত লোককে বধ করিয়াছিল; এবং যে শুষ্ক হনূ লইয়া * শিম্শোন্ সেনাপতি বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, সে সকল তাহাকে দেখাইল। তদ্ভিন্ন * দায়ূদ যে ফিঙ্গা ও প্রস্তর লইয়া * জালূৎকে বধ করিয়াছিল; এবং ইহার পরে তাহাদের কর্ত্তা যুদ্ধের নিমিত্তে উঠিয়া যে তলোয়ারের দ্বারা পাপপুরুষকে বধ করিবেন তাহাও দেখাইল। ইহা ছাড়াও * খ্রীষ্টীয়ানকে অনেক উত্তম বিষয় দেখাইল, তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান বড় সন্তুষ্ট হইল।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন প্রভাত হইলে * খ্রীষ্টীয়ান গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রসর হইতে বাঞ্ছা করিলে তাহারা তাহাকে আর এক দিন রাখিতে স্থির করিয়া কহিল, কল্য যদি নির্ম্মল দিবস হয়, তবে তোমাকে * রমণীয় পর্ব্বত সকল দেখাইব, কেননা তাহাতে তোমার অধিক শান্তি জন্মিতে পারিবে। এই স্থান অপেক্ষা ঐ পর্ব্বত সকল তোমার বাঞ্ছিত স্থানের অধিক নিকটবর্ত্তী জানিবা। এ কথা শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ান স্বীকার করিল। পরে সে দিবস গত হইলে, পরদিনে তাহারা * খ্রীষ্টীয়ানকে ঐ অট্টালিকার ছাতের উপর লইয়া গিয়া দক্ষিণ দিগে দৃষ্টিপাত করিতে কহিলে * খ্রীষ্টীয়ান অতি দূরে উপবন ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও নানা ফল পুষ্পাদিতে এবং সরোবরাদিতে অতি রমণীয় পর্ব্বতময় দেশ দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, ঐ দেশের নাম কি? তাহাতে তাহারা কহিল, ওটা * ইম্মানূয়েলের রাজ্য, এই পর্ব্বতের ন্যায়

উহাও সকল যাত্রিকের নিমিত্তে সাধারণ স্থান জানিবা ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে তুমি স্বর্গীয় রাজধানীর দ্বার দেখিতে পাইবা। ঐ স্থান নিবাসি রাখালদিগকে জিজ্ঞাসিলে তাহারা তোমাকে তাহা দেখাইয়া দিবে।

---

৯ অধ্যায়।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতে উদ্যোগী হইলে তাহারা সম্মত হইল বটে, কিন্তু পাছে *খ্রীষ্টীয়ান পথি মধ্যে কোন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, এই ভয়ে *খ্রীষ্টীয়ানকে অস্ত্র শস্ত্রদ্বারা সুসজ্জ করিতে আবশ্যক বুঝিয়া তাহারা কহিল, আইস, আমরা পুনরায় অস্ত্রগৃহে যাই। অপর সেই স্থানে গিয়া তাহারা অচ্ছেদ্য অভেদ্য নানা সাজেতে *খ্রীষ্টীয়ানের আপাদ মস্তক সাজাইয়া দিল। পরে *খ্রীষ্টীয়ান এই রূপ সুসজ্জ হইয়া বন্ধুবর্গের সহিত দ্বার পর্য্যন্ত বহির্গত হইয়া সেই স্থানে দ্বারিকে জিজ্ঞাসা করিল, হে দ্বারি, এই স্থান দিয়া কোন যাত্রিককে যাইতে দেখিয়াছ কি না? তাহাতে দ্বারী কহিল, হাঁ, দেখিয়াছি।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি তাহাকে চিনিয়াছ কি না?

দ্বারী কহিল, আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, আমার নাম *বিশ্বাসী।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ হাঁ, আমি তাহাকে জানি, সে আমার দেশের লোক, আমার নিকটস্থ প্রতিবাসী; এবং আমার জন্মভূমিহইতে আসিয়াছে। সে যাহা হউক, সে এই ক্ষণে কত দূর গিয়া থাকিবে, তোমার অনুমান হয়?

তাহাতে দ্বারপাল কহিল, সে এত ক্ষণে পর্ব্বতের তলভূমি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকিবে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে দ্বারি, ঈশ্বর তোমার সহায় হউন, তুমি যে আমার প্রতি এমত স্নেহ প্রকাশ করিয়াছ, একারণ প্রভু সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল করুন।

এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান দ্বারিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্রমে২ অগ্রসর হইতে লাগিল; তাহাতে *সতর্কা ও *ধর্ম্মিষ্ঠা ও *প্রেমিকা এবং *পরিণামদর্শিনী, ইহারা তাহাকে পর্ব্বতের তল পর্য্যন্ত আগবাড়ান রাখিবার জন্যে সঙ্গে২ চলিল। তাহাতে যে পর্য্যন্ত পর্ব্বতের নিম্নগামি পথে না উপস্থিত হইল, তাবৎ ঐ পূর্ব্বকথার প্রসঙ্গ করিতে২ চলিল। পরে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি দেখিতেছি, পর্ব্বতারোহণ করা যেমন কঠিন, অবরোহণও তদ্রূপ ভয়ানক। তাহাতে *পরিণামদর্শিনী কহিল, তাহা সত্য, এই নিমিত্তে আমরা তোমার সহিত পর্ব্বতের তল পর্য্যন্ত যাইতে স্থির করিয়াছি। এখন তুমি এই *নম্রতা নামক যে নিম্নভূমিতে নামিতেছ, ইহাতে নামিবার সময়ে উছোট এড়ান মানুষের বড় কঠিন জানিবা। তখন এই সকল কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান অত্যন্ত সাবধান হইয়া নামিতে লাগিল, তথাচ দুই তিন বার তাহার পা পিছলিল।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, *খ্রীষ্টীয়ান এই রূপে ক্রমে২ পর্ব্বতের তলে উপস্থিত হইলে ঐ সহায়তাকারি সখীগণ তাহাকে একটা রুটী এবং এক বোতল দ্রাক্ষারস, এবং এক থলুয়া দ্রাক্ষাফল দিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিল। পরে *খ্রীষ্টীয়ান একাকী ক্রমে২ অগ্রসর হইতে লাগিল।

অনন্তর ঐ *নম্রতা নামক স্থলীতে *খ্রীষ্টীয়ান বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। বিশেষতঃ অল্প দূর অগ্রে গেলে সে *আপল্লুয়োন নামক মহা দুরাত্মা এক ক্রূর অসুরকে মাঠের মধ্য দিয়া ক্রমে২ আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া ভয়েতে ফিরিয়া যাইবে, কি দাঁড়াইয়া থাকিবে,

প্রথমে ইহার কিছু স্থির করিতে পারিল না। শেষে এই স্থির করিল, যদি পৃষ্ঠ ফিরাইয়া চলিয়া যাই, তবে পৃষ্ঠে কোন সজ্জা না থাকাতে সে অনায়াসে বাণ ক্ষেপণ করিয়া আমার পৃষ্ঠ বিদ্ধ করিবে। ইহা বিবেচনা করিয়া প্রতিরোধ করিতে স্থির করিল; কেননা সে ভাবিল, অন্য সকল বাঞ্ছিত বিষয় থাকুক, আমার প্রাণরক্ষারই নিমিত্তে প্রতিরোধ করা আবশ্যক।

অতএব *খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ অগ্রসর হওয়াতে অল্প ক্ষণের মধ্যেই ঐ অসুর নিকটবর্ত্তী হইল। তাহাকে দেখিতে অতি দুর্জ্জয়াকার প্রকাণ্ড শরীর এবং সর্ব্বাঙ্গে মৎস্যের ন্যায় আঁইষেতে পরিপূর্ণ, ঐ আঁইষ তাহার অহঙ্কারের বিষয় ছিল, এবং সে নাগের ন্যায় পাখাবিশিষ্ট, ও ভল্লুকের ন্যায় তাহার হস্ত পাদাদি, এবং তাহার উদরহইতে অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হইত, এবং তাহার মুখ সিংহের ন্যায় ছিল। অতএব সে এই প্রকার ভয়ানক মূর্ত্তিতে *খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে আসিয়া ভয়ঙ্কর দৃষ্টিপূর্ব্বক তুচ্ছজ্ঞানে তাহাকে কহিতে লাগিল, তুই কোথাহইতে আসিয়াছিস্, এবং কোথায় যাইবি?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর দিল, যে স্থানে সকল অমঙ্গল বাস করে, সেই *ধ্বংস্য নগরহইতে আমি আসিয়াছি, এবং *সিয়োন নামক পর্ব্বতে যাইব।

*আপল্লুয়োন কহিল, হাঁ২ তোর কথাদ্বারা জানিলাম তুই আমার প্রজা, কেননা সে সমস্ত দেশ আমার, আমি তাহার একাধিপতি: তুই কি জন্যে রাজার দেশহইতে পলাইয়া আসিয়াছিস্? তুই ইহার পরেও আমার সেবা করিবি, এমন ভরসা যদি না থাকিত, তবে এক চপেটাঘাতেই তোকে মারিয়া ফেলিতাম।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি তোমার অধিকারের

মধ্যে জন্মিয়াছি বটে; কিন্তু তোমার সেবা বড় কঠিন, এবং তোমার বেতনে লোকের জীবন ধারণও অসাধ্য, কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; অতএব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি অন্য২ বুদ্ধিমানের ন্যায় আমার মঙ্গলের উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

সে কহিল, আপন প্রজাদিগকে সহজে ছাড়িয়া দেয়, এমন রাজা কে আছে? আমিও তোমাকে ছাড়িয়া দিব না, তুমি ফিরিয়া চল; তাহাতে সেবা ও বেতনের বিষয়ে যে কলহ করিয়াছ, বরং তাহার নিমিত্তে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার দেশে যাহা২ উৎপন্ন হয়, সে সকলই তোমাকে দিব।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এখন আমি যাঁহার সেবা স্বীকার করিয়াছি, তিনি আমার কর্ত্তা হইয়াছেন, অতএব তোমার সহিত গমন করিলে আমার বড় অন্যায় কর্ম্ম হয়।

সে কহিল, ক্ষুদ্র দুঃখ এড়াইয়া মহৎ দুঃখে পড়িয়াছ, এই যে প্রাচীন কথা আছে, তোমার গতি তদনুযায়ী। সে যাহা হউক, কিন্তু এমন ব্যবহারও অনেকে করিয়া থাকে, যে আগে তাঁহার ভাক্ত ভৃত্য হইয়া অত্যল্প কাল গত হইলে তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া পুনর্ব্বার আমার শরণাগত হয়; অতএব তুমিও যদি সেই রূপ ব্যবহার কর, তবে তোমার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি তাঁহার প্রজা হইব, ইহা তাঁহার নিকটে শপথ পূর্ব্বক স্বীকৃত হইয়াছি, এখন তাহার অন্যথা করিলে আমি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ফাঁসি যাইব, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে?

সে কহিল, আমার নিকটে তুমি তাহাই করিয়াছ। সে যাহা হউক, কিন্তু এখনও যদি ফিরিয়া আসিতে চাহ, তবে আমি তোমার সেই সকল দোষ ক্ষমা করিতে সম্মত আছি।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি তোমার কাছে যাহা স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা বালক কালে করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার বোধ হয়, যে রাজার পতাকার নীচে আসিয়াছি, তিনি আমাকে সে দোষহইতে মুক্ত করিতে পারেন; এবং তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া যে২ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহাও মার্জ্জনা করিতে পারেন। অতএব হে সর্ব্বনাশক *আপল্লুয়োন, আমি তোমার সেবাদি অপেক্ষা তাঁহারই সেবা ও শাসন ও বেতন ও ভৃত্যবর্গ ও আলাপ ও রাজ্য, এ সকল অধিক ভাল বাসি, ইহা নিশ্চয় জানিবা। অতএব আমাকে তোমার মতে লওয়াইতে ক্ষান্ত হও, কেননা আমি তাঁহার সেবক, অবশ্যই তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিব, ইহা নিশ্চয় জানিবা।

সে কহিল, তুমি যখন কিছু সুস্থির হইবা, তৎকালে তোমার এই গন্তব্য পথে কত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা আর বার বিবেচনা করিয়া দেখিও। আমার পথ ও আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে প্রায় তাহার সমস্ত ভৃত্যের অবশেষে কি দুর্দ্দশা ঘটে, তাহাও তুমি নিশ্চয় জান। তাহাদের কত ব্যক্তি অমর্য্যাদা ও ক্লেশ পাইয়া মরিয়াছে। তথাপি তুমি যে আমার সেবাহইতে তাহার সেবা অধিক ভাল বাস, ইহার কারণ কি? তাহার চরিত্র বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহার সেবকেরা শত্রুহস্তে পড়িয়া ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইলেও সে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যে গৃহহইতে এক বার বাহিরও হয় না; কিন্তু আমার বিশ্বস্ত সেবকেরা তাহার কিম্বা তাহার লোকের হস্তগত হইলে আমি বলদ্বারা কিম্বা ছলদ্বারাই কত২ বার তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছি, ইহা সকলেই জানে, এবং তোমাকেও মুক্ত করিব।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তাঁহার প্রতি সেবক-

দিগের স্নেহ আছে কি না, এবং তাহারা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ভক্ত হইয়া থাকিবে কি না, ইহার পরীক্ষার নিমিত্তে তাহাদিগকে মুক্তি দিতে তিনি বিলম্ব করেন বটে। কিন্তু তুমি যে কহিতেছ, তাহাদের শেষদশা মন্দ হয়, তাহা নয়, বরং পশ্চাৎ তাহাদের অতিশয় মঙ্গল হয় জানিবা। কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাহাদের যে মুক্তি হয়, ইহাতে তাহাদের বড় একটা চিন্তা নাই, কেননা তাহারা স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যের আশাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করে; অতএব যখন তাহাদের রাজা আপন দূতগণে বেষ্টিত হইয়া আপন তেজেতে আসিবেন, তখন তাহারা সেই ঐশ্বর্য্য অবশ্যই পাইবে।

পরে *আপল্লুয়োন কহিল, ভাল, তুমি পূর্ব্বে তাঁহার সেবাতে অবিশ্বাসী ছিলা, তবে এই ক্ষণে কি প্রকারে তাঁহার কাছে পারিতোষিকের অপেক্ষা করিতে পার?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে *আপল্লুয়োন, আমি কোন্ বিষয়ে তাঁহার কাছে অবিশ্বাসী হইয়াছি?

*আপল্লয়োন কহিল, তাহা বুঝি এখন মনে পড়ে না। যাত্রার আরম্ভে *নৈরাশ্যপঙ্কে পতিত হওয়াতে তোমার নিশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল। আর তোমার অধিপতি যে পর্য্যন্ত তোমার পৃষ্ঠের ভার পৃষ্ঠহইতে না নামায়, তাবৎ তোমার ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকা উচিত ছিল; তুমি তাহা না করিয়া ভারহইতে শীঘ্র মুক্ত হইবার জন্যে অপ্রকৃত সামান্য একটা উপায় চেষ্টা করিয়াছিলা। তদ্ভিন্ন পাপিষ্ঠের ন্যায় নিদ্রা যাইয়া আপন উত্তম বস্তু হারাইয়াছিলা, এবং সিংহ দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে প্রায় উদ্যোগ করিয়াছিলা। তাহা ছাড়াও দেখাইতে পারি, তোমার যাত্রার বিষয়ে, এবং যাহা২ শুনিয়াছ কিম্বা দেখিয়াছ, তাহার বিষয়ে কোন কথা যখন কহ, তখন মনের মধ্যে নিজ বাক্যে কিম্বা ক্রিয়াতে আত্মশ্লাঘা করিতেছ।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, সে সকলি সত্য, এবং আমার অনেক দোষ তুমি বল নাই, তথাচ আমি যে রাজার সেবা ও আরাধনা করি, তিনি দয়াশীল এবং সর্ব্বদা ক্ষমা করিতে উদ্যত। আমার এই যে সকল ত্রুটি, তোমার রাজ্যের মধ্যেই বাল্যকাল যাপন করাতে মাতৃস্তন্যের সহিত আমাতে তাহার সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু আমি তাহার ভারেতে দুঃখিত ও কাতর হওয়াতে আমার অধ্যক্ষ সে সকল ক্ষমা করিয়াছেন।

নিজ বাক্যের বিপরীত এই সকল কথা শুনিয়া *আপল্লুয়োন অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া কহিল, আমি তোর সেই রাজার শত্রু। তাহাকে কি তাহার লোকদিগকে কি তাহার আজ্ঞাকে তৃণজ্ঞান করি। অতএব তোর অগ্রগমনে নিষেধ করিতে এখানে আসিয়াছি।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি রাজপথে দাঁড়াইয়া আছি, অতএব সাবধানে কর্ম্ম করিও।

এ কথা শুনিয়া *আপল্লুয়োন রাগান্বিত হইয়া দুই পা বিস্তারিত করিয়া সমস্ত পথ রোধ করিয়া কহিতে লাগিল, তুই মরিবি। এ বিষয়ে আমি নির্ভয়; আমার নরক স্থানের দিব্য করিয়া কহিতেছি, তুই এই স্থানে বরং আমার হাতে প্রাণ হারাইবি, ইহার অধিক পথ যাইতে পারিবি না। এই কথা কহিয়া *আপল্লুয়োন এক প্রজ্বলিত বাণ লইয়া *খ্রীষ্টীয়ানের বুকে ফেলিয়া মারিল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান তৎক্ষণাৎ আপন হস্তস্থিত ঢালদ্বারা ঐ বাণকে নিবারণ করিল।

তদনন্তর *খ্রীষ্টীয়ান যুদ্ধ করণের সময় উপস্থিত দেখিয়া অস্ত্র শস্ত্র সকল ধারণ করিলে, *আপল্লুয়োন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শিলাবৃষ্টির ন্যায় ঘন২ বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান অত্যন্ত সাবধান

হইলেও তাহার মস্তক ও হস্ত ও চরণ বাণে বিদ্ধ হওয়াতে সে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ হটিল। অতএব *আপল্লুয়োন তাহা দেখিয়া আপনার তাবৎ শক্তির সহিত পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানও পুনর্ব্বার সাহস পাইয়া সাধ্য পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। এই রূপে দুই প্রহরের অধিক কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ হওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ ক্ষীণ হইতে লাগিল, কারণ তাহার ক্ষত প্রযুক্ত উত্তরোত্তর বল হ্রাস পাইতেছিল।

*আপল্লুয়োন এই অবসরে বেগেতে *খ্রীষ্টীয়ানের নিকটে গিয়া তাহার সহিত এমন মল্লযুদ্ধ করিল, যে তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান ঘূরিয়া ভূমিতে পড়িল, এবং তাহার তলোয়ারও হস্তহইতে খসিয়া পড়িল। তাহাতে *আপল্লুয়োন কহিল, কেমন? এখন তোকে পাইয়াছি, কোথায় যাবি? এ কথা কহিয়া *খ্রীষ্টীয়ানের উপরে পড়িয়া প্রায় তাহাকে চাপিয়া মারিবার উদ্‌যোগ করিল; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানের কোন প্রকারে রক্ষা পাইবার কিছুই ভরসা ছিল না বটে, কিন্তু যে সময়ে *আপল্লুয়োন ঐ দুঃখি *খ্রীষ্টীয়ানকে এক আঘাতে প্রাণে মারিতে উদ্যত হইল, সেই অবকাশে ঈশ্বরের ইচ্ছানুক্রমে *খ্রীষ্টীয়ান ঝটিতি হাত বাড়াইয়া ঐ তরবাল লইয়া কহিল, ওরে আমার শত্রু, তুমি আমার প্রতিকূলে আনন্দ করিও না, কেননা পতিত হইলেও আমি উঠিব। এই কথা কহিয়া তাহাকে বলেতে এমন এক অস্ত্রাঘাত করিল, যে তাহাতে *আপল্লুয়োন অন্তিমাঘাত প্রাপ্ত মানুষের ন্যায় হইয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেল। ইহা দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহাদ্বারা আমরা এই সকলেতে সর্ব্বতোভাবে জয়ী হই। এ কথা কহিয়া সে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া *আপ-

ল্লুয়োন পাখাযুক্ত আপন ডেনা মেলিয়া উড়িয়া পলাইল, তদবধি * খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে আর দেখিতে পাইল না।

এই যুদ্ধের সময়ে * আপল্লুয়োন যে রূপ আস্ফালন ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়াছিল, এবং নাগের মত কথা কহিয়াছিল, তাহা না দেখিলে এবং না শুনিলে তাহার বর্ণনা করা অসাধ্য। আর বিদীর্ণচিত্ত * খ্রীষ্টীয়ানের যে প্রকার কোঁকানি ও কাতরাণি প্রভৃতি শুনা গিয়াছিল, তাহাও কহা যায় না। কিন্তু * খ্রীষ্টীয়ান যে পর্য্যন্ত ঐ * আপল্লুয়োনকে দ্বিধার তরবালের আঘাত না করিয়াছিল, তাবৎ তাহাকে এক বারও প্রসন্ন মুখে চাহিতে দেখি নাই; পরে সে হাস্যবদনে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিল। ঐ যুদ্ধদর্শনের ন্যায় ভয়ানক দর্শন আমি কখন দেখি নাই।

যাহা হউক, এই রূপে যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যিনি আমাকে সিংহের মুখহইতে রক্ষা করিলেন, এবং * আপল্লুয়োনের বিরুদ্ধে আমার সাহায্য করিলেন, এই স্থানে তাঁহার প্রশংসা করিব। এই কথা কহিয়া সে এই স্তব গান করিতে লাগিল।

ভূতের এই, পতি হয় যেই,
মহাবাল্‌সিবূব্ মোরে নাশিতে।
ছিল সেই চেষ্টায়, পাঠাইল ইহায়,
এই কর্ম্মহেতু মোর কাছেতে॥ ১

পরে ঐ জন, নারকি দুর্জ্জন,
অতিশয় রাগে মত্ত হইয়া।
আমার সহিতে, প্রচণ্ড রূপেতে,
প্রবৃত্ত যুদ্ধেতে হলো আসিয়া॥ ২

কিন্তু মীখেল তিনি, আশীষ প্রাপ্ত যিনি,
করিলেন আমার সাহায্য অতি।

আমি তো সত্বরে, এই তলোয়ারে,
করিলাম তাহারে বিমুখ গতি ॥ ৩

এই হেতু আর, সর্ব্বদা তাঁহার,
ধন্যবাদ আর স্তুতি করিয়া।
করি সে ধর্ম্মেরো, প্রশংসা তাঁহারো,
না দেখি যাহারো পার ভাবিয়া ॥ ৪

পরে *খ্রীষ্টীয়ান এই রূপ স্তব করিলে অমৃত বৃক্ষের কতক গুলীন পত্রধারি একখানি হস্ত তাহার সম্মুখে প্রসারিত হইলে সে ঐ পত্র লইয়া ক্ষত স্থানে দিবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ সুস্থ হইল। তখন সেই স্থানে বসিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে রুটী ও দ্রাক্ষাফল পাইয়াছিল, তাহা ভোজনার্থে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিল। অনন্তর পাছে আর কোন শত্রু আসিয়া উপস্থিত হয়, এই ভয়ে তর-বাল হস্তে করিয়া পুনর্ব্বার গমনে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু ঐ স্থলীর মধ্যে *আপল্লুয়োনহইতে আর কোন উৎপাত-গ্রস্ত হইল না।

ঐ স্থলীর আগে মৃত্যুচ্ছায়া নামে অন্য একটা উপত্যকা ছিল, তাহারি মধ্য দিয়া রাজধানীর পথ গিয়াছে; অতএব *খ্রীষ্টীয়ানের সেই পথ দিয়াই যাইবার আবশ্যক হইল। *য়িরিমিয় ভবিষ্যদ্বক্তা তাহার এই রূপ বর্ণনা করিয়াছে, যথা, "সেই প্রান্তর শূন্য ও গর্ত্তময় স্থান ও নির্জ্জল ও মৃত্যুচ্ছায়াস্বরূপ স্থান ও পথিকহীন ও লোকালয়রহিত।" ফলতঃ খ্রীষ্টীয়ান লোক ব্যতিরেকে আর কেহ তাহার মধ্যদিয়া গমনাগমন করে না। অতএব *খ্রীষ্টীয়ান *আ-পল্লুয়োনের সহিত যুদ্ধ করণে যেরূপ দুরবস্থা পাইয়া-ছিল, ঐ স্থান দিয়া গমনে তাহার অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল; তাহা আগামি বিররণদ্বারা জানিতে পারিবা।

১০ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, *খ্রীষ্টীয়ান ঐ মৃত্যুচ্ছায়াস্থলীর নিকটে উপস্থিত হইলে দুই জন বেগেতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সহিত মিলিল। পূর্ব্বকালে যাহারা উত্তম দেশের মন্দ সমাচার আনিয়াছিল, ঐ দুই জন তাহাদের বংশোদ্ভব। তাহাদের সহিত খ্রীষ্টীয়ানের এই রূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তোমরা কোথায় যাইতেছ?

তাহারা দুই জনে কহিল, আমরা ফিরিয়া যাইতেছি; যদ্যপি তোমার প্রাণ রক্ষার এবং মঙ্গলের বাঞ্ছা থাকে, তবে তুমিও ফিরিয়া যাও।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, কেন, কারণ কি?

তাহারা কহিল, কারণ কি জান? তুমি যে পথে যাইতেছ, আমরাও সেই পথে যাইতেছিলাম, এবং যে পর্য্যন্ত সাহস কুলাইল, সে পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, এবং ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু যদ্যপি আর কিঞ্চিৎ দূর যাইতাম, তবে তোমাকে সংবাদ দিতে এ স্থানেও আসিতে পারিতাম না।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তোমাদের প্রতি কি ঘটিয়াছে?

তখন তাহারা কহিল, আমরা প্রায় মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকাতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগের বড় ভাগ্য, এ কারণ সেই স্থানে উপস্থিত হওনের পূর্ব্বেই সে আপদ দেখিয়া পলাইলাম।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তোমরা সেখানে কি দেখিয়াছ?

তাহাতে তাহারা কহিল, কি দেখিয়াছি, এমন যদি জিজ্ঞাসিলা, তবে কহিতে হইল। আমরা দেখিলাম সেই স্থলী ঘোরতর অন্ধকারময়, এবং নারকি ভূত প্রেত নাগ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। তদ্ভিন্ন সেখানে অতিশয় যন্ত্রণাতে দুঃখেতে ব্যথিত এবং শৃঙ্খলে বদ্ধ মনুষ্যদিগের অনবরত চীৎকারধ্বনি এবং হায়২ শব্দ শুনিলাম। এবং সেই স্থলী ব্যাকুলতাজনক বৈক্লব্যমেঘে আচ্ছাদিত, এবং তাহার উপরে মৃত্যু সর্ব্বদা পাখা মেলিয়া রহিয়াছে। অধিক কি কহিব? সে স্থান নিতান্ত দুর্গম ও ভয়ঙ্কর ও পারিপাট্যরহিত।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমার বাঞ্ছিত স্থানের পথ যে ঐ স্থলী দিয়া যায় না, তোমাদের বাক্য ইহার প্রমাণ নয়।

তাহারা কহিল, তবে সে পথ তোমারি হউক, আমরা আপনাদিগের জন্যে তাহা বাঞ্ছা করি না।

ইহা কহিয়া তাহারা পৃথক্ হইয়া চলিয়া গেল। পরে * খ্রীষ্টীয়ান পাছে আর বার কোন শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, এই ভয় প্রযুক্ত খাপখোলা তলবার হস্তে লইয়া আপন পথে গমন করিতে লাগিল।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, ঐ স্থলীতে পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা অত্যন্ত গভীর খাত আছে; ঐ খাতে পুরুষ পরম্পরানুক্রমে অন্ধ পথদর্শকেরা ও তাহাদের অনুগামি অন্ধ লোকেরা পড়িয়া নানা দুর্গতি পাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। আর পথের বাম পার্শ্বে মহা আপদযুক্ত এক পঙ্ক স্থান আছে, তাহাতে মন্দ মনুষ্য দূরে থাকুক, যদ্যপি কোন উত্তম লোক পড়ে, তবে সেও আপনার পা ফেলিতে স্থান পায় না। সেই পঙ্কে এক বার * দায়ূদ রাজা পড়িয়াছিল, তাহাতে যাঁহার উদ্ধার করিবার শক্তি আছে,

তিনি যদি তাহাকে উদ্ধার না করিতেন, তবে তাহার মধ্যে ঐ রাজাও মগ্ন হইয়া নষ্ট হইত।

অপর ঐ স্থানের পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ প্রযুক্ত ঐ ধার্ম্মিক *খ্রীষ্টীয়ান অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল; কারণ ঐ অন্ধকারের মধ্যে পাছে খাতে পড়ে, এ বিষয়ে যখন সে সাবধান হয়, তখন প্রায় ঐ পঙ্কের মধ্যে পড়িবার উপক্রম হয়; এবং পঙ্ক বিষয়ে সাবধান হইতে গেলে প্রায় খাতের মধ্যে পড়িবার লক্ষণ হয়। এই রূপে সে কষ্টশ্রেষ্ঠে অগ্রসর হইতে২ যে বিলাপ করিতে লাগিল, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম, কেননা পূর্ব্বোক্ত আপদ্ ব্যতিরেকে ঐ স্থানে ঘোরতর অন্ধকার ছিল, অতএব সে যখন অগ্রসর হইতে পা তুলে, তখন কোথায় এবং কিসের উপরে পা ফেলিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারে না।

পরে আমি দেখিলাম, ঐ স্থলীর প্রায় মধ্যস্থলে পথের অতি নিকটে নরকদ্বার আছে, তাহাতে হায়২ আমি এখন কি করিব? ইহা বলিয়া খ্রীষ্টীয়ান মহা ভাবিত হইল, এবং হুহু শব্দেতে অগ্নিশিখাযুক্ত ধূম ও অগ্নিকণা সেই স্থানহইতে নিত্য২ প্রচণ্ডরূপে নির্গত হইতে লাগিল। *আপল্লুয়োন যেমন তলবার দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, এই ধূমাদি সেরূপ না হইয়া বরং আরো নির্ভয়রূপে উঠিতে লাগিল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান তলবার খাপে রাখিয়া *সর্ব্বপ্রার্থনা নামে অন্য এক অস্ত্র ধারণ করিল। তখন আমি শুনিলাম, সেই সময়ে সে কাঁদিতে২ এই রূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে প্রভো, বিনয় করি, আমার প্রাণ রক্ষা করুন। এই রূপে সে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিলেও ঐ অগ্নিশিখা তাহার নিকটে২ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, এবং ইতস্ততো গমনাগমনকারি ভূতের চীৎকার শব্দ শ্রবণ করাতে কখনো২ তাহার এমন বোধ হইল, যে

আঃ, এ বার আমি খণ্ড২ হইব, কিম্বা পথস্থ কাদার ন্যায় দলিত হইব। এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান দুই তিন ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত ঐ ত্রাসজনক দর্শন পাইতে২ এবং ভয়ানক শব্দ শুনিতে২ যাইতেছিল, ইতোমধ্যে আপনার প্রতি ধাবমান ভূতসমূহের শব্দ শুনিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি করা কর্ত্তব্য, ইহা ভাবিতে লাগিল। তাহাতে সে কখনো২ ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইল, এবং কখনো২ ভাবিল, যে আমি অনেক২ আপদ উত্তীর্ণ হইয়া এই উপত্যকার অর্দ্ধেক পথ আসিয়াছি। এবং অগ্রসর হওয়া অপেক্ষা ফিরিয়া যাওয়া অধিক আপদের বিষয়, ইহা মনে করিয়া সে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিল। তথাচ ঐ ভূত সকল ক্রমে২ অধিক নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, অতএব *খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া একটা মহাচীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, যে আমার ঈশ্বরের বলেতে আমি গমন করিব। তখন এ কথা শুনিয়া ভূতেরা পশ্চাৎ হটিয়া গেল, আর নিকটে আইল না।

ইহার মধ্যে আরো একটা কথা আছে। ঐ সময়ে ভয় প্রযুক্ত *খ্রীষ্টীয়ানের মন এমত অস্থির হইল, যে সে আপনার রব আপনি বুঝিতে পারিল না। আমি যে ঘটনাদ্বারা ইহা জানিতে পাইয়াছিলাম, তাহার বৃত্তান্ত লিখিতেছি। সে যখন ঐ জ্বলন্ত গর্ত্তের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন ঐ দুষ্টদিগের মধ্যে এক জন ধীরে২ তাহার পশ্চাদ্দিগে আসিয়া ফুসফুস করিয়া তাহার কাণেতে ঈশ্বরনিন্দাসূচক অনেক কথা শুনাইল; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান বুঝিল, আমারি মনহইতে ইহা উঠিল। অতএব সে পূর্ব্বে যাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিত, সম্প্রতি তাঁহাকে নিন্দা করিতেছে, ইহা মনে করিয়া অন্য সময় অপেক্ষা অধিক দুঃখগ্রস্ত হইল। তাহার সাধ্য যদি হইত, তবে

সে এ রূপ কখন মনে করিত না। কিন্তু আপনার কর্ণ বন্ধ করিতে হয়, ইহা তাহার মনে পড়িল না; এবং সেই ঈশ্বরনিন্দা কোথাহইতে জন্মে, ইহাও জানিতে পারিল না।

এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া একাকী অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিলে পরে *খ্রীষ্টীয়ান অকস্মাৎ দূরে অগ্রগামী কোন লোকের এই রূপ রব শুনিতে পাইল, যথা, আমি যখন মৃত্যুচ্ছায়ারূপ উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তৎকালেও অমঙ্গলহইতে ভীত হইব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গে থাকিবা।

এই কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। কেননা প্রথমতঃ, সে ঐ কথাদ্বারা বুঝিল, যে এই স্থলীতেও ঈশ্বরভক্ত কোন২ লোক আছে।

দ্বিতীয়তঃ, সে অনুমান করিল, তাহারা এমন ঘোর অন্ধকারে ও বিষম দুর্দ্দশায় পড়িলেও ঈশ্বর তাহাদিগের সঙ্গে থাকেন। অতএব এই স্থানের বাধা প্রযুক্ত যদ্যপি আমি তাঁহাকে টের পাইতে না পারি, তথাচ বোধ হয় তিনি আমারও সঙ্গে থাকিবেন।

তৃতীয়তঃ, তাহার এই ভরসা হইল, যে আর কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া ঐ ধার্ম্মিক লোকদের সঙ্গ ধরিলে আমার সান্ত্বনা জন্মিবে। এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান ক্রমে২ গমন করিয়া ঐ অগ্রগামি ব্যক্তিকে ডাকিতে লাগিল। কিন্তু সেও একাকী ছিল, অতএব ভয়েতে কি উত্তর দিবে, তাহা বুঝিতে পারিল না। কিঞ্চিৎ কাল পরে প্রভাত হইলে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তিনি মৃত্যুচ্ছায়াকে প্রভাত করিয়াছেন।

এই রূপে প্রভাত হইলে *খ্রীষ্টীয়ান অন্ধকারে কোন্২ আপদের মধ্য দিয়া আসিয়াছিল, তাহা দিবসের আলোদ্বারা দেখিবার জন্যে ফিরিয়া চাহিতে লাগিল। তা-

হাতে ঐ সংকীর্ণ পথের দক্ষিণ পার্শ্বে যে খাত এবং বাম পার্শ্বে যে পঙ্ক, তদ্ভিন্ন অগাধ গর্ত্তের ভূত ও প্রেত ও নাগ ইত্যাদি সকলি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল, কিন্তু তাহারা অতি দূরে ছিল, কেননা দিবস হওয়াতে তাহারা তাহার নিকটে আইল না। এই বিষয়ে ইহা লিখিত আছে, যথা, তিনি অন্ধকারাবৃত গভীর স্থানকে প্রকাশ করেন, এবং মৃত্যুচ্ছায়াকে আলোকময় করেন। এই বাক্যানুসারে ঐ ভূতাদি *খ্রীষ্টীয়ানের দৃশ্য হইয়াছিল।

*খ্রীষ্টীয়ান যখন এই রূপে দিবসের আলোতে ঐ সকল আপদের স্পষ্ট দর্শন পাইল, তখন সে এমত ভয়-জনক পথে একাকী গমন করিলেও যে রক্ষা পাইয়াছিল, ইহাতে বড় চমৎকৃত হইল, এবং সূর্য্যোদয়কে আপনার প্রতি একটি অনুগ্রহস্বরূপ করিয়া বোধ করিল। কেননা হে পাঠক, তোমার এই স্থানে মনে করিতে হইবে, যে *মৃত্যুচ্ছায়া স্থলীর প্রথম ভাগে যে আপদ ছিল, তাহা অপেক্ষাও শেষ ভাগে অধিক আপদ ছিল। ফলতঃ *খ্রীষ্টীয়ান যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিল, তদবধি ঐ স্থলীর শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত পথ পাশ ও ফাঁদ ও জাল ও পিচ্ছল ও খাত ও গর্ত্ত ও অন্ধকূপ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল; অতএব প্রথমাংশের মত সেখানে যদি ঘোর অন্ধকার হইত, তবে *খ্রীষ্টীয়ানের হাজার প্রাণ থাকিলেও সকলই হারাইবার সম্ভাবনা হইত; কিন্তু সূর্য্যোদয় তা-হার বড় উপকারী হইয়া উঠিল। তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তাঁহার প্রদীপদ্বারা আমার মস্তক দীপ্তিমান হয়, এবং তাঁহার আলোদ্বারা আমি অন্ধকারের পথ দিয়া গমন করি।

এই রূপে *খ্রীষ্টীয়ান দিবসের আলোতে গমন করি-তে ২ ঐ স্থলীর শেষে উপস্থিত হইল। অপর আমি

স্বপ্নে দেখিলাম, ঐ স্থলীর শেষাংশে মনুষ্যদিগের, অর্থাৎ যাহারা ঐ পথ দিয়া পূর্ব্বে গমন করিয়াছিল, এমন অনেক যাত্রিকদিগের রক্ত ও অস্থি ও ভস্ম ও কবন্ধ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি মনের মধ্যে ভাবিতেছিলাম, ইহার কারণ কি? ইতোমধ্যে তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রে দৃষ্টি পড়াতে একটি গুহা দেখিতে পাইলাম, ঐ গুহাতে পূর্ব্বকালে * পাপা ও * দেবপূজক নামে দুই জন রাক্ষস বাস করিত, তাহারাই বলদ্বারা যাত্রিকদিগকে নির্দ্দয়রূপে বিনাশ করিত, এই জন্যে সেই স্থান ঐ অস্থি ও রক্ত ও ভস্মাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু * খ্রীষ্টীয়ান সেই স্থান দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল, কোন আপদগ্রস্ত হইল না। তাহা দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ চমৎকৃত হইলাম; কিন্তু শেষে শুনিলাম, যে ঐ * দেবপূজক নামে রাক্ষস অনেক দিন হইল মরিয়াছে, এবং অন্য রাক্ষসটা বাঁচিয়া থাকিলেও সে অত্যন্ত বৃদ্ধদশাতে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে। এবং যৌবনকালে বার২ যুদ্ধ করাতে তাহার অস্থিসন্ধির বন্ধনী সকল এমন আঁকড়িয়া ধরিয়াছে, যে সে চলৎশক্তি রহিত হইয়াছে; অতএব সে কেবল ঐ গুহাদ্বারে বসিয়া আপন নখ কামড়ায়, আর ঐ পথ দিয়া যে২ যাত্রিকেরা যায় তাহাদের প্রতি দাঁত সিকটিয়া উঠে, তাহা ভিন্ন আর কিছু করিতে পারে না।

অপর স্বপ্নেতে দেখিলাম, * খ্রীষ্টীয়ান এই রূপে আপন পথে গমন করিয়া যখন ঐ গুহাদ্বারে বৃদ্ধ রাক্ষসকে বসিয়া থাকিতে দেখিল, তখন কিঞ্চিৎ ভয় পাইল; কেননা ঐ রাক্ষস তাহার পশ্চাৎ গমনে অশক্ত হইলেও তাহাকে এই কথা কহিল, যে পর্য্যন্ত তোমাদের আর২ লোক অগ্নিতে ভস্ম না হয়, তাবৎ তোমরা কখনো ভাল মানুষ হইবা না। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান নীরব থাকিয়া সাহস

দেখাইয়া অগ্রসর হইল, কোন মতে বিপদগ্রস্ত হইল না। পরে সে এই শ্লোক গান করিতে২ চলিল।

সেই দুঃখদায়ি স্থানে, রক্ষা পাইয়াছি প্রাণে,
ত্রিভুবনে এ কি চমৎকার।
ঐ স্থানহইতে যিনি, মুক্ত করিলেন তিনি,
ধন্য হউন্ দয়ার আধার॥
ইহার অধিক আর, কি কহিব কওয়া ভার,
অসমর্থ কিঞ্চিৎ কওয়াতে।
যেহেতুক অন্ধকার, স্থলীমধ্যে ভয়ঙ্কর,
নানা জন্তু আছয়ে তাহাতে॥
আমাকে বেষ্টন করে, অতিশয় ঘোরতরে,
প্রেত পাপ বিষম পথেতে।
অনর্থক অকর্ম্মণ্য, আমি অতিশয় খিন্ন,
আছিলাম তখন মনেতে॥
আমি অতি শিশুমতি, জ্ঞানহীন মূর্খ অতি,
নানারূপে আমাকে আমোদে।
ধরিতে ফেলিতে আর, বেষ্টনাদি করিবার,
পূর্ণ ছিল পথ গর্ত্ত ফাঁদে॥
এতাদৃশ পথমধ্য, পতন বন্ধন অদ্য,
না হৈল বাঁচিলাম কষ্টেতে।
মুকুট জন্মিল যাহা, ইহাতে ধরুন তাহা,
কীর্ত্তিরূপ যীশু মস্তকেতে॥

---

১১ অধ্যায়।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান গমন করিতে২ যাত্রিকদিগের দূরদর্শনের নিমিত্তে যে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত নির্ম্মিত ছিল, তাহারি উপরে ক্রমে২ আরোহণ করিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া

দেখিল, *বিশ্বাসী নামে এক ব্যক্তি পথে গমন করিতেছে। অতএব *খ্রীষ্টীয়ান উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, হে পথিক, দাঁড়াও২, আমি তোমার সঙ্গে যাইব। এ কথা শুনিয়া *বিশ্বাসী ফিরিয়া তাকাইলে সে উচ্চৈঃস্বরে পুনর্ব্বার কহিল, আমি যে পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে না মিলিব, তাবৎ তুমি ঐ স্থানে দাঁড়াও। কিন্তু *বিশ্বাসী কহিল, না, আমি আপন প্রাণ হাতে করিয়া যাইতেছি, এবং যিনি রক্তের প্রতিফলদাতা তিনি আমার পশ্চাৎ গমন করিতেছেন।

এই কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান কিছু মনস্তাপযুক্ত হইয়া তাবৎ বলদ্বারা এমন দ্রুতগমন করিল, যে শীঘ্র ঐ *বিশ্বাসির লাগাইল ধরিয়া, বরং তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া গেল; তাহাতে শেষের ব্যক্তি প্রথম হইল। অতএব *খ্রীষ্টীয়ান সেই ভ্রাতার অগ্রগামী হওয়াতে আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক দর্প করিয়া হাসিতে লাগিল; এই অহঙ্কারে সে পাদবিক্ষেপে সাবধান না হওয়াতে,অকস্মাৎ এমনি উছোট খাইয়া পড়িল, যে যাবৎ ঐ *বিশ্বাসী আসিয়া তাহাকে না তুলিল, তাবৎ সে উঠিতে পারিল না।

পরে তাহারা উভয়ে একত্র হইয়া প্রণয় পূর্ব্বক আপন২ যাত্রাবিষয়ে যাহার যে২ ঘটনা হইয়াছিল, সেই সকলের কথোপকথন করিতে২ গমন করিল।

*খ্রীষ্টীয়ান এই রূপে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল। হে সম্ভ্রমযোগ্য প্রিয়তম ভ্রাতঃ, আমি যে তোমার লাগাইল ধরিয়াছি, এবং এই মনোহর পথে সখিভাবে একত্র গমনের নিমিত্তে ঈশ্বর যে আমাদের এক স্বভাব করিয়াছেন, ইহাতে আমার বড় আহ্লাদ হইয়াছে।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, হে প্রিয় বন্ধো, আমি ভাবিয়াছিলাম, আমাদের নগরাবধি তোমার সঙ্গে২ চলিতে

পারিব, কিন্তু তুমি অগ্রে প্রস্থান করাতে এই পথে এত দূর পর্য্যন্ত আমাকে একাকী আসিতে হইয়াছে।

পরে *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, আমি যাত্রা করিলে পর তুমি সেই *ধ্বংস্যনগরে কত দিন ছিলা?

*বিশ্বাসী উত্তর করিল, যে পর্য্যন্ত আমি আর তিষ্ঠিতে পারিলাম না, সেই অবধি সেখানে ছিলাম; কেননা তুমি অল্প ক্ষণ বাহির হইলে এই রূপ কলরব হইতে লাগিল, যে আমাদিগের নগর অল্প দিনের মধ্যে স্বর্গহইতে নির্গত অগ্নিদ্বারা সমভূমি হইবে।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, কেমন? তোমার প্রতিবাসি লোকেরা কি এই রূপ গল্প করিয়াছিল?

*বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, কতক দিন পর্য্যন্ত ঐ কথা সকলেরি মুখে ছিল।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তবে ঐ আপদ্হইতে মুক্ত হইবার জন্যে তোমা ব্যতিরিক্ত আর কেহই কি বাহির হইল না?

*বিশ্বাসী কহিল, শুন, তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ের অনেক২ কথা হইয়াছিল, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে জন্মিয়াছিল, আমার এমন বোধ হয় না; কেননা তাহাদিগের পরস্পর কথোপকথনের মধ্যে আমি কতক লোককে তোমার বিষয়ে বিদ্রূপ করিতে শুনিয়াছিলাম, এবং তাহারা তোমার যাত্রাকেও অসঙ্গত বলিয়া পরিহাস করিত; কিন্তু স্বর্গহইতে গন্ধক ও অগ্নি পতিত হইয়া আমাদের দেশ নষ্ট করিবে, আমার এমন বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, এবং এখনও আছে; এই কারণ পলাইয়া আসিয়াছি।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, আমাদের প্রতিবাসি *সুথনম্যের বিষয়ে তুমি কি সে স্থানে কোন কথা শুন নাই?

তাহাতে *বিশ্বাসী উত্তর করিল, শুনিয়াছি, সে তো-

ব্যার সহিত *নৈরাশ্য পঙ্ক পর্য্যন্ত গিয়া পঙ্কমধ্যে পড়িয়াছিল, লোকেরা এমত কহিত; এবং যদ্যপি সে তাহা অস্বীকার করিল, তথাপি আমি তাহা সত্য জ্ঞান করি, কেননা তাহাকে সেই প্রকার পঙ্কে লিপ্ত দেখিয়াছি।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তখন প্রতিবাসি লোকেরা তাহাকে কি কহিতে লাগিল?

*বিশ্বাসী কহিল, সে ব্যক্তি ফিরিয়া গেলে পর তাহাকে সকলেই সর্ব্বপ্রকার বিদ্রূপ ও তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিতে লাগিল। অধিক কি বলিব? তাহাকে এই ক্ষণে প্রায় কেহ কার্য্য কর্ম্ম দেয় না; তাহাতে ঐ যাত্রার পূর্ব্বে তাহার যে রূপ দশা ছিল, এই ক্ষণে তাহার অপেক্ষা সপ্তগুণ মন্দ দশা হইয়াছে।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, এ কেমন? সে যে পথ পরিত্যাগ করিল, প্রতিবাসি লোকেরা যদি সে পথকে তুচ্ছ বোধ করে, তবে তাহার প্রতি এমন দ্বেষ করে কেন?

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, কেহ২ কহে, আঃ! ঐ ব্যক্তি পরিবর্ত্তক, আপন মতে স্থায়ী নহে, অতএব তাহার ফাঁসি হউক। ইহাতে আমার অনুমান হয়, তাহার সৎপথ ত্যাগ করাতে ঈশ্বর তাহাকে হাততালি দেওয়াইবার নিমিত্তে এবং অখ্যাতি করাইবার জন্যে তাহার শত্রুদিগের মনকে এমন লওয়াইতেছেন।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, তুমি সেখানে থাকিতে তাহার সহিত তোমার কোন কথা হইয়াছিল?

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, এক দিন নগরের পথমধ্যে তাহাকে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার সহিত কোন কথা হইল না, কেননা সে আমাকে দেখিয়া আপন কার্য্যে আপনি লজ্জিত প্রযুক্ত মাথা হেঁট করিয়া পথের অন্য পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমার প্রথম আগমনকালে তাহার বিষয়ে আমার যৎকিঞ্চিৎ ভরসা ছিল, যে এ ব্যক্তি রক্ষা পাইবে; কিন্তু এই ক্ষণে এমন আশঙ্কা হইতেছে, যে নগরধ্বংসের সময়ে সেও নষ্ট হইবে; কেননা "কুক্কুর আপন বমি খাইতে, ও ধৌত শূকর কর্দ্দমে লুঠিতে আর বার ফিরে," এই যে সত্য দৃষ্টান্তকথা, ইহা তাহারি প্রতি ঘটিয়াছে।

*বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, আমারও তাহার বিষয়ে ঐ রূপ আশঙ্কা আছে। ভাল, যাহা ঘটিবে, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে সখে.*বিশ্বাসি, আইস, এই ক্ষণে আমরা তাহার কথাবার্ত্তা ত্যাগ করিয়া আপন২ বিষয়ের কথোপকথন করি। অতএব এই পথে আসিতে২ তোমার কি২ ঘটিয়াছে, তাহা বিস্তারক্রমে আমাকে বল, কননা বোধ হয় তোমার পথিমধ্যে কিছু২ ঘটনা অবশ্য হইয়া থাকিবে, নতুবা সেটা আশ্চর্য্য বিষয়ের ন্যায় মানিতে হইবে।

তখন *বিশ্বাসী কহিতে লাগিল, তুমি যে নৈরাশ্য পঙ্কে পতিত হইয়াছিলা, আমি তাহাহইতে রক্ষা পাইলাম, এবং ভাগ্যক্রমে সে স্থানহইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে২ দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইতেছিলাম, এমন সময়ে আমার হিংসা করণে উদ্যত *কামুকী নাম্নী স্ত্রীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আঃ! তুমি যে তাহার জালহইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছ, ইহাতে বুঝিলাম, তোমার বড় সৌভাগ্য। কেননা পূর্ব্বে এক বার যূষফ তাহাদ্বারা এমন বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, যে তাহাতে তাহার প্রাণ সংশয় হইয়াছিল; কিন্তু শেষে তোমার ন্যায় সেও

তাহার হাতহইতে মুক্ত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ঐ স্ত্রী তোমার কি করিয়াছিল?

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, তুমি তাহার বিষয় কিছু জান বটে, কিন্তু তাহার বাক্যের কেমন মিষ্টতা ও প্রিয়তা, তাহা তোমার অনুমানেও আইসে না। সে অশেষ সুখের আশা দেখাইয়া আমাকে ফিরাইতে নানা প্রকার চেষ্টা করিল।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, বোধ হয়, মনের উত্তম সাক্ষ্যহইতে যে সুখ জন্মে, তাহা সে তোমাকে দিতে অঙ্গীকার করে নাই।

*বিশ্বাসী কহিল, আমার কথার অর্থ কি বুঝ না? সে আমাকে সর্ব্বপ্রকার শারীরিক সুখ দিতে অঙ্গীকার করিল।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ঈশ্বর যে তোমাকে তাহার হস্ত-হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এ কারণ তুমি তাঁহার স্তব কর; কেননা পরমেশ্বরের ক্রোধপাত্র তাহার মুখরূপ খাতে পড়ে।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, আমি তাহাহইতে সর্ব্বো-তোভাবে মুক্তি পাইয়াছিলাম কি না, ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, কেন? আমি অনুমান করি তুমি তাহার ইচ্ছামতে তাহার পশ্চাদ্‌গমন কর নাই।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, অশুচি ক্রিয়া করিতে তাহার পশ্চাদ্‌গমন করি নাই বটে, কেননা আমি পূর্ব্বে কোন প্রাচীন গ্রন্থে এই রূপ প্রমাণ পাইয়াছিলাম, যে তাহার পাদবিক্ষেপ নরকে পড়ে। অতএব পাছে আমি তাহার দর্শনদ্বারা মুগ্ধ হই, এই ভয়ে চক্ষু মুদিলাম; তাহাতে সে আমাকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করিতে লা-গিল, তথাপি আমি তাহা না মানিয়া আপন পথে চলিয়া গেলাম।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ভাড়ির আর কোন আপদে পড়িয়াছিলা কি না?

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, আমি যখন *দুর্গম নামক পর্ব্বতের নীচে উপস্থিত হইলাম, তখন অতি বৃদ্ধ এক মনুষ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কেটা? কোথায় যাইতেছ? তাহাতে আমি কহিলাম, আমি এক জন যাত্রিক, স্বর্গীয় রাজধানীতে গমন করিব। তাহাতে ঐ প্রাচীন কহিল, ভদ্র লোকের মত তোমাকে দেখিতেছি। যদ্যপি তোমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বেতন দি, তবে তুমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইবা কি না? তখন আমি তাহার নাম এবং বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, আমার নাম *প্রথম আদম্; আমি *ভ্রান্তিনগরে বাস করি। পরে তোমার কি ব্যবসায়? এবং আমি যদি তোমার কার্য্য করি, তবে তুমি কতো বেতন দিতে পার? ইহাও আমি তাহাকে ভাঙ্গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে সে কহিল, আমার ব্যবসায় সমূহ সুখভোগ, আর বেতন এই যে শেষে আমার উত্তরাধিকারী হইবা। অপর আমি জিজ্ঞাসিলাম, তোমার গৃহের আচার ব্যবহার কেমন? এবং তোমার আর কোন ভৃত্য আছে কি না? তাহাতে সে কহিল, আমার গৃহ জগতের সর্ব্বোত্তম সুখাদির দ্বারা ব্যবস্থিত আছে, এবং আমার যে২ ভৃত্য তাহারা সকলে আমাহইতে উৎপন্ন। পরে আমি তাহার সন্তানাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, আমার কেবল তিনটি কন্যা আছে, তাহাদের নাম এই, *শারীরিকেচ্ছা ও *লোচনেচ্ছা ও *জীবনগর্ব্বিণী। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তুমি তাহাদিগকে বিবাহ করিতে পার। পরে আমি জিজ্ঞাসিলাম, তোমার সহিত আমি কত দিন বাসা

করিব, ইহাতে তোমার কি ইচ্ছা? তাহাতে সে কহিল, আমার যাবজ্জীবন আমার সহিত থাকিতে হইবে।

অপর * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, শেষে তুমি ঐ বৃদ্ধের সহিত যাইতে কি স্থির করিয়াছিলা?

* বিশ্বাসী কহিল, তাহার এই রূপ শিষ্ট লোকের মত কথাবার্ত্তা শুনিয়া প্রথমে তাহার সহিত যাইতে আমার কিঞ্চিৎ ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু শেষে তাহার ললাটে হঠাৎ দৃষ্টি পড়াতে আমি দেখিলাম, "তোমরা নিজ ক্রিয়া শুদ্ধ পুরাতন পুরুষকে পরিত্যাগ কর," এই কথা তাহার কপালে লেখা আছে।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তাহার পরে কি হইল?

* বিশ্বাসী কহিল, ঐ লিপি দেখিলে আমার অন্তঃকরণ অতি উত্তপ্ত হইল, কেননা সে মধুর কথা কহিয়া কিম্বা কোন প্রকারে ভুলাইয়া যদি আমাকে ঘরের মধ্যে পায়, তবে আমাকে ক্রীত দাস করিয়া রাখিবে, ইহা বোধ হওয়াতে আমি তাহাকে ক্ষান্ত হইতে বলিয়া কহিলাম, আমি তোমার ঘরের দ্বারের নিকটেও যাইব না। তাহাতে সে আমাকে তিরস্কার করিয়া কহিল, দেখ, তোমার পশ্চাৎ২ এমন এক লোককে পাঠাইয়া দিব, যে সমস্ত পথে তোমাকে বিরক্ত করিতে২ যাইবে। তাহাতে আমি সে কথা না মানিয়া যখন মুখ ফিরাইয়া গমন করিতে লাগিলাম, এমন সময়ে সে আমার মাংস ধরিয়া এমন এক প্রাণনাশক টান দিল, যে মাংস ছিঁড়িয়া লইল, আমার এমত বোধ হইল। তাহাতে হায়২, আমি দুর্ভাগ্য মনুষ্য! এ কথা কহিয়া চেঁচাইয়া পর্ব্বতে উঠিবার নিমিত্তে আপন পথে গমন করিতে লাগিলাম।

এই রূপে ক্রমে২ ঐ পর্ব্বতের অর্দ্ধেকের অধিক পথ উঠিয়া এক বার ফিরিয়া পশ্চাৎ দিগে চাহিলাম। তাহাতে

এক মনুষ্য বায়ুবেগে দ্রুতগামী হইয়া আমার পশ্চাৎ২ আসিতেছে, এই রূপ দেখিতে২ যে স্থানে এক বৃক্ষবাটিকা ছিল, তাহার নিকটে সে আসিয়া আমার কাছে উপস্থিত হইল।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ; আমিও সে স্থানে বিশ্রামের নিমিত্তে বসিয়াছিলাম, তাহাতে অকস্মাৎ নিদ্রা হওয়াতে আমার এই পুস্তক বক্ষঃস্থলহইতে হারাইয়াছিলাম।

তখন *বিশ্বাসী কহিল, হে প্রিয় ভ্রাতঃ, আগে আমার আদ্যন্ত কথা শুন, পশ্চাৎ তোমার কথা কহিও। পরে ঐ ব্যক্তি আমার নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র আমাকে এমন এক আঘাত করিল, যে তাহাতে আমি মৃতপ্রায় হইলাম; কেননা তাহার হয় এক কথা নয় এক আঘাত। যাহা হউক, পরে কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইলে আমি তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি জন্যে আমাকে এ রূপ আঘাত করিলা? তাহাতে সে কহিল, *প্রথম আদমের প্রতি তোমার গুপ্ত অনুরাগ আছে, একারণ মারিলাম; এ কথা কহিয়া সে আর বার অত্যন্ত আঘাত করিয়া আমাকে চীৎকার করাইয়া ফেলিয়া দিল। তাহাতে আমি পূর্ব্বের মত মৃতকল্প হইয়া তাহার পদতলে পড়িয়া রহিলাম; অল্প ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার চেতনা পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার কৃপা প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে আমি কৃপা করিতে জানি না, ইহা কহিয়া সে আমাকে আর এক আঘাত করিয়া ফেলিয়া দিল। সেই সময়ে যদি আর এক জন আসিয়া তাহাকে ক্ষান্ত হইতে না বলিতেন, তবে সে আমাকে নিশ্চয় বধ করিত।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, যিনি তাহাকে ক্ষান্ত হইতে কহিলেন তিনি কে?

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, প্রথমে আমি তাঁহাকে চি-

নিতে পারি নাই, কিন্তু শেষে যখন আমার নিকটদিয়া গমন করিলেন, তখন তাঁহার হস্ত ও কুক্ষিদেশ বিদ্ধ দেখিলে আমার এমত নিশ্চয় অনুমান হইল যে তিনি আমাদিগের প্রভু। পরে আমি ক্রমে২ পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিলাম।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সেই যে ব্যক্তি তোমার পশ্চাৎ২ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সে *মূসা। সে কাহারো মুখাপেক্ষা করে না, এবং যাহারা তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তাহাদের প্রতি কৃপা করিতে জানে না।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, আমি তাহাকে বিলক্ষণ রূপে চিনি, কেননা তাহার সহিত আমার এই বার প্রথম দেখা এমন নয়; যখন আমি গৃহে থাকিয়া নিশ্চিন্ত রূপে বাস করিতাম, তখন এক দিন সে আমার কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল, তুমি যদি এই স্থানে থাক, তবে তোমার মাথার উপরে ঘর জ্বালাইয়া দিব।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ঐ যে পর্ব্বতের পার্শ্বে *মূসার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই পর্ব্বতের শিখরে যে একটি অট্টালিকা আছে তাহা কি তুমি দেখ নাই?

*বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, তাহা দেখিয়াছিলাম, এবং সেখানে যাইবার আগে দুই সিংহকেও দেখিয়াছিলাম; কিন্তু অনুমান হয়, তাহারা নিদ্রিত ছিল, কেননা তখন প্রায় দুই প্রহর বেলা। অতএব অধিক বেলা থাকাতে আমি দ্বারির নিকট হইয়া ক্রমে২ পর্ব্বতহইতে নামিয়া আইলাম।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ২ সে কহিয়াছিল বটে; যে *বিশ্বাসী নামে এক জনকে এ স্থান দিয়া যাইতে দেখিয়াছি; কিন্তু দেখ ভাই, তুমি যদি সেই অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিতা, তবে বড় ভাল হইত, কেননা ঐ

গৃহস্থেরা তোমাকে এমন আশ্চর্য্য২ বিষয় সকল দেখাইতেন, যে তুমি মরণ পর্য্যন্তও তাহা ভুলিতে পারিতা না। সে যাহা হউক, *নম্রতা নামক উপত্যকার মধ্যে কি তোমার সহিত কাহারো দেখা হয় নাই?

*বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, সে স্থানে *অসন্তুষ্ট নামক এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার লওয়ানিতে যদি কর্ণ দিতাম, তবে সে আমাকে ফিরাইয়া আপনার সঙ্গে লইয়া যাইত। সে আমাকে ফিরাইবার যে কারণ দর্শাইল, তাহা এই, যে ঐ স্থলী সর্ব্বতোভাবে সম্ভ্রমহীন। তদ্ভিন্ন সে আমাকে কহিল, তুমি যদ্যপি ঐ স্থলীর মধ্য দিয়া গমন করিয়া আপনাকে বাতুলপ্রায় কর, তবে *অহঙ্কারী ও *গর্ব্বী ও *আত্মাভিমানী ও *সাংসারিকৈশ্বর্য্য ইত্যাদি নামক তোমার যে সকল বন্ধু বান্ধব আছে, তাহারা সকলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি।

পরে *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি তাহাকে কি উত্তর দিলা?

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, আমি এই উত্তর করিলাম, তুমি যাহার২ নাম করিতেছ, তাহারা সকলে যে আমার জ্ঞাতি ইহা কহিতে পারে, কেননা শারীরিক সম্বন্ধ অনুসারে তাহারা আমার জ্ঞাতি বটে। কিন্তু যদবধি আমি যাত্রিক মতাবলম্বী হইয়াছি, তদবধি আমি যেমন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তেমনি তাহারাও আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। অতএব আমি তাহাদিগকে আর স্বজাতীয় জ্ঞান করি না। আরও আমি তাহাকে কহিলাম, তুমি এই স্থলীর বিষয়ে যাহা কহিতেছ, সে অতি অযথার্থ, যেহেতুক "সম্মান ঘটনের পূর্ব্বে নম্রতা হয়, এবং বিনাশ ঘটনের পূর্ব্বে মনুষ্যের মন

গর্ব্বিত হয়।" অতএব তোমার বিবেচনাতে যে বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, আমি তাহা ত্যাগ করিয়া, বরং জ্ঞানবান্ লোকেরা যাহাকে সত্য সম্ভ্রম জ্ঞান করে, তাহা পাইবার জন্যে এই স্থলীর মধ্য দিয়া যাইতে বাঞ্ছা করি।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ঐ স্থলীর মধ্যে তোমার প্রতি আর কিছু ঘটিয়াছিল কি না?

*বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, *লাজুক নামে এক ব্যক্তির সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। যাত্রা করিতে২ যত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে ঐ ব্যক্তির নাম অতি বিপরীত বোধ হইতেছে। কেননা অল্প বাদানুবাদের কিম্বা বিতণ্ডার পরে অন্য২ লোক ক্ষান্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই নির্লজ্জ *লাজুক কোন প্রকারে ক্ষান্ত হইল না।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, কেন? সে তোমাকে কি কহিয়াছিল?

*বিশ্বাসী কহিল, এমন যদি জিজ্ঞাসা করিলা, তবে কহিতে হইল। প্রথমে সে ধর্ম্মেরই প্রতি এই রূপ আপত্তি করিল, যথা, ধর্ম্মাচরণে মন দেওয়া অতি ক্ষুদ্র ও নীচ ও তুচ্ছ কর্ম্ম; এবং পাপহইতে ভয় করা কাপুরুষের কর্ম্ম; আর আপনার কথাতে ও আচরণেতে যে সাবধান হওয়া, অর্থাৎ মান্য লোকদের মধ্যে প্রচলিত স্বেচ্ছাচারহইতে যে নিবৃত্ত হওয়া, তাহা সর্ব্বসাধারণের হাস্যাস্পদ। সে আরও কহিল, পরাক্রমি ও ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ লোকদের মধ্যে অতি অল্প লোক তোমার মতাবলম্বী হইয়াছে, আর যাহারা হইয়াছে, তাহারা না জানি কাহার কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়া পাগল হইয়াছে, এই জন্যে অবিদিত বস্তুর আশাতে সর্ব্বস্বের হানি স্বীকার করিয়াছে। অন্য যত লোক ধার্ম্মিক হইয়াছে, তাহারা প্রায় সকলে নির্ধন ও নীচ ও

অজ্ঞান লোক, বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যাতে মূর্খ। এই প্রকার অনেক২ বিষয়দ্বারা সে আমাকে প্রায় নিরুত্তর করিল, বিশেষতঃ কহিল, লোকেরা যে আর্দ্রচিত্ত হইয়া রোদন পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করে, পরে বিলাপ করিতে২ ঘরে আইসে, এ তাহাদের বড় লজ্জার বিষয়। এবং প্রতিবাসি লোকদিগের কাছে ক্ষুদ্র২ দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করা, এবং কোন দ্রব্য এক বার হরণ করিয়া আর বার ফিরাইয়া দেওয়া, ইহাও মানুষের অতিশয় লজ্জার বিষয়। তাহা ছাড়া সে আরও কহিল, যে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে গেলে কতক গুলিন ক্ষুদ্র২ দোষের নিমিত্তে, (অর্থাৎ যে দোষ সে অন্য২ নাম দিয়া নির্দ্দোষ রূপে বর্ণনা করিল, এমন দোষের নিমিত্তে) ভাগ্যবান্ লোকদের মিত্রতা ত্যাগ করিয়া ইতর লোকদিগকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হয়; অতএব এ সকলের পর মনুষ্যদিগের লজ্জার বিষয় আর কি আছে?

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ইহাতে তুমি তাহাকে কি উত্তর দিলা?

* বিশ্বাসী কহিল, তাহা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলা, তবে বলি শুন। প্রথমতঃ তাহাকে কি উত্তর দিতে হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া পাইলাম না, কেননা সে * লাজুক আমাকে এমন অপ্রস্তুত করিল, যে একেবারে আমার মুখ ম্লান হওয়াতে অতি বড় লজ্জাতে প্রায় তাহার কাছে আমার হারি মানিতে হইল; কিন্তু অবশেষে আমি মনে২ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহা উন্নত, তাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণিত; আরও ভাবিলাম, ঐ * লাজুক আমাকে মনুষ্যের বিষয় জানাইতেছে, কিন্তু ঈশ্বরের বিষয় কিম্বা তাঁহার কথার বিষয় আমাকে জানায় না। তদ্ভিন্ন আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, মহাবিচারের

দিনে আমি যে স্বর্গ কি নরক পাইব, তাহা এই জগতের দম্ভকারি লোকদিগের আজ্ঞানুসারে পাইব না, কিন্তু সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরেরই আজ্ঞাতে পাইব। অতএব ভাবিয়া দেখিলাম, ঈশ্বর যাহা কহেন, তাহাই উত্তম; সমুদয় জগতের লোক প্রতিকূল হইলেও তাহাই উত্তম থাকিবে। সেই ঈশ্বর আপনাতে অনুরক্ত ধর্ম্মস্বভাব এবং পাপহইতে ভীত মনকে ভাল বাসেন; এবং স্বর্গরাজ্যের নিমিত্তে যে মনুষ্য আপনাকে মূর্খ করে সেই পরম জ্ঞানী; এবং খ্রীষ্টদ্বেষি মহল্লোক অপেক্ষা খ্রীষ্টকে প্রেমকারি দীনহীন লোক ধনবান, এই ২ বিষয় যদ্যপি প্রমাণ হয় তবে হে * লাজুক, তুমি আমার নিকটহইতে দূর হও, কেননা তুমি আমার পরিত্রাণের বৈরী। আমার স্বামির প্রতিকূলে আমি কি তোমাকে অতিথি করিব? তাহা করিলে তিনি যখন আসিবেন, তখন আমি তাঁহার মুখের প্রতি কি প্রকারে চাহিব? আর যদ্যপি এখন তাঁহার পথ ও ভৃত্যাদিগের বিষয়ে লজ্জিত হই, তবে কি প্রকারে তাঁহার আশীর্ব্বাদের অপেক্ষা করিতে পারি? এ কথা কহিয়া আমি সেই *লাজুকহইতে পৃথক্ হইতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ভাই,- সে এমনি নির্লজ্জ, যে কোন প্রকারে তাহার সঙ্গ এড়াইতে পারিলাম না। সে সর্ব্বদাই আমার পশ্চাৎ২ লাগিয়া রহিল, এবং ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধীয় যে২ ত্রুটি, তাহার কোন একটা বিষয় লইয়া সর্ব্বদা আমার কাণে২ ফুস্২ করিয়া কহিতে লাগিল। অবশেষে আমি তাহাকে স্পষ্ট কহিলাম, তোমার এই সমস্ত যত্ন পণ্ডশ্রম, কেননা তুমি যে২ বিষয় তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ, আমি তাহাই উত্তম জ্ঞান করি। এই রূপে কোন ক্রমে ঐ বিরক্তকারি * লাজুকের সঙ্গ এড়াইলাম। পরে আমি এই শ্লোক গান করিতে লাগিলাম।

ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী যত দুঃখ পায়।
বহুবিধ সেই দুঃখ সহ্য নহে প্রায়॥
পরাস্ত হইয়া পড়ি যোদ্ধা কোন কালে।
তন্নিমিত্তে পুনঃ পুনঃ ঘটে সে সকলে॥
অতএব যাত্রী যেই হৈয়া জাগরূক।
পুরুষত্ব সেই জন নিত্য দেখাউক॥

অনন্তর *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে ভাই, তুমি যে ঐ দুষ্ট ব্যক্তিকে সাহস পূর্ব্বক প্রতিরোধ করিয়াছ, ইহাতে আমার আহ্লাদ জন্মিয়াছে। অবশ্য তাহার নাম বিপরীত হইয়াছে, কেননা সে এমন নির্লজ্জ যে পথের মধ্যেও আমাদের পশ্চাৎ২ আসিয়া সর্ব্বসাধারণের লজ্জাস্পদ করিতে, এবং উত্তম বিষয়ে আমাদের লজ্জা জন্মাইতে চেষ্টা করে। সে যদি নির্লজ্জ না হইত, তবে এরূপ করিতে কখন উদ্যত হইত না। সে যাহা হউক, আইস, আমরাও তাহার চির বিপক্ষ হই, কেননা সে জাঁকজমক করিয়া কেবল মূর্খদিগকে বিখ্যাত করে। এ বিষয়ে *সুলেমান রাজা কহিয়াছেন, যথা, জ্ঞানবানেরা সম্মানের অধিকারী হয়, কিন্তু অজ্ঞানেরা লজ্জাস্পদরূপে বিখ্যাত হয়।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, যিনি পৃথিবীতে সত্যতার পক্ষে বীরত্ব দেখাইতে আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার কাছে ঐ *লাজুকের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা আমাদিগের কর্ত্তব্য বোধ হয়।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই, উত্তম কহিয়াছ। ভাল, ঐ স্থলীর মধ্যে আর কাহারও সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল কি না?

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, না, আর কাহাকেও দেখি নাই, কেননা সূর্য্য থাকিতে২ ঐ স্থলীর অবশিষ্ট পথ এবং মৃত্যুচ্ছায়াস্থলীর শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম।

ঐ কথার উপলক্ষ্যে *খ্রীষ্টীয়ান কহিতে লাগিল, তবে তোমার বড় মঙ্গল হইয়াছিল; আমার সে রূপ হয় নাই। ফলতঃ ঐ স্থলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই পাপাত্মা *আপলুয়োন নামক অসুরের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ হওয়াতে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বিলম্ব হইয়াছিল। আর সে যখন আমাকে একেবারে চূর্ণ করিবার জন্যে নীচে ফেলিয়া চাপিয়া ধরিল, তখন আমার এমন বোধ হইল যে নিশ্চয় আমার প্রাণ গেল, কেননা সে সময়ে আমার তলবারও হাতহইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সে কহিল, কেমন? এখন তোকে পাইয়াছি? কিন্তু আমি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি আমার কাতরোক্তি শুনিয়া সমস্ত দুঃখহইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। পরে আমি মৃত্যুচ্ছায়াস্থলীতে প্রবিষ্ট হইলে রাত্রিতে অর্দ্ধেক পথ আসিতে হইল; তাহাতে অত্যন্ত অন্ধকার প্রযুক্ত আমার এমন বোধ হইল, যে বুঝি এ বার প্রাণ হারাইলাম; কিন্তু শেষে প্রভাত হইলে আমি সূর্য্যের আলোতে অবশিষ্ট পথ স্বচ্ছন্দে গমন করিলাম।

---

১২ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা উভয়ে এই রূপে কথোপকথন করিতে২ যাইতেছিল, ইতোমধ্যে *বিশ্বাসী হঠাৎ পথের পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, কিঞ্চিৎ দূরে *বাচাল নামক এক ব্যক্তি চলিতেছে, তাহাকে নিকট অপেক্ষা বরং দূরে সুন্দর দেখা যাইত। তাহার সহিত *বিশ্বাসী এই রূপে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

প্রথমতঃ *বিশ্বাসী জিজ্ঞাসা করিল, হে বন্ধো, তুমি কোথায় যাইতেছ? স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইবা না কি?

তাহাতে *বাচাল কহিল, হাঁ ভাই, সেই স্থানেই যাইতেছি।

*বিশ্বাসী কহিল, বড়ই মঙ্গল, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাদেরই সঙ্গে গমন কর।

তাহাতে *বাচাল কহিল, ভাই, তোমাদের সঙ্গী হইতে আমার বড় সন্তোষ।

*বিশ্বাসী কহিল, তবে চলিয়া আইস, আমরা একত্র গমন করি, ও যাহাতে আমাদের হিত জন্মে, এমন বিষয় ধরিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে২ যাই।

তাহাতে *বাচাল কহিল, দেখ ভাই, তোমার সহিত কিম্বা আর কাহারো সহিত বা হউক, হিতজনক কথোপকথন আমি বড় ভাল বাসি, এবং এরূপ সদালাপি লোকের সহিত যে সাক্ষাৎ হইয়াছে, ইহাতেও বড় সন্তুষ্ট হইলাম। কেননা আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অসৎ বিষয়ের কথোপকথন করিয়া কালক্ষেপ করে, এমন অনেক লোক মিলে, আর সেই প্রকার অনর্থক আলাপ আমার অনেক দুঃখের কারণ হইয়াছে। কিন্তু যাত্রাতে হিতজনক কথাবার্ত্তা কহিয়া কাল যাপন করে, এমন লোক অতি অল্প এবং দুর্লভ।

*বিশ্বাসী কহিল, এরূপ লোক যে অতি অল্প, ইহা বড় দুঃখের বিষয়, যেহেতুক স্বর্গের এবং ঈশ্বরের বিষয় অপেক্ষা এই সংসারেতে জিহ্বার শ্রমযোগ্য আর কোন্ বিষয় আছে?

তাহাতে *বাচাল কহিল, তোমাতে আমার বড় প্রীতি জন্মে, কেননা তোমার বাক্য সর্ব্বদা সপ্রমাণ। এ বিষয়ে আমি আর এক কথা কহিতে পারি, ঈশ্বরবিষয়ক কথাবার্ত্তা অপেক্ষা অধিক সুখদ ও লাভজনক আর কি আছে? অর্থাৎ চমৎকার বিষয়ে যাহার সন্তোষ জন্মে,

তাহার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক মনোহর আর কি? বিশেষতঃ পূর্ব্বকালের ইতিহাস ও নানা ঘটনার গুপ্ত বৃত্তান্ত এবং অদ্ভুত ক্রিয়া ও আশ্চর্য্য লক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের কথাবার্ত্তাতে যাহার আমোদ জন্মে, সে যেমন ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যে এই সকলের উত্তম রচনা পায়, তেমনি আর কোথায় পাইতে পারিবে?

*বিশ্বাসী কহিল, হাঁ, তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা সত্য বটে, কিন্তু ঐ সকল কথোপকথন যেন আমাদের হিত-জনক হয়, ইহা আমাদের প্রধান কার্য্য।

*বাচাল কহিল, আমিও সেই কথা কহিতেছিলাম, কেননা ঐ বিষয়ের কথাবার্ত্তা সর্ব্বাপেক্ষা হিতজনক। তদ্দ্বারা মনুষ্যেরা অনেক বিষয়ের জ্ঞান পাইতে পারে, বিশেষতঃ ঐহিক বিষয়ের অসারতা এবং স্বর্গীয় বিষয়ের উৎকৃষ্টতা জানিতে পারে। ইহা আমি সামান্যরূপে কহিলাম, কিন্তু বিশেষ করিয়া কহিতে গেলে লোকেরা নূতন জন্মের আবশ্যকতা, এবং নিজ সৎক্রিয়ার নিষ্ফলতা, ও খ্রীষ্টের পুণ্যে আমাদের প্রয়োজন, ইত্যাদিও জানিতে পারে। তদ্ভিন্ন অনুতাপ ও বিশ্বাস ও প্রার্থনা ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি যে কি প্রকার তাহাও তাহারা জানিতে পারে। আর আপন২ সান্ত্বনার নিমিত্তে মঙ্গলসমাচারের গুরুতর অঙ্গীকার ও প্রবোধকথা যে কি প্রকার, ইহাও সুশিক্ষিত হইতে পারে। তাহা কেবল নয়, কিন্তু মিথ্যা মত খণ্ডন ও সত্য মত স্থাপন করণে এবং মূর্খদিগকে শিক্ষা দেওনে সমর্থ হইতে পারে।

*বিশ্বাসী কহিল, ও ভাই, তুমি যাহা কহিতেছ, সে সকলি সত্য, অতএব তোমার মুখহইতে এই সকল শুনিয়া আমি বড় আহ্লাদিত হইতেছি।

তাহাতে *বাচাল কহিল, এই প্রকার কথাবার্ত্তার

প্রকার প্রযুক্ত অনেক২ লোক অনন্ত জীবন পাইবার নিমিত্তে বিশ্বাস যে প্রয়োজনীয় এবং মনোমধ্যে অনুগ্রহের কর্ম্ম যে আবশ্যক, ইহা না বুঝিয়া মূর্খের মত কেবল ব্যবস্থানুযায়ি ক্রিয়া অবলম্বন করে, সুতরাং স্বর্গীয় রাজ্য পাইতে পারে না।

* বিশ্বাসী কহিল, মহাশয়ের অনুমতি পাইলে আমি একটি কথা কহিব। এই সকল পারমার্থিক বিষয়ের জ্ঞান কেবল ঈশ্বরদত্ত, ফলতঃ মনুষ্যের যত্নদ্বারা কিম্বা কেবল কথাবার্ত্তাদ্বারা কেহ তাহা পাইতে পারে না।

* বাচাল কহিল, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে জানি, যেহেতুক স্বর্গহইতে যাহাকে যাহা দত্ত হয়, তাহা বিনা সে আর কিছু গ্রহণ করিতে পারে না; সকলি অনুগ্রহেতে হয়, কর্ম্মহইতে কিছুই নয়; এ কথা দৃঢ় করণার্থে আমি ধর্ম্মপুস্তকহইতে শত ২ প্রমাণ দিতে পারি।

* বিশ্বাসী কহিল, ভাল, তবে এই সময়ে আমরা কোন্ বিষয়ের কথোপকথন করিব?

* বাচাল কহিল, তুমি তাহা স্থির কর। কি স্বর্গ কি পৃথিবী, কি ব্যবস্থা কি মঙ্গলসমাচার, কি পবিত্র বিষয় কি সামান্য বিষয়, কি ভূতকাল কি ভাবিকাল, কি পরদেশ কি স্বদেশ, কি নিত্য বিষয় কি নৈমিত্তিক বিষয়, যে কিছু-হইতে আমাদের হিতের সম্ভাবনা, তাহারই কথোপকথন করিতে আমি প্রস্তুত আছি।

ঐ কথা শুনিয়া * বিশ্বাসী চমৎকৃত হইল। এবং * খ্রীষ্টীয়ান তখনও পথের অন্য পার্শ্বে একাকী গমন করাতে * বিশ্বাসী তাহার নিকটে গিয়া ধীরে২ কহিল, দেখ, আমরা কেমন আশ্চর্য্য সঙ্গী পাইয়াছি! অবশ্য ঐ ব্যক্তি সর্ব্বোত্তম যাত্রিক হইবে।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, ভাই, তুমি যাহার কথাতে এমত সন্তুষ্ট হইয়াছ, ঐ ব্যক্তিকে

যাহারা না জানে, উঁহার জিহ্বা এমন বিংশতি জনকে ভুলাইতে পারে।

*বিশ্বাসী কহিল, তবে কি তুমি তাহাকে চিন?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, সে যেমন আপনাকে চিনে, তদপেক্ষাও অধিক আমি তাহাকে চিনি।

*বিশ্বাসী জিজ্ঞাসিল, তবে সে কেটা?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে আমাদিগের নগরবাসী; তাহার নাম *বাচাল, তুমি তাহাকে চিন না এ তো বড় আশ্চর্য্য। বোধ হয় আমাদের নগর অতি বৃহৎ প্রযুক্ত সকলে সকলকে চিনে না।

*বিশ্বাসী জিজ্ঞাসিল, তবে সে কাহার পুত্র? এবং নগরের কোন পাড়াতে বসতি করে?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে *সুভাষির পুত্র, এবং *গল্প নামক গলিতে বাস করিত। আর যত লোক তাহাকে চিনে, তাহাদের মধ্যে সে *গল্পগলির *বাচাল নামে প্রসিদ্ধ আছে। সে সুবক্তা বটে, কিন্তু সুধার্ম্মিক নয়।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, তাহাকে তো সুমনুষ্যের মত দেখা যায়।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, যাহারা তাহাকে ভাল রূপে চিনে না, তাহাদের কাছে সে অতি সুন্দররূপে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে আপন গৃহে অতি কদাকার। তুমি তাহাকে ভাল মানুষ কহাতে আমি এক চিত্রকরের কর্ম্ম দেখিয়া যাহা বিচার করিয়াছিলাম, তাহাই এখন আমার মনে পড়িল। দূরে দাঁড়াইলে ঐ চিত্রকরের ছবি সুন্দর দেখায়, কিন্তু নিকটে আইলে অতি কদাকার বোধ হয়। ঐ ব্যক্তিও তাহারি মত জানিবা।

*বিশ্বাসী কহিল, তুমি হাসিতেছ; বোধ হয় তোমার [illegible] ঠাট্টামাত্র।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি ঈষৎ হাসিয়াছিলাম সে সত্য, কিন্তু ঈশ্বর এমন না করুন যে আমি এমত বিষয়ে ঠাট্টা করি, কিম্বা অযথার্থরূপে কাহারো অপবাদ করি। সে যাহা হউক, ঐ ব্যক্তির যে রূপ চরিত্র তাহার কিঞ্চিৎ ভাঙ্গিয়া বলি, শুন। ঐ ব্যক্তি সকলের সঙ্গে সর্ব্ব প্রকার কথাবার্ত্তাতে পারক। তোমার সহিত এখন যেমন কথাবার্ত্তা কহিল, তেমনি শুণ্ডিকালয়েও বসিয়া কহিতে পারে, এবং তাহার মুখমধ্যে যত মদ্য যায়, আর বার তত বাক্য মুখহইতে নির্গত হয়, কিন্তু ধর্ম্ম যে তাহার অন্তঃকরণে কিম্বা তাহার গৃহে স্থান পায় এমন নয়। তাহার ধর্ম্ম কেবল জিহ্বাগ্রে থাকে, সে শব্দাড়ম্বরমাত্র।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, এমন বটে? তবে আমি তাহার বিষয়ে বড় ভ্রান্ত হইয়াছি।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভ্রান্ত বটে, তাহাতে সন্দেহ কি? এই শাস্ত্রীয় বচন তুমি স্মরণ কর, যথা, তাহারা বলে, কিন্তু করে না; আর ঈশ্বরের রাজত্ব কথাতে নয়, কিন্তু ক্ষমতাতে। আমি বিলক্ষণরূপে জানি, ঐ *বাচাল প্রার্থনা ও মনঃপরিবর্ত্তন ও বিশ্বাস ও নূতন জন্ম বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে; কিন্তু সে কথামাত্র। কেননা আমি তাহার ঘরে গিয়া দেখিয়াছি, তাহা কেবল নয়, বাহিরেও তাহাকে দেখিয়াছি। ডিম্বের লালা যেমন স্বাদরহিত, তাহার ঘর তেমনি ধর্ম্মরহিত। তাহার ঘরে প্রার্থনা নাই, এবং পাপনিমিত্তে অনুতাপের চিহ্নও নাই। ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বরং পশুরা ঈশ্বরের সেবা ভালরূপে করে। অধিক কি বলিব; যাহারা তাহার চরিত্র জানে, তাহাদের দৃষ্টিতে সে ধর্ম্মের কলঙ্ক ও নিন্দা ও লজ্জাজনক; গ্রামের যে অঞ্চলে সে বাস করে, সেখানে তাহার নিমিত্তে ধর্ম্মের প্রশংসাও কেহ সহ্য করে না। বিশেষতঃ সামান্য লো-

কেরা তাহার বিরুদ্ধে এই কথা কহে, ঐ দেখ, ঘরে শয়তা-নের দাস, অন্যত্র ঈশ্বরের দাস।" আর এই সকল কথা যে সত্য, ইহা তাহার দুর্ভাগ্য পরিবারেরাও জানে, বিশেষতঃ দাসগণের প্রতি তাহার আলাপ ও ব্যবহার এমন কর্কশ ও কঠিন, যে কি রূপ কর্ম্ম ও বাক্যদ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, দাসেরা তাহা স্থির করিতে পারে না। আর যাহারা তাহার সহিত ব্যবসায় করিয়াছে, তাহারা বলে, ইহার অপেক্ষা বরং মোগল লোকদের সহিত ব্যব-সায় করা ভাল, কেননা বরং কখন২ তাহাদের সৌজন্য দেখা যায়। এই বাচাল সাধ্য হইলেই পরের প্রতি অন্যায় ও প্রবঞ্চনা ও দৌরাত্ম্য ব্যবহার করে। আর তা-হার সন্তানদিগকে যে আপন সদৃশ করিতে শিক্ষা দেয়, তাহাতে যদি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও অনর্থক ভীত হইতে দেখে, অর্থাৎ নম্র মনের কোন চিহ্ন দেখে, তবে তাহাকে মূর্খ ও পাগল বলিয়া আর কোন কার্য্যের ভার দেয় না, এবং অন্যের সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা আর করে না। সে যাহা হউক, আমার বোধ হয় ঐ ব্যক্তির দুষ্টাচারে অনেক লোক উছোট খাইয়া পতিত হই-য়াছে, এবং ঈশ্বর যদি তাহা নিবারণ না করেন, তবে সে আরো অনেকের প্রাণনাশের হেতু হইবে।

বিশ্বাসী কহিল, ওহে ভাই, তোমার কথায় আমার প্রত্যয় করা উচিত, কেননা তুমি তাহাকে চিন, এবং খ্রী-ষ্টীয়ানের কর্ত্তব্যানুসারে মনুষ্যদিগের যথার্থ বর্ণনা করিয়া থাক। তুমি যে উহার হিংসার নিমিত্তে এই বিষয় কহি-তেছ, আমার এমন বোধ হয় না, বরং যাহা সত্য তাহাই বলিতেছ, ইহা জানিয়া এই রূপ কহিতেছ।

খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তুমি তাহার যাহা জান, আমিও কেবল তাহা জানিতাম, তবে বোধ হয়, তাহার বিষয়ে

তোমার মত বিচার করিতাম। আর যাহারা ধর্ম্মের বিপক্ষ, কেবল তাহাদিগহইতে যদ্যপি ঐ সকল সমাচার পাই- তাম, তবে তাহা মিথ্যা অপবাদ বোধ করিতাম, কেননা মন্দ লোকেরমুখহইতে ভাল মানুষদিগের বার২ অখ্যাতি জন্মে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সকল দোষে এবং তাহার ন্যায় ঘৃণার্হ অন্যান্য অনেক দোষে সেই ব্যক্তি যে দোষী আছে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি, এবং তাহার প্রমাণও দিতে পারি। আর যে সকল ধার্ম্মিক লোক তাহাকে চিনে, তাহাদের মধ্যে যদি তাহার নাম উপস্থিত করা যায়, তবে তাহারা লজ্জিত হয়, তাহাদের মধ্যে কেহই তাহাকে ভ্রাতা কি বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে চাহে না।

ঐ কথা শুনিয়া * বিশ্বাসী কহিল, ভাল, আমি দেখি- তেছি, কহা এবং করা এ দুই ভিন্ন বটে; এবং ইহার পরে আমি এই প্রভেদে ভাল রূপে মনোযোগ করিব।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে দুই বটে। যেমন শরীর ও প্রাণ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ, তেমনি সে দুই ভিন্ন২ আছে। আর প্রাণহীন শরীর যেমন মৃত দেহমাত্র, কার্য্যহীন কথাও তেমনি মৃত দেহমাত্র। ধর্ম্মের প্রধানাংশ সদাচরণ। এ বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, যথা, "ক্লেশে মগ্ন পিতৃ- মাতৃহীনদের ও বিধবাগণের যে তত্ত্বাবধারণ করা, এবং সংসারহইতে আপনাকে নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করা, তাহাই ঈশ্বরের পবিত্র ও নির্ম্মল ভক্তি।" এ বিষয় * বাচাল জানে না, এ কারণ সে বোধ করে, যে শ্রবণ ও কথন এই দুইয়েতে তৎপর হইলেই উত্তম * খ্রীষ্টীয়ান হয়; এই রূপে আপ- নার মনকে ভুলায়। শ্রবণ এক প্রকার বীজ বুননের ন্যায়। ঐ বীজ যে অন্তঃকরণে ও আচরণে সফল হইয়াছে, ইহার প্রমাণ বাক্যদ্বারা হয় না। আর বিচারদিনে বিচার- কর্ত্তা মনুষ্যদিগের আপন২ কর্ম্মানুসারে বিচার করিবেন,

ইহাও মনে নিশ্চয় করা আমাদের উচিত। তুমি বিশ্বাস করিয়াছিলা কি না? বিচারকর্ত্তা এমত কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, তুমি কর্ম্ম করিয়াছিলা কি না? ইহাই জিজ্ঞাসা করিবেন, আর তদনুসারে মনুষ্যকে প্রতিফল দিবেন। ধর্ম্মপুস্তকে শস্য কাটনের সময়ের সহিত যুগান্তের তুলনা দেওয়া গিয়াছে; আর তুমি জান, শস্য কাটনের সময়ে লোকেরা কেবল ফলের অপেক্ষা করে। যে কোন কর্ম্ম বিশ্বাসমূলক নয়, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাহা আমি জানি। কিন্তু বিচারদিনে বাচালের ধর্ম্ম নিতান্ত তুচ্ছীকৃত হইবে, ইহা ব্যক্ত করণার্থে এই সকল কহিয়াছি।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, এই কথা উপস্থিত হওয়াতে *মূসা যে চিহ্নদ্বারা শুচি জন্তুর বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা এখন আমার মনে পড়িল। সেই চিহ্ন এই, যে জন্তু দ্বিখণ্ড ক্ষুরবিশিষ্ট এবং জাওর কাটে সে শুচি; কিন্তু জাওর কাটে না, কিম্বা দ্বিখণ্ড ক্ষুরবিশিষ্ট নহে, এমন জন্তু অশুচি। ইহার উদাহরণ শশক; সে জাওর কাটে বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুর দ্বিখণ্ড নহে, এ জন্যে সে অশুচি। আমি *বাচালকেও তেমনি দেখিতেছি। সে জাওর কাটে, অর্থাৎ জ্ঞানের চেষ্টায় ফিরে; এবং বাক্যরূপ খাদ্য চর্ব্বণ করে; কিন্তু সে দ্বিখণ্ড ক্ষুর বিশিষ্ট নহে, অর্থাৎ পাপিদের পথহইতে ভিন্ন নহে; শশকের ন্যায় সেও কুক্কুরের কিম্বা ভল্লুকের সদৃশ চরণবিশিষ্ট, এই জন্যে অশুচি আছে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, বোধ হয়, তুমি সুসমাচারানুসারে ঐ কথার প্রকৃত অর্থ করিয়াছ। ভাল, ঐ রূপ বাচালদিগের বিষয়ে *পৌল কহেন যে তাহারা শব্দকারক পিত্তল ও নিনাদি ভেরীস্বরূপ, এবং আর এক স্থানে তাহাদিগকে নিষ্প্রাণ বাদ্যযন্ত্র কহেন। তাহারা নিষ্প্রাণ, অর্থাৎ সুসমাচারানুযায়ি সত্য বিশ্বাস ও অনুগ্রহরহিত।

অতএব যদ্যপি তাহারা বাদ্যযন্ত্রের কিম্বা স্বর্গদূতের ন্যায় মিষ্ট স্বরে বক্তৃতা করে, তথাপি স্বর্গরাজ্যে জীবনাধিকারি লোকদের সহিত কোন প্রকারে বাস করিতে পাইবে না।

তখন *বিশ্বাসী কহিল, তাহার আলাপে আমি প্রথমে যেমন সন্তুষ্ট ছিলাম, এখন তদপেক্ষাও অধিক বিরক্ত হইলাম। অতএব সম্প্রতি আমরা কি প্রকারে তাহার সঙ্গ ছাড়াইতে পারি?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ঈশ্বর যদি তাহার মন আকর্ষণ করিয়া না ফিরান, তবে তুমি আমার পরামর্শ শুনিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিলে সে তোমার সহিত আলাপ করিতে বিরক্ত হইবে, ইহা অতি শীঘ্র জানিতে পারিবা।

তখন *বিশ্বাসী কহিল, তবে আমি কি করিব? তোমার পরামর্শ কি?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তুমি তাহার কাছে গিয়া ধর্ম্মের ফল বিষয়ে দৃঢ়তর একটা প্রসঙ্গ উপস্থিত কর, তাহাতে সে ঐ প্রসঙ্গে সম্মত হইবে, ইহায় সন্দেহ নাই; সম্মত হইলে পর ঐ ফল তাহার অন্তঃকরণে ও গৃহে ও আচার ব্যবহারে প্রকাশ পায় কি না, ইহা তাহাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা কর।

এই রূপ মন্ত্রণা পাইয়া *বিশ্বাসী পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া *বাচালকে কহিল; আইস ভাই, এখন কেমন আছ?

*বাচাল কহিল, তোমার অনুগ্রহে আমি ভাল আছি। আমি ভাবিতেছিলাম, এত ক্ষণ একত্র থাকিলে আমাদের অনেক ২ কথাবার্ত্তা হইতে পারিত।

*বিশ্বাসী কহিল, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই ক্ষণে কেন তাহা হউক না? তুমি আগে আমাকে কোন প্রশ্ন উপস্থিত করিতে অনুমতি দিয়াছিলা, এই জন্যে

আমি এই প্রশ্ন করি, পরমেশ্বরের ত্রাণজনক অনুগ্রহ মনুষ্যের মনেতে প্রবেশ করিয়া কি প্রকারে প্রকাশ পায়?

তাহাতে *বাচাল কহিল, এই প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মের ফল বিষয়ে কথা কহিতে হয়, ইহা দেখিতেছি। ভাল, এ অতি উত্তম প্রশ্ন, আমি ইহার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। অতএব সংক্ষেপে আমার উত্তর শুনিতে আজ্ঞা হউক। প্রথমতঃ ঈশ্বরের অনুগ্রহ অন্তঃকরণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদ্বারা পাপের বিরুদ্ধে তথায় বড় কলরব জন্মে; দ্বিতীয়তঃ।

এই অবকাশে *বিশ্বাসী কহিল, দ্বিতীয় কথা এখন থাকুক; অগ্রে প্রথম কথার বিবেচনা করি। বোধ হয় তুমি যাহা বলিলা, তাহা অপেক্ষা বরং ইহাই যথার্থ, যে ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা নিজ পাপের প্রতি মনের অতিশয় ঘৃণা জন্মে।

*বাচাল জিজ্ঞাসিল, কেন? পাপের বিরুদ্ধে কলরব, এবং পাপের প্রতি ঘৃণা, এ দুইয়েতে প্রভেদ কি?

*বিশ্বাসী কহিল, আঃ, অতি বড় ভেদ আছে; কেননা মনুষ্যেরা কাপট্যভাবে পাপের বিরুদ্ধে কলরব করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মস্বভাব না পাইলে কখন পাপকে ঘৃণা করিতে পারে না। যাহারা অন্তঃকরণে ও বাটীর মধ্যে এবং আচার ব্যবহারে পাপ ভাল বাসে, তাহারাই ধর্ম্মোপদেশ দেওন সময়ে পাপের বিরুদ্ধে কলরব করে, এমন শত২ লোককে দেখিয়াছি। যূষফের যে কর্ত্রী তাহার সহিত ব্যভিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সেও ধর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়াছিল। দেখ, যেমন কোন২ স্ত্রীলোক আপন কোলের বালকের সহিত কলহ করিয়া তাহাকে দুষ্ট দুরন্ত বলে, কিন্তু আর বার তখনি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বনাদি করে, তেমনি কোন২ ব্যক্তি পাপের প্রতি ব্যবহার করে।

*বাচাল তাহা শুনিয়া কহিল, আমার বোধ হয় তুমি কথার ছল ধরিতেছ।

*বিশ্বাসী কহিল, না, আমি কেবল ঐ সকল বিষয়ে যথার্থ প্রবোধ জন্মাইতে ইচ্ছা করি। ভাল, সে যাহা হউক, মনের মধ্যে অনুগ্রহের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, ইহার যে দ্বিতীয় লক্ষণের কথা বলিতে চাহিয়াছিলা, তাহা কি?

তাহাতে *বাচাল কহিল, সুসমাচারের নিগূঢ় বিষয়ের যে সম্যক্ জ্ঞান তাহা ঐ অনুগ্রহের দ্বিতীয় লক্ষণ।

*বিশ্বাসী কহিল, তোমার ঐ লক্ষণ আগে কহা উচিত ছিল। ভাল, প্রথমে কহ বা শেষেই কহ, সে মিথ্যা, কেননা অন্তঃকরণে অনুগ্রহের কার্য্যের লেশমাত্র না থাকিলেও কোন২ মনুষ্য সুসমাচারের নিগূঢ় বিষয়ে অতিশয় জ্ঞানবান্ হয়। আর কোন২ লোক সর্ব্ব প্রকার নিগূঢ় কথাতে ও সর্ব্ব প্রকার বিদ্যাতে পারদর্শী হইলেও কিছুর মধ্যে গণ্য হয় না, সুতরাং ঈশ্বরের সন্তানরূপে বিখ্যাত হইতে পারে না। দেখ, তোমরা এই সকল জান কি না? খ্রীষ্ট শিষ্যদিগকে ইহা জিজ্ঞাসিলে যখন তাহারা কহিল, হাঁ, প্রভো, জানি; তখন তিনি কহিলেন, তবে তাহা করিলে ধন্য হইবা। অতএব তিনি জ্ঞাতাকে ধন্যবাদ না দিয়া কেবল কর্ম্মকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রিয়ারহিত এক প্রকার জ্ঞান আছে, ইহা আমরা নিশ্চয় জানি। ধর্ম্মপুস্তক বলে, যে দাস আপন প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাত হইয়াও তদনুসারে কর্ম্ম করে না, সে অনেক প্রহার পাইবে। বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্যেরা স্বর্গীয় দূতের ন্যায় জ্ঞানবান্ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেই খ্রীষ্টীয়ান হয় না। অতএব তোমার উক্ত এই লক্ষণ সত্য নয়। কার্য্যহীন জ্ঞানে বাচাল ও গর্ব্বি লোক সন্তুষ্ট হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বর তা-

জ্ঞাতে তুষ্ট না হইয়া আচরণেতেই তুষ্ট হন। জ্ঞান ব্যতি-রেকে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইতে পারে এমন নয়; জ্ঞানহীন যে অন্তঃকরণ সে মন্দ। কিন্তু নিষ্ফল ও সফল দুই প্রকার জ্ঞান আছে। সফল যে জ্ঞান, তাহা বিশ্বাস ও প্রেমযুক্ত, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলিতে লোকদের মনে প্রবৃত্তি জন্মায়। বাচালেরা নিষ্ফল জ্ঞানেতে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু সত্য খ্রীষ্টীয়ান সফল জ্ঞান না পাইলে কখনো সন্তুষ্ট হয় না। তাহার প্রার্থনা এই, হে ঈশ্বর, আমাকে জ্ঞান দেও, তাহাতে আমি তোমার শাস্ত্র মানিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহা পালন করিব।

* বাচাল কহিল, তুমি আর বার কথার পেঁচ ধরিতেছ, ইহা নিষ্ঠাজনক নহে।

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিল, যদ্যপি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনুষ্যের অন্তঃকরণে কি প্রকারে প্রকাশ পায়, তাহার অন্য একটা লক্ষণ দেখাও।

তাহাতে * বাচাল কহিল, না, আমি তো তাহা পারিব না, কেননা সে বিষয়ে আমাদের পরস্পর কখন ঐক্য হইতে পারিবে না, ইহা আমি জানি।

* বিশ্বাসী কহিল, ভাল, তুমি যদি না দেখাও, তবে আ-মাকে দেখাইতে বল।

* বাচাল কহিল, সে তোমার ইচ্ছা।

তাহাতে * বিশ্বাসী কহিতে লাগিল, তবে আমি কহি, শুন। যাহার মনের মধ্যে অনুগ্রহের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রতি এবং তাহার নিকটবর্ত্তি লোকের প্রতি সেই কার্য্য প্রকাশ পায়।

তাহার প্রতি যখন প্রকাশ পায়, তখন সে যে পাপী এবং স্বভাবতঃ ঘৃণার্হ এবং অবিশ্বাসদোষে দোষী, সুতরাং যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত

না হইলে তাহাকে নরকে যাইতে হইবে, তাহার এমন নিশ্চয় বোধ হয়। এই রূপ জ্ঞানোদয় হইলে পাপবিষয়ে ঐ ব্যক্তির খেদ ও লজ্জার উৎপত্তি হয়। তদ্ভিন্ন সে আরো দেখে, যে কেবল *যীশু খ্রীষ্ট জগতের ত্রাণকর্ত্তা, আর তাঁহার আশ্রয় না লইলে কোন রক্ষা নাই। এই রূপ জ্ঞানের উদয় হইলে পর *খ্রীষ্টের প্রতি তাহার আন্তরিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জন্মে। ঐ প্রকার ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বরের অঙ্গীকার প্রকাশিত আছে। তদবধি ত্রাণকর্ত্তাতে তাহার বিশ্বাস বৃদ্ধি কিম্বা হ্রাস পাইলে তাহার আনন্দ ও শান্তি ও ধর্ম্মানুরাগ এবং ত্রাণকর্ত্তাকে জানিবার ও যাবজ্জীবন তাঁহার সেবা করিবার ইচ্ছা, এই সকলও বৃদ্ধি কিম্বা হ্রাস পায়। কিন্তু অনুগ্রহের কার্য্য তাহার প্রতি এই রূপ প্রকাশ পায়, ইহা সত্য হইলেও সে ব্যক্তি সর্ব্বদা তাহা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারে না; যেহেতুক এই জগতে তাহার কুস্বভাব ও কুবুদ্ধি প্রযুক্ত সে সেই বিষয় ভালরূপে নিশ্চয় করিতে অসমর্থ। অতএব ঐ কার্য্য যে অনুগ্রহের ফল, তাহা নিশ্চয় জানিবার জন্যে তাহার সদ্বিবেচনার আবশ্যকতা আছে।

অনুগ্রহের কার্য্য যখন নিকটবর্ত্তি লোকদের প্রতি প্রকাশ পায়, তখন এই কএকটি লক্ষণদ্বারা প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ সে ব্যক্তি যে মন দিয়া *খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী হইয়াছে, ইহা স্বীকার করে। দ্বিতীয়তঃ এই রূপ স্বীকার করিলে পর তাহার ধর্ম্মাচরণদ্বারা, বিশেষতঃ আন্তরিক ধর্ম্মস্বভাবদ্বারা, আর গৃহস্থ হইলে পরিজনগণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রতিপালনদ্বারা, এবং সাংসারিক লোকদের সহিত ধর্ম্মময় আচার ব্যবহারদ্বারা তাহার স্বীকৃত কথা সপ্রমাণ হয়। এতদ্ভিন্ন সে অন্তঃকরণের সহিত পাপকে ঘৃণা করে, এবং পাপের জন্যে আপনাকেও ঘৃণা করে, এবং পরিবারের

মধ্যে পাপ দমন ও জগতের মধ্যে ধর্ম্ম বৃদ্ধি করণের নিমিত্তে সম্যক্ ইচ্ছাপূর্ব্বক সচেষ্ট হয়। আর সে ব্যক্তি কাল্পনিক কিম্বা বাচাল লোকের মত কেবল কথাদ্বারাই ঐ সকল ইচ্ছা চেষ্টা প্রকাশ করে তাহা নয়, কিন্তু ঈশ্বরীয় বাক্যের অধীনতা স্বীকার করণ পূর্ব্বক বিশ্বাসে ও প্রেমেতে তাহার আজ্ঞা পালনদ্বারা তাহা প্রকাশ করে। অতএব মানুষের অন্তঃকরণে অনুগ্রহের যে কার্য্য, এবং তাহার যে প্রকাশপ্রাপ্তি, এই উভয় বিষয়ের যে সংক্ষেপে বর্ণনা আমি করিয়াছি, তাহার বিপরীতে যদি তোমার কোন কথা থাকে, তবে বল। আর যদি না থাকে, তবে আর এক প্রশ্ন করিবার অনুমতি আমাকে দেও।

তাহাতে *বাচাল কহিল, আমি কেন আপত্তি করিব? তোমার কথা শ্রবণ আমার কার্য্য। আপনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করুন্।

*বিশ্বাসী কহিল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যে ধর্ম্মগুণের বর্ণনা আমি করিয়াছি, তাহা কি তোমার অন্তঃকরণে সফল হইয়াছে? এবং তোমার আচার ব্যবহার কি তাহার প্রমাণ দিতেছে? তুমি কি কার্য্যেতে ও সত্যতাতে ধার্ম্মিক? না, কেবল বাক্যেতে কিম্বা জিহ্বাতে কি ধার্ম্মিক আছ? তুমি যদি আমার এই কথার উত্তর দেও, তবে ইহা বিনতি করি, ঈশ্বর যাহাতে সায় দিবেন, এবং যে কথাতে তোমার মন তোমাকে যাথার্থিক করিবে, তদতিরিক্ত অন্য কিছু কহিও না। কেননা যে ব্যক্তি আপনার প্রশংসা করে, সে প্রামাণিক নয়; কিন্তু প্রভু যাহার প্রশংসা করেন, সেই প্রামাণিক। তদ্ভিন্ন আমি এমন কি তেমন, ইহা বলিলে প্রতিবাসি লোকদের প্রমাণদ্বারা সেই কথা যদি মিথ্যা হয়, তবে সেটা বড় দোষের বিষয়।

এই কথা শুনিয়া *বাচাল কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইল বটে,

কিন্তু অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ হইয়া *বিশ্বাসির প্রতি উত্তর করিল, তুমি এখন আন্তরিক ধর্ম্মভাব ও সদসদ্বোধ ও ঈশ্বরের সাক্ষ্য এই সকলের উল্লেখ করিতেছ, এবং কথার প্রমাণার্থে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিতেছ। এরূপ কথাবার্ত্তা আমি তোমার কাছে শুনিতে চাহি না, এবং এ প্রকার প্রশ্নের উত্তর করিতেও আমি সম্মত নহি। ইহাতে আমি দোষী নহি, কেননা তুমি আমার গুরু নহ। আর যদ্যপি তুমি আপনাকে আমার গুরু মান, তথাপি আমি তোমাকে বিচারকর্ত্তৃরূপে মানিব না। সে যাহা হউক, আমি তোমাকে এই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার নিকটে এমত প্রশ্ন কেন কর?

তাহাতে *বিশ্বাসী উত্তর করিল, কারণ এই, তুমি বড় বাচাল এবং তোমার মনোরথমাত্র সার, আমার এমন বোধ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, তোমার ধর্ম্ম কথামাত্র, এবং তোমার আচার ব্যবহারেতে তোমার ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, ইহা অন্য লোকের কাছে শুনিয়াছি। এবং লোকেরা আরো কহে, তুমি *খ্রীষ্টীয়ানদিগের কলঙ্কস্বরূপ, এবং তোমার কুৎসিত আচার ব্যবহারহইতে ধর্ম্মের অনেক হানি জন্মে; আর তাহারা কহে, তোমার সেই কুৎসিত আচারেতে অনেকে বাধা পাইয়াছে, এবং আর অনেকের প্রাণনাশের উপলক্ষণ হইয়াছে। কেননা শুণ্ডিকালয়ে গমন, ও লোভ, ও লম্পটতা, এবং ঈশ্বরের নাম লইয়া নিরর্থক দিব্য করা, এবং মিথ্যা কথা ও কদাচারিদিগের সহিত সর্ব্বদা আলাপ, ইত্যাদি সকল ক্রিয়া তোমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নয়। বেশ্যার বিষয়ে লোকেরা যাহা বলে, তাহা তোমার বিষয়ে সত্য, ফলতঃ বেশ্যা যেমন সতী স্ত্রীদিগের লজ্জাস্পদ, তুমিও তেমনি ধর্ম্মাচারিদিগের লজ্জাস্পদ।

তাহাতে *বাচাল *বিশ্বাসিকে কহিল, তুমি এই রূপ অপবাদ শুনিয়া হঠাৎ পরকে দোষী করিতে প্রবৃত্ত হই-তেছ, ইহাতে তুমি খিটখিট্যা ও অধৈর্য্য ও আলাপের অযোগ্য, ইহা নিশ্চয় জানিলাম, অতএব আমি চলিলাম।

এই রূপে *বাচাল বিদায় হইলে পর *খ্রীষ্টীয়ান *বিশ্বাসির নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল, দেখ, আমি যাহা কহিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। তোমার কথা ও তাহার কুইচ্ছা, এই উভয়ের মিলন কখন হইতে পারে না। সে বরং তোমাকে ত্যাগ করিতে সন্তুষ্ট, তথাপি আপন কদাচার ছাড়িতে পারে না। যাহা হউক, সে গিয়াছে, যাউক; ইহাতে কেবল তাহারি ক্ষতি। বরং আমাদের লাভ হইয়াছে। সে যদি না যাইত, তবে তা-হাকে ত্যাগ করিয়া আমাদের যাইতে হইত। যেহে-তুক তাহার স্বভাবান্তর হওয়া অসম্ভব; এবং সেই রূপ থাকিলে সে আমাদের অঙ্গারস্বরূপ হইত। আর *পৌল প্রেরিত কহিয়াছেন, ঐ প্রকার লোকহইতে পৃথক্ হও।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, তাহার সহিত কিছু কথোপ-কথন হইয়াছে, ইহাতে আমার আহ্লাদ জন্মে। কি জানি, সে ঐ সকল কথা পুনর্ব্বার চিন্তা করিবে। সে যাহা হউক, আমি তাহার সহিত স্পষ্ট কথাবার্ত্তা কহিয়াছি; অতএব যদি তাহার সর্ব্বনাশ ঘটে, তবে তাহাতে আমি নির্দ্দোষ।

পরে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তুমি তাহার সহিত বিশ্বস্তরূপে কথা কহাতে উত্তম করিয়াছ। এখনকার লোকদের মধ্যে এমত বিশ্বস্ত কথাবার্ত্তা দুর্লভ, এই জন্যে ধর্ম্ম অনেকের ঘৃণাস্পদ হইয়াছে, কেননা যাহাদের বাক্য ধর্ম্মময়, কিন্তু আচার ব্যবহার দুষ্ট ও কুৎসিত, এমত অজ্ঞান বাচাল লোকেরা ধার্ম্মিকদের আত্মীয়রূপে গ্রাহ্য

হওয়াতে সাংসারিক লোকেরা বিঘ্ন পায়, ও খ্রীষ্টধর্ম্মের নিন্দা জন্মে, ও সরলান্তঃকরণ লোকেরা দুঃখিত হয়। সে যাহা হউক, তুমি যেমন উহার সহিত বিশ্বস্তরূপে কথা কহিয়াছ, তেমনি সকলেই বাচালদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহে, এমন আমার বাঞ্ছা; কেননা তাহা করিলে হয় তো তাহারা আরও প্রকৃতরূপে ধর্ম্মাসক্ত হইবে, কিম্বা ধার্ম্মিকদের সঙ্গ তাহাদের অসহ্য হইবে। এই কথা কহিয়া *খ্রীষ্টীয়ান এই শ্লোক গান করিতে লাগিল,

সগর্ব্বে নাচায় পুচ্ছ ময়ূর যেমন।
প্রথমেতে দর্প করে *বাচাল তেমন॥
অতিশয় সাহঙ্কার রূপ বাক্য কহে।
সমস্ত লোকেরে জয় করিবারে চাহে॥
জন্মায় যে ফল চিত্তমধ্যে ধর্ম্মগুণ।
উল্লেখ করয়ে তাহা *বিশ্বাসী যখন॥
তখন *বাচাল সেই শুনিলে সম্ভাষ।
কৃষ্ণশশি তুল্য হৈল তার দর্পহ্রাস॥

এই শ্লোক গান করিলে পর *খ্রীষ্টীয়ান ও *বিশ্বাসী উভয়ে পরস্পর কথোপকথন করিতে২ যাত্রা করিল। এই রূপ কথাবার্ত্তা ব্যতিরেকে ঐ পথ তাহাদের বড় দীর্ঘ বোধ হইত, কেননা তাহারা নির্জন প্রান্তর দিয়া গমন করিতেছিল।

---

১৩ অধ্যায়।

অনন্তর তাহারা সেই নির্জন স্থানের শেষে প্রায় পঁহুছিলে *বিশ্বাসী হঠাৎ পশ্চাৎ দিগে দৃষ্টি করিয়া আপনাদের নিকটে এক জন লোককে আসিতে দেখিল, এবং তাহাকে চিনিলেও *খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, ওহে

ভাই, দেখ, ঐ স্থানহইতে কে আসিতেছে? তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান ফিরিয়া দেখিয়া কহিল, উনি আমার প্রিয়তম বন্ধু *মঙ্গলব্যঞ্জক। তখন *বিশ্বাসী কহিল, আমারও প্রিয়তম বন্ধু, কেননা উনি আমাকে দ্বারের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইত্যোমধ্যে *মঙ্গলব্যঞ্জক আসিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল।

প্রথমে *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিল, হে প্রিয়তমেরা, তোমাদের মঙ্গল হউক, এবং যাহারা তোমাদের সহায়, তাহাদেরও মঙ্গল হউক।

এই কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে প্রিয়তম *মঙ্গলব্যঞ্জক, তুমি আমার চিরমঙ্গলের নিমিত্তে পূর্ব্বে যে দয়া ও শ্রম করিয়াছিলা, তাহা তোমার মুখ দর্শনে আমার স্মরণ হইতেছে।

*বিশ্বাসী কহিল, হে প্রিয় বন্ধো *মঙ্গলব্যঞ্জক, তোমার মঙ্গল সহস্র২ বার হউক। দীন হীন যাত্রিক যে আমরা, আমাদের সহিত আপনকার গমন অতি প্রার্থনীয়।

তখন *মঙ্গলব্যঞ্জক উত্তর করিলেন, হে বান্ধবেরা, তোমাদের সহিত আমার ছাড়াছাড়ি হইলে পর পথের মধ্যে তোমাদের কি প্রকার গতি হইয়াছে? এবং কি২ দেখিয়াছ? আর কি প্রকার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছ?

তাহাতে তাহাদের পথের মধ্যে যে২ ঘটনা হইয়াছিল, এবং যে২ রূপ কষ্ট পূর্ব্বক ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল বিষয় তাহারা *মঙ্গলব্যঞ্জককে ভাঙ্গিয়া কহিল।

তাহা শুনিয়া *মঙ্গলব্যঞ্জক কহিলেন, তোমরা পথিমধ্যে যে সকল কষ্ট পাইয়াছ, তাহাতে জয়ী হইয়া আসিয়াছ, এবং অতি দুর্ব্বল হইলেও আজি পর্য্যন্ত পথছাড়া হও নাই, ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইতেছি।

আরো কহি, আমার এবং তোমাদের উভয়েরই জন্যে আমি অতি সন্তুষ্ট হইতেছি, কেননা আমি বীজ বপন করিয়াছি, এবং তোমরা শস্য কাটিয়াছ। যদি তোমরা আর কিছু ধৈর্য্য কর, তবে যে দিনে বীজবাপক ও শস্য-চ্ছেদক একত্র আনন্দ করিবে, সেই দিন আসিতেছে; কেননা ক্লান্ত না হইলে তোমরা উপযুক্ত সময়ে শস্য কাটিবা। রাজমুকুট তোমাদের সম্মুখে আছে; সেই অক্ষয় মুকুট যাহাতে প্রাপ্ত হও, এমন রূপে দৌড়। দেখ, ঐ মুকুট পাইবার নিমিত্তে কেহ২ যাত্রা করিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত গেলে পর অন্য লোক আসিয়া তাহা হরণ করে; অতএব তোমাদের যাহা আছে তাহা যত্ন করিয়া ধর; তোমাদের মুকুট অপহরণ করিতে কাহাকেও দিও না। এখনও তোমরা শয়তানের তীরের অগোচর নও, এবং পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে২ অদ্যাবধি রক্ত ব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিরোধ কর নাই। অতএব সাবধান হও; তোমরা যে রাজ্য আক্রমণের নিমিত্তে যাইতেছ, সেই রাজ্য সর্ব্বদা তোমাদের দৃষ্টিগোচরে থাকুক, এবং অদৃশ্য বিষয়ে তোমাদের অটল বিশ্বাস হউক। ইহলোকের কোন বিষয় তোমাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান দিও না, এবং আপন২ অন্তঃকরণ ও তাহার কুইচ্ছা বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও, কেননা অন্তঃকরণ সর্ব্বাপেক্ষা কপটময় এবং তাহার রোগ অপ্রতিকার্য্য। তোমরা একাগ্র দৃষ্টিতে গমন কর, ভয় করিও না, কেননা স্বর্গস্থ কি পৃথিবীস্থ তাবৎ পরাক্রম তোমাদের সহায়।

এই রূপ উপদেশকথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান ও *বিশ্বাসী সেই *মঙ্গলব্যঞ্জকের কাছে উপকার স্বীকার করিল, এবং তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা, এ প্রযুক্ত গমনীয় পথে কি২ ঘটনা হইবে, এবং কি প্রকারে বা দুর্ঘটনা এড়াইতে কিম্বা

পরাস্ত করিতে হইবে, ইহা তিনি কহিতে পারেন, এমত বোধ করাতে তাঁহাকে বিনতি করিয়া কহিল, অবশিষ্ট পথ গমনে আমাদিগের উপকারের নিমিত্তে অন্য ২ উপদেশ কহিতে আজ্ঞা হউক। তাহাতে *মঙ্গলব্যঞ্জক এই রূপ কহিতে আরম্ভ করিল।

হে আমার পুত্রগণ, অনেক দুঃখভোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের রাজ্যে তোমাদিগকে প্রবেশ করিতে হয়, ইহা তোমরা মঙ্গল সমাচারের সত্য বাক্যদ্বারা জ্ঞাত থাকিবা। বিশেষতঃ প্রত্যেক নগরে বন্ধন ও ক্লেশ তোমাদের অপেক্ষা করিতেছে; অতএব দুঃখাদিরহিত হইয়া যে দীর্ঘ পথ গমন করিবা, এমন আশাও করিতে পার না। তোমরা যে পথ আসিয়াছ, তাহাতে আমার বাক্যের সত্যতার বিষয়ে কতক ২ প্রমাণ পাইয়াছ, এবং কিছু বিলম্বে আরও অধিক পাইবা। দেখ, এখন তোমরা এই প্রান্তরহইতে প্রায় বাহির হইয়াছ, আরও কিছু অগ্রসর হইলে পর এক নগর দেখিতে পাইবা। সেই নগরে উপস্থিত হইলে শত্রুগণহইতে বিষম দুঃখ পাইবা; তাহারা তোমাদিগের প্রাণনাশ করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইবে; আর এই একটি বিষয় জানিবা, তোমরা যে মতাবলম্বী হইয়াছ, সে মতের সত্যতা বিষয়ে তোমাদের মধ্যে এক জনকে কিম্বা দুই জনকে নিজ রক্ত দিয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে। অতএব মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস্য থাক, তাহাতে রাজা তোমাদিগকে জীবনমুকুট দিবেন। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সে স্থানে কালপ্রাপ্ত হইবে, তাহার মৃত্যু অতি অসঙ্গত ও যাতনা বিশিষ্ট হইলেও তাহার সহযাত্রি অপেক্ষা সে অধিক ভাগ্যবান; কেননা অগ্রে স্বর্গীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইবে, তাহা কেবল নয়, অবশিষ্ট পথে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে সকল দুঃখ কষ্টাদি পাইবে,

তাহাও এড়াইবে। অতএব যখন তোমরা সেই নগরে উপস্থিত হইয়া আমার এই সকল কথার প্রমাণ পাইবা, তখন তোমাদের বন্ধুকে স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে বীরের ন্যায় দেখাইবা, এবং ঈশ্বরকে বিশ্বাস্য সৃষ্টিকর্ত্তা জানিয়া সৎক্রিয়া করিতে২ তাঁহার নিকটে আপন২ আত্মাকে সমর্পণ করিবা।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, এই রূপ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিলে পর *খ্রীষ্টীয়ান ও *বিশ্বাসী দুই জনে যাত্রা করিতে২ ক্রমে২ ঐ নির্জন প্রান্তর ছাড়াইয়া সম্মুখে-তেই *মায়া নামে একটি নগর দেখিতে পাইল। ঐ নগর মায়া অপেক্ষাও অসার, এবং সে স্থানে যাহারা দ্রব্যাদি বিক্রয়ের নিমিত্তে আইসে তাহারা সকলে মায়িক, এবং সেই সকল দ্রব্যও মায়িক। ইহার প্রমাণ উপদেশকগ্রন্থে আছে। ঐ নগরে সম্বৎসর ব্যাপিয়া একটি মেলা হইয়া থাকে, তাহাও *মায়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই মেলা কিছু নূতন স্থাপিত তাহা নয়, বহু কালাবধি হইয়া আসিতেছে। তাহা স্থাপনের হেতু এই; ইহার প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে *খ্রীষ্টীয়ানের ও *বিশ্বাসির সদৃশ অনেক২ যাত্রি লোক স্বর্গীয় রাজধানীতে যাই-তেছিল। সেই যাত্রিদিগের গন্তব্য পথ ঐ *মায়া নামক নগরের মধ্যদিয়া যায়, ইহা দেখিয়া *বাল্‌সিবূব্ ও *আপল্লুয়োন ও *লিজিয়ন নামক প্রধান ভূতেরা এবং তাহাদের অনুচর সকল ঐ যাত্রিদিগকে ভুলাইবার জন্যে ঐ নগরে একটি মেলা বসাইয়া সম্বৎসর ব্যাপিয়া সর্ব্ব-প্রকার মনোহর মায়িক দ্রব্য বিক্রয় করাইতে লাগিল। ফলতঃ উত্তম২ অট্টালিকা ও ব্যবসা ও চাকরি ও সম্ভ্রান্ত পদবী ও দেশ ও রাজ্য ও ভূমি ও কাম ও ক্রীড়া ও বেশ্যাগমনাদি সর্ব্ব প্রকার উপভোগ, ও স্ত্রী ও স্বামী ও

সন্তান ও ভৃত্য ও জীবন ও রক্ত ও শরীর ও প্রাণ ও সোণা ও রূপা ও মুক্তা ও নানাবিধ বহুমুল্য মণি মাণিক্য প্রভৃতি সকলি সে স্থানে পাওয়া যায়।

তদ্ভিন্ন ঐ মেলাতে পাশক্রীড়াদি সকল রূপ খেলা ও প্রবঞ্চনা ও জুয়াচুরী এবং পাগলের ও বানরের ও ধুর্ত্তের ক্রিয়া সর্ব্বদা দেখা যায়, এবং অতিশয় লালবর্ণ চোর ও খুনী ও পারদারিক ও মিথ্যাদিব্যকারি লোকদিগকেও কড়ি ব্যতিরেক নিত্য ২ দেখিতে পাওয়া যায়।

আর অন্যান্য ক্ষুদ্র হট্টের মত ঐ মেলাতে স্ব ২ নামে প্রসিদ্ধ পৃথক ২ গলি ও টোলা প্রভৃতি পরিপাটীক্রমে শ্রেণিবদ্ধ আছে; সেখানে গেলে যাহার যে দ্রব্যেতে অভি-লাষ, তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ ঐ হট্টে *ইংরাজী টোলা ও *ফরাসী টোলা ও *ইটালী টোলা ও *স্পানীয় টোলা ও *জর্ম্মাণীয় টোলা প্রভৃতি আছে, সেই ২ স্থানে বিশেষ ২ প্রকার মায়িক দ্রব্য বিক্রয় হয়। আর অন্যান্য মেলাতে যেরূপ কোন প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য থাকে, তেমনি সে স্থানে *রোম দেশীয় বাণিজ্য দ্রব্য প্রধান রূপে ব্যবহার আছে, কিন্তু *ইংলণ্ড দেশের এবং অন্য কতক ২ দেশের লোকেরা সম্প্রতি তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করে না।

স্বর্গীয় রাজধানী গমনের পথ ঠিক ঐ নগরের মধ্য দিয়া যায়। উক্ত রাজধানীতে গমনকারী যে কোন পথিক ঐ রঙ্গরসবিশিষ্ট *মায়াহট্টের মধ্য দিয়া যাইতে অসম্মত হয়, তাহাকে জগতের বাহিরে যাইতে হয়। যিনি রাজ-গণের রাজা, তিনি আপনি স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে হট্টদিবসে ঐ নগরের মধ্যদিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনে পড়ে, ঐ মেলার প্রধান অধ্যক্ষ *বালসিবূব্ ঐ মেলার মায়িক দ্রব্য ক্রয় করণার্থে তাঁহাকে প্রবৃত্তি

দিয়াছিল, এবং তিনি যদি নগর মধ্য দিয়া গমন কালে তাহাকে নমস্কারমাত্র করিতেন, তবে সে ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ মেলার কর্ত্তা করিয়া রাখিত। আর ঐ রাজগণের রাজা অতি সম্ভ্রান্ত লোক, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে *বালসিবূব্ এক টোলাহইতে অন্য টোলাতে লইয়া গিয়া অল্প ক্ষণের মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে দেখাইল, এবং তিনি যাহাতে অল্প মূল্যে ঐ মায়িক দ্রব্যের কোন২ দ্রব্য ক্রয় করেন, ইহার নিমিত্তে অশেষ চেষ্টা করিল। তথাপি ঐ সচ্চিদানন্দ ব্যক্তি তাহার দ্রব্য কিনিতে অসম্মত হওয়াতে এক কড়া কড়িও ব্যয় না করিয়া সেই নগর ত্যাগ করিলেন। ইহাতে দেখা যায়,ঐ মেলা অতি প্রাচীন ও বহুকাল স্থায়ী বৃহৎ মেলা।

সে যাহা হউক, স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতে হইলে ঐ নগরের মধ্যদিয়া না গেলে নয়, এ প্রযুক্ত ঐ যাত্রিরাও তথায় গমন করিল, কিন্তু মেলাতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ঐ হট্টের ও নগরের সমস্ত লোক আসিয়া তাহাদিগকে ঘেরিয়া কৌতুক দর্শনে মহাকলরব করিতে লাগিল।

এই কলরবের তিন কারণ ছিল, প্রথমে, তাহারা হট্টে স্থিত অন্য সকল লোকের বস্ত্রহইতে ঐ দুই জনের বস্ত্র ভিন্ন অর্থাৎ অন্যরূপ দেখিয়া তাহাদের প্রতি তাকাইয়া রহিল। তাহাতে কেহ২ তাহাদিগকে হাবলা কহিতে লাগিল; এবং কেহ২ কহিল, উহারা পাগল; এবং কেহ২ কহিল, না, উহারা অসভ্য বিদেশি লোক।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ হট্টস্থ লোকেরা যেমন তাহাদিগের বস্ত্র দেখিয়া চমৎকৃত হইল, তেমনি তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাতেও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। ফলতঃ যাত্রিদের কিনান্ দেশীয় ভাষা প্রযুক্ত ঐ হট্টের অতি অল্প লোক তাহাদের কথা বুঝিতে পারিল, কেননা হট্টের সকল লোক

ঐহিক দেশীয়। এ প্রযুক্ত ঐ মেলার আদ্যোপান্ত পর্য্যন্ত সেই দুই জন যাত্রিক এবং হট্টের লোকেরা পরস্পর ম্লেচ্ছ জ্ঞান করিল।

তৃতীয়তঃ, ঐ যাত্রি লোকেরা হট্টস্থ মহাজনদিগের বাণিজ্য দ্রব্যকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করাতে তাহারা অধিক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, যেহেতুক কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্যে কেহ যাত্রিদিগকে ডাকিলে তাহারা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া, মায়ার দর্শনহইতে আমার চক্ষুকে ফিরাও, এ কথা কহিয়া সে দ্রব্যের প্রতি এক বার চাহিয়াও দেখিত না, কিন্তু আমাদের বিষয় ও ব্যবসা স্বর্গেতে আছে, এমত বুঝাইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হইত।

সেই যাত্রিদিগের এরূপ চরিত্র দেখিয়া মেলার মধ্যে কোন ব্যক্তি বিদ্রূপ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, তোমরা কি কিনিতে চাহ? তাহাতে তাহারা তাহার প্রতি দৃঢ় দৃষ্টি করিয়া কহিল, আমরা সত্যতার ক্রয়কারী। এ কথা শুনিয়া ঐ হট্টস্থ লোকেরা তাহাদিগকে অতি তুচ্ছজ্ঞান পূর্ব্বক বিদ্রূপ ও পরিহাস করিতে লাগিল, এবং কেহ২ তাহাদিগকে মারিতে কহিল। এই রূপে ক্রমে২ পরস্পর বিসম্বাদ হওয়াতে তাবৎ হাট বাজার অব্যবস্থিত রূপে একাকার হইলে ঐ মেলার প্রধান অধ্যক্ষ ঐ সমাচার পাইয়া ত্বরায় গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার কোন২ বিশ্বস্ত অনুচরকে কহিল, ঐ যে দুই জনের নিমিত্তে হাট লণ্ডভণ্ড হইতেছে, তাহাদিগকে ধরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ কর। তাহাতে তাহারা বিচারস্থানে আনীত হইলে বিচারকর্ত্তারা জিজ্ঞাসিল, তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ? এবং কোথায় যাইবা? আর এ প্রকার অসঙ্গত বেশ ধারণ করিয়া এ মেলাতে কেন আসিয়াছ? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, আমরা বিদেশী যাত্রী, স্বর্গীয় * যিরূশালম

নামে স্বদেশে যাইতেছি ; এই নগরস্থ লোকেরা ও বণিকেরা আমাদিগকে যখন জিজ্ঞাসিল, তোমরা কি ক্রয় করিবা ? তখন আমরা কহিলাম, সত্যতা ক্রয় করিব, এই কথা ব্যতিরেকে তাহাদের অতুষ্টিকর কিছুই করি নাই ; তাহারা অকারণে আমাদিগকে গালি ও যাত্রার বাধা দিতেছে। এরূপ সত্য কথা কহিলেও ঐ বিচারকর্ত্তারা তাহাদিগকে হাবলা ও ক্ষেপা ও মেলাভঙ্গক বলিয়া দোষী করিল। এবং প্রহার পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে পঙ্ক মর্দ্দন করিয়া মেলাস্থ তাবৎ লোকদিগকে কৌতুক দেখাইবার জন্যে তাহাদিগকে একটি পিঞ্জরে করিয়া বদ্ধ রাখিল। এরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়া ঐ দুই জন যাত্রী হট্টস্থ লোকদের তিরস্কার ও বিদ্রূপ ও হিংসার আস্পদ হইল, বিশেষতঃ মেলার অধ্যক্ষ তাহাদের দুর্দ্দশাতে পরিহাস করিল। কিন্তু ঐ দুই ব্যক্তি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নিন্দকদের প্রতি নিন্দা না করিয়া বরং আশীর্ব্বাদ করিতেছে, এবং দুর্ব্বাক্যের পরিবর্ত্তে মিষ্টবাক্য কহিতেছে, এবং হিংসার পরিবর্ত্তে প্রীতি দেখাইতেছে, ইহা দেখিয়া হট্টস্থ লোকদের মধ্যে যাহারা কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধি ও দ্বেষরহিত ছিল, তাহারা ঐ কুব্যবহারি লোকদিগকে ধম্‌কাইতে লাগিল। তাহাতে দুর্বৃত্তেরা ক্ষান্ত না হইয়া তাহাদিগকেও তিরস্কার করিয়া কহিল, ঐ বেটাদের ন্যায় তোরাও দুষ্ট, বোধ হয় তোরা উহাদের সঙ্গী, অতএব উহাদের শাস্তির ভাগী হইবি। তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ঐ যাত্রিরা অতি নির্ব্বিরোধী এবং শিষ্ট শান্ত, কাহারও অনিষ্ট করিতে চাহে না ; অতএব উহাদের অপেক্ষা বরং এই হট্টস্থ ব্যবসায়ি লোকদের মধ্যে অনেকে ঐ পিঞ্জরে বদ্ধ হইবার যোগ্যপাত্র। এই রূপে বাদানুবাদ হইলে ঐ দুই দলের লোকেরা মারামারি করিয়া পরস্পর হিংসা

করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ যাত্রি লোকেরা সকলের সাক্ষাতে সধৈর্য্যে অতি শিষ্টরূপে সদ্ব্যবহার করিল। পরে বিচারকর্ত্তারা ঐ দুই জন যাত্রিকে পুনর্ব্বার বিচারস্থানে লইয়া গিয়া মেলাতে কলহের উৎপাদক বলিয়া তাহাদিগকে দোষী করিল। পরে নিষ্ঠুর রূপে তাহাদিগকে প্রহার করিয়া ভারি লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে ভয় দেখাইবার জন্যে, অর্থাৎ কেহ যেন কোন প্রকারে তাহাদের সপক্ষ না হয়, এই আশয়ে তাহাদিগকে হট্টের সর্ব্বত্র ফিরাইল। এরূপ অপমানগ্রস্ত হইলেও *খ্রীষ্টীয়ান ও *বিশ্বাসী অধিক ধৈর্য্যাবলম্বী হইয়া লোকদিগের দুর্ব্বাক্য ও তিরস্কারাদি এমত নম্রভাবে সহ্য করিল, যে তাহাদের শীলতা দেখিয়া মেলার কতিপয় লোক তাহাদের সপক্ষ হইয়া উঠিল। ইহাতে বিপক্ষ লোকেরা আরও ক্রোধান্বিত হইয়া যাত্রিদিগের প্রাণদণ্ড করিতে স্থির করিল। অতএব তাহাদিগকে ধম্কাইয়া কহিল, এই পিঞ্জর ও বেড়ী আমাদের তৃপ্তিজনক নয়, তোমাদিগকে মরিতে হইবে; কেননা তোমরা অত্যাচার করিয়া মেলার লোকদিগকে ভুলাইয়াছ।

অপর বিচারকর্ত্তারা যে পর্য্যন্ত অন্য কোন আজ্ঞা প্রকাশ না করে, তাবৎ যাত্রিদিগকে পিঞ্জরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা পাইয়া প্রহরিরা তাহাদিগকে দুই পায়ে হাড়ি দিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিল।

এই রূপ দুর্দ্দশার সময়ে সেই যাত্রিরা *মঙ্গলব্যঞ্জকের উপদেশ স্মরণ করিয়া, বিশেষতঃ তোমাদের এই রূপ ঘটিবে, এই যে কথা তাঁহার নিকটে শুনিয়াছিল, তাহা আন্দোলন করিয়া আপনাদিগের দুঃখবিষয়ে মনকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, আমাদের মধ্যে যাহার অগ্রে মৃত্যু হইবে, তাহারি অধিক মঙ্গল হইবে। এ কথা কহিয়া

তাহারা উভয়ে মনে২ ভাবিতে লাগিল, অগ্রে আমার মৃত্যু হইলে ভাল হয়। এরূপ ভাবিয়া অতি সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক পরমজ্ঞানি সর্ব্বাধিপতির হস্তে আপনাদিগের প্রাণ সমর্পণ করিল।

অল্প দিনের পর বিচারের নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে নগরাধ্যক্ষ লোকেরা বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা করণার্থে তাহাদিগকে পিঞ্জরহইতে বাহির করিয়া শত্রুগণের সাক্ষাতে দাঁড় করাইল। তখন * ভদ্রদ্বেষী নামে বিচারকর্ত্তা বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাহাদের উভয়ের নামে যে অভিযোগ পত্র ছিল, সে প্রায় একই রূপ, কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ ছিল। সেই অভিযোগ পত্রে এই লেখা ছিল, উহারা নগরস্থ বণিক্‌দের শত্রু এবং তাহাদের বাণিজ্যের বাধাজনক, বিশেষতঃ নগরের মধ্যে কলহ ও দলভেদ করিয়া নগরাধ্যক্ষের আজ্ঞার বিপক্ষে আপনাদিগের কুমন্ত্রণাদ্বারা একটা কুচক্রি দল সংগ্রহ করিল।

তখন * বিশ্বাসী এই রূপ উত্তর দিতে লাগিল, যে জন সর্ব্বোপরিস্থের বিপক্ষতা করে, আমি কেবল তাহার বিপক্ষতা করিয়াছি। এবং তোমরা কহিতেছ, আমি কলহ করিয়াছি; তাহা করি নাই, যেহেতুক আমি নির্ব্বিরোধী। আর যে দল আমাদের সপক্ষ হইয়াছে, তাহারা কুমন্ত্রণাদ্বারা হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু আমাদের সত্যতা ও নির্দ্দোষতা দেখিয়া সৌজন্যদ্বারা আমাদের পক্ষ হইয়া কুপথহইতে সৎপথে আসিয়াছে। আর তোমরা যে * বালসিবূব্‌ রাজার কথা কহিতেছ, সে আমাদের কর্ত্তার শত্রু, অতএব তাহাকে কি তাহার দূতদিগকে আমি তৃণবৎ গণনা করি।

এরূপ হইলে তখন সাক্ষিদের জন্যে এই আজ্ঞা প্রকাশ হইল, বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান এই বন্দির বিপরী-

তে আপন রাজার পক্ষে সভাস্থ লোকদের মধ্যে যাহাদের কিছু বক্তব্য থাকে, তাহারা এই ক্ষণে সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিউক। এমন কথা শুনিয়া * ঈর্ষ্যা ও * অতিরিক্তাচারী এবং * স্তবার্থী নামে তিন সাক্ষী উপস্থিত হইলে বিচারকর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এই বন্দিকে চিন কি না? এবং ইহার বিরুদ্ধে আপন রাজার পক্ষে তোমাদের বক্তব্য কি আছে? তাহা বল।

তখন * ঈর্ষ্যা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই রূপ সাক্ষ্য দিতে লাগিল, হে মহাশয়, আমি ঐ মনুষ্যকে অনেক কালাবধি চিনি, বরং এই সম্ভ্রান্ত বিচারাসনস্থ লোকদিগের সাক্ষাতে শপথ করিয়া ইহা কহিতে পারি যে—

এই অবসরে বিচারকর্ত্তা তাহাকে শপথ করাইতে কহিলেন।

অতএব তাহারা তাহাকে দিব্য করাইলে পর সে কহিতে লাগিল, ঐ ব্যক্তির নাম অতি সুশ্রাব্য হইলেও সে আমাদের দেশমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম, কেননা সে না মানে রাজাকে, না মানে প্রজাকে, না মানে ব্যবস্থা, না মানে ব্যবহার, কেবল বিশ্বাস ও ধর্ম্মস্বভাব বিষয়ে যে কতকগুলীন রাজদ্রোহি সঙ্কল্প, তাহাতেই লোকদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ এক বার আমি উহাকে এই কথা কহিতে শুনিয়াছিলাম, যে খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং আমাদের এই * মায়াহট্টের ব্যবহার পরস্পর এমত বিপরীত যে কোন প্রকারে ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এই রূপ কথাতে ঐ ব্যক্তি আমাদের তাবৎ প্রশংসনীয় ক্রিয়া নিন্দা করে, কেবল তাহা নয়, বরং আমাদিগকেও দোষী করে।

অপর বিচারাধ্যক্ষ কহিলেন, তোমার আর কোন কথা আছে কি না?

তাহাতে * ঈর্ষ্যা কহিল, হে মহাশয়, উহার বিষয়ে আর অনেক২ কহিতে পারি, কিন্তু সভাস্থ লোকদের ব্যামোহ জন্মে এই ভয় করি। ভাল, যদি প্রয়োজন হয়, তবে উহার দোষ স্থির করিবার জন্যে যেন কিছু ত্রুটি না থাকে, এই আশয়ে অন্য সাক্ষিরা সাক্ষ্য দিলে পর আমি আরও বিস্তারিতরূপে সাক্ষ্য দিব। তাহাতে বিচারাধ্যক্ষেরা তাহাকে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে আজ্ঞা করিলেন।

অপর তাঁহারা * অতিরিক্তাচারিকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি ঐ বন্দিকে চিন কি না? এবং উহার বিপরীতে রাজার পক্ষ হইয়া কি কহিতে পার? ইহা কহিয়া তাহাকে শপথ করাইলে পর * অতিরিক্তাচারী এই রূপ সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করিল।

হে মহাশয়, ঐ ব্যক্তির সহিত আমার বড় একটা আলাপ নাই, এবং ভাল রূপে আলাপ করিতে ইচ্ছাও নাই। তথাপি অল্প দিন হইল, নগরের মধ্যে উহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে আমি জানি ঐ ব্যক্তি বড় কলহকারি লোক, যেহেতুক দুই এক কথা হইতেই ও ব্যক্তি আমাকে হঠাৎ কহিল, তোমাদের ধর্ম্ম মিথ্যা, এবং তাহা গ্রহণ করিলে কেহ ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাইতে পারে না। এই সকল কথাদ্বারা উহার যে কি অভিপ্রায় তাহা মহাশয় আপনি বুঝিতে পারেন। ফলতঃ আমরা বৃথা আরাধনা করি, এবং অদ্যাপি পাপেতে মগ্ন আছি, এবং অবশেষে বিনষ্ট হইব, ঐ ব্যক্তি আমাদের এমন অখ্যাতি করে।

অপর বিচারাধ্যক্ষেরা * স্ববার্থিকে ডাকিয়া শপথ করাইয়া কহিলেন, ঐ বন্দির বিরুদ্ধে রাজার পক্ষে তোমার কি২ বক্তব্য আছে? তাহা বল।

তাহাতে * স্ববার্থী কহিতে লাগিল, হে বিচারাধ্যক্ষ

মহাশয়, হে সভাসদ্ মহাশয়েরা, উহার সহিত আমার অনেক কালাবধি পরিচয় আছে, তাহাতে আমি কত বার উহাকে অবক্তব্য কথা কহিতে শুনিয়াছি। অন্য কথা কি বলিব? আমাদের মহামহিম *বালসিবূব্ নামক রাজার বিরুদ্ধে ঐ বেটা অনেক২ তিরস্কার করিল, তদ্ভিন্ন তাঁহার সম্ভ্রান্ত বন্ধু বান্ধবদিগেরও অপমানজনক অনেক২ কথা কহিল, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত *পুরাতনভাব, ও *শারীরিকসুখার্থী, ও *ব্যর্থশ্লাঘেষী, ও *ভোগার্থী ও বৃদ্ধ *লম্পট, এবং *গ্রাসক, ইত্যাদি আমাদের কুলীন লোকদিগের অপমানজনক নানা প্রকার কথা কহিল। ইহা ছাড়া আরো কহিল, আমার মনের মত যদি সকল মনুষ্যদিগের মত হইত, তবে ঐ কুলীনদের মধ্যে এক প্রাণীও এ গ্রামে থাকিত না। আর ঐ ব্যক্তি এই সকল কথা কহিল, এটা বড় আশ্চর্য্য নয়, কেননা উহার বিচারকর্ত্তা যে আপনি, আপনকারও নিন্দা করিতে ভীত হয় নাই। ফলতঃ নগরস্থ অন্যান্য মান্য লোকদিগকে যেমন নাস্তিক দুষ্ট ইত্যাদি বলিল, তেমনি আপনকারও অপমানজনক বাক্য কহিল।

এরূপ সাক্ষ্য দিয়া *স্তবার্থী নিরস্ত হইলে পর বিচারাধ্যক্ষ বন্দি *বিশ্বাসির প্রতি এরূপ কহিতে লাগিলেন, ওরে বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড রাজদ্রোহি, তোর বিরুদ্ধে এই সকল মহাশয়েরা কি২ সাক্ষ্য দিয়া গেলেন, তাহা তুই শুনিয়াছিস্ কি না?

তখন *বিশ্বাসী জিজ্ঞাসিল, হে মহাশয়, এখন আমার বিষয়ে কিঞ্চিৎ কহিবার অনুমতি হয় কি না?

তাহা শুনিয়া বিচারাধ্যক্ষ কহিল, ওরে দুষ্ট, মুহূর্ত্তমাত্র তোকে জীবৎ রাখা কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু তোর প্রতি আমাদের দয়া যেন সকলে জানিতে পারে, এই জন্যে তোর যাহা কহিতে ইচ্ছা হয় তাহা বল্, শুনি।

তাহাতে *বিশ্বাসী কহিল, তবে প্রথমতঃ *ঈর্ষ্যী মহাশয় যে সাক্ষ্য দিল, তাহারি উত্তর করি, শুন। আমি তদ্বিষয়ে যে কথা কহিয়াছি, তাহা এই, যে কোন বিধি কিম্বা ব্যবস্থা কিম্বা ব্যবহার কিম্বা লোক ঈশ্বরবাক্যের স্পষ্ট বিপরীত, তাহা *খ্রীষ্টধর্ম্মের নিতান্ত বিপরীত। ইহাতে যদি আমার ভুল হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রমাণ দেও। তাহা করিলে আমি এই ক্ষণে তোমাদের সাক্ষাতে সেই ভুল স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

দ্বিতীয়তঃ *অতিরিক্তাচারী যে সাক্ষ্য দিল, সে বিষয়ে কেবল ইহা কহিয়াছিলাম, ঈশ্বরের আরাধনা করিতে গেলে ঈশ্বরহইতে জাত বিশ্বাসের অপেক্ষা করে; এবং ঈশ্বরের অভিমত প্রকাশ করণার্থে দত্ত ঈশ্বরীয় আদেশ ব্যতিরেকে ঈশ্বরহইতে জাত বিশ্বাসপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব ঈশ্বরের আরাধনা করিতে গেলে ঈশ্বরীয় আদেশাতিরিক্ত যে কোন ক্রিয়ার প্রয়োগ করা যায়, তাহা কেবল মনুষ্যের কল্পিত বিশ্বাসের ফল। আর অনন্ত জীবন পাইবার নিমিত্তে এমত বিশ্বাসহইতে কোন উপকার জন্মে না।

আর তৃতীয়তঃ *স্ববার্থী যে সাক্ষ্য দিল, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ কহি। আমি কাহাকেও গালি দিতে চাহি না, অতএব সংক্ষেপে বলি, এই নগরের রাজা, এবং তাহার যে সমস্ত অনুগত লোকের নাম ঐ ব্যক্তি কহিল, তাহারা এই নগরে কিম্বা দেশে বাস করিবার যোগ্য নহে, কেবল নরকের যোগ্য। ইহাতে পরমেশ্বর আমাকে অনুগ্রহ করুন; যাহা হইবার তাহাই হইবে।

অনন্তর প্রমাণ শুনিয়া বিবেচনা করণার্থে যে সভাসদ্ লোকেরা উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বিচারাধ্যক্ষ কহিলেন, হে সভাসদ্ মহাশয়েরা,

যে ব্যক্তির নিমিত্তে এই নগর লণ্ডভণ্ড হইয়াছিল, তাহাকে দেখিতেছ, এবং এই মহাশয়েরা তাহার বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহাও শুনিলা, এবং তাহার নিজ উত্তর ও দোষ স্বীকারও শুনিলা। অতএব এক্ষণে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া কিম্বা রক্ষা করা যাহা উচিত হয়, তাহা তোমা্-দের অধিকার; কিন্তু এতদ্বিষয়ে আমাদের যে২ ব্যবস্থা আছে, তাহার কিছু তোমাদিগকে জ্ঞাত করা আমার উপযুক্ত বোধ হয়।

আমাদিগের রাজার ভৃত্য * মহাফিরৌণ নামকের অধিকার কালে এই একটি ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, ভিন্ন মতাবলম্বি লোকেরা যেন উন্নত্ত হইয়া অধিক প্রবল না হয়, একারণ তাহাদিগের পুত্র সন্তানদিগকে নদীতে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন মহা * নিবূখদ্‌নিৎসর নামে আমাদের রাজার আর এক জন ভৃত্য একটি স্বর্ণ প্রতিমা স্থাপিত করিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি ঐ প্রতিমাকে প্রণাম পূর্ব্বক পূজাদি না করিবে, সে ব্যক্তি প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। পরে * দারা নামক রাজা আর একটি ব্যবস্থা স্থাপিত করেন। সে ব্যবস্থা এই, যে ব্যক্তি তাঁহার নিয়মিত দিন পর্য্যন্ত তাঁহা ব্যতিরেকে কোন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবে, সে সিংহখাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব দেখ, ঐ ব্যক্তি সেই সকল ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে। কেবল মনেতে তাহার লঙ্ঘন হইলে আমরা প্রায় সহ্য করিতাম না, কিন্তু এ রূপ বাক্যেতে ও ক্রিয়াতে যে লঙ্ঘন করা ইহা আমাদের সহ্য হয় না।

আর দেখ, * ফিরৌণের অধিকারকালে যে ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কোন স্পষ্ট দোষ প্রযুক্ত স্থাপিত হয় নাই, কেবল অনুমান প্রযুক্ত, অর্থাৎ ভাবি অমঙ্গলের

নিবারণার্থে স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যক্তির দোষ অতি স্পষ্ট। এবং যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবস্থার উল্লেখ হইয়াছে, এ ব্যক্তি তাহাও লঙ্ঘন করিতেছে, কেননা এ আমাদের মতের বিরুদ্ধ কথা কহিতেছে; এবং এ যে রাজদ্রোহী, ইহা আপনি স্বীকার করিয়াছে; অতএব ইহার প্রাণদণ্ড করা কর্ত্তব্য।

তখন ঐ সভাসদ্‌গণ, অর্থাৎ *অন্ধ ও *অভদ্র ও *হিংস্রক ও *কামপ্রিয় ও *অত্যাচারী ও *দুরাগ্রহ ও *অহংযু ও *দ্বেষী ও *মিথ্যাবাদী ও *নিষ্ঠুর ও *দীপারি ও *অসদ্ধেয় নামক মহাশয়েরা বিচারস্থানহইতে নির্গত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা পূর্ব্বক ঐ বন্দি লোকের দোষ স্থির করিয়া তাহাকে বিচারাধ্যক্ষের সম্মুখে দোষী করণে একপরামর্শ হইল। ইহাতে তাহারা পরস্পর এই রূপ কথোপকথন করিতে লাগিল। প্রথমতঃ সভাপতি * অন্ধ কহিল, আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, ঐ ব্যক্তি বৈধর্ম্মী। পরে *অভদ্র কহিল, ঐ মানুষকে জগৎহইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। এবং *হিংস্রক ঐ কথায় যোগ দিয়া কহিল, ছেদে দেখ, ঐ বেটার মুখ দেখিলে আমার ক্রোধ জন্মে। এবং *কামপ্রিয় কহিল, হাঁ, আমিও উহাকে দেখিতে পারি না। এবং *অত্যাচারী কহিল, হাঁ ভাই, আমিও পারি না, কারণ ঐ বেটা সর্ব্বদা আমার মতে দোষ দিত। অপর *দুরাগ্রহ কহিল, ফাঁসি দেও, ফাঁসি দেও। এবং *অহংযু কহিল, ও বেটা অতি অন্ত্যজ। এবং *দ্বেষক কহিল, উহাকে দেখিলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে। এবং * মিথ্যাবাদী কহিল, ও বেটা চোর। *নিষ্ঠুর কহিল, ফাঁসিদণ্ড উহার বহু ভাগ্যের কথা, অধিক দণ্ড দেওয়া উচিত। এবং *দীপারি কহিল, শীঘ্র উহাকে লোকান্তর কর। অবশেষে *অসদ্ধেয় কহিল, শুন, আমি

যদি সমস্ত জগৎ পাই, তথাপি উহার সহিত কখন মেল করি না; অতএব আইস আমরা বিচারকর্ত্তার সাক্ষাতে উহার প্রাণদণ্ডযোগ্য দোষ স্থির করি।

এই রূপ দোষারোপ করিলে পর বিচারাধ্যক্ষ ক্ষণেকের মধ্যে ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড স্থির করিয়া এই আজ্ঞা দিল, ঐ ব্যক্তি যে স্থানহইতে আসিয়াছে সেই স্থানে উহাকে লইয়া গিয়া যথাসাধ্য নির্দ্দয় রূপে উহার প্রাণদণ্ড কর।

অতএব তাহারা স্বদেশীয় ব্যবস্থানুসারে দণ্ড দিবার নিমিত্তে তাহাকে বাহির করিয়া প্রথমতঃ বেত্রাঘাত ও গালে মুখে চপেটাঘাত মারিল। পশ্চাৎ ছুরিকাদ্বারা তাহার গাত্রের মাংস নির্দ্দয় রূপে ছেদন করিতে লাগিল। পরে তাহাকে প্রস্তর মারিল ও তরবালের অগ্রভাগদ্বারা তাহার শরীরে খোঁচা দিল। এই রূপে অশেষ বিশেষ যাতনা দিয়া অবশেষে তাহাকে একটা স্তম্ভকাষ্ঠে বাঁধিয়া অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া ভস্ম করিল।

এই রূপে *বিশ্বাসী অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইয়া দেহ ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু আমি দেখিলাম ঐ লোকারণ্যের পশ্চাদ্ভাগে তাহার নিমিত্তে দুই ঘোড়ার এক খানি রথ প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে শত্রু লোকেরা তাহাকে ব্যাপাদন করিবামাত্র সে ঐ রথারোহণ পূর্ব্বক তুরীধ্বনিতে অন্তরীক্ষ পথ দিয়া অতি শীঘ্র স্বর্গীয় রাজধানীতে উপনীত হইল। তদনন্তর *খ্রীষ্টীয়ানের বিচারে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে সে পুনর্ব্বার কারাগৃহে বদ্ধ হইল। ঐ কারাগারে কিছু কাল থাকিলে পর মনুষ্যদের ক্রোধ যাঁহার হস্তগত, সেই সর্ব্বাধিপতি ঈশ্বর তাহাদের হস্তহইতে তাহাকে রক্ষা করিলেন; তাহাতে সে আপন পথে অগ্রসর হইল। গমন কালে সে এই শ্লোক গান করিতে লাগিল;

* বিশ্বাসি যেমতে, বিশ্বাস্য রূপেতে,
আপন প্রভুর নাম।
করিলা স্বীকার, সমক্ষে তাঁহার,
তথা পাবে সুখধাম॥
অবিশ্বাসী যারা, ইহলোকে তারা,
হর্ষিত অসার সুখে।
কিন্তু পরলোকে, পড়িয়া নরকে,
কাঁদিবেক ঊর্দ্ধ মুখে॥
গান কর কর, বিশ্বাসি তোমার,
নাম চিরজীবী হবে।
হৈলেও নিহত, তুমি হে সতত,
স্বর্গেতে জীবিত রবে॥

---

১৪ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম * খ্রীষ্টীয়ান একাকী এই রূপ গান করিতে২ যাইতেছিল, তাহা নয়, কেননা * আশাবান নামে এক ব্যক্তি তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিয়াছিল, হে ভাই, আমি তোমার সহযাত্রী হইব। ঐ ব্যক্তি মায়াহটে * খ্রীষ্টীয়ানের ও * বিশ্বাসির দুরবস্থা সময়ে তাহাদের সৎকথা শুনিয়া এবং সদাচরণ দেখিয়া আশাযুক্ত হইয়াছিল। এই প্রকারে সত্যতার সাক্ষ্য দেওনার্থে এক জনের মৃত্যু হইলে তাহারই চিতাভস্মহইতে * খ্রীষ্টীয়ানের সহিত গমনার্থে আর এক জন উৎপন্ন হইল; এবং সেই * আশাবান * খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, ঐ মেলার মধ্যহইতে অনেক২ লোক কিঞ্চিৎ পরে আমাদের পশ্চাৎ আগমন করিবে।

এই রূপে * খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার এক জন সঙ্গী পাইয়া

ঐ মেলাহইতে বাহির হইবামাত্র *বহুচেষ্ট নামে এক অগ্রগামি লোকের সঙ্গ ধরিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, আপনি কোন্ দেশহইতে আসিয়াছেন? এবং কত দূর পর্য্যন্তই বা গমন করিবেন? তাহাতে সে উত্তর করিল, আমি *মধুরবাক্য নামক নগরহইতে আসিয়াছি, এবং স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইব। কিন্তু সে আপন নামের পরিচয় দিল না।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি *মধুরবাক্য নগরহইতে আসিয়াছ, সেখানে কি কোন ধার্ম্মিক লোক আছে?

তাহাতে *বহুচেষ্ট কহিল, হাঁ, আমার এমন বোধ হয়।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে মহাশয়, আমি তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?

তাহাতে *বহুচেষ্ট কহিল, তোমায় আমায় পরস্পর কখন পরিচয় নাই বটে, তথাপি এই পথে তোমার সহিত যাইতে আমি বড় আহ্লাদিত হই, কিন্তু তাহা না হইলে আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইবে।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ঐ *মধুরবাক্য নামক নগরের বিষয়ে আমি অনেক২ কথা শুনিয়াছি। লোকেরা ঐ নগরকে অতি ধনশালী কহে।

তাহাতে *বহুচেষ্ট কহিল, হাঁ, সে নগর অতি ধনাঢ্য বটে, সে স্থানে আমার অনেক২ ধনবান্ জ্ঞাতি কুটুম্ব আছে।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মহাশয় যদি বিরক্ত না হন, তবে সে স্থানে তোমার কেটা২ কুটুম্ব আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করি।

তাহাতে *বহুচেষ্ট কহিল, কেটা২ কেন? সেখানকার সমস্ত লোকই প্রায় আমার কুটুম্ব, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত *ঘূর্ণি মহাশয় ও *কালানুবর্ত্তী মহাশয়, এবং *মধুরবাক্

মহাশয়, যাঁহার পিতৃপিতামহের নামেতে ঐ নগর নামলব্ধ হইয়াছে; তদ্ভিন্ন *চিক্কণ মহাশয়, ও *উভয়-দিঙ্মুখ মহাশয়, ও *যথারুচি মহাশয়, এবং আমার মাতুল *দ্বিজিহ্ব নামক মহাশয়, এই সকল লোক আমার ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব জানিবা। আর তোমাকে যদি সত্য কহিতে হইল, তবে শুন, আমি এখন এক জন কুলীন মহল্লোক হইয়াছি। আমার প্রপিতামহ দাঁড়ী ছিলেন, তিনি এক দিগে চাহিয়া অন্য দিগে গমন করিতেন। সেই প্রকার ব্যবসায়দ্বারা আমিও প্রায় সমস্ত ধন উপার্জ্জন করিয়াছি।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্ত্রী পুত্রাদি আছে?

তাহাতে *বহুচেষ্ট উত্তর করিল, হাঁ, *সুবেশা রাণীর কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে। সে স্ত্রী অতি সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা, এবং এমন ভাগ্যবতীরূপে প্রতিপালিতা হইয়াছে, যে কি রাজা কি প্রজা সকলেরি সহিত যথোচিত ব্যবহার করিতে জানে। সে যাহা হউক, ধর্ম্মরত অন্য২ লোক অপেক্ষা আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভিন্ন স্বভাব রাখি, কিন্তু সে কেবল দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় জানিবা; প্রথমতঃ এই, আমরা সম্মুখ বায়ু কিম্বা সম্মুখ স্রোত ভাঙ্গিয়া গমন করি না; দ্বিতীয়তঃ নির্ম্মল দিনে জনগণের প্রশংসা করণ কালে ধর্ম্মকে স্বর্ণ পাদুকা ধারণ পূর্ব্বক পথে বেড়াইতে দেখিলে আমরা তাঁহার প্রতি অন্য সময়াপেক্ষা অধিক অনুরাগ প্রকাশ করি।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান এক পার্শ্বে গিয়া *আশাবানের সহিত মিলিয়া তাহাকে কহিল, ওহে ভাই, আমার অনুমান হয় ঐ ব্যক্তি *মধুরবাক্য নগরের *বহুচেষ্ট নামক লোক। যদি সে হয়, তবে উহার সমান প্রবঞ্চক এ অঞ্চলে নাই। তখন *আশাবান কহিল, তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা

কর, আপনার নাম ব্যক্ত করণে উহার লজ্জা জন্মে কি না, তাহা দেখি। এ কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার তাহার নিকটে গিয়া কহিল, হে মহাশয়, অন্য দশ জন অপেক্ষা তুমি অধিক বুদ্ধিমান, তোমার কথাদ্বারা এমন বোধ হয়। ইহাতে তুমি কে, তাহা আমি অনুমানদ্বারা জানিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভাল, তোমার নাম কি *মধুর-বাক্য নগরবাসি *বহুচেষ্ট নয়?

তাহাতে *বহুচেষ্ট কহিল, আমার বিপক্ষ কোন২ ব্যক্তি ঐ নাম ধরিয়া আমাকে ডাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ নাম আমার নয়। যাহা হউক, অন্য২ ভদ্র লোকেরা পূর্ব্বে যেমন বিদ্রূপ সহ্য করিয়াছে, তেমনি আমাকেও বিদ্রূপস্বরূপ সেই নাম সহ্য করিতে হয়।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ভাল, লোকেরা যে তোমাকে ঐ নাম ধরিয়া ডাকে, তোমার কোন ক্রিয়া কি তাহার কারণ হয় নাই?

*বহুচেষ্ট উত্তর করিল, না, না, এমন নয়। আমার আচার ব্যবহারের মধ্যে তাহারা সেই অপবাদের মূল-স্বরূপ কেবল একটি ক্ষুদ্র বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারে। সেই বিষয় কি তাহা বলি। যে২ সময়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত যে২ লোকাচারহইতে আমার কিঞ্চিৎ লাভ হওনের সম্ভাবনা দেখিতাম, সেই২ সময়ে আমি সেই২ লোকাচারকে উত্তম জানিয়া গ্রাহ্য করিতাম। ইহাতে কেহ২ যদি আমার প্রতি দোষারোপ করে, তবে সুতরাং তাহা আশীর্ব্বাদের ন্যায় জ্ঞান করিতে হয়। কিন্তু হিংসক লোকেরা আমার নিন্দা না করুক।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি যে লোকের কথা শুনিয়াছি, তুমিই সেই বট। তাহাতে আমি স্পষ্ট বলি, তুমি যে রূপ অন্যায়ের কথা কহিতেছ,

লোকেরা তোমার ঐ নাম করণে তদ্রূপ অন্যায় করে, আমার এমন বোধ হয় না।

তাহাতে *বহুচেষ্ট কহিল, তোমরা যদি সে রূপ ভাব, তবে কি করিব? সে যাহা হউক, এখনও যদি তোমরা আমাকে সঙ্গিরূপে গ্রাহ্য কর, তবে উত্তম সঙ্গী পাইবা।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমাদের সঙ্গী হইলে সম্মুখ বায়ু ও সম্মুখ স্রোত ভাঙ্গিয়া যাইতে হইবে; এবং স্বর্ণ পাদুকা বিশিষ্ট ধর্ম্মকে যেমন স্বীকার কর, তেমনি নেকড়া পরিহিত ধর্ম্মকেও স্বীকার করিতে হইবে। এবং তিনি লোকদের প্রশংসা করণ কালে পথে বেড়াইলে যেমন তাঁহার সপক্ষ হও, তদ্রূপ তিনি যখন শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকেন, সেই সময়েও তাঁহার সপক্ষ হইতে হইবে।

তাহাতে *বহুচেষ্ট কহিল, আমার বিশ্বাসের উপরে তোমাদের কর্তৃত্ব করা অনুচিত; আমার ইচ্ছানুসারে আচরণ করিতে২ তোমাদের সহিত যাইবার অনুমতি আমাকে দেও।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, না, আমি যে রূপ আচরণের বর্ণনা করিয়াছি, সেই রূপ আচরণ করিতে যদি তুমি আমাদের ন্যায় সম্মত না হও, তবে আমাদের সঙ্গে আর এক পা অগ্রসর হইতে পারিবা না।

তাহাতে *বহুচেষ্ট কহিল, আমার পুরাতন মত আমি কখন ত্যাগ করিব না, কেননা তাহা নির্দ্দোষ এবং লাভজনক। তোমাদের সঙ্গে যদি আমার গমন না হয়, তবে আমি পূর্ব্ববৎ গমন করিব, অর্থাৎ আমার আলাপে সন্তুষ্ট কোন২ লোক যে পর্য্যন্ত আসিয়া না মিলিবে, তাবৎ একাকী গমন করিব।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, *খ্রীষ্টীয়ান ও *আশাবান উভয়ে তাহাহইতে পৃথক্ হইয়া তাহাকে পশ্চাৎ

ফেলিয়া অগ্রসর হইল। কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলে তাঃ হাদের মধ্যে এক জন পশ্চাৎ দিগে দৃষ্টি করিয়া *ধৃত্তজগৎ ও *অর্থপ্রিয় ও *সর্ব্বসঞ্চয়ী নামে তিন ব্যক্তিকে ঐ *বহুচেষ্টের পশ্চাৎ আসিতে দেখিল। পরে তাহারা তাহার সঙ্গ ধরিলে *বহুচেষ্ট তাহাদের সহিত পরস্পর প্রণাম ও কোলাকুলি করিল, কারণ বাল্যকালে তাহারা সকলে একই বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিল, ফলতঃ উত্তরদিক্স্থিত *লোভ নামক প্রদেশের *লাভেচ্ছা নগরে *নরপীড়ক নামা অধ্যাপকের কাছে একত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল। ঐ অধ্যাপক তাহাদিগকে বল কি ছল কি স্তবস্তুতি কি মিথ্যাকথা কি ধর্ম্মবেশ ধারণ, সর্ব্বপ্রকার উপায়দ্বারা অর্থলাভ করণ বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল। তাহাতে ঐ চারি জন অধ্যাপকের জ্ঞানেতে এমত পণ্ডিত হইয়াছিল, যে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র ২ তাহার অধ্যাপক হইবার যোগ্য ছিল।

পূর্ব্বোক্ত রূপে তাহাদের পরস্পর বন্দনাদি সমাপ্ত হইলে *অর্থপ্রিয় কিঞ্চিৎ অগ্রে ঐ দুই জন যাত্রিকে দেখিয়া *বহুচেষ্টকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, আমাদের অগ্রগামী ঐ দুই ব্যক্তি কে?

তাহাতে *বহুচেষ্ট কহিল, উহারা দূরদেশীয় যাত্রী, আপনাদের ইষ্ট রীত্যনুসারে যাত্রা করিতেছে।

*অর্থপ্রিয় কহিল, হায় ২, তবে উহারা কেন দাঁড়াইল না? তাহা হইলে আমরা উত্তম সহযাত্রিক পাইতাম। কেননা বোধ হয়, যাত্রা করিতে উহাদের ও আমাদের ও আপনকার মনস্থ আছে।

তাহাতে *বহুচেষ্ট উত্তর করিল, আছে বটে, কিন্তু ঐ অগ্রগামি ব্যক্তিরা বড় দুরাগ্রহ; তাহারা আপন২ বিচারে এমন আসক্ত, যে অন্য সকলের বিচার লঘু জ্ঞান করে; তাহাতে কোন ব্যক্তি পরমধার্ম্মিক হইলেও যদি

সকল বিষয়ে তাহাদের মতে ঝটিতি প্রবিষ্ট না হয়, তবে তাহারা তাহাকে আপন সঙ্গহইতে দূর করিয়া দেয়।

তাহাতে *সর্ব্বসঞ্চয়ী কহিল, ইহা অতি মন্দ। কিন্তু এই জগতে অতিধার্ম্মিক কোন২ লোক আছে, শাস্ত্রেও এমন লিখিত আছে। তাহারা কঠিনস্বভাব প্রযুক্ত আপনাদিগ্ ব্যতিরেকে অন্য সকলকে আপন২ বিচারে দোষী করে। ভাল, কোন্২ বিষয়ে তোমার ও তাহাদের মতে অনৈক্য ছিল?

*বহুচেষ্ট উত্তর করিল, তাহা বলি শুন। তাহারা একগুঁইয়া প্রযুক্ত সকল কালেতেই যাত্রা করা বিহিত জ্ঞান করে, কিন্তু আমি তাহা না করিয়া সুবাতাস প্রভৃতির অপেক্ষা করিয়া থাকি। এবং তাহারা ঈশ্বরের নিমিত্তে একেবারে আপন২ সর্ব্বস্ব পণ করে, কিন্তু আমি সে রূপ না করিয়া আপন প্রাণ ও বিষয় রক্ষার্থে তাবৎ উপায় গ্রাহ্য করি। তাবৎ মনুষ্য তাহাদের প্রতিবাদী হইলেও তাহারা আপন মত ত্যাগ করিতে অসম্মত থাকে; কিন্তু আমি কালাকাল ও ফলাফল বুঁঝিয়া লাভানুসারেই ধর্ম্মের সপক্ষ হইয়া থাকি। ধর্ম্ম যখন নেকড়া পরিয়া তুচ্ছের ন্যায় বেড়ান, তখনও তাহারা তাঁহার অনুগত হয়; কিন্তু আমি ধর্ম্মকে স্বর্ণপাদুকা বিশিষ্ট ও জনগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া বেড়াইতে দেখিলে তাঁহার অনুগামী হইয়া থাকি।

অপর *ধৃতজগৎ কহিল, ভাল২, তুমি সাধু লোক, এই মতেতে তোমার থাকা কর্ত্তব্য, কেননা যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব রক্ষা করণের উপায় অগ্রাহ্য জ্ঞান করিয়া তাহা হারায়, তাহাকে আমি মূর্খের মধ্যে গণনা করি। আমাদের সর্পবৎ সতর্ক হওয়া তো উচিত; রৌদ্র হইলে কাপড় দেওয়া ভাল। দেখ, মৌমাছি সকল ঝড়ের সময়ে

কোন কার্য্য না করিয়া যখন সুখেতে মধু লাভ হয়, এমন নির্ম্মল দিনে কার্য্য করে। ঈশ্বর কেবল ঝড় দেন, এমন নয়, রৌদ্রও দিয়া থাকেন; অতএব উহারা যদি ক্ষিপ্ত হইয়া ঝড়ের সময়ে যাত্রা করিবে, তবে করুক, কিন্তু আমরা সুসময়ে যাত্রা করিতে ভাল বাসি। অন্যেরা যে ধর্ম্ম ভাল বাসে, তাহা বাসুক, কিন্তু যে ধর্ম্ম মানিলে ঈশ্বরদত্ত মঙ্গল পাওয়া যায়, তাহাই আমি অধিক ভাল বাসি। ঈশ্বর যখন আমাদিগকে ঐহিক মঙ্গল দিয়া থাকেন, তখন তাঁ-হারই অনুরোধে তাহা গ্রাহ্য করিয়া রক্ষা করা আমাদের উচিত, ইহা কি যুক্তিসিদ্ধ বিচার নয়? দেখ, * ইব্রাহীম ও * সুলেমান, ইহারা ধর্ম্মদ্বারা ধনবান হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন * আয়ূব কহিয়াছে, সাধু লোক ধূলার ন্যায় সুবর্ণ সঞ্চয় করিবে; কিন্তু তুমি যে রূপ ঐ অগ্রগামিদের বর্ণনা করি-য়াছ, সে রূপ হইলে সাধু লোক তাহা করিতে পারে না।

অপর * সর্ব্বসঞ্চয়ী কহিল, ও হে ভাই, বুঝি আমরা সকলেই এ বিষয়ে ঐক্য হইতেছি, অতএব এখন অধিক কথায় নিষ্প্রয়োজন।

* অর্থপ্রিয় কহিল, হাঁ, নিষ্প্রয়োজন বটে, কেননা ধর্ম্মগ্রন্থ ও নীতি এ উভয়ই আমাদের পক্ষ, ইহা স্পষ্ট; আর ধর্ম্মশাস্ত্রেতে ও নীতিশাস্ত্রেতে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা বুঝে না, এবং আপন ২ মঙ্গলের চেষ্টাও করে না।

তখন * বহুচেষ্ট কহিল, হে ভ্রাতা সকল, দেখ, আমরা সকলেই একত্র যাত্রা করিতেছি, অতএব যাহাতে মন্দ বিষয়ের চিন্তাহইতে রক্ষা পাই, এমন এক প্রশ্ন করিতে আজ্ঞা হউক।

কোন ধর্ম্মোপদেশক কিম্বা কোন ব্যবসায়ি লোক যখন ঐহিক মঙ্গল প্রাপ্তির উপায় দেখে, তখন ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ

না করিলে, অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে২ বিষয়ে পূর্ব্বে মনোনিবেশ করিত না, সেই২ বিষয়ে যত্ন না দেখাইলে যদি আপনার বাঞ্ছিত ঐ মঙ্গল প্রাপ্ত হইতে না পারে, তবে তাহা পাইবার নিমিত্তে ঐ প্রকার ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ করিলে কি তাহার সাধুতা নষ্ট হয়?

তাহাতে * অর্থপ্রিয় উত্তর করিল, আমি তোমার প্রশ্নের অভিপ্রায় বুঝিলাম, অতএব এই মহাশয়েরা অনুমতি করিলে আমি তাহার উত্তর দি। প্রথমতঃ, ধর্ম্মোপদেশকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তাহার উত্তর দিব। অল্প বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত কোন ভদ্র ধর্ম্মোপদেশক অধিক লাভজনক কর্ম্ম পাইতে ইচ্ছুক হইয়া যখন তাহাতে নিযুক্ত হওনের সম্ভাবনা দেখে, তখন যদি তাহা পাইবার নিমিত্তে অধ্যয়নে ও উপদেশ দেওনে অধিক যত্ন প্রকাশ করিতে হয়, এবং শ্রোতাদের অনুরোধে যদি আপনার গ্রাহ্য মতের কিঞ্চিৎ অন্যথা করিতে হয়, তবে কেন তাহা করিবে না? আমি বোধ করি, মণ্ডলী তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলে ঐ সকল উপায় ব্যবহার করাতে তাহার দোষী হওয়া দূরে থাকুক, বরং সেই প্রকার অন্য অনেক কর্ম্ম করিলেও সে সর্ব্বতোভাবে সাধু মনুষ্য থাকিবে। তাহার প্রমাণ বলি, শুন।

প্রথমতঃ, অল্প বেতনের কর্ম্ম অপেক্ষা অধিক বেতনের কর্ম্ম পাইতে চেষ্টা করা তাহার অনিষিদ্ধ, ইহাতে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারে না, কেননা ঈশ্বরের সাহায্যে ঐ কর্ম্ম পাইবার পথ তাহার সুগম হয়। অতএব সেই কর্ম্ম যদি পাওয়া যায়, তবে সে সদসদ্ভাবের নিমিত্তে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা পাইতে চেষ্টা করুক।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ কর্ম্ম পাইবার নিমিত্তে যদি তাহাকে অধ্যয়নে ও উপদেশ দেওনে অধিক যত্ন করিতে হয়, তবে তদ্দ্বারা

সে অতি উত্তম লোক হইয়া উঠে, এবং তাহার বিদ্যা ও কর্ম্মে নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়, ইহাও ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ি ফল।

তৃতীয়তঃ, সে ব্যক্তি আপন শ্রোতাদের মঙ্গলার্থে যদি তাহাদের অনুরোধে আপনার গ্রাহ্য মতের কিঞ্চিৎ অন্যথা করে, তবে তাহাতে তাহার সদ্‌গুণ প্রকাশ হয়, কেননা, ১। সে পরমঙ্গলের নিমিত্তে আপনার ইচ্ছাকে ত্যাগ করে; ২। সে প্রীতি ও মনোরঞ্জক সুশীলতা দেখায়, ৩। এবং সে যে উপদেশকপদের যোগ্য পাত্র, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ দেয়। অতএব আমি ইহা স্থির করি, কোন উপ-দেশক যদি ক্ষুদ্র পদের পরিবর্ত্তে উচ্চ পদের চেষ্টা করে, তবে তাহাকে লোভী বলিয়া দোষী করা অনুচিত, বরং তদ্দ্বারা তাহার নৈপুণ্য ও যত্ন বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহাকে নিজ কর্ম্মে উদ্‌যোগী এবং সাধ্যানুসারে পরমঙ্গল করণের আকাঙ্ক্ষী জানিয়া মান্য জ্ঞান করা সকলের কর্ত্তব্য।

অপর তোমার প্রশ্নের যে দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ ব্যবসায়ি ব্যক্তি বিষয়ক যে প্রশ্ন, তাহারও উত্তর দি, শুন। এ সং-সারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কোন ব্যক্তি যদি ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ করণদ্বারা ক্রয় বিক্রয়কারি লোকদের অনুগ্রহ জন্মাইয়া অধিক লাভ পাইতে পারে, কিম্বা ধনবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে, তবে ঐ কর্ম্ম যে তাহার অকর্ত্তব্য, ইহার প্রমাণ আমি কিছুই দেখি না। বরঞ্চ তাহা কর্ত্তব্য, কেননা,

প্রথমতঃ, যে কোন প্রকারে হউক, মনুষ্যের ধর্ম্মানুরক্ত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, ধনবতী স্ত্রীকে বিবাহ করা, কিম্বা আপনার দোকানে উত্তম ক্রেতা আনয়ন করা, ইহাও নিষিদ্ধ নয়।

তৃতীয়তঃ, যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল প্রাপ্ত হয়, সে আপনি উত্তম হওনদ্বারা উত্তম লোকহইতে উত্তম বিষয় পায়। ইহাতে উত্তম ফল, অর্থাৎ

উত্তমা স্ত্রী ও উত্তম ক্রেতা ও উত্তম লাভ এবং তাহা পাইবার উত্তম উপায় অর্থাৎ ধর্ম্মানুরাগ দেখা যায়; অতএব ঐ সকল পাইবার জন্যে ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া অতি উত্তম এবং লাভজনক বটে।

*বহুচেষ্টের প্রশ্নের প্রতি *অর্থপ্রিয়ের এই রূপ উত্তর শুনিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বিচার উত্তম ও হিতজনক বলিয়া প্রশংসা করিল। এবং তাহা অকাট্য জ্ঞান করাতে পরস্পর এই প্রকার মন্ত্রণা করিল, দেখ, ঐ *খ্রীষ্টীয়ান ও *আশাবান এখনও ডাক শুনিতে পারে; উহারা পূর্ব্বে *বহুচেষ্টের প্রতিবাদী হইয়াছিল, অতএব আইস, আমরা শীঘ্র তাহাদের নিকটে গিয়া এই প্রশ্ন বিষয়ে তাহাদের সহিত বাগ্‌যুদ্ধ করি। ইহা স্থির করিয়া তাহারা ঐ দুই জনকে ডাকিল, তাহাতে তাহারা ইহাদের আগমনের অপেক্ষাতে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ইহারা যাইতে২ এই পরামর্শ স্থির করিল, *বহুচেষ্টের পরিবর্ত্তে বরং *ধূর্ত্তজগৎ সেই প্রশ্ন উপস্থিত করুক, কেননা *বহুচেষ্টের সহিত পূর্ব্বে বিবাদ হওয়াতে কি জানি, তাহারা তাহাকে ক্রোধযুক্ত উত্তর দিবে, কিন্তু *ধূর্ত্তজগতের সহিত শান্ত মনে আলাপ করিবে।

অতএব তাহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া বন্দনাদি করিলে পর, *ধূর্ত্তজগৎ *খ্রীষ্টীয়ানের ও *আশাবানের প্রতি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া কহিল, যদি পার, তবে ইহার উত্তর দেও।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিল, ধর্ম্ম বিষয়ে যে ব্যক্তি শিশু, সেও এ প্রকার দশ হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে; যেহেতুক *যোহনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত প্রমাণানুসারে যদি রুটী পাইবার আশাতে *খ্রীষ্টের পশ্চাৎ যাওয়া অকর্ত্তব্য হয়, তবে সাংসারিক লাভ ও

সুখভোগ পাইবার নিমিত্তে খ্রীষ্টকে এবং তাঁহার ধর্ম্মকে যান করা আরও ঘৃণার্হ কর্ম্ম। দেবপূজক ও কাল্পনিক লোকেরা এবং শয়তানস্বরূপেরা ও মায়াবিরা ভিন্ন আর কাহাকেও সেই কর্ম্ম করিতে দেখি নাই।

প্রথমতঃ, দেবপূজকদের উদাহরণ বলি, শুন। *হমোর এবং *শিখিম যখন *যাকূবের কন্যাকে ও গো মেষাদি পাল লইতে বাঞ্ছা করিয়া দেখিল যে ত্বক্‌ছেদী না হইলে তাহা পাইবার কোন উপায় নাই, তখন তাহারা আপনাদের অনুগত লোকদের প্রতি কহিল, উহারা যেমন ত্বক্‌ছেদী, তেমনি যদি আমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বক্‌ছেদ হয়, তবে তাহাদের ধন পশু কি আমাদের হইবে না? দেখ, কন্যা এবং গো মেষাদি পাল লইবার চেষ্টায় তাহারা ছিল। এবং তাহা পাইবার জন্যে ধর্ম্মরূপ যান আরোহণ করিয়াছিল। আদিপুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ে সেই সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া দেখ।

দ্বিতীয়তঃ, কাল্পনিক ফিরুশিরাও ঐ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, কেননা দীর্ঘ প্রার্থনা তাহাদের যান, কিন্তু বিধবাগণের গৃহাদি সর্ব্বস্ব গ্রাস করা তাহাদের অভিপ্রায়, এই কারণ ঈশ্বরদত্ত গুরুতর দণ্ড তাহাদের অধিকার হইল। লূক ২০; ৪৬, ৪৭।

তৃতীয়তঃ, *শয়তানস্বরূপ যিহূদা ঐ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, সেও থৈলীর মধ্যস্থিত মুদ্রাদির অধিকারী হইবার জন্যে ধর্ম্মযান আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু শেষে সে পতিত ও পরিত্রাণভ্রষ্ট হইয়া বিনাশের পাত্র হইল।

চতুর্থতঃ, *শিমোন নামক মায়াবীও ঐ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, কেননা সে ধন পাইবার জন্যে পবিত্র আত্মাকে ক্রয় করিতে চাহিল; এই কারণ *পিতর তাহার উপযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা করিল। প্রেরিত ৮; ১৯-২২।

পঞ্চমতঃ, এই এক কথা মনে রাখিতে হইবে, যে ব্যক্তি সাংসারিক লাভের নিমিত্তে ধর্ম্ম গ্রহণ করে, সে আর বার সাংসারিক লাভের জন্যে ধর্ম্মকে ত্যাগ করিবে। তাহার প্রমাণ দেখ না কেন? * যিহূদা যেমন সাংসারিক লাভের নিমিত্তে ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, তেমনি সাংসারিক লাভের নিমিত্তে সেই ধর্ম্মকে এবং আপন প্রভুকে বিক্রয় করিল। অতএব অনুমান করি, তোমরা যখন নিশ্চয় রূপে ঐ প্রশ্নে সায় দিয়াছিলা, তখন দেবপূজক ও কাল্পনিক এবং শয়তানস্বরূপ লোকের যোগ্য কর্ম্ম করিয়াছিলা, আর তদনুসারে তোমাদের প্রতিফলও হইবে।

* খ্রীষ্টীয়ানের এই প্রকার উত্তর শুনিয়া তাহারা কোন প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন পূর্ব্বক অবাক্ হইয়া রহিল। বিশেষতঃ * আশাবান * খ্রীষ্টীয়ানের উত্তর উত্তম জানিয়া অতি প্রশংসা করিলে * বহুচেষ্ট ও তাহার সঙ্গিগণ নিতান্ত নিরুত্তর হইয়া এমন অপ্রতিভ হইল, যে * খ্রীষ্টীয়ান ও * আশাবানহইতে কোন মতে পৃথক্ হইবার আশয়ে তাহারা পশ্চাৎ রহিল। তখন * খ্রীষ্টীয়ান আপন সহযাত্রিকে এরূপ কহিতে লাগিল, ওহে ভাই, ইহারা যদি মনুষ্যের বাগ্‌দণ্ড সহিতে না পারে, তবে কেমন করিয়া ঈশ্বরের বাগ্‌দণ্ড সহ্য করিবে? এবং মৃৎপাত্রের সাক্ষাতে যদি এরূপ অপ্রতিভ হইল, তবে সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিশিখার সাক্ষাতে কি করিবে?

পরে * খ্রীষ্টীয়ান এবং * আশাবান তাহাদিগকে পশ্চাৎ ফেলিয়া ক্রমে ২ অগ্রসর হওয়াতে ক্ষণের পর একটি মনোহর মাঠেতে উপস্থিত হইয়া প্রফুল্ল মনে গমন করিতে লাগিল; কিন্তু সেই মাঠ অল্প প্রশস্ত হওয়াতে অতি শীঘ্র তাহা পার হইল। ঐ মাঠের পার্শ্বে * লভ্য নামক

একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বত ছিল, সেই পর্ব্বতে রূপার আকর থাকাতে পূর্ব্বকালীন যাত্রিকদের মধ্যে কেহ২ ঐ আকরের আশ্চর্য্য দেখিতে এক পার্শ্বে গিয়াছিল, কিন্তু ঐ আকরের মুখের অতি নিকট গমন করিলে তথাকার ভূমি ঢসিয়া পড়াতে অনেকে মারা পড়িয়াছিল, এবং কেহ২ সেই স্থানে বিকলাঙ্গ হইয়া তদবধি মরণ দিন পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার স্বস্থ হইতে পারিল না।

অপর আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম, পথহইতে কিঞ্চিৎ দূরে সেই আকরের পার্শ্বে *দীমাঃ কোন মহল্লোকের ন্যায় পথিকদিগকে ডাকিয়া তাহা দেখাইবার নিমিত্তে দণ্ডায়মান ছিল। সে *খ্রীষ্টীয়ানকে ও তাহার সহযাত্রিকে দেখিয়া ডাকিয়া কহিল, ও হে, তোমরা এক পার্শ্ব হইয়া এ দিগে আইস, আমি তোমাদিগকে এক দ্রব্য দেখাইব।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান এই উত্তর করিল, আমাদিগকে যে পথবহির্ভূত করে, এমত যোগ্য কোন্ দ্রব্য আছে?

*দীমাঃ কহিল, এ স্থানে রূপার এক আকর আছে, কেহ২ অর্থের আশাতে তাহা খনন করিতেছে; তোমরাও যদি আইস, তবে অনায়াসে অতিশয় ধনবান হইতে পারিবা।

তাহাতে *আশাবান কহিল, তবে আইস ভাই, আমরাও দেখি গিয়া।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমি কোন মতে যাইব না; কেননা সেই স্থানের বিষয় সকল আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি। ওখানে কতো লোক মারা পড়িয়াছে; এবং পথিকেরা ঐ স্থানে যে ধন চেষ্টা করে, তাহা তাহাদের ফাঁদস্বরূপ হইয়া যাত্রার বাধা জন্মায়।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান ঐ *দীমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন হে, ও কি আপদের স্থান নয়? ওখানে যাত্রা বিষয়ে অনেকের বাধা কি জন্মে নাই?

তাহাতে *দীমাঃ উত্তর করিল, যাহারা অসাবধান হইয়া চলে, কেবল তাহাদের আপদ হয়। কিন্তু এই কথা কহনের সময়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান *আশাবানকে কহিল, আমরা যেন স্বপথে বৈ উহার নিকটে এক পাও গমন না করি।

অপর *আশাবান কহিল, হেদে দেখ, আমি ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি, সেই *বহুচেষ্ট এ পথে আইলে ঐ ব্যক্তি যদি আমাদের মত তাহাকে ডাকে, তবে সে অবশ্য পথ-বহির্ভূত হইবে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তাহার সন্দেহ নাই, কে-ননা সেই দিগেই গমন করা তাহার মতানুযায়ি ক্রিয়া; কিন্তু সে স্থানে গিয়া যে না মরে, সে শতেকের মধ্যে এক জন।

অপর *দীমাঃ তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া কহিল, তবে কি তোমরা দেখিতে আসিবা না?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিয়া স্পষ্টরূপে কহিল, ও হে দীমাঃ, যিনি এই পথের কর্ত্তা তাঁহার এক জন প্রকৃত শত্রু তুমি; আপনি পথবহির্ভূত হওন দোষেতে রাজ-কীয় বিচারকর্ত্তাদ্বারা দোষীকৃত হইয়া দণ্ডযুক্ত হইয়াছ, অতএব কেন আমাদিগকেও সেই দণ্ডের ভাগী করিতে চেষ্টা কর? আমরা যদি পথছাড়া হই, তবে আমা-দের প্রভু মহারাজ অবশ্য সে বিষয় জানিতে পারিবেন, এবং তাঁহার সাক্ষাতে নির্ভয় হইয়া দাঁড়াইতে না দিয়া আমাদিগকে লজ্জা দিবেন।

অপর *দীমাঃ কহিল, আমিও তোমাদের এক জন ভ্রাতা, তোমরা যদি কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, তবে আমি তো-মাদের সঙ্গী হইয়া তোমাদের সহিত গমন করি।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসিল, তোমার নাম

কি? আমি তোমাকে যাহা বলিয়া ডাকিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার নাম নয়?

তাহাতে সে উত্তর করিল, হাঁ, আমার নাম *দীমাঃ বটে, আমি *ইব্রাহীমের বংশজ।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, আমি তোমাকে চিনি। তুমি *যিহূদার পুত্র ও *গেহসির প্রপৌত্র; পৈতৃক মতে তুমিও গমন করিয়াছ। ইহা তোমার শয়তানীয় ছল; কেননা তোমার পিতা রাজদ্রোহ দোষেতে ফাঁসি গিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা তুমি উত্তম গতির যোগ্যপাত্র নও। ভাল, আমরা যখন রাজার নিকট উপস্থিত হইব, তখন তোমার এই কার্য্যের বিবরণ তাঁহাকে জানাইব, ইহা নিশ্চয় জানিবা। এরূপ কহিয়া তাহারা আপন পথে গমন করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে *বহুচেষ্ট এবং তাহার সঙ্গি লোকেরা সে স্থানে আগমন করিলে ঐ *দীমাঃ তাহাদিগকেও ডাকিল, তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে গেল। পরে হেঁট হইয়া সেই আকরের মুখ দেখিতে২ তাহার মধ্যে পড়িল, কি তন্মধ্যে নামিয়া খনন করিতে লাগিল, কি সেই গর্ত্তে নিত্য ঊর্দ্ধগত ভাপে বদ্ধশ্বাস হইল, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না; কিন্তু সেই অবধি পথের মধ্যে তাহাদিগকে আর দেখা গেল না। তখন *খ্রীষ্টীয়ান এই শ্লোক গান করিতে২ চলিল।

*বহুচেষ্ট সহ রৌপ্যদর্শক *দীমার।
ঐক্য দেখ একে ডাকে দৌড়ে এক আর॥
কারণ তাহার লভ্যে অংশী হৈতে চায়।
ইহ ঠেক্যে তারা আর অগ্রে নাহি যায়॥

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন *খ্রীষ্টীয়ান ও *আশাবান ঐ মাঠের শেষ সীমাতে উপস্থিত হইয়া পথের

পার্শ্বে একটা পুরাতন স্তম্ভ দেখিতে পাইল। তাহার দর্শনে তাহারা অতি চমৎকার জ্ঞান করিল, কেননা তাহা স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্ট হওয়াতে, কোন স্ত্রীলোক স্তম্ভ হইয়া উঠিয়াছে, এমন বোধ হইল। অতএব তাহারা সেই স্থানে অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া অবলোকন করিল, কিন্তু নানা প্রকার বিতর্ক করিলেও সেটা কি, তাহা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। অবশেষে *আশাবান ঐ মূর্ত্তির মস্তকে অসম্ভব অক্ষরে লিখিত কতকগুলীন বর্ণ দেখিল, কিন্তু আপনি বড় একটা পণ্ডিত না হওয়াতে তাহা বুঝিতে না পারিয়া *খ্রীষ্টীয়ানকে ডাকিল; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান পণ্ডিত প্রযুক্ত ঐ অক্ষর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবামাত্র ইহা পাঠ করিল, যথা, *লোটের স্ত্রীকে স্মরণ কর। তাহাতে সে আপন সহযাত্রিকে তাহা শুনাইলে পর, তাহারা উভয়ে এই নিশ্চয় করিল, *লোটের স্ত্রী যখন প্রাণরক্ষার্থে *সিদোম্ নগরহইতে পলায়ন করিতেছিল, তখন সে লোভি মনেতে পশ্চাৎ দৃষ্টি করাতে যে লবণস্তম্ভ হইয়াছিল, সে এই স্তম্ভ; অতএব তাহারা অকস্মাৎ এরূপ আশ্চর্য্য দেখিয়া এই ২ কথোপকথন করিতে লাগিল।

প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ওহে ভাই, ঐ *লভ্য নামক পর্ব্বতে যাইতে *দীমাঃ আমাদিগকে ডাকিলে পর এই যে দর্শন হইয়াছে, ইহা আমি অতি শুভ দর্শন করিয়া মানিতেছি; কেননা সে ব্যক্তি যেমন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, এবং তুমি যেমন ইচ্ছা করিয়াছিলা, আমরা যদি তেমনি তাহার নিকট যাইতাম, তবে না জানি আমরাও এই স্ত্রীলোকের ন্যায় পশ্চাৎ আগত লোকদিগের দর্শনস্তম্ভ হইতাম।

*আশাবান কহিল, আমি না বুঝিয়া ঐ প্রকার ইচ্ছা

করিয়াছি, ইহাতে আমার মনে বড় দুঃখ জন্মে। এবং আমি যে এই ক্ষণে *লোটের স্ত্রীর ন্যায় হই নাই, ইহাতেও আশ্চর্য্য বোধ হয়; কেননা আমার পাপে তাহার পাপে বিশেষ কি? সে যেমন ফিরিয়া দেখিয়াছিল, আমিও তেমনি তথায় যাইয়া দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলাম। অতএব অনুগ্রহের স্তুতি হউক; এবং আমার মনের ঐ ইচ্ছাপ্রযুক্ত আমার লজ্জা হউক।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে যাহা হউক, হইয়াছে, কিন্তু এই ক্ষণে এই স্থানে আমরা যাহা দেখিতেছি, আইস আমরা ভাবি সময়ের উপকারের নিমিত্তে তাহা মনে রাখি; ফলতঃ এই স্ত্রী এক বার *সিদোম্ নগরের সংহারেতে রক্ষা পাইলেও অন্য সংহারেতে নষ্ট হইয়াছে।

*আশাবান কহিল, সত্য, ইহা আমাদের প্রতি উপদেশ ও দৃষ্টান্তস্বরূপ হইতে পারে, ফলতঃ এই স্ত্রীর ন্যায় পাপ করিলে আমরাও তাহার ন্যায় দণ্ড পাইব, অতএব সেই পাপহইতে সাবধান থাকা আমাদের উচিত, এই স্তম্ভ আমাদিগকে এমন উপদেশ দিতেছে। এবং *কোরহ ও *দাথন ও *আবীরাম এবং তাহাদের দলস্থ আড়াই শত লোক, ইহারাও আপনাদের পাপে নষ্ট হওয়াতে আমাদিগকে চেতনা দিবার নিমিত্তে চিহ্ন ও দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছে। ভাল, সে যাহা হউক, এক বিষয়ে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়, ফলতঃ *লোটের স্ত্রী যে ধনের লোভেতে পথহইতে এক পাদও বহির্ভূত না হইয়া কেবল পশ্চাদ্ দৃষ্টি করাতে লবণস্তম্ভ হইয়াছিল, ঐ *দীমাঃ ও তাঁহার সঙ্গি লোকেরা কি প্রকারে স্থিরচিত্ত হইয়া সেই ধনের অন্বেষণ করিতে পারে? বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীর প্রতি যে দণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহাতে সে ঐ লোকদের দৃষ্টিগোচরে

চিহ্নস্বরূপ হইয়া আছে; আর চক্ষু মেলিলেই তাহারা তাহাকে দেখিতে পারে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, ইহা অতি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, উহাদের অন্তঃকরণের কাঠিন্য অপ্রতিকার্য্য। যাহারা বিচারকর্ত্তার সাক্ষাতে চুরী করে, কিম্বা ফাঁসিকাষ্ঠের নীচে লোকদের গাঁইট কাটে, এমন দুরাচারিদের সহিত উহাদের তুলনা দিতে হয়। আর *সিদোম্ নগরবাসিদের বিষয়ে এরূপ কথিত আছে, যে তাহারা অতিশয় দুষ্ট, ও পরমেশ্বরের গোচরে অতি পাপিষ্ঠ ছিল, ফলতঃ পূর্ব্বে ঈশ্বর তাহাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করাতে *সিদোমের দেশ এদন উদ্যানের ন্যায় মনোহর এবং উর্ব্বরা ছিল; এই হেতুক ঈশ্বরের ক্রোধ অধিক প্রজ্বলিত হওয়াতে আকাশহইতে অগ্নির বর্ষণেতে তাহারা অসহ্য দণ্ড পাইল। ইহাতে এই অনুমান করা যথার্থ, কুপথে গমন নিবারণের নিমিত্তে দৃষ্টান্ত সাক্ষাতে থাকিলেও যাহারা ঐ দীমার ন্যায় হইয়া পাপ করে, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর দণ্ড পাইবে।

*আশাবান কহিল, সত্য কহিয়াছ। তুমি ও আমি এরূপ দৃষ্টান্তস্থল হই নাই, ইহা আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ। ইহার নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করা, এবং তাঁহার সাক্ষাতে ভয় পূর্ব্বক আচরণ করা, এবং লোটের স্ত্রীকে নিত্য২ স্মরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

---

১৫ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন তাহারা তথাহইতে ক্রমে২ গমন করিতে২ একটি মনোহর নদীতীরে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে *দায়দ রাজা সেই নদীর নাম ঈশ্বরীয় নদী

রাখিয়াছিল, *যোহন তাহাকে অমৃত জলের নদী বলে। যাহা হউক, ঐ নদীর তীর দিয়া বরাবর পথ যাওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ান ও *আশাবান অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল, এবং মধ্যে ২ ঐ নদীর জল পান করাতে তাহাদের শ্রান্তি দূরীকৃত ও মন প্রফুল্ল হইল। সেই নদীর ধারে এ পারে ও পারে তাবৎ প্রকার খাদ্য ফলবিশিষ্ট বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষের পত্র আরোগ্যজনক। অতএব তাহারা সুখেতে ফল পাড়িয়া খাইতে লাগিল, এবং পথ গমনে রক্তবিকারজন্য যে ২ রোগ জন্মে, তাহা নিবারণার্থে ঐ সকল বৃক্ষের পত্র ভোজন করিতে লাগিল। নদীর উভয় পার্শ্বে অম্লান তৃণ ও সুন্দর কানূড়পুষ্পে ভূষিত একটি মাঠ ছিল। সেই মাঠে তাহারা নিষ্কণ্টকে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। অপর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহারা পুনর্ব্বার ঐ বৃক্ষের ফলাদি পাড়িয়া ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিল। এই রূপে সেই স্থানে কএক দিন থাকিয়া এই রূপ গান করিতে লাগিল।

নদীর স্ফটিক জল যাত্রিসান্ত্বনাতে।
অতি মৃদু বেগে বহে পথের পার্শ্বেতে॥
তৃণেতে ভূষিত মাঠ সৌরভ নিকরে।
নানাবিধ সুখদানে যাত্রি তৃপ্তি করে॥
এ বৃক্ষের ফলপত্র উত্তম কেমন।
আস্বাদন করি তাহা জানে যেই জন॥
আপন সর্ব্বস্ব সেই বিক্রয় করিয়া।
শীঘ্র এই ক্ষেত্র ক্রয় করিবে আসিয়া॥

অবশেষে তাহারা আর এক বার সেই স্থানে ভোজন পানাদি করিয়া অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইল, যেহেতুক তাহাদের পথ সমাপ্ত হয় নাই।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা তথাহইতে অল্প

দূর গমন করিলে পরে, ঐ নদী পথহইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, ইহা দেখিয়া তাহারা অতি শোকাকুল হইল; কিন্তু পথ ত্যাগ করিতে তাহাদের সাহস হইল না। ঐ নদীহইতে পৃথক্ হইলে পথ অতি অসমান, এবং বহু দূর আগমনে তাহাদের পা পাতলা হওয়াতে পথশ্রান্তিতে যাত্রিকদের প্রাণ বিরক্ত হইল, এই জন্যে তাহারা সমান পথের আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময়ে কিঞ্চিৎ অগ্রে পথের বাম পার্শ্বে স্থিত *উপপথ নামে একটি মাঠ দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান আপন সঙ্গিকে কহিল, ঐ মাঠ যদি পথের পার্শ্ব দিয়া যায়, তবে চল, উহারি মধ্য হইয়া যাই। এ কথা কহিয়া ঐ মাঠে প্রবেশ করিবার নিমিত্তে যে একটি ক্ষুদ্র শিঁড়ি ছিল, *খ্রীষ্টীয়ান তাহাতে উঠিয়া, বেড়ার অন্য পার্শ্বে একটি পথ আছে, ইহা দেখিল; তাহাতে সে আহ্লাদিত হইয়া কহিল, আহা, আমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এ পথ দিয়া যাওয়া অতি সুগম; অতএব হে ভাই, আইস, আমরা পার হইয়া এই পথে যাই।

তাহাতে *আশাবান কহিল, তথায় গেলে যদি আমরা পথবহির্ভূত হই, তবে কি হইবে?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, না, এমন হইতে পারে না; দেখ না কেন? এই পথ বরাবর উহার সঙ্গে গিয়াছে। তাহাতে *আশাবান সহযাত্রির কথা শুনিয়া তাহারি মতেতে মত করিলে তাহারা সেই শিঁড়ি দিয়া বেড়া পার হইয়া সেই পথে সুখে গমন করিতে লাগিল। এবং *ব্যর্থসাহস নামে কোন ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন করিতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, এই পথ কোথায় যায়? তাহাতে সে ব্যক্তি কহিল, এ পথ স্বর্গীয় রাজধানীর দ্বারে যায়। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, দেখ দেখি, আমি তাহাই কহিয়াছিলাম, অতএব আমরা প্রকৃত

পথে আছি, ইহা নিশ্চয় জানিবা। পরে সে ব্যক্তি অগ্রে ও তাহারা পশ্চাৎ চলিতে২ অবিলম্বে রাত্রি উপস্থিত হইলে অতিশয় নিবিড় অন্ধকার হইল, তাহাতে পশ্চাদ্গামি লোকেরা অগ্রগামি ব্যক্তিকে আর দেখিতে পাইল না। সেই ঘোরতর অন্ধকার প্রযুক্ত *ব্যর্থসাহস নামে ঐ অগ্রগামি ব্যক্তি সম্মুখস্থ পথ দেখিতে না পাওয়াতে একটা গভীর গর্ত্তে পড়িল। ঐ প্রকার ব্যর্থসাহস মূর্খদিগকে ধরিবার নিমিত্তে ঐ ভূমির অধিকারী সেই গর্ত্ত করিয়াছিল।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান ও *আশাবান উভয়ে ঐ ব্যক্তির পতনের শব্দ শুনিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হে? কি হে? পড়িয়াছ না কি? ইহা জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর না পাইয়া কেবল কোঁকানি শব্দ শুনিতে পাইল। অতএব *আশাবান *খ্রীষ্টীয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রিয় ভ্রাতঃ, এখন আমরা কোথায় আছি? তখন *খ্রীষ্টীয়ান নিরুত্তর হইয়া, আমার সঙ্গিকে বিপথে আনিয়াছি, ইহা ভাবিতে লাগিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ অতিশয় ঝড় বৃষ্টি মেঘগর্জ্জন ইত্যাদি হওয়াতে বন্যা হইতে লাগিল।

তাহাতে *আশাবান কাতরোক্তি করিয়া কহিল, হায়২ আমি কেন সেই পথে থাকিলাম না!

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই, এমন কে জানে যে এই পথে আসিয়া আমরা পথবহির্ভূত হইব?

তাহাতে *আশাবান কহিল, প্রথমাবধি আমার এমন আশঙ্কা ছিল; এই ভাবে আগে তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ চেতনা দিয়াছিলাম। এবং স্পষ্ট রূপে নিষেধ করিতে আমার বাঞ্ছা ছিল বটে, কিন্তু তুমি আমার জ্যেষ্ঠ, এই জন্যে ক্ষান্ত রহিলাম।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হে প্রিয়তম ভাই, আমি না বুঝিয়া তোমাকে পথবহির্ভূত করিয়া এমন আপদের

মধ্যে আনয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার খেদ হইতেছে। বিনয় করি, আমার এই দোষ ক্ষমা কর, যেহেতুক আমি তোমার মন্দ ভাবিয়া ইহা কখন করি নাই।

*আশাবান কহিল, হে ভ্রাতঃ, শান্ত হও, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আর এ বিপদহইতে আমাদের মঙ্গল হইবে, ইহা নিশ্চয় জানি।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এমন ক্ষমাশীল ভ্রাতার সহিত মিলনেতে আমার বড় আহ্লাদ হয়। যাহা হউক, এই ক্ষণে আমাদের এ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা অনুচিত। চল, আমরা ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করি।

তাহাতে *আশাবান কহিল, হে প্রিয় ভ্রাতঃ, তবে আমাকে অগ্রে যাইতে দেও।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, না, আমি অগ্রে যাই, কেননা আমার দোষের নিমিত্তে আমরা পথবহির্ভূত হইয়াছি; অতএব সম্মুখে যদি কোন আপদ্ থাকে, তবে সে আমাকে ধরিবে।

তাহাতে *আশাবান কহিল, না, তুমি অগ্রে গেলে ভাল হইবে না, কেননা তোমার মন অতি ব্যাকুল, পাছে পুনর্ব্বার পথ হারাও। এই রূপ কথোপকথন হইতেছিল, ইতিমধ্যে তাহারা অকস্মাৎ এই বাণী শুনিতে পাইল, 'যে রাজপথে তুমি গমন করিয়াছিলা, তাহাতে মনোযোগ করিয়া ফির।' কিন্তু সেই সময়ে বন্যার জল অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়াতে পথ দুর্গম হইয়াছিল। তাহাতে আমি ভাবিলাম, পথ হারাণ সহজ বটে, কিন্তু পথ হারাইয়া পুনর্ব্বার পাওয়া বড় কঠিন। সে যাহা হউক, তাহারা ফিরিয়া যাইতে স্থির করিল; কিন্তু একে ঘোর অন্ধকার, তাহাতে ভয়ানক বন্যা হওয়াতে তাহারা প্রায় বার দশেক হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

এই রূপে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও তাহারা ঐ রাত্রির মধ্যে সেই সিঁড়ি পাইতে পারিল না। অতএব অবশেষে কিঞ্চিৎ আশ্রয়স্থান পাইয়া নিশিপ্রভাতের অপেক্ষাতে বসিয়া রহিল, তাহাতে অতিশয় শ্রান্ত প্রযুক্ত নিদ্রাগত হইল। তাহাদের সেই আশ্রয়স্থানের নিকটে * সংশয়-দুর্গ নামে এক গড় ছিল; তথায় * আশাভঙ্গ নামে যে বৃহৎকায় ব্যক্তি বাস করিত, তাহারই ভূমিতে তাহারা শয়ন করিয়াছিল। অতএব প্রভাত হইলে ঐ বৃহৎকায় আপন অধিকারের মধ্যে গাতায়াত করিতে ২ * খ্রীষ্টীয়ানকে এবং * আশাবানকে নিদ্রাগত দেখিয়া বিকটমূর্ত্তি হইয়া কটু বাক্যেতে কহিতে লাগিল, ওরে, গা তোল, তোরা কে? কোথাহইতে আসিয়াছিস্? আমার ভূমিতে কি করিতেছিস? তাহারা কহিল, হে মহাশয়, আমরা যাত্রিক, অন্ধকারে পথ হারাইয়াছি। তখন ঐ বৃহৎকায় কহিল, বেড়া লংঘিয়া আমার ভূমিতে আসিয়া শয়ন করাতে তোরা অপরাধী হইয়াছিস্; অতএব আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। তাহাতে ঐ ব্যক্তি তাহাদের হইতে অধিক বলবান্ হওয়াতে সুতরাং তাহার সহিত তাহাদিগকে যাইতে হইল; এবং নিজ দোষ জানাতে নীরব থাকিতে হইল। অতএব ঐ প্রকাণ্ডশরীর তাহাদিগকে অগ্রে ২ তাড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত নিকটবর্ত্তি গড়ে লইয়া গিয়া অন্ধকারময় দুর্গন্ধি কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিল। সেই স্থানে তাহারা অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া বুধবারের প্রাতঃকালাবধি শনিবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আলো কিম্বা অন্নজলের মুখ এক বারও দেখিতে পাইল না; আর তাহাদের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেও কেহ ছিল না। তখন * খ্রীষ্টীয়ান সেই দুর্দ্দশাকে আপন কুপরামর্শের ফল জানিয়া দ্বিগুণ শোক করিতে লাগিল।

সেই * আশাভঙ্গের * শঙ্কা নাম্নী ভার্য্যা ছিল। অতএব সেই দিনে সে যে কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা শয়নকালে তাহাকে কহিল; বিশেষতঃ দুই জন বন্দিকে ভূমি লঙ্ঘন দোষে দোষী করিয়া আপন কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তাহাকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদিগের সহিত আমার কি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? তখন তাহার স্ত্রী জিজ্ঞাসিল, তাহারা কে? কোথাহইতে আসিয়াছে? এবং কোথাই বা যাইতেছে? তাহাতে সে বৃত্তান্ত ভাঙ্গিয়া কহিলে পর ঐ স্ত্রী তাহাকে এই পরামর্শ দিল; কল্য প্রাতঃকালে তুমি উঠিয়া তাহাদিগকে নিষ্ঠুর রূপে প্রহার করিবা। অতএব পরদিন প্রভাত হইলে ঐ বৃহৎকায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক একটা বড় লাঠি লইয়া কারাগারে গমন করিয়া, যাত্রিরা ভাল মন্দ কোন কথা না কহিলেও তাহাদিগকে কুক্কুরের মত গালি দিয়া এমন নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিল, যে তাহারা উঠিয়া কোন কর্ম্ম করা দূরে থাকুক, মাঝিয়াতে আপন ২ পার্শ্ব ফিরাইতেও অসমর্থ হইল। পরে সে তাহাদিগকে বিলাপ ও হাহাকার করিতে রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অতএব তাহারা প্রহারের যন্ত্রণাতে রোদন ও কাতরোক্তি করিয়া সমস্ত দিন কাটাইলে পরে দ্বিতীয় রাত্রিতে ঐ স্ত্রী স্বামির সঙ্গে তাহাদের বিষয়ে কথাবার্ত্তা করিয়া, তাহারা তখনও বাঁচিয়া আছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া স্বামিকে এই মন্ত্রণা দিল, তাহারা যেন আত্মঘাতী হয়, এমন পরামর্শ তাহাদিগকে দেও। তাহাতে প্রভাত হইলে ঐ বৃহৎকায় তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের মত অতি কটু কাটব্য কথা কহিল, এবং তাহারা পূর্ব্বদিবসের প্রহারেতে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া তাহাদিগকে কহিল, তোমাদিগের এই কারাকূপহইতে নির্গত হইবার

সম্ভাবনামাত্র নাই, অতএব অবিলম্বে ছুরিকাঘাতে কিম্বা ফাঁশিদ্বারা অথবা বিষভক্ষণদ্বারা প্রাণ ত্যাগ করা তোমাদের মঙ্গল, কেননা যে প্রাণধারণেতে এত দুঃখ, তাহাতে কি প্রয়োজন? তখন তাহারা কাকুতি বিনতি করিয়া কহিল, হে মহাশয়, আমাদিগকে ছাড়িয়া দিউন। তাহাতে সে মহাক্রোধেতে চক্ষু ঘূর্ণায়মান করিয়া তাহাদের প্রতি এমন আক্রমণ করিল, যে তাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা থাকিল না। কিন্তু বহুকালাবধি সেই বৃহৎকায়ের মৃগীরোগ ছিল; তাহাতে মধ্যে২ রৌদ্রসময়ে সেই রোগের আবেশ প্রযুক্ত ক্ষণেকের নিমিত্তে তাহার হস্ত পাদাদি অবশ হইত। অতএব এই অবসরেও সে ঐ রোগাবিষ্ট হওয়াতে আর কিছু করিতে না পারিয়া ক্ষান্ত হইল, এবং তাহাদের বিষয়ে কি করিবে, ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেল। তাহাতে বন্দি লোকেরা পরস্পর এই পরামর্শ করিতে লাগিল, তাহার ঐ পরামর্শ লওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য কি না?

প্রথমতঃ * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ও হে ভাই, আমরা কি করিব? এই দুরবস্থাতে জীবন ধারণ করা এবং একেবারে ফাঁশিতে গলা দেওয়া, এই দুইয়ের কি শ্রেষ্ঠ, তাহা নিশ্চয় করা ভার। আমার মন প্রাণধারণ অপেক্ষা বরং গলাটিপিতে মৃত্যু ভাল বাসে, এবং এই কারাকুপে থাকা অপেক্ষা বরং কবরপ্রাপ্তি আমার সহ্য হয়। তুমি কি বল? আমরা সেই বৃহৎকায়ের পরামর্শ মানিব কি না?

তাহাতে *আশাবান কহিল, এই বর্ত্তমান ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশাতে চিরকাল বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই আমারও অধিক বাঞ্ছনীয় বটে; কিন্তু ইহাতে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা যে দেশে গমন করিতেছি, সেই দেশের কর্ত্তা কহিয়াছেন, তুমি নরহত্যা করিও না; অতএব অন্যকে হত্যা

করা যদি অকর্ত্তব্য হয়, তবে অন্যের পরামর্শ লইয়া আত্মহত্যা করা আরও অধিক নিষিদ্ধ জানিবা। তদ্ভিন্ন আরও কহি, যে ব্যক্তি পরকে হত্যা করে, সে কেবল শরীরের হত্যা করে, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনাকে নষ্ট করে, সে আপন শরীর ও আত্মা উভয়েরই হত্যা একেবারে করে। আর তুমি যে কহিতেছ, কবরেতে সুখ আছে; ভাল, নরকের কথা কি বিস্মৃত হইয়াছ? আত্মঘাতি লোকেরা সেই স্থানে নিশ্চয় গমন করিবে; যেহেতুক অনন্ত জীবনে নরহত্যাকারির কোন অধিকার নাই। আইস, আমরা পুনর্ব্বার বিবেচনা করি, সকল বিধি ব্যবস্থা ঐ বৃহৎকায় *আশাভঙ্গের বশীভূত নয়, কেননা আমি শুনিয়াছি, আমাদের মত অন্য২ লোক তাহা কর্ত্তৃক ধরা পড়িলেও তাহার হস্তহইতে রক্ষা পাইয়াছে; অতএব কি জানি, যদি জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর তাহার মৃত্যু ঘটান; কিম্বা যদি কোন সময়ে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া চাবি তালা দিতে সে ভুলিয়া যায়, কিম্বা মৃগীরোগে হঠাৎ অবশাঙ্গ হয়; তবে আমি অতি সাহস বাঁধিয়া তাহার হস্তহইতে এড়াইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে এমত চেষ্টা করি নাই, ইহাতে বড় অনর্থ করিয়াছি। সে যাহা হউক, হইয়াছে; কিন্তু এই ক্ষণে আত্মঘাতী না হইয়া কিছু কাল সহিষ্ণুতা করা আমাদের উচিত; কি জানি আহ্লাদে মুক্ত হওনের সময় কখন্ উপস্থিত হইবে। অতএব কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন করা ভাল। এই রূপ কথা কহিয়া *আশাবান আপন ভ্রাতার মন কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে সুস্থির করিল। এই প্রকারে তাহারা সমস্ত দিন ঐ অন্ধকারেতে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া একত্র রহিল।

অনন্তর বন্দিরা আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্যে ঐ বৃহৎকায় সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার

কারাকূপে নামিয়া দেখিল যে তাহারা মরে নাই। তাহারা তখনও জীবিত ছিল বটে, কিন্তু অন্নজলাভাবে এবং প্রহারের যন্ত্রণাতে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কেবল নিশ্বাস মাত্র বহিতেছিল। যাহা হউক, সে যে তখনো তাহাদিগকে জীবিত পাইল, ইহাতেই অতি রাগান্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, তোরা যদি আমার মন্ত্রণা গ্রহণ না করিস্, তবে তোদিগের এমন দুর্দ্দশা ঘটাইব, যে তদপেক্ষা তোদিগের জন্ম না হওয়া ভাল হইত।

এ কথা শুনিয়া তাহারা ভয়েতে থর ২ করিয়া কাঁপিয়া এমনি হইল, যে আমার মনে লয় *খ্রীষ্টীয়ান মূর্চ্ছাপন্ন হইল; পরে কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইলে তাহারা ঐ দুরন্তের মন্ত্রণা গ্রহণ করিবে কি না, তাহা আর বার পরামর্শ করিতে লাগিল; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান সেই পরামর্শ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, কিন্তু *আশাবান দ্বিতীয় বার তাহাকে এই রূপ উত্তর দিল।

*আশাবান কহিল, ও হে ভাই, ইহার পূর্ব্বে তুমি যে প্রকার বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলা, তাহা কি তোমার স্মরণ হয় না? যে আপল্লুয়োনের সহিত তুমি যুদ্ধ করিয়াছিলা, এবং মৃত্যুচ্ছায়া স্থলীতে যে সকল ভূতদিগকে দর্শন ও স্পর্শন করিয়াছিলা, তাহারা কেহ তোমাকে পরাজয় করিতে পারে নাই। এতদ্ভিন্ন তুমি কতো দুঃখ কষ্ট ভয় ইত্যাদিহইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ, তথাপি এখন কি নিতান্ত ভীরু হইয়াছ? দেখ, তোমা অপেক্ষা আমারবল স্বভাবতঃ অল্প, তথাপি তোমার ন্যায় আমিও দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও কারাবদ্ধ এবং ঐ দুরন্ত কর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি; সে আমারও অন্নজল বারণ করিয়াছে; তোমার ন্যায় আমিও আলোরহিত হইয়া রোদন করিতেছি। সে যাহা হউক, আইস আমরা আরো ধৈর্য্যাবলম্বন করি।

* মায়াহট্টে তুমি কেমন পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া শৃঙ্খল ও পিঞ্জর ও নিষ্ঠুর মৃত্যু তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলা, তাহা স্মরণ কর। আইস আমরা * খ্রীষ্টীয়ান লোকের নিন্দাজনক কর্ম্ম এড়াইবার নিমিত্তে সাধ্য পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করি।

অপর পুনর্ব্বার রাত্রি হইলে ঐ বৃহৎকায়ের স্ত্রী স্বামিকে জিজ্ঞাসা করিল, হে নাথ, ঐ বন্দিরা কি করিতেছে? তাহারা কি তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছে? তাহাতে সে উত্তর করিল, তাহারা অতিশক্ত দস্যু, বরং সর্ব্বপ্রকার তাড়না ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে সম্মত আছে, তথাপি আত্মঘাতী হইতে অস্বীকার করে। তাহাতে ঐ স্ত্রী কহিল, শুন, কল্য তাহাদিগকে গড়ের উঠানে লইয়া গিয়া পূর্ব্বে যাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছ, তাহাদের অস্থিমুণ্ডরাশি প্রভৃতি তাহাদিগকে দেখাইয়া এই প্রবোধ জন্মাও, এই দেখ, পূর্ব্বে যে যাত্রিরা আসিয়াছিল, তাহাদের যেমত দশা করিয়াছি, এই সপ্তাহের মধ্যে তোমাদিগকেও তদ্রূপ খণ্ড২ করিব।

পরে প্রভাত হইলে স্ত্রীর পরামর্শানুসারে ঐ দুরন্ত কারাগারে নামিয়া তাহাদিগকে গড়ের উঠানে লইয়া গিয়া সেই সকল অস্থি মুণ্ড দেখাইয়া কহিল, এই সকল যাত্রিরা পূর্ব্বে তোমাদের মত আমার ভূমি লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছিল, অতএব আমার ইচ্ছানুসারে আমি ইহাদিগকে খণ্ড২ করিয়াছি, দশ দিনের মধ্যে তোমাদিগকেও এই রূপ করিব; সম্প্রতি পুনর্ব্বার কারাকূপে নামিয়া যাও। এ কথা কহিয়া তাবৎ পথ তাহাদিগকে প্রহার করিতে২ লইয়া গেল। তাহাতে তাহারা পূর্ব্বমত অতি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া শনিবারের সমস্ত দিন পড়িয়া রহিল। অপর রাত্রি উপস্থিত হইলে ঐ * শঙ্কা নাম্নী স্ত্রী আপন স্বামির নিকটে বন্দিদিগের কথা উত্থাপন করিল; তাহাতে ঐ বৃদ্ধ কহিল, হেদে

দেখ, ঐ দুই জনের বিষয়ে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়, কেননা আমি প্রহারদ্বারা কি পরামর্শদ্বারা, কিছু-তেই তাহাদিগের শেষ করিতে পারিলাম না। এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী কহিল, আমার বোধ হয় তাহাদের এমত কোন ভরসা আছে যে কেহ তাহাদিগকে মুক্ত করিতে আসিবে; কিম্বা তালা ভাঙ্গিয়া পলাইতে পারে, এমন শলাকা তাহাদের কাছে থাকিতে পারে। তাহাতে ঐ বীর কহিল, হে কান্তে, কহ কি! তবে প্রভাত হইলে আমি যাইয়া তাহাদের গাত্রের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিব।

ইতিমধ্যে বন্দি লোকেরা শনিবারের মধ্যরাত্রি সময়ে প্রার্থনা আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিল। প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে *খ্রীষ্টীয়ান সচৈতন্য হইয়া অকস্মাৎ এই কথা কহিয়া উঠিল, হো হো, আমি কেমন অজ্ঞান! ইহাহইতে আমি স্বচ্ছন্দে মুক্ত হইতে পারি, তবে কেন এই দুর্গন্ধি কারাগারে বদ্ধ থাকি? আমার বক্ষঃস্থলে *অঙ্গীকার নামে এক চাবি আছে; আর আমি জানি, তদ্দ্বারা এই *সংশয়দুর্গের তাবৎ তালা খুলিতে পারিব। এ কথা শুনিয়া *আশাবান কহিল, এ বড় মঙ্গল সমাচার, তবে ও হে ভাই, বক্ষঃস্থলহইতে সেই চাবি বাহির করিয়া দ্বার খুলিতে পার কি না তাহা দেখ।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান চাবি বাহির করিয়া কারা-গারের দ্বার খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই চাবির এমনি গুণ ছিল যে তাহা ঘুরাইবামাত্র প্রথম দ্বার স্বচ্ছন্দে আপনা আপনি খুলিয়া গেল। এই রূপে তাহারা কারাকূপহইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গণের দ্বারে গেলে তাহাও সেই চাবিতে খোলা গেল। শেষে লৌহ নির্ম্মিত বহির্দ্বারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দ্বার অতি কঠিন হওয়াতে কষ্টে খুলিয়া গেল। অতএব তাহারা শীঘ্র পলা-

ইবার জন্যে কপাটে হাত দিয়া ঠেলিলে এমত কেড় কেড়িয়া শব্দ হইয়া উঠিল যে ঐ বৃহৎকায় *আশাভঙ্গ জাগৃত হইয়া বন্দিদের পশ্চাৎ২ দৌড়িতে লাগিল; কিন্তু তখন অপস্মার রোগেতে তাহার অঙ্গ অবশ হওয়াতে সে অধিক দূর যাইতে পারিল না। অতএব তাহারা অগ্রসর হইয়া সেই দুরন্তের অধিকার ছাড়াইয়া রাজ-পথে উপস্থিত হইয়া নিষ্কণ্টকে রহিল।

মাঠদ্বারের শিঁড়ি পার হইলে পর, যে সকল যাত্রি-রা পশ্চাৎ আসিতেছে এবং আসিবে, তাহাদের যা-হাতে ঐ দুরাত্মা *আশাভঙ্গের হস্তে পতন না হয়, এমন উপায় চিন্তা করিয়া তাহারা সেই স্থানে একটি স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি এই কথা লিখিল, যথা, "এই শিঁড়ি দিয়া *সংশয়দুর্গে যাওয়া যায়, তাহার অধিকারী *আশাভঙ্গ নামক যে বৃহৎকায়, সে স্বর্গীয় রাজাকে তুচ্ছ করে, এবং তাঁহার অনুগত যাত্রিদিগের বিনাশ করে।" অতএব পশ্চাৎ আগত যাত্রিদের মধ্যে অনেকে ঐ লিপি পাঠ করিয়া সে আপদ এড়াইয়াছে। পরে তাহারা এই রূপ গান করিতে লাগিল।

আপনার পথ বহির্ভূত হওনেতে।
লঙ্ঘিয়া অন্যের অধিকারে যাওনেতে॥
কতো দুঃখ এ বিষয়ে তাহা ভাল রূপে।
বিজ্ঞাত হৈলাম বদ্ধ হয়্যা কারাকূপে॥
আমাদের পিছে আসিতেছে যাত্রী যারা।
এ বিষয়ে সাবধান হউক সবে তারা॥
আমা দুই জন সম সেই সভাকারে।
অসাবধানতা পাছে বিপদ্‌গ্রস্ত করে॥
সংশয়দুর্গেতে যেই ব্যক্তি বাস করে।
আশাভঙ্গ নাম সেই বৃহৎকায় ধরে॥

দেখ, ঐ দুই জনের বিষয়ে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়, কেননা আমি প্রহারদ্বারা কি পরামর্শদ্বারা, কিছু-তেই তাহাদিগের শেষ করিতে পারিলাম না। এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী কহিল, আমার বোধ হয় তাহাদের এমত কোন ভরসা আছে যে কেহ তাহাদিগকে মুক্ত করিতে আসিবে; কিম্বা তালা ভাঙ্গিয়া পলাইতে পারে, এমন শলাকা তাহাদের কাছে থাকিতে পারে। তাহাতে ঐ বীর কহিল, হে কান্তে, কহ কি! তবে প্রভাত হইলে আমি যাইয়া তাহাদের গাত্রের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিব।

ইতিমধ্যে বন্দি লোকেরা শনিবারের মধ্যরাত্রি সময়ে প্রার্থনা আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিল। প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে *খ্রীষ্টীয়ান সচৈতন্য হইয়া অকস্মাৎ এই কথা কহিয়া উঠিল, হো হো, আমি কেমন অজ্ঞান! ইহাহইতে আমি স্বচ্ছন্দে মুক্ত হইতে পারি, তবে কেন এই দুর্গন্ধি কারাগারে বদ্ধ থাকি? আমার বক্ষঃস্থলে *অঙ্গীকার নামে এক চাবি আছে; আর আমি জানি, তদ্দ্বারা এই *সংশয়দুর্গের তাবৎ তালা খুলিতে পারিব। এ কথা শুনিয়া *আশাবান কহিল, এ বড় মঙ্গল সমাচার, তবে ও হে ভাই, বক্ষঃস্থলহইতে সেই চাবি বাহির করিয়া দ্বার খুলিতে পার কি না তাহা দেখ।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান চাবি বাহির করিয়া কারা-গারের দ্বার খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই চাবির এমনি গুণ ছিল যে তাহা ঘুরাইবামাত্র প্রথম দ্বার স্বচ্ছন্দে আপনা আপনি খুলিয়া গেল। এই রূপে তাহারা কারাকূপহইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গণের দ্বারে গেলে তাহাও সেই চাবিতে খোলা গেল। শেষে লৌহ নির্ম্মিত বহির্দ্বারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দ্বার অতি কঠিন হওয়াতে, কষ্টে খুলিয়া গেল। অতএব তাহারা শীঘ্র পলা-

ইবার জন্যে কপাটে হাত দিয়া ঠেলিলে এমত কেড় কেড়িয়া শব্দ হইয়া উঠিল যে ঐ বৃহৎকায় *আশাভঙ্গ জাগৃত হইয়া বন্দিদের পশ্চাৎ২ দৌড়িতে লাগিল; কিন্তু তখন অপস্মার রোগেতে তাহার অঙ্গ অবশ হওয়াতে সে অধিক দূর যাইতে পারিল না। অতএব তাহারা অগ্রসর হইয়া সেই দুরন্তের অধিকার ছাড়াইয়া রাজ-পথে উপস্থিত হইয়া নিষ্কন্টকে রহিল।

মাঠদ্বারের শিঁড়ি পার হইলে পর, যে সকল যাত্রিরা পশ্চাৎ আসিতেছে এবং আসিবে, তাহাদের যা-হাতে ঐ দুরাত্মা *আশাভঙ্গের হস্তে পতন না হয়, এমন উপায় চিন্তা করিয়া তাহারা সেই স্থানে একটি স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি এই কথা লিখিল, যথা, "এই শিঁড়ি দিয়া *সংশয়দুর্গে যাওয়া যায়, তাহার অধিকারী *আশাভঙ্গ নামক যে বৃহৎকায়, সে স্বর্গীয় রাজাকে তুচ্ছ করে, এবং তাঁহার অনুগত যাত্রিদিগের বিনাশ করে।" অতএব পশ্চাৎ আগত যাত্রিদের মধ্যে অনেকে ঐ লিপি পাঠ করিয়া সে আপদ এড়াইয়াছে। পরে তাহারা এই রূপ গান করিতে লাগিল।

আপনার পথ বহির্ভূত হওনেতে।
লঙ্ঘিয়া অন্যের অধিকারে যাওনেতে॥
কতো দুঃখ এ বিষয়ে তাহা ভাল রূপে।
বিজ্ঞাত হৈলাম বদ্ধ হয়্যা কারাকূপে॥
আমাদের পিছে আসিতেছে যাত্রী যারা।
এ বিষয়ে সাবধান হউক সবে তারা॥
আমা দুই জন সম সেই সভাকারে।
অসাবধানতা পাছে বিপদগ্রস্ত করে॥
সংশয়দুর্গেতে যেই ব্যক্তি বাস করে।
আশাভঙ্গ নাম সেই বৃহৎকায় ধরে॥

সীমা লঙ্ঘি যায় যারা তার অধিকারে।
অশেষ যন্ত্রণা পায় তারা কারাগারে॥

---

১৬ অধ্যায়।

অনন্তর *খ্রীষ্টীয়ান ও *আশাবান উভয়ে সে স্থান-হইতে গমন করিতে২ *রমণীয় নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইল; ঐ সকল পর্ব্বত পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত স্বামির অধিকার। পরে তাহারা বন ও উপবন ও দ্রাক্ষাক্ষেত্রাদি দেখিবার জন্যে ঐ *রমণীয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সে স্থানে স্নান ও জলপান এবং তৃপ্তি পূর্ব্বক দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফল ভোজন করিল। ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গেতে যে মেষপালকেরা পাল চরায়, তাহাদিগকে পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া যাত্রিরা তাহাদের নিকটে গিয়া শ্রান্ত যাত্রির ব্যবহারানুসারে যষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এই সমস্ত *রমণীয় পর্ব্বত কাহার? এবং এই সকল মেষপালই বা কাহার?

তাহাতে সেই মেষপালকেরা কহিল, এই পর্ব্বত শ্রেণী *ইম্মানুয়েলের দেশ, তাঁহার রাজধানী এস্থানহইতে দেখা যায়। তাঁহারি এ সকল মেষপাল জানিবা। তিনি এই সমস্ত মেষের নিমিত্তে আপন প্রাণ দিয়াছেন।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইবার কি এই পথ?

তাহাতে মেষপালকেরা কহিল, হাঁ, তোমরা স্বপথে আছ।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, স্বর্গীয় রাজধানী এই স্থান-হইতে কত দূর হইবে?

মেষপালকেরা কহিল, সেই স্থান যাহাদের নিশ্চয়

গন্তব্য, তাহাদের পক্ষে বড় দূর নয়, কিন্তু তদ্ভিন্ন লোকদের পক্ষে বহু দূর।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ঐ পথ নিঃশঙ্ক কি সশঙ্ক?

মেষপালকেরা কহিল, যাহাদের জন্যে তাহার নিঃশঙ্কতা নিরূপিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেই তাহা নিঃশঙ্ক, কিন্তু দুরাচারিগণ তাহার মধ্যে পতিত হইবে।

* অপর খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, কেমন? এ স্থানে কি পথশ্রান্ত দুর্ব্বল যাত্রিদিগের শ্রান্তি দূর করিবার উপায় আছে?

তাহাতে মেষপালকেরা কহিল, এই পর্ব্বতের কর্ত্তা আমাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, তোমরা অতিথিসেবা বিস্মৃত হইও না; অতএব এই স্থানে যে কিছু উত্তম দ্রব্য আছে সে সকলি তোমাদের।

এই রূপ কথোপকথনের দ্বারা মেষপালকেরা যখন মনে২ বুঝিল, হাঁ, ইহারা প্রকৃত যাত্রী বটে, তখন তাহারাও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ? এবং এ পথে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইয়া সাহস পূর্ব্বক এতো দূর আসিয়াছ? কেননা আমরা দেখিতেছি, যাহারা এই স্থানের প্রতি মুখ হইয়া যাত্রা আরম্ভ করে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক এত দূর আসিয়া এই পর্ব্বতে উপস্থিত হয়। তাহাতে তাহারা অন্য২ স্থানে যে রূপ উত্তর করিয়াছিল, সেখানেও সেই মত উত্তর করিল; অতএব মেষপালকেরা তাহাদের উত্তর শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের প্রতি শুভদৃষ্টি পূর্ব্বক কহিল, এই *রমণীয় পর্ব্বতে তোমাদের মঙ্গল হউক।

অপর *জ্ঞানী ও *পরীক্ষিত ও *সচেতন ও *সরল এই চারি জন মেষপালক তাহাদের হাত ধরিয়া আপ-

নাদের কুটীরেতে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া যথা প্রস্তুত দ্রব্যাদিদ্বারা পরিতোষ ভোজন করাইল, এবং কহিল, বিনয় করি, আমাদের সহিত আলাপের নিমিত্তে, এবং এই পর্ব্বতে যে২ উত্তম দ্রব্য আছে তাহাদ্বারা সান্ত্বনা পাইবার নিমিত্তে তোমরা এই স্থানে কিছু দিন থাক। তাহাতে যাত্রিরা কহিল, ভাল, আমরা সম্মত আছি। এই রূপ কথোপকথন করিতে২ শেষবেলা হওয়াতে তাহারা সেই স্থানে শয়ন করিল।

পরে আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম যেন রাত্রি প্রভাত হইলে ঐ মেষপালকেরা * খ্রীষ্টীয়ানকে ও * আশাবানকে জাগাইয়া ঐ পর্ব্বতের চারি দিক্ দেখাইবার নিমিত্তে তাহাদিগকে বেড়াইতে লইয়া গেল। তাহাতে ঐ পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্ব অতি মনোহর সুদৃশ্য প্রযুক্ত যাত্রিরা তাহাদের সহিত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সুখে বেড়াইতে লাগিল। পরে মেষপালকেরা ঐ যাত্রিদিগকে কোন২ আশ্চর্য্য বিষয় দেখাইবার পরামর্শ পরস্পর স্থির করিয়া প্রথমতঃ * ভ্রম নামক একটা পর্ব্বতের শৃঙ্গে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া অধোদৃষ্টি করিতে কহিল। তাহাতে তাহারা নীচের দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, পর্ব্বতের চূড়াহইতে পতিত কতক ব্যক্তিদের চূর্ণীভূত শব পর্ব্বতের তলে পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ইহার ভাব কি? তাহাতে মেষপালকেরা কহিল. শরীরের পুনরুত্থান বিষয়ে * হুমিনায় ও * ফিলীত নামকের মিথ্যা বাক্যেতে যাহারা ভ্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিষয় কি তোমরা শুন নাই? তাহাতে তাহারা কহিল, হাঁ, শুনিয়াছি। তখন মেষপালকেরা কহিল, তবে এই পর্ব্বতের তলে যাহাদের চূর্ণীভূত শব দেখিতেছ ইহারাই সেই লোক জানিবা। কেহ যেন অধিক উচ্চ স্থানে উঠিয়া

এই পর্ব্বতের ধারে না যায়, এই নিমিত্তে তাহারা আজি পর্য্যন্ত কবর না পাইয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

অপর মেষপালকেরা সে স্থানহইতে *সাবধান নামে অন্য এক পর্ব্বতের শিখরে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া দূর দৃষ্টি করিতে কহিল। তাহাতে তাহারা দৃষ্টি করিয়া অনুমান করিল, যেন বহু দূরে একটা কবরস্থানের মধ্যে কতক গুলীন লোক ঘুরিয়া২ বেড়াইতেছে; আর তাহাদিগকে দেখিয়া অনুমান করিল, যে তাহারা সকলেই অন্ধ; কেননা তাহারা ঐ সকল কবরের উপরে বেড়াইতে২ কখন২ উছোট খাইতেছে, তাহা কেবল নয়, সেই স্থানহইতে নির্গমনের পথও পাইতেছে না। তাহা দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ইহার অভিপ্রায় কি?

তাহাতে মেষপালকেরা উত্তর করিল, এই পর্ব্বতের তলে পথের বাম পার্শ্বে মাঠে যাইবার জন্যে যে ক্ষুদ্র শিঁড়ি আছে, তাহা কি তোমরা দেখ নাই? তাহাতে তাহারা কহিল, হাঁ, দেখিয়াছি। তখন মেষপালকেরা কহিল, ঐ শিঁড়িহইতে বৃহৎকায় *আশাভঙ্গের *সংশয় নামক গড়েতে সদ্যঃ যাওয়া যায়, এমন একটি পথ ঐ মাঠ দিয়া আছে। ইহা বলিয়া তাহারা অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া কহিল, কবরমধ্যে ভ্রমণকারি ঐ লোকেরা পূর্ব্বে তোমাদের মত যাত্রিক হওয়াতে যখন ঐ দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইল, তখন সেই স্থানে প্রকৃত পথকে উচ্চনীচ দেখিয়া তাহা ছাড়িয়া ঐ মাঠে গমন করিল, তাহাতে সেই বৃহৎকায় *আশাভঙ্গ তাহাদিগকে ধরিয়া *সংশয় নামক গড়েতে লইয়া গেল; সেই স্থানে কিছু কাল তাহাদিগকে কারাবদ্ধ রাখিয়া অবশেষে তাহাদিগের চক্ষু উৎপাটন করিয়া ঐ কবরস্থানে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল; তদবধি তাহারা সেই স্থানে ঘুরিয়া বে-

ড়ায়। ইহাতে জ্ঞানবানের এই বচন সিদ্ধ হইল, যথা, “যে কেহ জ্ঞানের পথ ছাড়িয়া ভ্রমণ করে, সে প্রেতগণের সভাতে থাকিবে।” এই কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান এবং *আশাবান সজল নয়নে পরস্পর দৃষ্টি করিতে লাগিল; কিন্তু মেষপালকদিগের কাছে কিছুই কহিল না।

পরে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন মেষপালকেরা তথা-হইতে কোন নিম্ন স্থানে যাত্রিদিগকে লইয়া গিয়া পর্ব্বতের পার্শ্বমধ্যে যে একটি দ্বার ছিল, সেই দ্বার খুলিয়া দেখিতে কহিল। তাহাতে তাহারা দৃষ্টিপাত করিলে তাহার মধ্যে অত্যন্ত অন্ধকার প্রযুক্ত কিছুই দেখিতে পাইল না; কেবল গন্ধকের গন্ধসংযুক্ত ধূমের ঘ্রাণ পাইল, এবং ব্যথিত লোকদিগের আর্ত্তনাদ ও অগ্নির শব্দের ন্যায় শব্দ শুনিল। অতএব *খ্রীষ্টীয়ান তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, ইহার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে মেষপালকেরা কহিল, ইহা নরক গমনের একটি উপপথ; এই পথ দিয়া কপটি লোকেরা নরকে গমন করে, বিশেষতঃ যাহারা এষৌর ন্যায় আপন অধিকার বিক্রয় করে, কিম্বা যিহূদার ন্যায় আপন প্রভুকে বিক্রয় করে, কিম্বা সিকন্দরের ন্যায় মঙ্গলসমাচার নিন্দা করে, কিম্বা অননিয় ও তাহার স্ত্রী সফীরার ন্যায় মিথ্যাবাদী হয়, তাহারাই এই পথ দিয়া নরকে গমন করে।

তাহাতে *আশাবান জিজ্ঞাসিল, এই ক্ষণে যেমন আমাদিগকে, তেমনি তাহাদিগকেও কি যাত্রির মত দেখা গিয়াছিল?

মেষপালকেরা কহিল, হাঁ, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তাহাদিগকে যাত্রির মত দেখা গিয়াছিল।

*আশাবান জিজ্ঞাসিল, তাহারা যাত্রাতে কত পথ আসিয়া পরিত্রাণচ্যুত হইয়াছিল?

মেষপালকেরা কহিল, কেহ২ অধিক দূর, কেহ২ বা কেবল এই পর্ব্বত পর্য্যন্ত আসিয়াছিল।

তখন যাত্রিরা পরস্পর কহিল, শক্তিমানের নিকটে শক্তি প্রার্থনা করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

তাহাতে মেষপালকেরা কহিল, হাঁ, কর্ত্তব্য বটে; এবং শক্তিপ্রাপ্ত হইলে তাহা ব্যবহার করাও তোমাদের কর্ত্তব্য।

এই রূপে যাত্রিরা সে স্থানে কিছু দিন থাকিয়া শেষে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতে বাঞ্ছা করাতে মেষপালকেরাও তাহাতে সম্মত হইল; অতএব তাহারা ঐ পর্ব্বতশ্রেণীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত তাহাদিগের আগবাড়ান গেল। তখন মেষপালকেরা পরস্পর কহিল, এই যাত্রিরা যদি আমাদের দুর্ব্বীণ দিয়া দেখিতে পারক হয়, তবে আইস, আমরা এই স্থানহইতে ইহাদিগকে স্বর্গদ্বার দেখাই। তাহাতে যাত্রিরা অতি প্রীতি পূর্ব্বক সম্মত হইলে মেষপালকেরা * নির্ম্মল নামে এক পর্ব্বতশৃঙ্গে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া দেখাইবার নিমিত্তে তাহাদের হাতে দুর্ব্বীণ দিল।

তখন ঐ যাত্রিরা দুর্ব্বীণ দিয়া দর্শন করিতে লাগিল, কিন্তু মেষপালকেরা ঐ ভ্রমণকারি লোকদের বিষয়ে যাহা কহিয়াছিল তাহা মনে পড়াতে ভয়েতে তাহাদের হাত থর২ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; অতএব তাহারা স্থির হইয়া বিলক্ষণ রূপে দেখিতে পারিল না; তথাপি অনুমান করিল, হাঁ, স্বর্গদ্বারের এবং ঐ স্থানের সৌন্দর্য্যের ন্যায় কিছু২ দেখিতেছি। পরে তাহারা প্রস্থান কালে এই শ্লোক গান করিতে২ চলিল,

যে বিষয় অন্য জন হৈতে গুপ্ত রয়।
মেষপালকেরা সেই জানায় বিষয়॥
গভীর নিগূঢ় বাক্যে যার আছে মন।
নিকটে রাখালদের আসুক সে জন॥

অনন্তর যাত্রিরা প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে মেষ-পালকদের মধ্যে এক জন পথবৃত্তান্তের এক পত্র তাহা-দিগকে দিল; আর এক জন কহিল, *স্তাবকহইতে সর্ব্ব-দা সাবধান থাকিও; এবং তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, *মোহ ভূমিতে নিদ্রা যাইও না; তদ্ভিন্ন চতুর্থ ব্যক্তি কহিল, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। এই রূপ দেখিতে২ নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমি জাগৃত হইলাম।

---

১৭ অধ্যায়।

অনন্তর আমি পুনর্ব্বার নিদ্রাগত হইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, যেন ঐ দুই যাত্রি লোক পর্ব্বতাবরোহণ পূর্ব্বক রাজপথ দিয়া ক্রমে২ রাজধানীর প্রতি গমন করিতে লা-গিল। ঐ পর্ব্বতের তলের অনতিদূরে বাম পার্শ্বে *দর্প নামক এক দেশ আছে; সেই দেশহইতে একটি বক্র পথ আসিয়া রাজপথের সহিত মিলে। অতএব তৎকালে সেই দেশহইতে আগত *অজ্ঞান নামে এক যুবার সহিত যা-ত্রিদের সাক্ষাৎ হইলে *খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন্ দেশহইতে আসিয়াছ? এবং কোথায় যাইবা?

তাহাতে ঐ *অজ্ঞান কহিল, হে মহাশয়, এই বাম হাতে কিঞ্চিদ্দূরে *দর্প নামক যে দেশ তাহা আমার জন্মস্থান; আমি স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতেছি।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি কি প্রকারে সেই রাজধানীর দ্বারে প্রবিষ্ট হইবা? কি জানি সেই স্থানে বাধা পাইবা।

তাহাতে *অজ্ঞান কহিল, কেন? অন্যান্য ভদ্র লোক যেমন করিয়া প্রবিষ্ট হয়, আমিও তেমনি করিয়া যাইব।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, সেই দ্বারে তুমি এমন

কি পত্র দেখাইতে পারিবা, যে তাহাতে তোমার প্রতি সেই দ্বার খোলা যাইবে ?

তাহাতে * অজ্ঞান কহিল, আমার প্রভুর অভীষ্ট আমি জ্ঞাত আছি, এবং নানা প্রকার সদাচরণ করিয়াছি; তদ্ভিন্ন যাহার যাহা পাওনা, তাহাকে তাহা দিয়া থাকি; এবং উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া থাকি; বিশেষতঃ আমি দানশীল, সকল সামগ্রীর দশমাংশ বিতরণ করিয়া থাকি; তদ্ভিন্ন যে স্থানে যাইতেছি, তাহার নিমিত্তে আপন দেশও পরিত্যাগ করিয়াছি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, তুমি আপনার বিষয়ে যেমন জ্ঞান কর তাহা কর, কিন্তু এই পথের প্রথমেতে যে ক্ষুদ্র দ্বার আছে তাহা দিয়া প্রবেশ না করিয়া ঐ বক্র উপপথ দিয়া এ স্থানে আসিয়াছ; ইহাতে এই আশঙ্কা হইতেছে, যে বিচারদিন উপস্থিত হইলে ঐ রাজধানীতে তোমার প্রবিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং তুমি চোর এবং দস্যুরূপে গণ্য হইবা।

তাহাতে * অজ্ঞান উত্তর করিল, হে মহাশয়েরা, তোমরা আমার অপরিচিত লোক, তোমাদিগকে আমি চিনি না। তোমাদের দেশীয় ধর্ম্মাচারে চলিতে যেমন তোমরা সন্তুষ্ট হও, আমিও তেমনি আমার দেশীয় ধর্ম্মাচরণে চলিব। বোধ হয়, তাহাতেই মঙ্গল হইবে। তুমি যে ক্ষুদ্র দ্বারের বিষয় কহিতেছ, তাহা আমাদের দেশহইতে বহু দূর, ইহা জগৎশুদ্ধ লোকে জানে; আমার বোধ হয় আমাদের দেশস্থ লোকদের মধ্যে এক জনও সেই দ্বারের পথ জানে না। ইহাতে ক্ষতি কি ? কেননা দেখ, অতি রমণীয় শ্যামবর্ণ ঐ উপপথ আমাদের দেশহইতে এ রাজপথে আসিয়া মিলিয়াছে।

এ রূপ কথাদ্বারা যখন * খ্রীষ্টীয়ান দেখিল, এ ব্যক্তির

আপনার কথাই পাঁচ কাহন, তখন সে ধীরে২ *আশাবানকে কহিল, এই লোক অপেক্ষা বরং মূর্খের বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা আছে। এবং আরো কহিল, অজ্ঞান যে পথে গমন করে, সে পথে অজ্ঞানতা প্রকাশ করে, এবং আমি অজ্ঞান। ইহা সকলের কাছে প্রকাশ করে। অতএব ইহার সহিত আমরা কি অধিক কথোপকথন করিব? না, সে যাহা শুনিয়াছে তাহা যেন হৃদয়ঙ্গম হয়, এই জন্যে কি সম্প্রতি ইহাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া আর এক বার সাক্ষাৎ করিয়া ইহার মঙ্গল করিতে পারি কি না তাহা চেষ্টা করিব? তাহাতে *আশাবান এই শ্লোকত্রয় গান করিতে লাগিল।

যে বিষয় গতি অজ্ঞানের প্রতি একালে হৈল প্রচার।
চিরতর ক্ষণ তাহে আলোচন করিতে উচিত তার॥১॥
উত্তম মন্ত্রণা গ্রহণে বিমনা যদি না থাকে সে জন।
তখন প্রধান লভ্যেতে অজ্ঞান না থাকিবে তার মন॥২॥
সর্ব্বেশ্বর যিনি কহিলেন তিনি নির্ব্বোধ মানব যারা।
পাইলেও প্রাণ আমাহৈতে ত্রাণ পাইবেক নাহি তারা॥৩॥

*আশাবান আরও কহিল, আমার মনে লয়, তাহাকে একেবারে সকল কথা কহা অনুচিত। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে সম্প্রতি তাহাকে ছাড়িয়া অগ্রগামী হই; পরে তাহার বোধ শক্ত্যনুসারে তাহার সহিত কথা কহিব।

এ রূপ পরামর্শ করিয়া তাহারা সেই *অজ্ঞানকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে২ চলিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে তাহারা এক নিবিড় অন্ধকারময় পথে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাত জন ভূত সাত গাছা রজ্জুদ্বারা এক মনুষ্যকে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতপার্শ্বস্থ দ্বারে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান এবং *আশাবান ভয়েতে কম্পান্বিত হইয়া সেই ব্যক্তি কে, তাহা ভাবিতে

লাগিল। বিশেষতঃ *খ্রীষ্টীয়ান ফিরিয়া তাহার মুখা-বলোকন করিল; কিন্তু সে ব্যক্তি শত্রুহস্তে ধরা পড়াতে চোরের মত মস্তক হেঁট করিয়া যাইতেছিল, এ কারণ ভাল রূপে তাহার মুখ দেখিতে পাইল না; তথাচ সে ব্যক্তি যে *ধর্ম্মভ্রংশ নগরনিবাসী *পরাঙ্মুখ নামা লোক, এমন অনুমান করিল। পরে ঐ ভূতেরা কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া গেলে পর *আশাবান তখনও অবলোকন করাতে ঐ বদ্ধ লোকের পৃষ্ঠেতে 'সুখাভিলাষী ঈশ্বরসেবক এবং সর্ব্বনাশের যোগ্য ধর্ম্মত্যাগী,' এই ২ বাক্য লিখিত এক খানি কাগজ দেখিতে পাইল।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান আপন সঙ্গিকে কহিল, এই স্থানের নিকটে কোন ভদ্র লোকের প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল, তা-হার পূর্ব্বে শ্রুত বিবরণ এখন আমার মনে পড়িল, বলি শুন। সে ব্যক্তি *সারল্য নামক নগরে বাস করিত, তা-হার নাম *ক্ষুদ্রবিশ্বাস, কিন্তু সে ভাল মানুষ, এবং আ-মাদের মত এই যাত্রায় যাত্রিক হইয়াছিল। তাহার কথা বিস্তার করিয়া কহি, শুন। এই উপপথের মুখেতে *প্রশস্তপথদ্বার নামে একটি স্থান আছে, তাহাহইতে ক্ষুদ্র একটি পথ আসিয়া রাজপথের সহিত মিলে; তাহার মধ্যে বহু লোকের অপমৃত্যু হয়, এপ্রযুক্ত সে *প্রেতবর্ত্ম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এক দিন সেই *ক্ষুদ্রবিশ্বাস পথ শ্রান্তি প্রযুক্ত সেই স্থানে বসিয়া অকস্মাৎ নিদ্রাগত হইল। এমন সময়ে অতি বলবান দস্যুরা, অর্থাৎ *ক্ষুণ্ণ-মতি ও *সন্দেহ ও *অপরাধ নামে তিন জন সহোদর *প্রশস্তপথদ্বার নামক স্থানহইতে ঐ ক্ষুদ্র পথ দিয়া আসিতে২ পথি মধ্যে ঐ *ক্ষুদ্রবিশ্বাসকে দেখিয়া বেগে-তে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ ভদ্র লোক তৎ-কালে হঠাৎ জাগ্রৎ হইয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ

করিতেছিল; কিন্তু ঐ দস্যুরা সকলে একেবারে অতি কটু কাটব্য পূর্ব্বক কহিল, ওরে দাঁড়া। তাহা শুনিয়া ঐ ভাল মানুষের মুখ শুকাইয়া একেবারে বস্ত্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইল, আর সে এমনি ভীত হইল যে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কিম্বা পলায়ন ইহার কিছুই করিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিল। তখন *ক্ষুন্নমতি কহিল, ওরে, তোর গেঁজিয়া দে। কিন্তু সে আপন টাকা দিতে অসম্মত প্রযুক্ত বিলম্ব করাতে *সন্দেহ তাহার নিকটে আসিয়া তাহার কোমরহইতে টাকা পূর্ণ থলী কাড়িয়া লইল। তখন সে চোর২ বলিয়া মহাজনরব করাতে *অপরাধ নামক তৃতীয় ব্যক্তি একটা বৃহৎ লাঠী হস্তে করিয়া তাহার মস্তকে এমনি আঘাত করিল, যে তাহাতে সে একেবারে ভূমিতে লুটিয়া পড়িল, এবং তাহার মস্তকহইতে রক্তস্রাব হইলে ক্রমেতে সে মৃতকল্প হইল। ঐ চোরেরা আর কিঞ্চিৎ কাল তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু পরে *উত্তমাশ্বাস নামক নগরনিবাসী *মহানুগ্রহ নামে ব্যক্তি ঐ পথে আসিতেছে, ইহা শুনিয়া তাহারা ঐ ভদ্র লোককে এই রূপ দুর্দ্দশায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। অতএব কিঞ্চিৎ পরে ঐ *ক্ষুদ্রবিশ্বাস সচৈতন্য হইয়া অল্পে২ খুঁড়িয়া আপন পথে যাইতে লাগিল।

*ক্ষুদ্রবিশ্বাসের এই বৃত্তান্ত সমাপ্ত হইলে *আশাবান জিজ্ঞাসা করিল, ঐ চোরেরা কি তাহার সর্ব্বস্বই লুটিয়া লইয়াছিল?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, না, কেবল তাহার নগৎ টাকা লইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ থলিয়াতে তাহার যে সকল রত্ন ছিল, তাহা কাড়িয়া লয় নাই। সে যাহা হউক, তাহার টাকা চুরী যাওয়াতে সে বড় দুঃখী হইয়াছিল; কারণ তাহার যে কএকটি মুদ্রা অবশিষ্ট রহিল, সে অতি

অল্প প্রযুক্ত পথের শেষ পর্য্যন্ত কুলাইল না। আর আমি এ প্রকার শুনিয়াছি যে তাহাকে পথে২ ভিক্ষা মাজ্ঞিয়া খাইতে হইয়াছিল, এবং তাহা করিলেও অনেক দিন উপবাস করিয়া যাইতে হইয়াছিল, কারণ তাহার ঐ রত্ন বিক্রয়ে নিষেধ ছিল।

অপর * আশাবান কহিল, রাজধানীতে প্রবেশিবার নিমিত্তে তাহার নিকটে যে প্রমাণপত্র ছিল, তাহা যে চোরেরা কাড়িয়া লয় নাই, ইহা অতি আশ্চর্য্য।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ঐ চোরেরা তাহার সন্ধান পায় নাই। তাহা ঐ ব্যক্তির নৈপুণ্যেতে নয়, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে হইল, কেননা ঐ দস্যুরা অকস্মাৎ আসিয়া তাহার উপরে পড়িলে কোন দ্রব্য গোপন করা দূরে থাকুক, বরং অত্যন্ত ভয়েতে তাহার বুদ্ধিশক্তি একেবারে লোপ হইয়া গেল।

পরে * আশাবান কহিল, চোরেরা সেই লিপিরত্ন হরণ করিয়া লয় নাই, ইহা অবশ্য তাহার প্রতি সান্ত্বনার বিষয় ছিল।

* খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিল, সে যদি উপযুক্ত রূপে তাহা ব্যবহার করিত, তবে তাহা তাহার প্রতি সান্ত্বনার বিষয় হইত বটে; কিন্তু আমার সাক্ষাতে যাহারা গল্প করিল, তাহারা এই কহিল, পথিমধ্যে তাহার টাকা চুরী হওয়াতে সে এমনি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল, যে অবশিষ্ট পথ পর্য্যন্ত ঐ পত্রের বিষয় প্রায় বিস্মৃত ছিল; এবং কোন সময়ে তাহা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলে দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত টাকার চিন্তা পুনরায় উঠিয়া তাহাকে হতবুদ্ধি করিত।

* আশাবান কহিল, হায় ২, এরূপ চুরী অবশ্য তাহার দুঃখের বিষয় ছিল।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, দুঃখের বিষয় কৈ কি? বুঝ দেখি তাহার মত বিদেশে ক্ষত বিক্ষতশরীর ও টাকা চুরী হইলে আমাদের কি দুঃখ হইত না? সে বেচারা মনোদুঃখ প্রযুক্ত যে মরে নাই, ইহা অতি আশ্চর্য্য। আমি শুনিলাম সে অবশিষ্ট তাবৎ পথে কেবল আপন দুর্ঘটনার কথা কহিতে২ গমন করিত; বিশেষতঃ যাহার২ সহিত দেখা হইত, তাহার২ কাছে কোন্ স্থানে কি প্রকারে কাহারা চুরী করিয়াছিল, এবং আপনি কি প্রকার আঘাত পাইয়া কি রূপে প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, এই ২ কথা সকল কহিত।

অপর *আশাবান কহিল, এ রূপ চুরী হইলে পর সম্বলের নিমিত্তে সে যে আপনার কোন২ রত্ন বিক্রয় করিল না, কি বন্ধক রাখিল না, ইহা বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তুমি স্থূলবুদ্ধির মত কহিতেছ। সে কাহার কাছে ঐ রত্ন বন্ধক রাখিবে? কাহার নিকটে বা তাহা বিক্রয় করিবে? যেখানে চুরী হইয়াছিল সে দেশের লোকেরা তাহার রত্ন তুচ্ছ জ্ঞান করিত, এবং তাহাদের সাহায্যে তাহার প্রয়োজন ছিল না। আর রাজধানীদ্বারেতে উপস্থিত হইলে যদি তাহার রত্ন সঙ্গে না থাকে, তবে সেই স্থানে সে অনধিকারী হইবে, ইহা সে বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত ছিল; সেই অধিকারচ্যুতিতে যাদৃশ অমঙ্গল, দশ সহস্র দস্যুর দৌরাত্ম্যেতেও তাদৃশ অমঙ্গল ঘটে না।

তখন *আশাবান কহিল, ওহে ভাই, তোমার বাক্য এমন কটু কেন? দেখ, *এষৌ নামে এক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ মসূর দাইলের নিমিত্তে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য রত্নস্বরূপ আপনার জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিয়াছিল, অতএব ঐ *ক্ষুদ্রবিশ্বাস সেরূপ করিতে পারে না কেন?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, *এষৌ যেমন আপন জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিয়াছিল, তেমন অন্য২ অনেকে করিয়া থাকে, এবং সেই রূপ করাতে ঐ বেটার ন্যায় আপনাদিগকে পরমধনে বঞ্চিত করে। কিন্তু *এষৌ এবং *ক্ষুদ্রবিশ্বাস, এই উভয়ের মধ্যে এবং তাহাদের অধিকারদ্বয়ের মধ্যে কিছু ভেদ করিতে হইবে; কেননা *এষৌর জ্যেষ্ঠাধিকার মূলদ্রব্য নয়, কেবল ছায়ামাত্র ছিল, কিন্তু *ক্ষুদ্রবিশ্বাসের রত্ন তেমন নয়; এবং *এষৌর উদর তাহার ঈশ্বর, কিন্তু *ক্ষুদ্রবিশ্বাসের ভাব তেমন নয়। আরো *এষৌর কেবল শারীরিক অভিলাষেতেই রুচি ছিল, কিন্তু *ক্ষুদ্রবিশ্বাসের রুচি সেমত নয়। তদ্ভিন্ন দেখ, সুখেচ্ছার তৃপ্তি ব্যতিরেকে *এষৌ আর কিছুই লক্ষ্য করিত না, যেহেতুক সে আপনি কহিয়াছিল, দেখ, এখন আমি মৃতকল্প; জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি ফল? কিন্তু *ক্ষুদ্রবিশ্বাস চিরকাল অবধি ক্ষুদ্র বিশ্বাস বিশিষ্ট হইলেও সেই ক্ষুদ্র বিশ্বাসদ্বারা সেরূপ দুষ্কর্ম্মহইতে সুরক্ষিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ *এষৌর ন্যায় আপন অধিকার বিক্রেয় জ্ঞান না করিয়া, নিজ রত্ন যে বহুমূল্য এবং যত্ন পূর্ব্বক রক্ষণীয়, এমত চেতনা পাইয়াছিল। *এষৌর কিছু বিশ্বাস ছিল, ইহা তুমি পাঠ কর নাই। আর ইন্দ্রিয় দমন করিতে যাহার বিশ্বাস নাই, সে অবশ্য ইন্দ্রিয়ের বশীভূত। এমন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বশেতে থাকাতে আপন অধিকার ও প্রাণ ও সর্ব্বস্ব নরকাধ্যক্ষ শয়তানের নিকটে বিক্রয় করে, ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়। ধর্ম্মপুস্তকে লেখে, বন্য গর্দ্দভীর কামচেষ্টা হইলে কেহ তাহাকে ফিরাইতে পারে না। ঐ প্রকার লোকেরাও তদ্রূপ। তাহাদের সুখেচ্ছার চেষ্টা যখন জন্মে, তখন যাহা ঘটে ঘটুক, কেহ তাহাদিগকে ফিরাইতে পারে না। *ক্ষুদ্রবিশ্বাসের মন তেমন

নয়, সে স্বর্গীয় বিষয়ে আসক্ত, এবং স্বর্গীয় বিষয় তাহার উপজীবিকাস্বরূপ; অতএব ক্রেতা বিদ্যমান থাকিলেও সে আপন রত্ন বিক্রয় করিত না, কেননা অসার বস্তুতে তাহার মন তৃপ্ত হইত না। মনুষ্য অতি ক্ষুধিত হইলেও ভোজনার্থে কি এক পয়সার পলাল কিনিবে? কাকের ন্যায় দুর্গান্ধি মাংস ভোজন করিতে তুমি কি ঘুঘুর প্রবৃত্তি জন্মাইতে পার? অতএব শারীরিক অভিলাষ সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্তে বিশ্বাসহীনেরা যদ্যপি আপনাদের সর্ব্বস্ব প্রাণ পর্য্যন্তও বন্ধক দিতে কিম্বা বিক্রয় করিতে পারে, তথাপি যদ্দ্বারা পরিত্রাণ হয়, এমন যৎকিঞ্চিৎ বিশ্বাস যাহার আছে সে কখন তাহা করিবে না। অতএব হে ভাই, এ বিষয়ে তোমার ভ্রম হইয়াছে।

অপর *আশাবান কহিল, তোমার কথা সত্য বটে, কিন্তু তোমার কটুবাক্যেতে আমার কিঞ্চিৎ ক্রোধ হইয়াছিল।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যে ছট্‌ফটিয়া পক্ষী চক্ষু মুদিয়া খোসা মস্তকে করিয়া অগম্য পথে ইতস্ততো দৌড়িয়া বেড়ায়, তাহারি সঙ্গে তোমার উপমা দিয়াছিলাম। যাহা হউক, সে কথা ছাড়িয়া দেও। যে বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছি তাহাই বিবেচনা কর, তাহাতে তোমার এবং আমার মঙ্গল হইবে।

তখন *আশাবান কহিল, ও হে ভাই; আমি মনোমধ্যে নিশ্চয় করিলাম, ঐ তিন জন দস্যু অতি ভীরু; তাহা না হইলে, তাহারা পথের মধ্যে আগত এক জন মনুষ্যের শব্দে কেন দৌড়িয়া পলাইল? সে যাহা হউক, *ক্ষুদ্রবিশ্বাস এমত সাহসহীন হইল কেন? বোধ হয়, তাহাদের সহিত এক বার কুস্তাকুস্তি করিতে তাহার সাধ্য হইত, পরে উপায় না থাকিলে হারি মানিতে পারিত।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তাহারা যে ভীরু, ইহা

অনেকে কহে; কিন্তু পরীক্ষার সময়ে অতি অল্প লোক তাহাদিগকে ভীরু জানিয়াছে। *ক্ষুদ্রবিশ্বাসের মধ্যে সাহসের লেশও ছিল না; আর, ওহে ভাই, তোমার কথায় বোধ হয় যে তোমার যদি সেই দশা ঘটিত, তবে তুমিও এক বার মাত্র তাহাদের সহিত কুস্তাকুস্তি করিয়া হারি মানিতা। দেখ ভাই, এই ক্ষণে তাহারা দূরে থাকিলে যদি কেবল এ পর্য্যন্ত তোমার সাহস কুলায়, তবে তাহার নিকটে যেমন, তোমার নিকটেও তেমনি উপস্থিত হইলে তাহারা তোমারও ভয় জন্মাইতে পারে।

আরও বিবেচনা কর, ঐ চোরেরা পরের দাস, ফলতঃ অতলস্পর্শ খাতাধ্যক্ষের বেতনজীবী; ঐ অধ্যক্ষ প্রয়োজনানুসারে আপনি যাইয়া তাহাদের সাহায্য করে। সিংহের যেমন ঘোরনাদ, তেমন তাহারও ভয়ঙ্কর গর্জ্জন। সেই *ক্ষুদ্রবিশ্বাসের ন্যায় আমিও আক্রান্ত হইয়া তাহাদের যুদ্ধের ভয়ানকতা জানিয়াছি, ফলতঃ ঐ তিন জন দস্যু আমার উপরে আসিয়া পড়িলে, আমি যখন খ্রীষ্টীয়ানের উপযুক্ত প্রতিরোধ করিতে লাগিলাম, তখন তাহারা অকস্মাৎ এক শব্দ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের অধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার প্রাণের কড়ার মূল্যও ছিল না; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি পরীক্ষিত সাঁজোয়াতে সজ্জিত ছিলাম। সেই সজ্জা থাকিলেও বলবানের ন্যায় যুদ্ধ করা আমার অতি কঠিন কর্ম্ম হইয়া উঠিল। সেই রূপ যুদ্ধেতে আক্রান্ত লোকের কি২ কষ্ট ঘটে, তাহা আপনি সেই যুদ্ধেতে প্রবিষ্ট না হইলে কেহ কহিতে পারে না।

অপর *আশাবান কহিল, হাঁ, উত্তম কহিয়াছ, কিন্তু তাহারা যখন ভাবিল, *মহানুগ্রহ নামে ব্যক্তি পথে আছে, তখন দৌড়িয়া পলাইল, ইহার কারণ কি?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সত্য, *মহানুগ্রহ নামক ব্যক্তির দর্শন মাত্রে তাহারা এবং তাহাদের কর্ত্তা অনেক২ বার পলাইয়াছে, ইহা বড় আশ্চর্য্য বিষয় নয়; কেননা সে রাজবীর। কিন্তু রাজবীরেতে এবং *ক্ষুদ্রবিশ্বাসেতে অনেক তফাৎ আছে, তাহা কি তুমি জান না? রাজার সমস্ত প্রজা রাজবীর নয়, এবং যুদ্ধে পরীক্ষিত হইলে তাহার ন্যায় বিজয়ী হয় না। *দায়ূদ যেমন *জালূৎকে অপ্রতিভ করিয়াছিল, তেমনি কি এক বালক করিতে পারে? কিম্বা বলদের পরাক্রম কি চটক পক্ষিতে থাকে? দেখ, কেহ২ বলবান ও কেহ২ দুর্ব্বল, এবং কেহ২ দৃঢ়-বিশ্বাসী ও কেহ২ ক্ষুদ্রবিশ্বাসী; কিন্তু ঐ লোক এক জন দুর্ব্বলের মধ্যে ছিল, এ নিমিত্তে সে চুলায় গিয়াছিল।

*আশাবান কহিল, ঐ তিন জন দস্যুর সহিত সেই সময়ে *ক্ষুদ্রবিশ্বাসের পরিবর্ত্তে *মহানুগ্রহের সাক্ষাৎ হইলে ভাল হইত।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, বোধ হয় তাহারও কষ্ট হইত। ঐ *মহানুগ্রহ অস্ত্রযুদ্ধে অতি নিপুণ প্রযুক্ত যত ক্ষণ তাহাদিগকে খড়্গাগ্রে রাখিতে পারে তত ক্ষণ দমনে রাখিতেও পারে। কিন্তু ঐ *ক্ষুণ্নমতিরা যদি এক বার তা-হার সহিত কোলাকোলি করিতে পায়, তবে তাহাকেও মুখ থুবড়িয়া ফেলিতে পারে। আর পতিত হইলে মনুষ্য কি করিতে পারে?

অপর যদি কেহ সেই *মহানুগ্রহের মুখের প্রতি ভাল দৃষ্টি করিয়া দেখে, তবে আমার এই কথার প্রমাণজনক দাগ ও ক্ষতচিহ্ন অবশ্য তাহার মুখে দেখিতে পাইবে; আর আমি শুনিয়াছি, সে এক বার যুদ্ধ মধ্যে কহি-য়াছিল, আমি প্রাণরক্ষা বিষয়েও আশাহীন হইলাম। ঐ দস্যুরা এমনি দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর যে তাহারা এবং তাহাদের

অধ্যক্ষ *দায়ূদ রাজাকেও এমনি করিয়া হাহাকার পূর্ব্বক কাঁদাইয়াছিল। এবং *হেমন ও *হিষ্কিয় নামক যে ব্যক্তিরা রাজবীর ছিল, ঐ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারাও কষ্টে রক্ষা পাইয়াছিল, ইহা তাহাদের বড় ফাঁড়াহইতে উত্তীর্ণ হওয়া বলিয়া মানিতে হইয়াছিল। উহারা আমার কি করিতে পারে? ইহা কহিয়া *পিতর নামে প্রেরিত এক দিন তাহাদের নিকটে গিয়াছিল। অনেক লোক বলে, সে প্রেরিতদের মধ্যে প্রধান; কিন্তু ঐ দুরন্তেরা তাহার প্রতি এমনি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল, যে অবশেষে সে এক দুর্ব্বলা দাসীকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিল।

আর ঐ দস্যুরা যদি কোন সময়ে কাহার দ্বারা পরাস্ত হয়, তবে তাহারা শীশ দিবামাত্রে তৎক্ষণাৎ তাহাদের রাজা আসিয়া তাহাদের সাহায্য করে, কেননা সে কখন তাহাদের হইতে দূরবর্ত্তী নয়। আর ঐ রাজার বিষয়ে এমন কথিত আছে, "তাহাকে আঘাতকারির খড়্গ ও বড়শা ও বাণ ও সাঁজোয়া ব্যর্থ হয়। সে লৌহকে নাড়ার ন্যায়, ও পিত্তলকে পচা কাষ্ঠের ন্যায় বোধ করে; ধনুর্ব্বাণ তাহাকে তাড়াইতে পারে না; ফিঙ্গার প্রস্তর তাহার কাছে ভূষিস্বরূপ। সে গদাকে ভূষিতুল্য বোধ করে, ও বড়শার চালনে হাস্য করে।" অতএব তাহার নিকটে মনুষ্য কি করিতে পারে? কিন্তু ইহা সত্য, যদি *আয়ূবের অশ্বের ন্যায় কাহার অশ্ব থাকে, এবং সাহস পূর্ব্বক সেই অশ্বেতে আরোহণ করিতে যদি সে নিপুণ হয়, তবে বিপদসময়ে অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে পারে; যেহেতুক ঐ অশ্বের "গলদেশ ঘোরনাদ বিশিষ্ট; সে ফড়িঙ্গের ন্যায় লম্ফ দেয়, এবং তাহার নাসিকার শব্দ অতি ভয়ানক; সে মাঠ আঁচড়ায়, ও আপন বিক্রমে

হৃষ্ট হইয়া সুসজ্জ যোদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। সে নির্ভয়ে পরিহাস করে, শঙ্কা করে না, এবং খড়্গের মুখহইতে ফিরে না। খাপ ও শাণিত বড়শা ও শূল তাহার চতুর্দ্দিগে শব্দ করে। সে গর্ব্বে ও ক্রোধে ভূমি দংশন করে, এবং তূরীবাদ্য শুনিয়া সাহসী হয়। তূরীরব শুনিলে সে হা হা শব্দ করে, এবং বহু দূরে থাকিলেও সংগ্রামের গন্ধ ও সেনাপতিদের নাদ ও হুঙ্কার টের পায়।”

সে যাহা হউক, কিন্তু তুমি আমি পদাতিক; আমরা যেন কখন শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাঞ্ছা না করি, এবং অন্যেরা পরাস্ত হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া আমরা তাহাদের অপেক্ষা ভাল যুদ্ধ করিতে পারি এমন আত্মশ্লাঘা যেন না করি, আর আপন বীরত্ব বিষয়ে যেন দম্ভ না করি; কেননা পরীক্ষাতে সে রূপ লোকের ত্রুটি প্রায় সর্ব্বদা প্রকাশ পায়। প্রমাণের নিমিত্তে পূর্ব্বকথিত পিতরকে দেখ, সে গর্ব্বে স্ফীত হওয়াতে অভিমানি মনে কহিয়াছিল, আমার প্রভুর নিমিত্তে আমি অন্য লোক অপেক্ষা অধিক সাহস ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিব; কিন্তু ঐ পাপাত্মাগণকর্ত্তৃক তাহার ন্যায় কে অপ্রতিভ হইয়াছে?

রাজপথে এমত চৌর্য্য হয়, এ কথা জ্ঞাত হওয়াতে দুই কর্ম্মই আমাদের কর্ত্তব্য। ফলতঃ প্রথমে সুসজ্জ হইয়া গমন করা, বিশেষতঃ ঢাল গ্রহণ করা আমাদের উচিত। কেননা তাহা না করিয়া যে ব্যক্তি * লিবিয়াথনের সহিত যুদ্ধেতে অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করে, সেও তাহাকে জয় করিতে পারে না; এবং আমি সত্য কহিতেছি, ঐ শত্রু যাবৎ আমাদিগকে ঢালহীন দেখে, তাবৎ কোন প্রকারে ভীত হয় না। যে ব্যক্তি এই যুদ্ধে পরম নিপুণ ছিল, সেও ইহা কহিয়াছে, যথা, “সকলের উপরে বিশ্বাসরূপ ঢাল

ধারণ কর, কেননা তদ্দ্বারা পাপাত্মার অগ্নিবাণ সকল নির্ব্বাণ করিতে পারিবা।"

আর দ্বিতীয় কর্ম্ম এই। যিনি আমাদিগের রাজা, তিনি যেন আমাদের সহিত এক রক্ষক প্রেরণ করেন, বরং আমাদের সহিত আপনি গমন করেন, ইহা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করা অতি কর্ত্তব্য। দেখ, এমন সঙ্গী প্রাপ্ত হওয়াতে * দায়ূদ রাজা মৃত্যুচ্ছায়া স্থলী দিয়া গমনের সময়েও আনন্দ করিল; এবং দেখ, ঈশ্বর সঙ্গে না গেলে * মূসা এক পাদও অগ্রসর না হইয়া বরং যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানে মরিতে বাঞ্ছা করিল। অতএব হে ভ্রাতঃ, তিনি যদি আমাদের সহিত গমন করেন, তবে দশ সহস্র শত্রু আইলেও ভয় কি? কিন্তু তাঁহা ব্যতিরেকে অহঙ্কারি সহায়েরাও হত লোকদের মধ্যে পতিত হইবে।

আমি পূর্ব্বে যুদ্ধেতে পড়িয়া সেই সর্ব্বোত্তমের কৃপাতে অদ্যাপি বাঁচিয়া আছি বটে, তথাপি আত্মশ্লাঘা করিতে পারি না; এবং সেই রূপ সংগ্রাম আর বার দেখিতে চাহি না। কিন্তু বোধ হয়, এখনও আমরা সকল আপদহইতে উত্তীর্ণ হই নাই। সে যাহা হউক, যিনি সিংহের ও ভল্লুকের হস্তহইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই পরমেশ্বর ইহার পরেও দুরন্ত শত্রুর হস্তহইতেও আমাকে উদ্ধার করিবেন। এ কথা কহিয়া * খ্রীষ্টীয়ান এই দুই শ্লোক গান করিতে২ চলিল।

ক্ষুদ্রবিশ্বাস বেচারি চোরের খাপনে পড়ি
হারাইলা তুমি নিজ ধন।
ইহাই স্মরণ করি হও হে বিশ্বাসকারী
তাহে কর বিশ্বাসবর্দ্ধন॥
অটলবিশ্বাস যেই অনায়াসে করে সেই
লক্ষ লক্ষ শত্রুর দমন।

দুর্ব্বল বিশ্বাস যার তিন জন বৈরী তার
তাকে পারে করিতে বারণ ॥

এই রূপে তাহারা অগ্রে অগ্রে গমন করিলে " অজ্ঞানও তাহাদের পশ্চাৎ২ চলিল। কিন্তু কতক দূর গমন করিলে পর তাহারা দেখিল যে ঐ রাজপথ দুই মুখে যাইতেছে; তাহার এক মুখ নূতন বোধ হইল। অতএব কোন্ মুখে যাইতে হইবে, তাহা অজ্ঞাত প্রযুক্ত তাহারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। এমন সময়ে কৃষ্ণবর্ণ শরীর শুক্ল সূক্ষ্মবস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি তাহাদের নিকটে ক্রমে২ উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এ স্থানে দাঁড়াইয়াছ কেন? তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা স্বর্গীয় রাজধানীতে যাইতেছি, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া যাইব তাহা জানি না। তাহাতে সে কহিল, আমিও সেখানে যাইতেছি, আমার পশ্চাদ্গামী হও। এই কথা শুনিয়া তাহারা তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিল। সে ব্যক্তি ঐ নূতন পথ ধরিয়া তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ দূরে লইয়া গেলে পর পথ বক্র হইয়া রাজধানীর বিপরীত দিগে যাইতে লাগিল। তাহারা তখনও সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ২ চলিলে অবশেষে তাহার ধূর্ত্ততাতে অকস্মাৎ জালের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এমন জড়ীভূত হইল, যে কি করিবে তাহা বুঝিতে পারিল না। সেই সময়ে ঐ কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যের পৃষ্ঠহইতে শুক্ল সূক্ষ্ম বস্ত্র পতিত হওয়াতে তাহারা কোথায় আছে, তাহা জানিতে পারিল। অতএব ঐ মহাসঙ্কটে পড়িয়া আপনাদিগকে মুক্ত করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা কতক কাল পর্য্যন্ত হাহাকার শব্দেতে সেই স্থানে বদ্ধ রহিল।

এই রূপে জালেতে বদ্ধ হইয়া " খ্রীষ্টীয়ান " আশাবান্কে কহিল, ভাই, আমি দেখিতেছি, আমরা বড় ভ্রমে

পড়িয়াছি, কেননা মেষপালকেরা আমাদিগকে কহিয়াছিল, "স্তাবকদের বিষয়ে সাবধান হইবা। অতএব অদ্য আমাদের প্রতি জ্ঞানির এই বচন সফল হইয়াছে, "যে জন আপন প্রতিবাসিকে স্তুতিবাদ করে, সে তাহার পাদ বন্ধন করিবার জন্যে জাল পাতে।"

তাহাতে *আশাবান কহিল, হাঁ, নিশ্চয়রূপে পথের উদ্দেশ পাইবার নিমিত্তে তাহারা আমাদিগকে এক খানি পত্রও দিয়াছিল। আমাদের কেমন ভ্রান্তি যে তাহা পাঠ করিতে ভুলিয়াছি, এবং বিনাশকের পথহইতেও রক্ষা পাইতে অবহেলা করিয়াছি। এ বিষয়ে আমাদের হইতে *দায়ূদ বড় জ্ঞানবান ছিল, কারণ সে এ কথা কহিয়াছিল, "আমি মনুষ্যের কার্য্য বিষয়ে তোমার মুখের কথাদ্বারা বিনাশকের পথহইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছি।"

এই রূপ কথোপকথন ও বিলাপ করিয়া অনুপায় ভাবিয়া তাহারা জালেতে পড়িয়া রহিল। অবশেষে এক জন তেজঃপুঞ্জ এক গাছা কশা হস্তে করিয়া আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ? এবং এ স্থানে বা কি করিতেছ? তাহাতে তাহারা কহিল, আমরা অতি দীনহীন যাত্রী, *সায়োন পর্ব্বতে যাইতেছিলাম; ইতিমধ্যে শুক্ল বস্ত্র পরিহিত কালকায় এক ব্যক্তি কোথাহইতে আসিয়া কহিল, আমিও সে স্থানে যাইতেছি, অতএব তোমরা আমার পশ্চাদ্গামী হও। এ কথা কহিয়া সে আমাদিগকে পথবহির্ভূত করিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে। তখন ঐ তেজস্বী ব্যক্তি কহিল, সে দীপ্তিময় দূতের বেশধারী *স্তাবক নামা ভাক্ত প্রেরিত। এ কথা কহিয়া সে ঐ জাল ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া কহিল, আমার পশ্চাৎ২ আইস, তোমাদিগকে পুনর্ব্বার প্রকৃত পথে লইয়া যাইব।

এ কথা কহিয়া * স্তাবকের পরামর্শে যে পথ তাহারা ত্যাগ করিয়াছিল, পুনরায় সেই পথে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসিল, গত রাত্রিতে তোমরা কোথায় শয়ন করিয়াছিলা? তাহাতে তাহারা কহিল, *রমণীয় পর্ব্বতস্থ মেষপালকদের কুটীরে। তখন সে জিজ্ঞাসিল, ভাল, তাহারা কি তোমাদিগকে পথজ্ঞাপক পত্র দেয় নাই? তাহাতে তাহারা কহিল, হাঁ, দিয়াছিল। তখন সে জিজ্ঞাসিল, তোমরা যখন সন্দিগ্ধ হইয়াছিলা, তখন কি তাহা পাঠ করিয়াছিলা? তাহাতে তাহারা কহিল, না, আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তখন সে জিজ্ঞাসিল, ভাল, সেই মেষপালকেরা তোমাদিগকে কি * স্তাবকের বিষয়ে সাবধান থাকিতে চেতনা দেয় নাই? তাহাতে তাহারা কহিল, হাঁ, দিয়াছিল, কিন্তু এই সুবক্তা সেই ব্যক্তি হইবে, এমন আমাদিগের মনে হয় নাই।

অপর স্বপ্নে দেখিলাম যেন সে তাহাদিগকে শয়ন করাইয়া, ঐ সৎপথে গমন করা কর্ত্তব্য, ইহা বুঝাইবার নিমিত্তে তাহাদিগকে অতিশয় প্রহার পূর্ব্বক কহিল, "আমি যত লোককে প্রেম করি, সকলকে অনুযোগ ও শাস্তি করি, অতএব উদ্যোগী হইয়া মন ফিরাও।" পরে সে তাহাদিগকে কহিল, মেষপালকেরা তোমাদিগকে আর২ যে শিক্ষা দিয়াছে, তাহা মনে করিয়া অতি সাবধানে যাত্রা কর। তখন তাহারা তাহার স্নেহ প্রযুক্ত তাহাকে স্তুতি করিয়া এই শ্লোক গান করিতে২ ধীরে২ প্রকৃত পথে গমন করিল।

সত্য পথ ছাড়াইয়ু এখানে যে মোরা।
আমাদের দশা দেখ চাহিয়া পান্থেরা॥
সল্লোকের সুমন্ত্রণা হইলে বিস্মরণ।
স্তাবক আপন জালে করিল বন্ধন॥

তাহাহৈতে মুক্ত বটে হৈয়াছি এখন।
আমাদের শাস্তি দেখি হও সচেতন ॥

---

১৮ অধ্যায়।

অপর এই রূপে তাহারা কিছু দূর গমন করিলে পর দেখিল, সম্মুখে অতি দূরে এক ব্যক্তি তাহাদের সহিত মিলনের নিমিত্তে রাজপথ দিয়া একাকী আসিতেছে। তাহা দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ান আপন সঙ্গিকে কহিল, ঐ দেখ, এক জন মনুষ্য *সীয়োন পর্ব্বতের দিগে পৃষ্ঠ করিয়া আমাদের সহিত মিলনের নিমিত্তে আসিতেছে।

তাহাতে *আশাবান কহিল, হাঁ, দেখিতেছি; আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, কি জানি পাছে ঐ ব্যক্তিও স্তাবক হয়। এই রূপ কথোপকথন করিতে২ *নাস্তিক নামে ঐ ব্যক্তি তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে? এবং কোথায় যাইতেছ?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আমরা *সীয়োন পর্ব্বতে যাইতেছি।

ইহা শুনিয়া ঐ *নাস্তিক অত্যন্ত হাসিতে লাগিল।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তুমি হাসিয়া উঠিলা কেন?

তাহাতে *নাস্তিক কহিল, এই পথে আপন২ কষ্ট ব্যতিরেকে অন্য কিছু লাভের আশা না থাকিলেও তোমরা যে এই দুর্গম যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমাদের এই মূর্খতা দেখিয়া হাসিতেছি।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ওহে, আমরা অগ্রাহ্য হইব, ইহা কি তুমি মনে করিতেছ?

তাহাতে *নাস্তিক কহিল, কোথায় গ্রাহ্য হইবা? সেই স্থান কেবল স্বপ্নের দেখামাত্র, নরলোকে এমত স্থান নাই।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, পরলোকে আছে।

তাহাতে *নাস্তিক কহিল, তোমরা ঐ স্থানের বিষয়ে যাহা কহিতেছ, আমিও স্বদেশে বাস করণ সময়ে তাহা শুনিয়াছিলাম, এবং তদনুসারে সেই স্থানের অন্বেষণার্থে যাত্রা করিয়াছিলাম; কিন্তু অদ্য বিংশতি বৎসরাবধি সেই রাজধানীর চেষ্টায় থাকিলেও যাত্রার প্রথম দিবসের মত অদ্যাপি তাহার বিন্দুমাত্র দেখিতে পাই না।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সেরূপ স্থান যে পাওয়া যায়, এমন আমরা শুনিয়াছি, এবং তাহাতে বিশ্বাসও করিয়া থাকি।

তাহাতে *নাস্তিক কহিল, আমি যখন নিজ বাটীতে ছিলাম, তখন আমারও বিশ্বাস ছিল, নতুবা অন্বেষণার্থে এ পর্য্যন্ত আসিবার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু তাহা না পাওয়াতে এই ক্ষণে ফিরিয়া যাইতেছি। সেই স্থান যদি পাওয়া যাইত, তবে অবশ্য তাহা পাইতাম; যেহেতুক তোমাদিগহইতে আমি অধিক পথ গমন পূর্ব্বক তাহার অন্বেষণ করিয়াছি। যাহা হউক, এখন আমার বাসনা এই, আমি যে বিষয় ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম, তাহা যেন পাইয়া মনের সন্তোষ জন্মাই।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান আপন সঙ্গির মুখের দিগে দৃষ্টি করিয়া কহিল, কেমন, হে ভাই, এই ব্যক্তি যাহা কহে, ইহা কি সত্য?

তাহাতে *আশাবান কহিল, সাবধান হও; এ ব্যক্তিও স্তাবকদের মধ্যে এক জন। এ রূপ মন্দ লোকের কথায় মনোযোগ করাতে আমাদের কেমন দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা স্মরণ কর। সীয়োন পর্ব্বত কি নাই? আমরা কি *রমণীয় পর্ব্বতহইতে সেই নগরের দ্বার দেখি নাই? এখন আর না দেখাতে কি বিশ্বাসপথে চলিব না? *আশাবান

আরও কহিল, শীঘ্র চলিয়া আইস, পাছে সেই কশাধারী আর বার আমাদের নিকটে উপস্থিত হয়। আমি তোমার কর্ণে একটি শাস্ত্রীয় বাক্য শুনাইব, তাহা বরং আমাকে শিক্ষা দেওয়া তোমারি উচিত ছিল। ফলতঃ "হে আমার পুত্র, যে উপদেশ জ্ঞানের কথাহইতে তোমাকে ভ্রমণ করায়, তাহার শ্রবণহইতে নিবৃত্ত হও।" হে ভাই, তাহার শ্রবণহইতে নিবৃত্ত হইয়া আইস, আমরা আত্মার পরিত্রাণার্থে বিশ্বাস করি।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ওহে ভাই, আমাদের বিশ্বাস মিথ্যা, এই সন্দেহে তোমাকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তোমার পরীক্ষার নিমিত্তে, এবং তোমার মনের সত্যতার ফল দেখিবার জন্যে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, এই মনুষ্য এই সংসারের দেবকর্তৃক অন্ধীভূত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়; অতএব আইস, আমরা দুই জনে অগ্রসর হই, কেননা আমরা জানি, আমরা সত্য মত অবলম্বন করিয়াছি, এবং কোন মিথ্যা কথা সেই সত্য মত সম্বন্ধীয় নহে।

তাহাতে *আশাবান কহিল, আমি এই ক্ষণে ঈশ্বরদেয় মহৈশ্বর্য্যের আশাতে আনন্দিত আছি।

অনন্তর তাহারা সেই *নাস্তিকহইতে বিমুখ হইয়া গেল, এবং সেও হাসিতে২ চলিয়া গেল।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা এই রূপে গমন করিতে২ যে দেশে উপস্থিত হইল, তাহার বায়ুর স্বভাবতঃ এমনি গুণ, যে বিদেশি লোককে নিদ্রালু করে। অতএব সেই স্থানে *আশাবান অতিশয় অলস হইয়া তন্দ্রাযুক্ত হওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, আমার এমন নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে যে প্রায় চক্ষু মেলিতে পারি না। আইস, আমরা এই স্থানে শয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ নিদ্রা যাই।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, না, এই স্থানে নিদ্রা গেলে পাছে পুনর্ব্বার জাগ্রৎ না হই।

তাহাতে *আশাবান কহিল, হে ভাই, এমন কথা কেন বল? শ্রান্ত লোকের প্রতি নিদ্রা তো অতি সুখদ; নিদ্রা গেলে আমাদের শ্রান্তি দূর হইবে।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মেষপালকদের মধ্যে এক জন আমাদিগকে *মোহভূমি বিষয়ে সাবধান হইতে কহিয়াছিল, তাহা কি তোমার মনে পড়ে না? ঐ কথা-দ্বারা জানিবা, নিদ্রা যাওন বিষয়েও আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। অতএব আইস, আমরা অন্য সকলের ন্যায় নিদ্রিত না হই, বরং জাগ্রৎ হইয়া প্রবুদ্ধ থাকি।

তখন *আশাবান সচেতন হইয়া কহিল, আমি দোষ করিলাম। ভাল, এই স্থানে আমি যদি একা হইতাম, তবে নিদ্রাগত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইতে পারিতাম। এক জন অপেক্ষা দুই জন ভাল, জ্ঞানবানের এই বচন যে সত্য, তাহা আমি দেখিতেছি। অদ্যাবধি তোমার সঙ্গিত্ব আমার মঙ্গলজনক হইয়াছে; তোমার এই শ্রমের উত্তম ফল তুমি পাইবা।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এই স্থানে নিদ্রা নিবারণের নিমিত্তে আইস আমরা পারমার্থিক কথোপকথন আরম্ভ করি।

*আশাবান কহিল, আমি তাহাতে বড় সন্তুষ্ট হই।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তবে প্রথমতঃ কি প্রস্তাব করিব?

*আশাবান উত্তর করিল, ঈশ্বর আমাদের প্রতি প্রথমতঃ যাহা করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ তাহাই উত্থাপন করা ভাল; কিন্তু তুমি আরম্ভ কর।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, অগ্রে আমি একটা গীত গাই।

যদ্যপি পুণ্যাত্মগণ আলস্যেতে মগ্ন হন
তাহারা আসিয়া এই স্থানে।
যেই কথোপকথন করে দুই যাত্রি জন
শ্রবণ করুক এক মনে॥
নিদ্রাভরে আকর্ষিত রাখিবারে উন্মীলিত
নয়ন যুগল আপনারি।
তাহারা যে কোন মতে এই যাত্রিজনহৈতে
অভ্যাস করুক ত্বরা করি॥
পরস্পর সম্ভাষণ ধার্ম্মিকদের যখন
হয় বিবেচনা পুরঃসর।
তখন তাহার দ্বারা জাগ্রত থাকয়ে তারা
বিফল ছলনা বিপক্ষের॥

গান সাঙ্গ হইলে *খ্রীষ্টীয়ান ঐ কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া *আশাবানকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিল, তোমার মনের যে ভাব এখন আছে, প্রথমে তাহা কিসেতে উৎপন্ন হইয়াছিল?

*আশাবান জিজ্ঞাসিল, কোন্ ভাবের উৎপত্তি জানিতে চাহ? আমার পারমার্থিক মঙ্গলের চেষ্টা কি প্রকারে জন্মিয়াছিল, তাহা জানিতে কি তোমার বাঞ্ছা?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তাহাই বটে।

তখন *আশাবান কহিল, ভাল, তাহা বলি শুন। আমাদের মেলাতে যাহা২ দেখা যায় এবং যে২ দ্রব্য বিক্রয় হয়, সেই সকলের উপভোগে আমি পূর্ব্বে অনেক বৎসর ব্যাপিয়া কাল কাটাইতাম। কিন্তু এখন অনুমান হয়, যদি অদ্যাপি সেই সকল বিষয়ে মগ্ন থাকিতাম, তবে তাহা অবশ্য আমাকে সর্ব্বনাশে ও নরককূপে ডুবাইয়া ফেলিত।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, সে সকল বিষয় কি২?

*আশাবান কহিল, ঐহিক ধন ও ঐশ্বর্য্য সকল সেই

বিষয় জানিবা। তদ্ব্যতিরেকে মদ্যপান ও রঙ্গরস ও পরস্ত্রী গমন ও মিথ্যাবাক্য কহন, এবং নিরর্থক ঈশ্বরের নাম লইয়া দিব্য করণ, এবং বিশ্রামবার অমান্য করণ ইত্যাদি সর্ব্বনাশক যত ক্রিয়া আছে, সেই সকলেতে আমি রত ছিলাম। পরে *বিশ্বাসী নামক যে প্রিয় ব্যক্তি নিজ বিশ্বাস ও সদাচরণ প্রযুক্ত *মায়াহট্টে প্রাণে দণ্ডিত হইল, তাহারি প্রমুখাৎ এবং তোমার প্রমুখাৎ পারমার্থিক বিষয় শ্রবণ করিয়া যখন তাহা আলোচনা করিতে লাগিলাম, তখন আমি বুঝিলাম, সে সকলের পরিণাম মৃত্যু, এবং ঐ প্রকার ক্রিয়া প্রযুক্ত অনাজ্ঞাবহ লোকদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তে।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, এই প্রকার চেতনা জন্মিবামাত্র তুমি কি তখনি তাহাতে সম্মত হইয়াছিলা?

তাহাতে *আশাবান কহিল, না, পাপ নিতান্ত মন্দ, এবং তাহা করিলে নরকে যাইতে হয়, ইহা জানিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, এই কারণ ঈশ্বরীয় বাক্যদ্বারা আমার মন যখন উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল, তখন আমি বাক্যরূপ আলোহইতে চক্ষু মুদিতে চেষ্টা করিলাম।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা যখন প্রথমে তোমাকে চেতনা দিলেন, তখন তুমি তাঁহার প্রতি এমত বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলা, ইহার কারণ কি?

তাহাতে *আশাবান কহিল, তাহার অনেক কারণ ছিল। প্রথমতঃ, ঈশ্বরহইতে সেই চেতনা জন্মিল, ইহা আমি জ্ঞাত ছিলাম না। পাপ বিষয়ে সচেতন হওয়া যে মনঃপরিবর্ত্তনের আরম্ভক, তাহা আমি কিছুই জানিলাম না। দ্বিতীয়তঃ, সে সময়ে আমার শারীরিক ভাবে পাপ অতি মিষ্ট লাগিত, এই জন্যে আমি তাহা ত্যাগ করিতে

অনিচ্ছুক ছিলাম। তৃতীয়তঃ, চিরকালের পরিচিত লোক-দিগকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; কেননা তাহাদের সহিত আলাপ ও ব্যবহার আমি বড় ভাল বাসিতাম। চতুর্থতঃ, যে২ সময়ে পাপ বিষয়ক চেতনা আমার মনে উৎপন্ন হইত, সেই২ সময় আমার প্রতি এমনি ভয়জনক ও বাধাদায়ক ছিল, যে মনোমধ্যে তাহার স্মরণমাত্র করা আমার অতি অসহ্য হইত।

পরে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তবে বোধ হয় কোন২ সময়ে তোমার দুঃখ ঘুচিত।

তাহাতে *আশাবান কহিল, হাঁ, ঘুচিত বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে উপস্থিত হইত; তাহাতে আমি পূর্ব্বাপেক্ষাও বরং দ্বিগুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতাম।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, কেন? তোমার পাপ কিসে আর বার মনে পড়িত?

*আশাবান কহিল, সে অনেক বিষয়। প্রথমতঃ, পথ গমন সময়ে কোন ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে; দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মপুস্তকের পাঠ শ্রবণ করিলে; তৃতীয়তঃ, যৎকিঞ্চিৎ উদরপীড়া জন্মিলে; চতুর্থতঃ, আমার কোন প্রতিবাসির ভারি পীড়ার সংবাদ পাইলে; পঞ্চমতঃ, কোন মৃত লোকের নিমিত্তে শোককারিদের ক্রন্দন শুনিলে; ষষ্ঠতঃ, কোন্ দিন আমাকেও মরিতে হইবে, এই চিন্তা উৎপন্ন হইলে; সপ্তমতঃ, অকস্মাৎ কেহ মরিয়াছে ইহা শুনিলে; অষ্টমতঃ, আমাকে অতি শীঘ্র বিচারে উপস্থিত হইতে হইবে, আপনার বিষয়ে এমত চিন্তা জন্মিলে আমার পাপ মনে পড়িত।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, এই প্রকারে তোমার মন পাপভারে ভারাক্রান্ত হইলে তুমি কি সেই ভার সহজ রূপে মনহইতে দূর করিতে পারিতা?

আশাবান কহিল, না, বরং তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিলে মন আরও ভারী হইত। এবং পাপের প্রতি আর বার ফিরিয়া যাইব, এমন সঙ্কল্পমাত্র উৎপন্ন হইলে আমার দ্বিগুণ যন্ত্রণা হইত।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, তবে কি করিয়াছিলা?

* আশাবান কহিল, আমি মনে ইহা স্থির করিলাম, যে যাহাতে আমার আচার ব্যবহার ভাল হয়, এমত চেষ্টা করিতে হইবে, নতুবা শেষে নরকে যাইব।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তবে তুমি কি আপন আচার ব্যবহার ভাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলা?

* আশাবান কহিল, হাঁ, তাহাতে যে কেবল পূর্ব্ব পাপ ত্যাগ করিয়াছিলাম এমন নয়, বরং মন্দ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে মনোনিবেশ, বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা ও পাপের নিমিত্তে বিলাপ এবং প্রতিবাসির সহিত সত্যালাপ, ইত্যাদি অনেক২ বিষয়ে মনোযোগও করিতে লাগিলাম।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, এই সকল করিয়া তুমি যে মঙ্গলপ্রাপ্ত, এমন কি তোমার বোধ হইয়াছিল?

তাহাতে * আশাবান কহিল, হাঁ, কিছু দিন পর্য্যন্ত এমন বোধ হইয়াছিল; কিন্তু শেষে আমার এই সকল ধর্ম্মক্রিয়ারূপ সেতু ভাঙ্গিয়া ভয়রূপ তরঙ্গ পুনর্ব্বার মনোমধ্যে উপস্থিত হইল।

খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ইহা কেমন করিয়া হইল? তুমি তো সে সময়ে ধর্ম্মাচারী হইয়াছিলা।

তাহাতে * আশাবান কহিল, সেই ভয় যে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল তাহার অনেক২ কারণ ছিল, বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তকের নানা বচন আমার ত্রাস জন্মাইত, যথা, "আমাদের তাবৎ ধর্ম্মকর্ম্ম অশুচি বস্ত্রের ন্যায়," এবং

"ব্যবস্থা পালনদ্বারা কোন প্রাণী পুণ্যবান গণিত হইতে পারে না," এবং "আজ্ঞাপিত তাবৎ কর্ম্ম করিলে পর তোমরাও এই কথা বল, আমরা নির্গুণ দাস।" এই সকল কথা মনে হওয়াতে আমি মনের মধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমার তাবৎ ধর্ম্মকর্ম্ম যদি মলিন বস্ত্রের ন্যায় হইল, এবং ব্যবস্থাপালনদ্বারা যদি কোন প্রাণী ঈশ্বরের কাছে পুণ্যবান গণিত হইতে পারে না, এবং আমরা সমস্ত কর্ম্ম করিয়া চুকিলে পরেও যদি নির্গুণ দাসের মত গণিত হই, তবে ব্যবস্থাপালনদ্বারা স্বর্গ পাইবার যে প্রত্যাশা সে উন্মত্ততা মাত্র। তদ্ভিন্ন ইহাও বিবেচনা করিলাম, যে ব্যক্তি দোকানদারের এক শত টাকা ধারে, সে যদ্যপি তাহার সহিত নগৎ ব্যবহার করে, তথাপি দোকানির খাতাতে যাবৎ ঐ এক শত টাকার উসুল না দেয়, তদবধি তাহা আদায় করিবার নিমিত্তে দোকানী তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, এ সকল বিষয় তুমি আপনাতে কেমন করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলা?

*আশাবান কহিল, আমি মনের মধ্যে এই বিবেচনা করিতে লাগিলাম, আমি আপন পাপদ্বারা ঈশ্বরের কাছে বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, সম্প্রতি তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেই সেই পুরাতন ঋণের শোধ হইবে, তাহা নয়। অতএব এই বর্ত্তমান সদ্ব্যবহার ব্যতিরেকে পূর্ব্বকৃত দোষের দণ্ডহইতে রক্ষা পাইবার উপায়েও আমার প্রয়োজন আছে; এমন উপায় কোথায় পাইব?

তখন খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ; ঐ কথার তাৎপর্য্য তুমি উত্তমরূপে বুঝিয়া আপনাতে প্রয়োগ করিয়াছিলা। পরে কি হইল? তাহাও কহ, শুনি।

তাহাতে *আশাবান কহিল, আমার মনোদুঃখের জন্য

কারণ এই, যদবধি সদাচরণ করিতে যত্নবান হইয়াছি, তদবধি আমার সর্ব্বোত্তম কর্ম্মেতেও পদে২ দোষ ও পাপ আছে, ইহা দেখিতে লাগিলাম। অতএব পূর্ব্ববৎ আত্মাভিমানী হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মেতে আর শ্লাঘা করিতে পারিলাম না, কেননা পূর্ব্বে আমার আচার ব্যবহার নির্দ্দোষ হইলেও সম্প্রতি আমার এক ধর্ম্মকর্ম্মে যে পাপ থাকে, তাহাতেই নরকের যোগ্যপাত্র হই, ইহা স্পষ্ট দেখিতে লাগিলাম।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তাহাতে তুমি কি করিলা?

* আশাবান কহিল, তখন * বিশ্বাসির সহিত পরিচয় থাকাতে আমি তাহার কাছে মনের সকল কথা ভাঙ্গিয়া কহিলাম। তাহাতে সে আমাকে কহিল, কোন নিষ্পাপ ব্যক্তির পুণ্য যে পর্য্যন্ত তোমার না হয়, তাবৎ তোমার নিজ পুণ্যদ্বারা, কিম্বা জগতের সমস্ত লোকের পুণ্যদ্বারা তোমার পরিত্রাণ কখনো হইতে পারিবে না।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, এই কথা কি তোমার সত্য বোধ হইয়াছিল?

* আশাবান কহিল, যে সময়ে আমি নিজ ধর্ম্মক্রিয়াতে সন্তুষ্ট ছিলাম, সেই সময়ে * বিশ্বাসী যদি আমাকে এরূপ কথা বলিত, তবে তাহাকে অজ্ঞান বলিয়া তুচ্ছ করিতাম; কিন্তু যদবধি আমার দুর্ব্বলতা এবং আমার উত্তম ক্রিয়ার পাপজন্য মালিন্য জ্ঞাত হইলাম, তদবধি তাহার কথা যে সত্য ইহা আমাকে স্বীকার করিতে হইল।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, যে ব্যক্তি কখন কোন পাপ করে নাই, এমন এক জন নির্দ্দোষ পাওয়া যায়, এই কথা * বিশ্বাসির প্রমুখাৎ প্রথম বার শুনিলে তোমার কেমন বোধ হইল?

* আশাবান কহিল; প্রথমতঃ আমার অসম্ভব বোধ

বোধ হইল, কিন্তু *বিশ্বাসির সহিত আর২ কথোপকথন ও পরিচয় হইলে পরে তাহা সত্য জ্ঞান করিতে হইল।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসা করিল, ভাল, সেই নিষ্পাপ ব্যক্তি কে? এবং তাঁহাদ্বারা বা কি প্রকারে পুণ্যবান হইব? এ কথা কি *বিশ্বাসিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলা?

*আশাবান কহিল, হাঁ, করিয়াছিলাম। তাহাতে সে কহিল, সর্ব্বোপরিস্থের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট যে প্রভু যীশু তিনিই সেই ব্যক্তি, তাঁহারই দ্বারা পুণ্যবান হওয়া তোমার আবশ্যক; ফলতঃ তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে২ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং ক্রুশে টাঙ্গান হওন সময়ে যে২ দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তাহারই উপরে নির্ভর দিতে হয়। তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই ব্যক্তির পুণ্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে যে অন্য ব্যক্তিকে পুণ্যবান করিতে পারে, এমন গুণ তাহাতে কি প্রকারে বর্ত্তে? তাহাতে সে আমাকে কহিল, শুন, সেই ব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর; এবং ঐ যে কর্ম্ম ও মৃত্যুভোগাদি তিনি করিলেন, তাহা আপনার জন্যে নয়, কেবল আমাদের নিমিত্তে করিলেন; অতএব আমরা যদি তাঁহাতে বিশ্বাস করি, তবে তাঁহার কৃত ক্রিয়া, এবং সেই ক্রিয়ার পুণ্য আমাদেরই গণিত হইবে।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তাহার পরে তুমি কি করিলা?

*আশাবান কহিল, আমি বিশ্বাস করণ বিষয়ে নানা প্রকার আপত্তি করিতে লাগিলাম, কেননা সেই ব্যক্তি পাছে আমাকে উদ্ধার করিতে অসম্মত হন, আমার এমত সন্দেহ ছিল।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তাহাতে *বিশ্বাসী তোমাকে কি বলিল?

*বিশ্বাসী আমাকে কহিল, তুমি তাঁহার নিকটে যাইয়া দেখ। তাহাতে আমি কহিলাম, যাইতে সাহস কুলায় না। সে কহিল, কেন? তিনি তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন। ইহা কহিয়া সে তাঁহার নিকটে গমনকারি লোকের সাহস জন্মাইবার নিমিত্তে যীশুর আজ্ঞাক্রমে লিখিত এক খানি গ্রন্থ আমার হস্তে দিয়া কহিল, আকাশ ও পৃথিবী অপেক্ষা এই গ্রন্থের বিন্দু বিসর্গ প্রভৃতি স্থিরতর জানিবা। তাহাতে আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার নিকটে গিয়া কি করিব? সে কহিল, পিতা পরমেশ্বর যেন খ্রীষ্টকে তোমার প্রতি প্রকাশ করেন, হাঁটু গাড়িয়া সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত এই প্রার্থনা করিবা। তাহাতে পুনর্ব্বার আমি জিজ্ঞাসিলাম, তাঁহার নিকটে আমার নিবেদন কি প্রকারে উপস্থিত করিব? তাহাতে সে কহিল, যাহারা আইসে, তাহাদিগকে ক্ষমা প্রদান করিবার জন্যে তিনি সম্বৎসর ব্যাপিয়া করুণাসনে উপবিষ্ট আছেন; তুমি গেলে সেই স্থানে তাঁহাকে পাইবা। তাহাতে আমি কহিলাম, সেখানে উপস্থিত হইলে কি কহিব? তাহা কিছুই জানি না। তাহাতে সে কহিল, তুমি এই রূপ প্রার্থনা করিবা, "হে ঈশ্বর, পাপিষ্ঠ যে আমি আমার প্রতি দয়া কর। আমি যাহাতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে জানিতে ও তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে পারি, তাহাই কর। কেননা তাঁহার পুণ্য না থাকিলে কিম্বা সেই পুণ্যে আমার বিশ্বাস না জন্মিলে আমি অবশ্য নরকে নিক্ষিপ্ত হইব, ইহা স্পষ্ট দেখিতেছি; কিন্তু হে দীনবন্ধো, আমি শুনিলাম আপনি অতি দয়ালু; তৎপ্রযুক্ত আপনার প্রিয় পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে জগত্ত্রাতারূপে নিরূপণ করিয়াছ; অতএব হে দয়াময় প্রভো, আমার মত দীনহীন নরকযোগ্য পাপিষ্ঠ লোকের প্রতি অনুগ্রহ

করিয়া আপন পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা আমার মনকে পরিত্রাণ করিয়া আপন অনুগ্রহের গৌরব বৃদ্ধি কর।”

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, এই আদেশানুসারে তুমি কি প্রার্থনা করিয়াছিলা?

* আশাবান কহিল, হাঁ, বারম্বার করিয়াছিলাম।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তাহাতে পিতা কি তোমার নিকটে পুত্রকে প্রকাশ করিয়াছিলেন?

* আশাবান কহিল, প্রথম বারে না, দ্বিতীয় বারে না, তৃতীয় বারে না, চতুর্থ বারে না, পঞ্চম বারে না, এবং ষষ্ঠ বারেও না।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তখন তুমি কি করিলা?

* আশাবান কহিল, কি করিব? তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, এমন হইলে কি প্রার্থনা ত্যাগ করিতে তোমার মনস্থ হইল না?

* আশাবান কহিল; হাঁ, এক বার দুই বার নয়, সহস্র ২ বার হইল।

* খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, তবে তুমি প্রার্থনা ত্যাগ কর নাই, ইহার কারণ কি?

* আশাবান কহিল, তাহার কারণ এই, * খ্রীষ্টের পুণ্য বিনা জগৎশুদ্ধ লোক আমাকে উদ্ধার করিতে পারে না, এই যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আমার সত্য বোধ ছিল; অতএব আমি ইহা ভাবিতে লাগিলাম, যদি প্রার্থনা ত্যাগ করি, তবে আমার মৃত্যু হইবে; এবং করুণাসনের নিকটে যদি আশ্রয় লই, তবে সেই স্থানেও আমার মরণ বিনা অন্য দুর্গতি হইতে পারে না। এ রূপ ভাবাভাবনা করিতে২ এই শাস্ত্রীয় বচন আমার মনে পড়িল, ‘তাহার বিলম্ব হইলেও তাহার অপেক্ষা কর,

কেননা অবশ্য তাহা উপস্থিত হইবে, অবিদ্যমান থাকিবে না।' অতএব আমি ঐ কথায় নির্ভর দিয়া যে পর্য্যন্ত পিতা আপন পুত্রকে আমার নিকটে প্রকাশ না করেন, তাবৎ প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলাম না।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, তবে তাহার পর তিনি কি প্রকারে তোমার নিকটে প্রকাশ পাইলেন?

*আশাবান কহিল, আমি বাহ্য চক্ষুদ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম তাহা নয়, কিন্তু জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইলাম। ফলতঃ এক দিবস আমার পাপের বাহুল্য ও ঘৃণার্হতা বিষয়ে চেতনা পাওয়াতে আমি এমনি দুঃখিত হইলাম যে আমার জন্মাবধি এমত দুঃখ কখনো পাই নাই; অতএব সেই সময়ে কেবল নরক এবং আত্ম-প্রাণের বিনাশ অপেক্ষা করিতেছিলাম; ইতিমধ্যে আমি অনুমান করিলাম যেন প্রভু *যীশু খ্রীষ্ট হঠাৎ আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই কথা কহিলেন, 'প্রভু *যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর, তাহাতে তুমি পরিত্রাণ পাইবা।'

তখন আমি উত্তর করিলাম, হে প্রভো, আমি মহা-পাতকী, অতি ঘৃণার্হ। তাহাতে তিনি কহিলেন, 'আ-মার যে অনুগ্রহ, তাহাতে তোমার কুলায়।' তখন আমি কহিলাম, হে প্রভো, বিশ্বাস কি? আর তাহাতেই বা কি হয়? তাহাতে তিনি কহিলেন, 'যে জন আমার নিকটে আইসে সে কোন ক্রমে ক্ষুধার্ত্ত হইবে না; এবং যে জন আমাতে বিশ্বাস করে সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না।' অতএব বিশ্বাস এবং আগমন এ উভয়ই এক বিষয়, এই বাক্যদ্বারাতেই তাহা আমি জ্ঞাত হই-লাম, কেননা যে ব্যক্তি আগমন করে, অর্থাৎ যাহার মন ও চিত্ত *খ্রীষ্টকর্ত্তৃক পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টাতে আকর্ষিত হয়, সেই প্রকৃত বিশ্বাস করে। এমন বুঝিলে

পর প্রেমেতে পুলকিত হওয়াতে আমার নেত্রজল উপ-স্থিত হইলে আমি আরো জিজ্ঞাসিলাম, হে প্রভো, আমার মত মহাপাতকী কি তোমাকর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়া পরিত্রাণ পাইতে পারে? তাহাতে আমি শুনিলাম, যেন তিনি কহিলেন, 'যে কেহ আমার নিকটে আ-সিবে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে দূর করিব না।' অপর আমি কহিলাম, তোমার নিকটে আগমনের নিমিত্তে তোমাকে কি প্রকার ভাবিলে আমার প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিতে পারে? তাহাতে তিনি কহিলেন, ইহাই নিশ্চিত ভাব, "পাপিদের পরিত্রাণ করিতে *খ্রীষ্ট জগতে আসিয়াছেন। প্রত্যেক বিশ্বাসি ব্যক্তির পুণ্যলাভার্থে তিনি ব্যবস্থার পরিণাম হইয়াছেন। তিনি আমাদের অপ-রাধের নিমিত্তে সমর্পিত হইলেন, এবং আমাদের পুণ্য-প্রাপ্তির নিমিত্তে উত্থাপিত হইলেন। তিনি আমাদিগকে প্রেম করিয়া নিজ রক্তে আমাদের পাপহইতে ধৌত করি-য়াছেন। তিনি ঈশ্বরের ও আমাদিগের মধ্যস্থ। আ-মাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করণার্থে তিনি সতত জীবৎ থাকেন।" এই সকল কথার অভিপ্রায়েতে আমি এই ২ জ্ঞাত হইলাম, তাঁহাহইতে পুণ্য, এবং তাঁহারই রক্ত-দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত পাইবার অপেক্ষাতে থাকা আমার উচিত; কেননা পিতার ব্যবস্থা পালন করাতে ও তন্মধ্যে নিরূপিত দণ্ড সহ্য করাতে তিনি যাহা২ করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিমিত্তে করেন নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি আহ্লাদ পূর্ব্বক পরিত্রাণের উপায় রূপে তাহা গ্রাহ্য করিবে তাহার নিমিত্তে; অতএব *যীশুর নামেতে ও পথেতে এবং তাঁহার লোকদিগেতে আমার প্রেম প্রযুক্ত হৃদয় আহ্লাদেতে এবং চক্ষু জলেতে পরিপূর্ণ হইল।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, ইহাতে *খ্রীষ্ট তো-

মার মনের নিকটে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। পরে ইহা-হইতে তোমার মনে কি২ ফল উৎপন্ন হইল? তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

*আশাবান কহিল, আমি ইহা দেখিতে লাগিলাম, জগৎসংসার যদ্যপি পুণ্যবানরূপে মান্য হয়, তথাপি তাহা দণ্ডের যোগ্য পাত্র; এবং যাথার্থিক পিতা ঈশ্বর খ্রীষ্টের শরণাগত পাপিকে পুণ্যবান গণিত করণেও যাথার্থিক থাকেন। অতএব আমি আপনার পূর্ব্ব আচরণের দুষ্টতা ও মূর্খতা দেখিয়া লজ্জাতে স্তব্ধ হইলাম, কেননা *খ্রীষ্টের যেরূপ সৌন্দর্য্য তখন দেখিলাম, এমন সৌন্দর্য্য পূর্ব্বে কখন চিন্তা করিয়াও পাই নাই। অতএব আমি ধর্ম্মাচরণের প্রতি আকর্ষিত এবং প্রভু *যীশুর নামের সম্ভ্রম ও গৌরব প্রকাশ করিতে অতিশয় চেষ্টান্বিত হইলাম। আর কি কহিব? এই ক্ষণে যদি আমার শরীরে সহস্র সের রক্ত থাকে, তবে তাঁহার নিমিত্তে অকাতরে সে সকল ব্যয় করিতে পারি, আমার এমন মনস্থ হইয়াছে।

---

১৯ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম, তাহারা এই রূপ কথোপকথনেতে গমন করিতেছিল, ইতিমধ্যে কোন কারণের নিমিত্তে *আশাবান পশ্চাৎ ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করাতে পূর্ব্বোক্ত *অজ্ঞান নামক ব্যক্তিকে দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ানকে কহিল, ঐ দেখ ভাই, সেই যুব ব্যক্তি কতো দূর পড়িয়া আছে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, আমিও তাহাকে দেখিতে পাই, বোধ হয় সে আমাদের সহিত আলাপে বড় সচেষ্টিত নয়।

*আশাবান কহিল, তাহা বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, সে যদি এত ক্ষণ আমাদের সহিত থাকিত, তবে তাহার বড় ক্ষতি হইত না।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তাহা সত্য, কিন্তু আমি স্থির জানি সে বিপরীত জ্ঞান করে।

তাহাতে *আশাবান কহিল, হাঁ, আমিও তাহা বুঝি, তথাপি আইস আমরা তাহার নিমিত্তে কিছু অপেক্ষা করি। তাহাতে তাহারা উভয়েই সেই স্থানে দাঁড়াইল।

অপর *খ্রীষ্টীয়ান উচ্চৈঃস্বরে ঐ *অজ্ঞানকে ডাকিয়া কহিল, ও হে, চলিয়া আইস, তুমি পীছে পড়িয়া থাক কেন?

তাহাতে *অজ্ঞান উত্তর করিল, আমি একাকী যাইতে ভাল বাসি, কেননা অসন্তোষজনক লোকের সহিত গমন করা অপেক্ষা একাকী যাইতে আমার যথেষ্ট সুখ জন্মে।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান *আশাবানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার কাণে ২ কহিল, সে আমাদের সহিত যাইতে বড় সন্তুষ্ট নয়, ইহা কি আমি পূর্ব্বে তোমাকে কহি নাই? আরো কহিল, যাহা হউক, এই নির্জ্জন স্থানে আমরা পরস্পর কথোপকথন করিয়া কাল ক্ষেপণ করি। এমন কথা কহিয়া খ্রীষ্টীয়ান পুনর্ব্বার ঐ *অজ্ঞানকে ডাকিয়া কহিল, ও হে পথিক, চলিয়া আইস, এই ক্ষণে কেমন আছ? ঈশ্বরের প্রতি তোমার মনের ভাব কেমন?

*অজ্ঞান কহিল, বোধ হয়, ভাল, কেননা যাত্রায় আমার সান্ত্বনাজনক উত্তম বাসনাতে আমার মন পরিপূর্ণ আছে।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, সে কি প্রকার বাসনা? তাহা আমাদিগকে কহ।

*অজ্ঞান কহিল, আমি স্বর্গকে ও ঈশ্বরকে মনে করি।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভূতেরা এবং নরকস্থ প্রাণিরাও তাহাই মনে করিয়া থাকে।

* অজ্ঞান কহিল, কিন্তু আমি তাহা মনে করি, এবং তাহার আকাঙ্ক্ষাও করি।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যাহারা সেই স্থানে কখন উপস্থিত হইবে না, এমন অনেক লোক তাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। লিখিত আছে, 'অলস লোক বাঞ্ছা করিয়াও কিছু পায় না।'

* অজ্ঞান কহিল, আমি সে সকল বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহার নিমিত্তে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ইহাতে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মে, কেননা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা কেমন কঠিন কর্ম্ম তাহা অল্প লোক জানে। তুমি স্বর্গের এবং ঈশ্বরের নিমিত্তে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া থাক, ইহার কি প্রমাণ পাইয়াছ?

* অজ্ঞান কহিল, আমার মন আমাকে প্রমাণ দেয়।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, 'যে জন আপন মনেতে নির্ভর দেয়, সে অজ্ঞান।'

* অজ্ঞান কহিল, সে কথা দুষ্ট মনের প্রতি বর্ত্তে, কিন্তু আমার মন ভাল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমার মন ভাল, ইহার কি প্রমাণ দিতে পার?

* অজ্ঞান কহিল, আমার মন স্বর্গের প্রত্যাশাদ্বারা আমাকে সান্ত্বনা করে।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, মনের কাপট্যেতেও তাহা হইতে পারে। যে বিষয়ের আশাতে যাহার কোন অধিকার নাই, তাহার মন সেই বিষয়ের আশাতে তাহার সান্ত্বনা জন্মাইতে পারে।

* অজ্ঞান কহিল, আমার মনের এবং আচরণের

ঐক্য আছে, ইহাতে আমি যে সেই আশার অধিকারী তাহা জানি।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, তোমার মনের এবং আচরণের ঐক্য আছে ইহা তোমাকে কে কহিয়াছে?

* অজ্ঞান কহিল, আমার মন আমাকে কহে।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। তোমার মন তোমাকে কহে, এ কেমন কথা? এই বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রমাণ ভিন্ন অন্যান্য প্রমাণ অমূলক জানিবা।

অপর * অজ্ঞান জিজ্ঞাসিল, যাহার মনে নিরন্তর উত্তম চিন্তার উদয় হয়, তাহার মন কি ভাল নয়? এবং ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ি যে আচরণ, তাহাকেও কি ভাল বলা যায় না?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, উত্তম চিন্তা বিশিষ্ট মন ভাল, এবং ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ি আচরণও ভাল বটে; কিন্তু ইহার মধ্যে বিশেষ আছে, প্রকৃতরূপে এতদ্বিশিষ্ট হওয়া এক বিষয়; এবং এতদ্বিশিষ্ট আছি এমন বোধ করা অন্য বিষয়।

* অজ্ঞান জিজ্ঞাসিল, ভাল, তুমি উত্তম চিন্তা এবং ঈশ্বরাজ্ঞানুযায়ি আচরণ কাহাকে বল?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, শুন, উত্তম চিন্তা অনেক প্রকার আছে; তাহার মধ্যে কতকগুলীন আত্মবিষয়ক, ও কতকগুলীন ঈশ্বরবিষয়ক, ও কতকগুলীন খ্রীষ্টবিষয়ক, এবং কতকগুলীন অন্যান্যবিষয়ক।

* অজ্ঞান জিজ্ঞাসিল, আত্মবিষয়ক যে উত্তম চিন্তা সে কি প্রকার?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, যে২ চিন্তা ঈশ্বরের বাক্যের সহিত মিলে সেই উত্তম।

* অজ্ঞান জিজ্ঞাসিল, আমাদের যে আত্মবিষয়ক চিন্তা সে ঈশ্বরবাক্যের সহিত কখন্ মিলে?

*খ্রীষ্টীয়ান উত্তর করিল, যেমন আমাদের বিষয়ে ঈশ্বরের বাক্য বিচার করে, আমরাও যদি আপনাদের বিষয়ে তেমনি বিচার করি, তবে ভাল। এ কথা তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দি, শুন; স্বাভাবিক মনুষ্যের বিষয়ে ঈশ্বর এই বাক্য কহেন, ধার্ম্মিক কেহই নাই, সৎকর্ম্ম কেহই করে না। আরো কহেন, সর্ব্বদা মনুষ্যের অন্তঃকরণের তাবৎ কল্পনা কেবল দুষ্ট। আরও, বাল্যকালাবধি মনুষ্যের মনের কল্পনা দুষ্ট। অতএব এই সকল জানিয়া যখন আমরা আত্মবিষয়ে সেরূপ চিন্তা করি, তখন আমাদের চিন্তা ভাল, যেহেতুক তাহাই ঈশ্বরবাক্যানুযায়ী।

*অজ্ঞান কহিল, আমার মন এতো মন্দ ইহা আমি কখনো প্রত্যয় করিব না।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, এমন যদি হয়, তবে এত বয়সের মধ্যে আত্মবিষয়ে তোমার একটাও ভাল চিন্তা উপস্থিত হয় নাই। সে যাহা হউক, যে বিষয় কহিতেছিলাম, তাহার আর এক কথা কহি, ঈশ্বরের বাক্য যেমন আমাদের মন বিষয়ে বিচার করে, তেমনি আচরণ বিষয়েও বিচার করে, অতএব আপন মন ও আচরণ বিষয়ক আমাদের চিন্তা যখন সেই বিচারের সহিত মিলে, তখন তাহা উত্তম হয়।

*অজ্ঞান কহিল, তোমার অর্থ স্পষ্ট করিয়া বল, শুনি।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল। শাস্ত্রে ঈশ্বর এই বাক্য কহেন, মনুষ্যের পথ অতি বক্র ও মন্দ; এবং আরো কহেন, তাহারা স্বভাবতঃ সৎ পথ বহির্ভূত হইয়া সে পথ জানে না; অতএব যখন মনুষ্য চৈতন্য পাইয়া আন্তরিক নম্রতাতে নিজ আচরণ অতি মন্দ বুঝে, তখন নিজ আচরণ বিষয়ে অবশ্য তাহার উত্তম বিবেচনা উপস্থিত হয়, কারণ ঈশ্বরবাক্যের বিচারের সহিত তাহার চিন্তা মিলে।

অপর * অজ্ঞান জিজ্ঞাসিল, ঈশ্বরবিষয়ক উত্তম চিন্তা কি প্রকার?

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আত্মবিষয়ক চিন্তার বিষয়ে যাহা কহিয়াছি তাহা ইহার প্রতিও বর্ত্তে, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরবিষয়ে যাহা কহিয়াছে, আমাদের ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তা যখন তাহার সহিত মিলে তখন উত্তম চিন্তা হয়। বিশেষতঃ ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও গুণ বিষয়ে তাঁহার বাক্য আমাদিগকে যেমন শিক্ষা দিয়াছে, তদনুসারে তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করা আমাদের উচিত; কিন্তু এই ক্ষণে আমি এই সকল বিস্তারিত করিয়া কহিতে পারি না। তাঁহার সহিত আমাদিগের যে সম্পর্ক, কেবল তদ্বিষয়ক অল্প কথা কহি, শুন। আমরা আপনাদিগকে যে রূপ জানি, তদপেক্ষাও ঈশ্বর আমাদিগের বিষয় অধিক সূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত আছেন। আর আমাদের যে২ পাপ আমরা আপনারা দেখিতে পাই না, সেই সকল তিনি অনায়াসে দেখেন। কেবল তাহা নয়, আমাদিগের মন এবং মনোবর্ত্তি যে সকল চিন্তা ও গাম্ভীর্য্য ইত্যাদি সকলি তাঁহার গোচরে আছে। বিশেষতঃ আমরা যে সকল পুণ্যক্রিয়া করি তাহা তাঁহার নাসিকাতে দুর্গন্ধজনক, অতএব যাবৎ আমরা নিজ পুণ্যে নির্ভর দি, তাবৎ তিনি কোন প্রকারে আমাদিগকে কাছে দাঁড়াইতে দেন না। এই সকল যখন মনে করি, তখন ঈশ্বরবিষয়ক আমাদের চিন্তা ভাল হয়।

তখন * অজ্ঞান কহিল, ও হে মনুষ্য, আমাকে কি নিতান্ত মূর্খ জ্ঞান করিতেছ? আমা অপেক্ষা ঈশ্বর অধিক দূরদর্শী, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আর আমার নিজ পুণ্যে নির্ভর দিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে পারি না, তাহাও জ্ঞাত আছি।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তুমি সেই বিষয়ের কি জান?

*অজ্ঞান কহিল, কেন? আমি যাহা জানি তাহা সং-ক্ষেপে কহি শুন, পুণ্যবান হইবার জন্যে আমাকে প্রভু যীশু *খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিতে হয়।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, শুন, *খ্রীষ্টের প্রয়ো-জন না দেখিয়া তুমি কি প্রকারে *খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিতে পার? তুমি আপন সহজাত দোষ ও আত্মকৃত পাপ না বুঝিয়া আপনার মনে ও ক্রিয়াতে অভিমান করিতেছ; ইহাতেই আমি স্পষ্টরূপে জানি, যে ঈশ্বরের সাক্ষাতে পুণ্যবান হইবার জন্যে তুমি কোন কালে *খ্রীষ্টের প্র-য়োজন দেখ নাই; অতএব *খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি, এমন কথা কি প্রকারে কহিতে পার?

তাহাতে *অজ্ঞান কহিল, সে যাহা হউক, আমি ভাল-রূপে বিশ্বাস করি।

*খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, ভাল, তুমি কেমন বিশ্বাস করিতেছ?

*অজ্ঞান কহিল, যে প্রভু যীশু *খ্রীষ্ট পাপিদিগের নিমিত্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, আমি যদি তাঁহার আ-জ্ঞা পালন করি, তবে তিনি আমার সেই সদাচরণ গ্রাহ্য করণ পূর্ব্বক অভিশাপহইতে আমাকে মুক্ত করিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে পুণ্যবান করিবেন; ফলতঃ দয়াময় *খ্রীষ্ট নিজ পুণ্যদ্বারা আমার ধর্ম্মাচরণকে পিতার তুষ্টিজনক করিবেন, তাহাতে আমি পুণ্যবান গণিত হইব, আমার এমত বিশ্বাস আছে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমার এই রূপ যে বিশ্বাস, তাহার বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ উত্তর দি, শুন।

প্রথমতঃ; তুমি এই যে রূপ বিশ্বাস করিতেছ, ইহা স্বপ্নদর্শকের যোগ্য বিশ্বাস, কেননা এ রূপ বিশ্বাসের বর্ণনা ঈশ্বরশাস্ত্রের কোন স্থানেতেই পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ; দেখ, তোমার বিশ্বাস প্রকৃত নহে, কেনন তুমি *খ্রীষ্টের পুণ্যকে পুণ্যের মূল না করিয়া তোমার নিজ পুণ্যকে পুণ্যের মূল করিতেছ।

তৃতীয়তঃ; তোমার বিশ্বাসদ্বারা *খ্রীষ্ট তোমাকে পুণ্যবান না করিয়া কেবল তোমার ক্রিয়াকে পুণ্যযুক্ত করেন, তাহাতে সেই ক্রিয়াহেতু তুমি পুণ্যবান হইবা; এমন বিশ্বাস মিথ্যা।

চতুর্থতঃ; এই নিমিত্তে তোমার বিশ্বাস ভ্রমজনক; সর্ব্বাধ্যক্ষের আগমন দিবসে তাহা তোমাকে ঈশ্বরীয় ক্রোধের পাত্র করিবে; কেননা পুণ্যদায়ি যে সত্য বিশ্বাস, সে ব্যবস্থাদ্বারা ত্রাসযুক্ত মনকে *খ্রীষ্টের পুণ্যে আশ্রয় লইতে প্রবৃত্তি দেয়। খ্রীষ্টের পুণ্য কি? তোমার ধর্ম্মকর্ম্মকে ঈশ্বরের তুষ্টিজনক করে, এমত অনুগ্রহের প্রকাশ সেই পুণ্য, ইহা তুমি বলিতেছ। এই কথা যথার্থ নয়। ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন হওয়াতে আমরা যাহার দায়ী ছিলাম, খ্রীষ্ট আমাদের পরিবর্ত্তে সেই কর্ম্ম করিয়া ও সেই দুঃখ ভুগিয়া আপনি যে আজ্ঞাবহতা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আজ্ঞাবহতাই তাঁহার পুণ্য। যে ব্যক্তি সত্য বিশ্বাস পূর্ব্বক সেই পুণ্য গ্রহণ করে, সে সেই পুণ্যরূপ বস্ত্রেতে আবৃত হইয়া ঈশ্বরের সম্মুখে নিষ্কলঙ্করূপে প্রকাশ পাওয়াতে তাঁহাকর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া নরকহইতে রক্ষা পায়।

*অজ্ঞান জিজ্ঞাসিল, প্রভু *যীশু খ্রীষ্ট আপনি যাহা করিয়াছেন, আমাদের নিজ সাহায্য ব্যতিরিক্ত তাহাই মাত্র আমাদিগের প্রত্যাশাভূমি আছে, ইহা কি তুমি বলিতেছ? এমত সঙ্কল্প গ্রাহ্য করিলে ইন্দ্রিয় অনায়ত্ত থাকিবে, এবং আমরা আপন২ অভিলাষানুসারে আচরণ করিব। ভাল, *খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিলে যদি তাঁহারই পুণ্যদ্বারা সম্পূর্ণরূপে পুণ্যবান হওয়া যায়, তবে আমাদের ভাল মন্দ আচরণে কিছু আইসে যায় না, পুণ্যেতেই মুক্ত হইব।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, তোমার এমন বিবেচনা যদি না হইবে, তবে লোকেরা তোমাকে অজ্ঞান বলিয়া ডাকিবে কেন? হায়২ তোমার যেমন নাম, কার্য্যও তেমনি। যে পুণ্যেতে মনুষ্য পুণ্যবান হয়, তাহা তুমি জান না, এবং বিশ্বাসদ্বারা সেই পুণ্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের মহাক্রোধহইতে নিজ প্রাণকে কি প্রকারে রক্ষা করিতে হয়, তাহাও জান না। আর খ্রীষ্টের পুণ্যাবলম্বি যে পরিত্রাণজনক বিশ্বাস, তাহা যে সকল ফল উৎপন্ন করে, অর্থাৎ তাহা যে *খ্রীষ্টেতে প্রকাশিত ঈশ্বরের প্রতি মনকে ফিরাইয়া তাঁহার অধীন ও আসক্ত করে, এবং তাঁহার নাম ও বাক্য ও পথ ও লোক ইত্যাদিতে স্নেহ করণে প্রবৃত্তি জন্মায়, এই সকলও তুমি জান না। যদি জানিতা, তবে এমত অনর্থক কথা বলিতা না।

তখন *আশাবান কহিল, উহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, *খ্রীষ্ট কখন উহার প্রতি স্বর্গহইতে প্রকাশিত হইয়াছেন কি না?

এ কথা শুনিবামাত্র *অজ্ঞান উত্তর করিল, আঃ! তুমি কি এক জন স্বপ্নদর্শনাকাঙ্ক্ষী? বোধ হয়, তোমরা এবং তোমাদের তুল্য লোকেরা এ বিষয়ে যাহা বল, তাহা প্রলাপমাত্র।

তাহাতে *আশাবান কহিল, ওহে মনুষ্য, এ কেমন কথা? মনুষ্যের স্বাভাবিক বুদ্ধির নিকটে *খ্রীষ্ট ঈশ্বরেতে এমন গুপ্ত আছেন, যে পিতা ঈশ্বর যাহার নিকটে তাঁ-হাকে না জানান, সে কোন রূপে তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তৃরূপে জানিতে পারে না।

*অজ্ঞান কহিল, এমন বিশ্বাস তোমার, কিন্তু আমার নয়। আর আমি তোমার মত কুশাগ্রবুদ্ধি না হইলেও বোধ হয়, তোমার বিশ্বাস অপেক্ষা আমার বিশ্বাস মন্দ নয়।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, দেখ, তুমি যদি আমার কথাতে কিঞ্চিৎ মনোযোগ কর, তবে আমি কিছু কহি, শুন। এতদ্বিষয়ে তোমার এ লঘু জ্ঞান করা উচিত হয় না; কেননা আমার সঙ্গি *আশাবান যাহা কহিয়াছে, ইহাই নিশ্চিত কথা, পিতা *খ্রীষ্টকে না দেখাইলে তাঁহাকে দেখিতে সকলেই অন্ধ; আর যে বিশ্বাস খ্রীষ্টকে অবলম্বন করে, সেই সত্য বিশ্বাসও ঈশ্বরের অসীম পরাক্রমের ফল। আমি দেখিতেছি, তুমি সেই বিশ্বাসের কর্ম্ম জান না। অতএব হে *অজ্ঞান, সচেতন হইয়া আপনার সকল দুরবস্থা জ্ঞাত হইয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লও, তাহাতে তুমি *খ্রীষ্টের পুণ্যেতে পুণ্যবান হইয়া অনায়াসে দণ্ডহইতে মুক্ত হইবা, যেহেতুক তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, এবং তাঁহারই পুণ্য ঈশ্বরীয় পুণ্য।

তখন *অজ্ঞান কহিল, সে যাহা হউক, কিন্তু তোমরা এমন শীঘ্র চলিতেছ, যে আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতে না পারিয়া পশ্চাৎ পড়িয়া থাকি।

তখন এমন কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ান ও *আশাবান এই শ্লোক গান করিতে ২ চলিল।

দশ বার আপন নিকটে শুভকর।
উপস্থিত মন্ত্রণা করিলা অনাদর॥
অজ্ঞান এখনো তুমি মুর্খ কি হইয়া।
থাকিবা হে সুমন্ত্রণা নাহি বিচারিয়া॥
সুমন্ত্রণা অবহেলা করিলে হারিবা।
কিছু দিন মধ্যে তাহা জানিতে পারিবা॥
সময় থাকিতে শীঘ্র বিবেচনা কর।
হে মনুষ্য নম্র হও ভয় নাহি ধর॥
সুমন্ত্রণা গ্রহণ করিলে হয় রক্ষা।
অতএব তাহা মানা সকলের শিক্ষা॥

কিন্তু যদি অবহেলা ইথে কর অতি।
নিশ্চয় জানিবা তবে হবে তব ক্ষতি॥

অপর *খ্রীষ্টীয়ান *আশাবানকে কহিল, ওহে ভাই, বুঝি পুনর্ব্বার ইহাকে ফেলিয়া পূর্ব্বমত তোমাতে আমাতে গমন করিতে হইবে।

পরে আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম, *খ্রীষ্টীয়ান ও *আশাবান যত্ন পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু *অজ্ঞান তাহাদের পশ্চাৎ২ খোঁড়াইতে২ চলিল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান আপন সঙ্গিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেখ ভাই, ঐ ব্যক্তির নিমিত্তে আমার অন্তঃকরণ দুঃখিত হইতেছে; কেননা অবশেষে উহার বড় দুর্দ্দশা ঘটিবে, ইহা নিশ্চয়।

তাহাতে *আশাবান কহিল, হায়, আমাদের নগরে উহার সদৃশ কত লোক ও কত ঘর আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই যাত্রিক; আর আমাদের অঞ্চলে যদি এতো লোক থাকে, তবে না জানি উহার জন্মদেশে কত আছে।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, শাস্ত্রেতে ইহা লিখিত আছে, 'এই জগতের দেব অবিশ্বাসিদের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ করিয়াছে, এই জন্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার তেজোবিশিষ্ট সুসমাচারের প্রভা তাহাদের প্রতি উদিত হয় না।' সে যাহা হউক, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঐ প্রকার ব্যক্তিদিগের মনেতে পাপের নিমিত্তে কি কখনো অনুতাপ উপস্থিত হয় না? এবং পাপের জন্যে যে তাহাদের ভয়ানক দশা ঘটিবে, ইহাতেও কি তাহাদিগের মনেতে ভয় জন্মে না?

তাহাতে *আশাবান কহিল, তুমি আমাহইতে জ্যেষ্ঠ, অতএব ঐ প্রশ্নের উত্তর আপনি কেন না কর?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, তবে বুদ্ধ্যনুসারে বলি, শুন।

আমার বুদ্ধিতে এই লয়, তাহাদের মনেতে কখন২ অনুতাপাদি জন্মে, কিন্তু তাহারা স্বভাবতঃ * অজ্ঞান, অতএব সেই প্রকার চেতনা যে মঙ্গলজনক, তাহা এক বারও বুঝিতে পারে না; একারণ তাহা নষ্ট করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে, এবং অহঙ্কার পূর্ব্বক আপন২ মনের বাঞ্ছা-মত আপনাদের মিথ্যা প্রশংসা করে।

তাহাতে * আশাবান কহিল, হাঁ, আমিও তোমার মত বুঝি; ভয় লোকদের হিতকারক, বিশেষতঃ যাত্রার আ-রম্ভ সময়ে তাহাদিগকে সৎপথে গমন করায়।

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে যদি প্রকৃত ভয় হয়, তবে নিঃসন্দেহে হিতকারক হয়, কেননা শাস্ত্রেতে এমন লেখে, পরমেশ্বর বিষয়ক যে ভয় সেই জ্ঞানের আরম্ভ।

* আশাবান জিজ্ঞাসিল, ভাল, প্রকৃত যে ভয়, তুমি কি প্রকারে তাহার নির্ণয় করিবা?

* খ্রীষ্টীয়ান কহিল, প্রকৃত ভয়ের তিন লক্ষণ আছে; তাহা বলি, শুন।

প্রথমতঃ, সেই ভয়ের মূল পাপ বিষয়ক ঈশ্বরদত্ত চেতনা।

দ্বিতীয়তঃ, সেই ভয় পরিত্রাণ প্রাপ্তির নিমিত্তে খ্রী-ষ্টের শরণাগত হইতে মনকে চালায়।

তৃতীয়তঃ, সেই ভয় মনের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁহার বাক্যের ও পথের প্রতি সমাদর জন্মায়, এবং অন্তঃকরণকে সর্ব্বদা কোমল রাখে; বিশেষতঃ তাহাকে অত্যন্ত সাবধান করে, পাছে সে কখন সৎপথহইতে পরাঙ্মুখ হইয়া ঈশ্বরের অপমানজনক কিম্বা আন্তরিক শান্তিনাশক কোন কর্ম্ম করণদ্বারা পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করে, এবং শত্রুকে ধর্ম্মনিন্দা করণের সুযোগ দেয়।

* আশাবান কহিল, হাঁ, তুমি যাহা কহিতেছ, ইহা

আমার বুদ্ধিতে জয় বটে। সে যাহা হউক, এখনো কি আমরা * মোহভূমি পার হই নাই ?

তখন *খ্রীষ্টীয়ান জিজ্ঞাসিল, কেন? এই প্রকার কথোপকথনেতে তুমি কি ক্লান্ত হইতেছ ?

তাহাতে *আশাবান কহিল, না, কত দূর আসিয়াছি, তাহা জানিবার জন্যে জিজ্ঞাসিলাম।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, মোহভূমি পার হইতে আমাদের কেবল এক ক্রোশ পথ বাকি আছে; অতএব আইস, আমরা পুনর্ব্বার সেই কথোপকথনেতে মনোযোগ করি। এ কথা কহিয়া *খ্রীষ্টীয়ান পুনশ্চ কহিতে লাগিল, ঐ ভয়জনক চেতনা যে হিতকারী, ইহা অজ্ঞানেরা জানে না, এই নিমিত্তে তাহারা মনহইতে সে সকল দূর করিতে চেষ্টা করে।

তাহাতে *আশাবান জিজ্ঞাসিল, ভাল, তাহারা কিসের নিমিত্তে ও কি প্রকারে তাহা মনহইতে ছাড়িতে চেষ্টা করে ?

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, (১) ঐ চেতনা যে ঈশ্বরহইতে উপস্থিত হয় তাহা তাহারা জানে না। অকস্মাৎ মনের মধ্যে ভয় উপস্থিত হওয়াতে তাহারা ভাবে, এ কি হইল ? বুঝি আমাদের সর্ব্বনাশক শয়তানের কার্য্য হইবে। ইহা ভাবিয়া তাহারা সে সকলকে অবহেলা করে। (২) তাহারা এই ভয়কে বিশ্বাসনাশক বুঝিয়া তাহার বিরুদ্ধে মনকে কঠিন করে, কিন্তু হায়২, তাহাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। (৩) আর অহঙ্কার প্রযুক্ত ভয়ের কারণ না জানাতে তাহারা অভিমানী ও নিশ্চিন্ত হইয়া উঠে। (৪) তদ্ভিন্ন সেই ভয় যে তাহাদের কল্পিত পুণ্য নষ্ট করে, ইহাও তাহারা বুঝে, এই কারণ তাহা নিবারণ করিতে আরও যত্নবান হয়।

তাহাতে *আশাবান কহিল, হাঁ, ইহার কিছু ২ আমি স্বয়ং ঠেকিয়া জানিয়াছি, যেহেতুক পূর্ব্বে আমারও মনেতে ঐ রূপ উদয় হইয়াছিল।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, তবে এই ক্ষণে আমাদের প্রতিবাসি ঐ *অজ্ঞানের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া লাভজনক অন্য কোন প্রসঙ্গ আরম্ভ করি।

তাহাতে *আশাবান কহিল, তাহা হইলে আমার বড় আনন্দ হয়; কিন্তু ভাই, তোমাকে আরম্ভ করিতে হইবে।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, তবে আমি কহি, শুন, দশ বৎসর গত হইল তোমার অঞ্চলে বাসকারি *ক্ষণিক নামে যে ব্যক্তি আপনাকে পরম ধার্ম্মিক দেখাইত, তাহাকে কি তুমি জানিয়াছিলা?

তাহাতে *আশাবান কহিল, হাঁ, তাহাকে জানিব না কেন? *সৌজন্য নামক নগরহইতে এক ক্রোশ দূর যে *নিরনুগ্রহ নামে নগর, সেই নগরে *পরাবৃত্ত নামক ব্যক্তির বাটীর পার্শ্বে সে ব্যক্তি বাস করিত।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, *তাহারি চালের নীচে বাস করিত বটে। ঐ ব্যক্তি এক বার চেতনা পাইয়াছিল, এবং আমার বোধ হয়, সেই সময়ে আপন পাপ ও তাহার উপযুক্ত ফল বিষয়ে তাহার জ্ঞান জন্মিয়াছিল।

তাহাতে *আশাবান কহিল, হাঁ, আমিও তাহাকে তেমনি বুঝিয়াছিলাম; কেননা তাহার বাটীহইতে আমার বাটী কেবল দেড় ক্রোশ দূর হওয়াতে সে অনেক বার সজল নয়নে আমার কাছে আসিত। তাহা দেখিয়া আমার অতিশয় দয়া হইত, এবং তাহার নিমিত্তে আমি নিতান্ত নিরাশ ছিলাম না; কিন্তু যাহারা প্রভু ২ করিয়া বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না, আমরা ইহার প্রমাণ পাইতেছি।

তখন *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, সে ব্যক্তি আমাকে এক বার কহিয়াছিল, আমি তোমাদের মত যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছি। পরে অকস্মাৎ *আত্মরক্ষক নামে এক ব্যক্তির সহিত তাহার নূতন আলাপ হওয়াতে তাহার সহিত আমার আলাপ ভঙ্গ পড়িল।

তাহাতে *আশাবান কহিল, আমরা এখন তাহারি বিষয়ের কথোপকথন করিতেছি, অতএব তাহার এবং তদ্রূপ লোকের সেই প্রকার হঠাৎ পরাঙ্মুখ হওন বিষয়ে কিছু২ কথোপকথন করিতেও বাঞ্ছা করি।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, সে রূপ আলোচনা আমাদের মঙ্গলের বিষয় হইতে পারে বটে; কিন্তু ভাই, তুমি কহ, আমি শুনি।

তাহাতে *আশাবান কহিল, ভাই, আমার বিবেচনাতে তাহার চারিটা কারণ আইসে; কি ২, তবে শুন।

প্রথমতঃ, এই রূপ লোকদিগের মনেতে এক প্রকার চেতনা জন্মিলেও তাহাদের অন্তঃকরণ পরিবর্ত্তিত হয় না; তৎপ্রযুক্ত অপরাধবিষয়ক ভয় ক্রমে২ ক্ষীণ হওয়াতে তাহাদিগকে ধর্ম্মের প্রতি আর চালায় না, এই জন্যে তাহারা পুনর্ব্বার পূর্ব্ব আচরণেতে প্রবৃত্ত হয়। সে কাহার ন্যায়? যেমন বমনশীল কুক্কুর; সে যখন বমি করে, তখন কিছু স্বেচ্ছাধীন করে তাহা নয়, তবে কি? যে পর্য্যন্ত আমাশয়হইতে ঊর্দ্ধবেগ থাকে, তাবৎ বমি করে, কিন্তু সেই বমনবেগের মান্দ্য ও বমির শান্তি হইলে ঐ কুক্কুর আপন বমির প্রতি বিমুখ না হইয়া পুনর্ব্বার সে সমস্ত চাটিয়া খায়; অতএব লিখিত বাক্য সত্য, কুক্কুর আপন বমি খাইতে আর বার ফিরে। এই হেতুক আমি কহি; এমন মনুষ্যেরা কেবল নরকযন্ত্রণার ভয়েতেই উত্তপ্ত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্তে চেষ্টান্বিত হয়, পরে নরকের

ও দণ্ডের ভয়রূপ অগ্নি শান্ত হইলে স্বর্গের ও পরিত্রাণের চেষ্টারূপ উত্তাপও শান্ত হয়। তাহাদের ভয় ও লজ্জা ক্ষীণ হইলে স্বর্গীয় সুখের বাঞ্ছাও ক্ষীণ হয়, তাহাতে তাহারা আপনাদের পূর্ব্ব পথে ফিরিয়া যায়।

দ্বিতীয় কারণ এই, তাহাদিগকে দমন করিতে পারে, এমন অনেক২ ভয় তাহাদের হৃদয়ে আছে; যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, মানুষবিষয়ক ভয় মানুষকে ফাঁদে ফেলে। এই নিমিত্তে যে পর্য্যন্ত হৃদয়মধ্যে নরক-ভয় জাগ্রৎ থাকে, তাবৎ তাহারা স্বর্গের নিমিত্তে চেষ্টা করে; কিন্তু সেই ভয় ক্রমে২ নিদ্রিত হইলে লোকভয় জাগ্রৎ হওয়াতে তাহারা পুনর্ব্বার এই বিবেচনা করে, সাবধান হওয়া ভাল, কেননা তাদৃশ অজ্ঞাত বিষয়ের নিমিত্তে বর্ত্তমান সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বিপদ্গ্রস্ত হওয়া ভাল নয়; এই বিবেচনা করিয়া তাহারা পুনর্ব্বার বিষয়েতে মগ্ন হয়।

তৃতীয়তঃ, অহঙ্কার প্রযুক্ত তাহাদের দৃষ্টিগোচরে ধর্ম্ম অতি অপকৃষ্ট ও অপকার্য্য বোধ হয়, এবং ধর্ম্মাবলম্বী হইতে লজ্জা তাহাদের বাধাস্বরূপ হইয়া উঠে; অতএব তাহারা নরক এবং আগামি ক্রোধ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব আচরণেতে প্রবৃত্ত হয়।

চতুর্থ কারণ এই, তাহারা আপন২ দোষ ও দণ্ডের প্রতি এক বারও দৃষ্টিপাত করিতে চাহে না; যদি চাহিত, তবে প্রথম দর্শনেতেই তাহারা ভয়েতে ধার্ম্মিক-দিগের আশ্রয়স্থানে আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইবার চেষ্টা অবশ্য করিত; কিন্তু তাহাদিগের সেই ইচ্ছা নয়, বরং পূর্ব্বে যে রূপ কহিয়াছি, তদ্রূপ যাহাতে পাপজন্য চেতনা ও ভয় উপস্থিত হওনের পথ অবরোধ হয়, এমন কর্ম্ম করাতে ক্রমে২ ঈশ্বরক্রোধজন্য ভয় বিষয়ক চৈতন্য

লুপ্ত হইলে তাহারা আরো আহ্লাদ পূর্ব্বক অন্তঃকরণকে সুস্থির করে; এবং যাহাতে মন আরো অধিক কঠিন হয়, এমন কর্ম্ম করে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হাঁ, তুমি এক প্রকার যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ; তাহাদের মনের ও ইচ্ছার যে অপরিবর্ত্তন, তাহাই সকলের মূল। মনের পরিবর্ত্তন না হওয়াতে তাহারা কেমন হইয়াছে? যেমন এক জন চোর বিচারকর্ত্তার সম্মুখে দাঁড়াওন কালে থর২ করিয়া কাঁ-পিতে থাকে; তাহাতে বোধ হয় সে ব্যক্তি অপরাধ বিষয়ে বড় খেদ করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক সে নিজ দোষের নিমিত্তে অনুতাপ না করিয়া কেবল ফাঁসিকাষ্ঠ দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত কাঁপে। ইহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে তাহাকে মুক্ত করিলে সে তৎক্ষণাৎ গিয়া পুনর্ব্বার চুরি কিম্বা ডা-কাইতি করে, কেননা তাহার দুষ্ট মতি ঘুচে নাই। যদি ঘুচিত, তবে সে ঐ দুষ্ক্রিয়া আর করিত না।

অপর *আশাবান কহিল, তাহাদের এক বার চেতনা জন্মিলেও পুনর্ব্বার বিষয়েতে মগ্ন হওয়ার যে কারণ তাহা আমি কহিলাম; এখন তাহার ধারা কি, ইহা তুমি বল।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাল, তবে আমি কহি, শুন। প্রথমতঃ, তাহারা ক্রমে২ ঈশ্বর ও মৃত্যু এবং আগামি বিচার এই সকলের স্মরণ সাধ্যানুসারে পরি-ত্যাগ করে। দ্বিতীয়তঃ, গোপনে প্রার্থনা করণ ও ইন্দ্রিয় দমন ও চৌকি দেওন এবং পাপনিমিত্তক অনু-তাপ করণ ইত্যাদি গুপ্ত ধর্ম্মক্রিয়া সকল ক্রমে২ পরি-ত্যাগ করে। তৃতীয়তঃ, *খ্রীষ্টেতে আসক্ত উদ্যোগি *খ্রীষ্টীয়ান লোকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে। চতুর্থতঃ, তাহারা শাস্ত্র পাঠের ও উপদেশের শ্রবণ ও তদ্বিষয়ের

কথোপকথন ইত্যাদি সপ্রকাশ ধর্ম্মক্রিয়া সকল পরিত্যাগ করে। পঞ্চমতঃ, তাহারা দুষ্টতাপূর্ব্বক ধার্ম্মিকদিগের আচরণের ছিদ্র অন্বেষণ করে, কেননা কোন প্রকারে যদি ছিদ্র পায়, তবে সেই ছল করিয়া তাহারা ধর্ম্মাচরণ ত্যাগ করিতে পারে। ষষ্ঠতঃ, তাহারা ভণ্ড লম্পট ইত্যাদি দুষ্ট লোকদের সহিত পরিচয় ও আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সপ্তমতঃ, তাহারা উত্তরোত্তর গুপ্ত ভাবে ঐহিক কামুকতা ইত্যাদি বিষয়ের কথোপকথন করে, এবং যদ্যপি কোন ধার্ম্মিক লোকের সেই রূপ কোন দোষ দেখে, তবে বড় আনন্দ করে, কেননা তাহাদের দেখা দেখি সেই সকল করিতে পারিবে। অষ্টমতঃ, তাহারা ক্রমে২ প্রকাশ রূপে লঘু পাপকে খেলার বিষয় জ্ঞান করে। নবমতঃ, এই রূপে তাহারা ক্রমে২ মনকে কঠিন করিয়া প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ করে, এবং মহা ভ্রমেতে ভ্রান্ত হইয়া ঈশ্বরানুগ্রহকর্ত্তৃক যদি নিবারিত না হয়, তবে সর্ব্বনাশ সাগরে একেবারে গা ঢালিয়া দেয়।

---

২০ অধ্যায়।

অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন এই রূপে যাত্রিরা ক্রমে২ *মোহভূমি পার হইয়া *বিয়ূলা নামক ভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। সেই অঞ্চলের বায়ু অতি সৌগন্ধি ও সুখজনক, এবং প্রকৃত পথ তাহার মধ্য দিয়া গমন করাতে তাহারা সেখানে কিছু কাল সুখভোগ করিল। চতুর্দ্দিগেতে নানাবিধ রম্য পুষ্পোদ্যান, তাহাতে প্রতি দিন অম্লানরূপে পুষ্প সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে, এবং নানা বৃক্ষেতে বিবিধ পক্ষি সকল অতি মধুর স্বরেতে

গান করিতেছে। আর ঐ অঞ্চলে সূর্য্য সর্ব্বদা উদিত থা-কাতে দিবা ভিন্ন কখন রাত্রি হয় না, কারণ ঐ দেশ মৃত্যু-চ্ছায়াস্থলীর পার, ও * আশাভঙ্গ নামক বীরের অধি-কারের বহির্ভূত, এবং তথাহইতে * সংশয়দুর্গ দেখা যায় না; আর সেই স্থানে যাত্রিদের গন্তব্য স্বর্গীয় নগর তাহাদের দৃষ্টিগোচর ছিল, এবং তন্নিবাসিদের মধ্যে কাহার২ সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইতে লাগিল, কারণ ঐ দেশ স্বর্গের প্রান্তভাগে স্থিত প্রযুক্ত স্বর্গদূতগণ ঐ স্থানে গমনাগমন করে। আর সেই স্থানে বর ও কন্যার বিবাহের কথা পুনর্ব্বার কথিত হয়, এবং বর যেমন কন্যাতে আনন্দ করে, তদ্রূপ তাহাদের ঈশ্বর তাহাদিগেতে আনন্দ করিলেন। আর সে স্থানে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য প্রযুক্ত তাহারা যখন যাহা বাঞ্ছা করিল, তখন তাহাই পাইল। এই স্থানে তাহারা রাজধানীহইতে উচ্চ শব্দযুক্ত এই একটি বাণী শুনিল, "তোমরা * সিয়োনের কন্যাকে বল, দেখ, তোমার ত্রাণকর্ত্তা আসিতেছেন; দেখ, তাঁহার দা-তব্য ফল তাঁহার সঙ্গে আছে।" অধিকন্তু ঐ দেশীয় লোকেরা যাত্রিদিগকে পবিত্র প্রজা ও পরমেশ্বরের মুক্ত ও যাচিত লোক বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল।

সেই অঞ্চলে গমন সময়ে যাত্রিলোকেরা যেমন আ-হ্লাদিত হইল, ঐ পথের কোন স্থানে পূর্ব্বে তেমন আহ্লাদিত হয় নাই। এবং ক্রমে২ রাজধানীর নি-কটবর্ত্তী হওয়াতে ঐ রাজধানী উত্তরোত্তর স্পষ্টরূপে দেখা যাইতে লাগিল। সে নগর মণি মাণিক্যেতে ও প্রবালাদিতে খচিত, এবং তাহার সমস্ত পথ সুবর্ণেতে রচিত, ও তদুপরি সূর্য্যতেজ প্রকাশ প্রযুক্ত * খ্রীষ্টীয়ান অতিশয় আকাঙ্ক্ষী হইয়া পীড়িত হইল, এবং * আ-শান্বিতও সেই রোগেতে পীড়িত হইল; অতএব এই রূপ

পীড়িত হইয়া তাহারা আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিল, হে বন্ধু লোক সকল, তোমরা যদি আমার প্রিয়তমের দেখা পাও, তবে আমি প্রেমেতে পীড়িত আছি, এই কথা তাঁহাকে কহিবা।

অল্প কালের পর তাহারা কিঞ্চিৎ সবল এবং পীড়া সহ্য করণে সমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার যাত্রা আরম্ভ করিল, তাহাতে ক্রমে২ ঐ রাজধানীর আরো নিকটবর্ত্তী হওয়াতে রাজপথের সম্মুখে চমৎকৃত মনোহর বন উপবন দেখিয়া নিকটবর্ত্তী এক জন মালিকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, এ সমস্ত রম্য উপবন কাহার? তাহাতে সে মালী কহিল, এ সকল মহারাজের ভোগের নিমিত্তে, এবং যে২ যাত্রি লোকেরা আইসেন, তাঁহাদের পরিতোষের নিমিত্তেও বটে। এ কথা কহিয়া সে ব্যক্তি তাহাদিগকে ঐ উদ্যানের মধ্যে লইয়া মনোহর ফলপুষ্পাদির দর্শন ও ভোজনদ্বারা তাহাদিগের শ্রান্তি দূর করাইল, এবং রাজার প্রিয় বিহারস্থান ও নিকুঞ্জ সকল ক্রমে২ দেখাইল। এই রূপে তাহারা উত্তম২ সামগ্রী ভোজন পানদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া সেই স্থানে নিদ্রা গেল।

আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন ঐ যাত্রি লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা সেই সময়ে স্বপ্নেতে আরো অধিক কথা কহিতে লাগিল, একারণ তদ্বিষয়ে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইলে ঐ মালী আমাকে কহিল, তুমি তাহার নিমিত্তে ভাবিতেছ কেন? এই উদ্যানের দ্রাক্ষাদি ফলের এমনি স্বভাব, যে তাহা ভোজন করিলে অতি মিষ্ট রূপে উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাবস্থাতে কথা কহায়, ইহা কি জান না?

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া ঐ নগরে উঠিবার নিমিত্তে উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ নগর একে নির্ম্মল সুবর্ণেতে নির্ম্মিত, তাহাতে তাহার উপরে সূর্য্যের

খরতর তেজ পতন হওয়াতে এমনি তেজঃপুঞ্জ ছিল, যে তাহারা উপনেত্র ব্যতিরেকে তাহার প্রতি এক বারও দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। ইতোমধ্যে তেজঃপুঞ্জ মুখ বিশিষ্ট দুই জন সুবর্ণবর্ণ বস্ত্রাবৃত হইয়া তাহাদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহাতে তাঁহারা যাত্রিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথাহইতে আইলা? এবং কোথায় ২ প্রবাস করিয়াছ? আর পথিমধ্যেই বা তোমাদের কি ২ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে? এবং তাহাতেই বা কি ২ সান্ত্বনা পাইয়াছ? তাহাতে তাহারা সমস্ত বিবরণ কহিলে পর ঐ দুই ব্যক্তি তাহাদিগকে কহিলেন, কেবল আর দুই কষ্টহইতে পার হইলেই তোমরা রাজধানীতে উপস্থিত হইবা।

তখন * খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার বন্ধু ঐ দুই ব্যক্তিকে কহিল, তবে তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সহিত আইস; তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, হাঁ, যাইব বটে; কিন্তু তোমাদের স্ব ২ বিশ্বাসদ্বারা ঐ নগর প্রাপ্ত হইতে হইবে। [এ কথা কহিলে পর আমি দেখিলাম, রাজধানীর দ্বার দেখা যায়, এমত স্থান পর্য্যন্ত তাহারা তাঁহাদের সঙ্গে ২ গেল।

পরে আমি দেখিলাম, তাঁহাদের সম্মুখে এবং ঐ দ্বারের অগ্রে একটি বৃহৎ গভীর নদী আছে, তাহাতে পুল ও নৌকা প্রভৃতি পার হইবার কোন উপায় না দেখিয়া যাত্রিরা বড় ভীত হইল। তাহাতে ঐ সঙ্গি দুই ব্যক্তি কহিলেন, ঐ নদীর মধ্য দিয়া তোমাদিগকে পার হইতে হইবে, নতুবা রাজধানীর দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিবা না।

তাহাতে যাত্রিরা জিজ্ঞাসা করিল, কেমন, মহাশয়? এই রাজধানীর দ্বারে যাইতে কি অন্য কোন পথ নাই? তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, হাঁ, আছে বটে, কিন্তু * হনোক ও * এলিয় এই দুই জন ব্যতিরেকে সৃষ্টির প্রথমাবধি কেহ

কখনো সেই পথ দিয়া যাইবার অনুমতি পায় নাই, এবং শেষতুরীবাদন পর্য্যন্ত কেহ পাইবেও না। এই কথা শুনিয়া যাত্রিরা, বিশেষতঃ *খ্রীষ্টীয়ান, ঐ নদী পার হইতে নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া ভগ্নাশ হইয়া এ দিগ্ ও দিগ্ চাহিতে লাগিল, এবং তাহারা ঐ দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিল, কেমন, মহাশয়? এই নদীর জল সর্ব্বত্র সমান কি না? তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, না, এই স্থানের অধিপতিতে যাহার যেমন বিশ্বাস, সে তেমনি অল্প কি গভীর জল পায়; ইহাতে আমরাও তোমাদের উপকার করিতে পারি না।

এমত কথা শুনিয়া তাহারা নদী পার হইবার জন্যে ঐ জলে প্রবেশ করিল, কিন্তু *খ্রীষ্টীয়ান ক্রমেং তলাইতে লাগিল, অতএব ভয় প্রযুক্ত কাঁদিতে২ *আশাবানকে কহিল, হে বন্ধো, আমি অতি গভীর জলেতে পড়িলাম, বড়২ তরঙ্গ আমার মাথার উপর দিয়া যাইতেছে, অতএব আমি ডুবি।

তাহাতে *আশাবান কহিল, হে ভ্রাতঃ, সাহস কর, এই দেখ আমি তলা পাইয়াছি, তাহা অতি উত্তম। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, হায় ২ ভাই হে, আমার প্রাণ যায়, মৃত্যুযন্ত্রণা আমাকে ঘেরিয়াছে, বুঝি ঐ দুগ্ধমধুপ্রবাহি দেশ দেখিতে পাইব না। এই কথা কহিতে২ সে মহাঘোর অন্ধকার দেখিয়া ভয়েতে হতবুদ্ধি হইল, এবং পথিমধ্যে যে সকল তুষ্টিজনক দ্রব্যাদি দেখিয়া আসিয়াছিল, সে সকল ভুলিয়া গেজিয়া২ কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কথাদ্বারা অনুমান হইল, তাহার আশঙ্কার বিষয় এই, পাছে সে ঐ নদীতে নষ্ট হইয়া রাজধানীর দ্বারে প্রবেশ করিতে অক্ষম হয়, এবং সে যাত্রা করণের পূর্ব্বে ও পরে যে সকল পাপ করিয়াছিল, তাহার বিষয়েও ভাবিত ছিল, এবং ভূত প্রেতের দর্শনদ্বারা তাহার মন উদ্বিগ্ন হইতেছিল, ইহা তাহার কথাদ্বারা এবং অন্যান্য প্রমাণদ্বারা প্রকাশ পাইল।

এমন হইলে *আশাবান আপন ভ্রাতার মস্তক জল-হইতে তুলিতে অতি যত্নবান হইলেও সে কখন২ এক বার ডুবিয়া যায়, আর বার ভুষ করিয়া মৃতবৎ ভাষিয়া উঠে। অতএব এই রূপ দুর্ঘটনা দেখিয়া *আশাবান তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্যে কহিতে লাগিল, ও হে ভাই, দ্বার দেখা যায়, আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্যে কত লোক দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, আর ভাই, আমি এখন মরিলাম, তাহারা তোমারই অপেক্ষা করিতেছে; তোমার সহিত আমার পরিচয় হওয়া অবধি তোমার প্রবল আশা আছে। তখন *আশাবান কহিল, ভাই, কেবল আমার নয়, তোমারও বটে। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ান কহিল, ভাই হে, আমি যদি প্রকৃত পথে থাকিতাম, তবে অবশ্য তিনি এখনি আমার উপকারের নিমিত্তে অগ্রসর হইতেন। আমি নিতান্ত পাপী, এই জন্যে তিনি আমাকে এই দুর্দ্দশাতে আনিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে *আশাবান কহিল, ভাই হে, আমি দেখিতেছি, তুমি এই জলের মধ্যে যে২ কষ্ট পাইতেছ, তাহার একটাও ঈশ্বরকর্তৃক পরিত্যাক্ত হওনের লক্ষণ নয়; কেননা দুষ্ট লোকদিগের বিষয়ে এই লিখিত আছে, “তাহারা মৃত্যুর জন্যে বদ্ধ হয় না, কিন্তু তাহাদের শরীর হৃষ্টপুষ্ট আছে; এবং অন্য মর্ত্ত্যের ন্যায় তাহাদের ক্লেশ হয় না, ও অন্য মানুষের মত তাহাদের বিপদ ঘটে না।” এই বচন কি তুমি একেবারে ভুলিলা? ঈশ্বর তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এই জন্যে তোমার এত ক্লেশ ঘটিতেছে, তাহা নয়; তুমি যে দুঃখ পাইতেছ তাহার বীজ এই, পূর্ব্বে তুমি যে২ মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছ, এই দুঃখের সময়ে তাহা স্মরণ করিয়া ঈশ্বরেতে নির্ভর দিতে পার কি না, এই পরীক্ষার নিমিত্তে এ দুঃখ জানিবা।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, * আশাবান এই রূপ সান্ত্বনা করিলে পরে * খ্রীষ্টীয়ান অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবনাযুক্ত হইয়া রহিল। তাহাতে * আশাবান পুনশ্চ কহিল ওহে ভাই, সুস্থির হও, * যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র * খ্রীষ্টীয়ান আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হাঁ, তাঁহাকে দেখিতেছি, এবং তিনি আমাকে এই কথা কহিতেছেন, "তুমি জলমধ্যে গমন করিলে আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; ও তুমি নদীর মধ্য দিয়া গমন করিলে নদী তোমাকে মগ্ন করিবে না।" ইহাতে তাহারা উভয়ে মঙ্গলের আশা প্রাপ্ত হইল, এবং তদবধি শত্রুরা প্রস্তরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া থাকিল। সেই স্থান অবধি ঐ নদীর জল অল্প হওয়াতে * খ্রীষ্টীয়ান হঠাৎ থাই পাইল। এই রূপে তাহারা নদী পার হইয়া গেল।

পরে তীরেতে সেই দুই জন স্বর্গীয় তেজস্বি দূতকে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করিতে দেখিল; এবং তটেতে উঠিবামাত্র তাঁহারা আসিয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, "পরিত্রাণাধিকারি লোকদের পরিচর্য্যার নিমিত্তে প্রেরিত সেবাকারি আত্মা আমরা।" এ কথা কহিয়া তাহাদের সঙ্গে ক্রমে ২ দ্বারের প্রতি গমন করিলেন।

এই স্থানে পাঠকদিগের সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে লিখি, ঐ নগর অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত হইলেও যাত্রিরা অক্লেশে তদুপরি আরোহণ করিল; তাহার কারণ এই, ঐ দুই জন মহাত্মা তাহাদের হস্ত গ্রহণ করিয়া সহায়তা করিলেন; এবং তাহারা যে নশ্বর বস্ত্র পরিহিত হইয়া নদীতে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই ভারি বস্ত্র তথায় পরিত্যাগ করিয়া জলহইতে নির্গত হইয়াছিল। পরে ঐ দুই জন তাহাদিগকে ঊর্দ্ধ পথে লইয়া গেলেন; অতএব ঐ নগরের ভিত্তিমূল মেঘহইতে উচ্চতর হইলেও

তাহারা সাধু সঙ্গ প্রযুক্ত অনায়াসে আকাশমার্গ দিয়া সেই দ্বারের প্রতি গমন করিল। কেননা নদী উত্তীর্ণ হওয়াতে এবং ঐ সাধু ব্যক্তিদিগের সমভিব্যাহারে গমন করাতে তাহাদের মন আনন্দেতে প্রফুল্ল ছিল।

তাহাতে ঐ জাজ্বল্যমান লোকেরা কহিলেন, দেখ, এই স্থানের কি পর্য্যন্ত মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য, তাহা বাক্যদ্বারা কহিয়া শেষ করা যায় না; কেননা *সিয়োন পর্ব্বত ও স্বর্গীয় *যিরূশালম এবং অযুত২ দিব্য দূত, ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্ম্মিকগণের আত্মাগণ এই স্থানে আছে। অতএব তোমরা এই ক্ষণে ঈশ্বরের আরামে গমন করিতেছ; সেই স্থানে অমৃতবৃক্ষ পাইয়া তাহার অম্লান ফল ভোজন করিতে পারিবা; এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পর অপূর্ব্ব শুক্ল পরিচ্ছদ পাইয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন মহারাজের সহিত একত্র গতায়াত পূর্ব্বক কথোপকথন করিতে পারিবা; কিন্তু পৃথিবীতে থাকিতে যে২ পীড়াদি নানাবিধ দুঃখ কষ্ট পাইয়াছ, এখানে তাহার কিছুই পাইবা না, কেননা পুরাতন বিষয় সকল গত হইল। বিপদের সম্মুখহইতে ঈশ্বরকর্ত্তৃক লোকান্তরে নীত হইয়া যে সরলপথগামি ধার্ম্মিকেরা এই ক্ষণে আপন২ শয্যার উপরে বিশ্রাম ভোগ করেন, এমন যে *ইব্রাহীম্ ও *ইস্হাক্ ও *যাকুব এবং ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ইত্যাদি লোকদের নিকটে তোমরা যাইতেছ। তখন যাত্রিকেরা জিজ্ঞাসিল, সেই পবিত্র স্থানে গিয়া আমাদের কি২ করিতে হইবে? তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, সেই স্থানে তাবৎ পরিশ্রমের পুরস্কার পাইয়া পথিমধ্যে মহারাজের নিমিত্তে অশ্রুপাত ও প্রার্থনাদি পূর্ব্বক যে২ বীজ রোপণ করিয়াছ, তাহার ফল ভোগ করিবা। আর সেই স্থানে সুবর্ণের মুকুট পরিধান পূর্ব্বক নিত্য২ পবিত্র রাজার সন্দর্শন পাইবা;

এবং তিনি যাদৃশ আছেন, তাদৃশ তাঁহাকে দর্শন করিবা। আর তোমরা যাঁহার সেবা করিতে বাঞ্ছিত হইয়া শরীরের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত সংসারেতে অধিক কষ্ট পাইয়াছিলা, সে স্থানে গিয়া আনন্দধ্বনি পূর্ব্বক ধন্যবাদ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে পাইবা। তাহাতে সর্ব্বাধিপতির মনোহর রূপ ও মধুর বাক্য দেখিয়া শুনিয়া তোমাদের চক্ষু কর্ণ আহ্লাদেতে পুলকিত হইবে। তদ্ভিন্ন সেখানে তোমাদের যে২ বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি ধার্ম্মিক লোক পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত দর্শন স্পর্শন আলাপ ব্যবহার করিতে পাইবা; এবং ইহার পর যে২ লোকেরা এ স্থানে আগমন করিবেন, আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহাদের আগ্‌বাড়ান লইতে পারিবা। অধিক কি কহিব? তোমরা অতুল্য ঐশর্য্যান্বিত হইয়া মহারাজের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক গমনাগমন করিতে পারিবা, এবং তিনি যখন মেঘারূঢ় হইয়া তূরী সহকারে বায়ুবেগের সহিত আগমন করিয়া বিচারাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও তাঁহার সহিত আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইবা; তাহা কেবল নয়, তিনি যখন পাপিদিগের দণ্ড নিশ্চয় করিবেন, তখন তাহারা মনুষ্য হউক, কিম্বা দূত হউক, তাহাদের দণ্ড বিষয়ে তোমাদের কথাও গ্রাহ্য হইবে; কেননা তাহারা যেমন তাঁহার শত্রু, তেমনই তোমাদেরও শত্রু। অবশেষে তিনি যখন রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবেন; তখন তোমরাও তূরীবাদ্যেতে তাঁহার সহিত উপনীত হইয়া নিত্য তাঁহার সহিত বাস করিবা।

এই রূপ কথোপকথন করিতে২ যখন তাহারা দ্বারনিকটবর্ত্তী হয়, এমন সময়ে স্বর্গীয় সৈন্যহইতে এক দল সৈন্য তাহাদের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্তে বাহির হইল। পরে ঐ দুই জাজ্বল্যমান ব্যক্তি সেই সৈন্যদিগকে কহিলেন, এই ব্যক্তিরা সংসারে থাকিতে আমাদের প্রভুকে স্নেহ করিয়া

তাঁহার পবিত্র নামের অনুরাগে আপন ২ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, এই নিমিত্তে ইহাদিগকে আগ্‌বাড়ান আনিতে আমরা প্রেরিত হইলাম। এই ক্ষণে ইহারা প্রবেশ করিয়া আপনাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর মুখসন্দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে বাঞ্ছা করিতেছে। এই কথা শুনিয়া সৈন্যগণ মধুর ধ্বনি পূর্ব্বক কহিল, মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত লোকেরা ধন্য। অপর রাজার কতক গুলীন তূরীবাদক শুভ্র জাজ্বল্যমান বস্ত্রাবৃত হইয়া মর্ত্ত্যলোকহইতে আগত যাত্রিদের অভ্যার্থনাতে অতি সুশ্রাব্যরূপে তূরী বাজাইতে২ ও সিংহনাদ করিতে২ তাহাদিগকে ভেটিল, ও তাহাদের তূরীর প্রতিধ্বনিতে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ হইল।

এই রূপে স্বর্গহইতে অনেক২ লোক আসিয়া তাহাদের রক্ষার নিমিত্তে চতুষ্পার্শ্বে ঘেরিয়া আনন্দোৎসব পূর্ব্বক অতি উচ্চৈঃস্বরে মধুর শব্দেতে তূরী বাজাইতে২ অন্তরীক্ষ পথ দিয়া তাহাদিগকে আগ্‌বাড়ান লইয়া চলিল। এবং স্বর্গীয় লোকেরা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কতো আনন্দ পূর্ব্বক আসিয়াছে, আর তাহাদের সহিত আলাপেই বা কেমন আহ্লাদিত হইয়াছে, তাহা ঐ তূরী বাদ্যকরেরা তূরীবাদ্যদ্বারা যাত্রিদিগকে জানাইতে লাগিল। তাহাতে দর্শনকারি লোকদিগের এমনি বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাদের আগ্‌বাড়ান লইতে স্বর্গস্থ সমুদয় লোক একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে যাত্রি লোকেরা দূতদের দর্শনে ও সুশ্রাব্য তূরীশব্দ শ্রবণে নিমগ্ন প্রযুক্ত, আমরা স্বর্গেতেই আছি, তাহাদের এমনি বোধ হইতে লাগিল। অপর তাহারা সেই স্থানহইতে নগর দেখিতে পাইয়া ভাবিল, আমাদের আগমনের জন্যে নগরের সর্ব্বত্র ঘন্টার বাদ্য হইতেছে, আমরা সেই স্থানে সর্ব্বদা এই সকল লোকেতে

আবৃত হইয়া থাকিব। এই রূপ ভাবিয়া তাহারা যখন ঐ দ্বারের নিকটে গেল, তখন তাহাদের কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল, তাহা বাক্যদ্বারা নির্ণয় করা যায় না।

এই রূপে তাহারা দ্বারনিকটে উপস্থিত হইলে দ্বারোপরি দৃষ্টি করিয়া স্বর্ণ অক্ষরেতে লিখিত এই২ বাক্য দেখিল, "যাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, তাহারাই ধন্য; কেননা তাহারা অমৃত বৃক্ষের অধিকারী হইবে, এবং দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবে।"

অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা ঐ দুই তেজস্বি ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে দ্বারেতে আহ্বান করিল; তাহাতে *হনোক ও *মূসা ও *এলিয় প্রভৃতি* কোন২ লোক দ্বারের ছাতহইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহাতে ঐ দুই ব্যক্তি কহিলেন, রাজার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রযুক্ত এই যাত্রি লোকেরা *ধ্বংস্য নগরহইতে আসিয়াছে। এ কথা কহিবামাত্র *যাত্রিকেরা যাত্রারম্ভ কালে নিজ২ যে অধিকারপত্র পাইয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগকে অর্পণ করিল। তাঁহারা ঐ পত্র লইয়া পুরীমধ্যে গিয়া মহারাজের হস্তে দিলে পর তিনি পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, সেই লোকেরা কোথায়? তাহাতে তাঁহারা কহিলেন, দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তখন রাজা কহিলেন, "তোমরা দ্বার মুক্ত কর, তাহাতে সত্যতাসক্ত ধার্ম্মিক জাতি প্রবেশ করিবে।"

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, দ্বার মুক্ত হইলে পর সেই দুই জন প্রবিষ্ট হইবামাত্র রূপান্তর হইয়া সুবর্ণের ন্যায় তেজোময় বস্ত্র পরিহিত হইল, এবং তৎকালে বীণা ও মুকুটধারি ব্যক্তিরা আসিয়া সম্ভ্রমের নিমিত্তে তাহাদের মস্তকে মুকুট দিল, এবং স্তুতি করণের নিমিত্তে হস্তে বীণা দিল। পরে স্বপ্নে শুনিলাম, আনন্দ প্রযুক্ত রাজধানীর সর্ব্বত্র ঘন্টাধ্বনি হইল, এবং সেই

যাত্রিদের প্রতি এই কথা উক্ত হইল, "তোমরা আপন প্রভুর সুখের ভাগী হও।" এ কথা শুনিয়া তাহারাও উচ্চৈঃস্বরে এই গান করিতে লাগিল, "সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তির প্রতি ও মেষশাবকের প্রতি ধন্যবাদ ও সম্ভ্রম ও গৌরব ও কর্ত্তৃত্ব অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তুক।"

এই প্রকারে ঐ যাত্রিকদিগের প্রবেশের নিমিত্তে যখন দ্বার মুক্ত হইল, তখন আমি অবকাশ পাইয়া নগরের ভিতরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, ঐ নগর সূর্য্যের মত তেজোময়, এবং তাহার রাজমার্গ সকল সুবর্ণেতে নির্ম্মিত। এবং সেখানে যে২ লোকদিগকে গমনাগমন করিতে দেখিলাম, তাহাদের প্রত্যেকেরই মস্তকে মুকুট এবং হস্তে তালপত্র ও স্তুতি গানার্থক স্বর্ণময় বীণা আছে।

আর ঐ স্থানে পক্ষবিশিষ্ট অনেক২ লোককেও দেখিলাম। তাহারা নিত্য২ পরস্পর কহে, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু পরমেশ্বর। পরে দ্বার রুদ্ধ হইলে আমি ঐ সমস্ত দেখিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতে বড় ইচ্ছুক হইলাম।

আমি এই সকল বিষয় ভাবিতেছিলাম, ইতোমধ্যে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, সেই * অজ্ঞান নামক ব্যক্তি ক্রমে২ নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল; আর ঐ দুই জন যেমন কষ্ট পাইয়াছিল, সে তাহার অর্দ্ধেক ক্লেশও না পাইয়া অতি শীঘ্র২ নদী পার হইয়া আইল। কারণ * বৃথাশ নামক এক জন কর্ণধার সেই স্থানে তখন নৌকা লইয়াছিল; তাহার সাহায্যে সেই ব্যক্তি অক্লেশে নদী উত্তীর্ণ হইয়া অন্যান্য যাত্রিকদিগের মত দ্বারনিকটে উপস্থিত হইবার জন্যে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল; কিন্তু অন্যদের সাহায্যের নিমিত্তে যেমন দুই জন তেজস্বি লোক আগমন করিয়াছিলেন, তেমন তাহার সহায়তা করিতে কেহ আইল না। অতএব সে

বহু কষ্টেতে পর্ব্বতারোহণ করিয়া দ্বারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল; পরে দ্বারের ঊর্দ্ধে ঐ লেখা দেখিয়া, আমি অতি শীঘ্র দ্বারে প্রবিষ্ট হইতে পারিব, ইহা ভাবিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। তখন দ্বারের উপরহইতে কতক গুলীন লোক জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথাহইতে আইলা, এবং কি চাহ? তাহাতে সে কহিল, আমি রাজার সাক্ষাতে ভোজন পান করিয়াছি, এবং তিনি আমাদের পথে শিক্ষা দিয়াছেন। তখন তাহারা রাজাকে দেখাইবার নিমিত্তে তাহার অধিকার-পত্র চাহিল। তাহাতে সে ব্যক্তি আপন বস্ত্রের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া পত্র না পাওয়াতে তাহারা জিজ্ঞাসিল, তোমার নিকটে কি পত্র নাই? ইহাতে সে ব্যক্তির মুখ দিয়া আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। অতএব তাহারা মহারাজকে ঐ সংবাদ জ্ঞাত করিলে পর সেই ব্যক্তির সহিত রাজার সাক্ষাৎ করা দূরে থাকুক, বরং *খ্রীষ্টীয়ান ও *আশাবানকে যে দুই জন আগ্‌বাড়ান আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা ঐ *অজ্ঞানের হস্ত পাদাদি দৃঢ় বদ্ধ করিয়া দূরে লইয়া যাও। পরে আমি দেখিলাম, তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তাহাকে দৃঢ় বন্ধনে আকাশের মধ্য দিয়া লইয়া পর্ব্বতপার্শ্বস্থ যে দ্বার আমি দেখিয়াছিলাম, সেই দ্বারে প্রবেশ করাইল। অতএব *ধ্বংস্য নগরহইতে যেমন নরকগমনের পথ আছে, তেমনি স্বর্গ-দ্বারের নিকটহইতেও আছে, ইহা আমি জানিতে পারিলাম। পরে জাগ্রৎ হইলে বুঝিলাম, সকলি স্বপ্ন।

গ্রন্থের শেষশ্লোক।

শুন হে পাঠক নিজ স্বপ্নকথা আমি।
বলিনু এখন অর্থ আমারে কি তুমি ॥
কিম্বা প্রতিবাসি জনে কিম্বা আপনাতে।
যোগ্য হও কিম্বা নাহি প্রকাশ করিতে ॥
কিন্তু ইথে অর্থ যেন ভিন্ন নাহি হয়।
বিপরীত অর্থে কভু মঙ্গল না রয় ॥
বরঞ্চ তোমার ইথে মন্দ সম্ভাবনা।
বিপরীত অর্থে হয় অনিষ্ট ঘটনা ॥
বাহ্য অর্থ পরিহরি গূঢ় অর্থ ধর।
দৃষ্টান্ত রূপক কিম্বা বচন আমার ॥
ক্রীড়া বা কোপের হেতু না হক তোমার।
মত্ত শিশু জনে তাহা কোপ বা ক্রীড়ার ॥
বিষয় হইতে দেও তুমি ধর সার।
প্রকৃত তাৎপর্য্য লও আমার কথার ॥
পর্দ্দা তুলি মধ্য দেখি কর আলোচনা।
ইথে নাহি ক্ষান্ত হও মম এ প্রার্থনা ॥
ইথে অন্বেষিলে তুমি পাইবা নিশ্চয়।
পুণ্য নরে হিতকর অনেক বিষয় ॥
এই গ্রন্থে যদি তুমি ধাতুমল পাও।
সাহসে নির্ভর করি তাহা ফেলি দেও ॥
কেবল কনক তুমি যত্ন করি ধর।
সুবর্ণস্বরূপ এই পুস্তক আমার ॥
উপরেতে আচ্ছাদিত হলেও পিত্তল।
খোসা হেতু কেহ কভু পরিহরে ফল ॥
কিন্তু যদি তুমি সব পরিত্যাগ কর।
স্বপন বৃত্তান্ত তবে কহিব অপর ॥

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

যাত্রিকের গতি।

দ্বিতীয় ভাগ।

১ অধ্যায়।

হে প্রিয় পাঠকগণ, *খ্রীষ্টীয়ান নামক যাত্রিক, এবং স্বর্গরাজ্যের প্রতি তাহার যে সঙ্কট গমন, তদ্বিষয়ে যে স্বপ্ন আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, তাহা ব্যক্ত করিয়া কহাতে তোমাদের হিত এবং আমারও সন্তোষ জন্মিয়াছিল। এবং *খ্রীষ্টীয়ানের সহিত তাহার স্ত্রী ও সন্তানেরা গমন করিতে কোন মতে সম্মত না হওয়াতে তাহাকে যে একাকী যাত্রা করিতে হইয়াছিল, ফলতঃ তাহাদের সহিত *ধ্বংস্যনগরে থাকিলে আপনার ধ্বংস অবশ্য ঘটিবে, এই আশঙ্কায় সে নগরে বাস করিতে না পারাতে সে যে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, ইহাও তোমাদিগকে তখন জ্ঞাত করিয়াছিলাম।

অপর অনেক কার্য্য প্রযুক্ত সেই অঞ্চলে গমন করিতে আমার অবকাশ না থাকাতে *খ্রীষ্টীয়ানের পরিত্যক্ত পরিজনের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বিবরণ করিতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমার ক্ষমতা হয় নাই। পরন্তু অল্প দিবস হইল, কোন কর্ম্মোপলক্ষে সে অঞ্চলে যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে আমি তথায় পুনর্ব্বার গমন করিলাম; তাহাতে তন্নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক অরণ্যমধ্যে রাত্রি যাপন করিয়া নিদ্রা সময়ে পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলাম।

ঐ স্বপ্নে আমি দেখিলাম যেন এক প্রবীণ লোক আমার শয়নস্থান দিয়া যাইতেছে, এবং আমার গন্তব্য পথে তাহাকে গমন করিতে দেখিয়া আমি যেন উঠিয়া তাহার সহিত গমন করিলাম।

পরে যাইতে২ পথিকেরা যেমন করিয়া থাকে, সেই রূপ আমরাও পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলাম। বিশেষতঃ আমি ঐ বৃদ্ধকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মহাশয়, ঐ নিম্নভূমিতে আমাদের গন্তব্য পথের বাম পার্শ্বে কোন্ নগর দেখা যাইতেছে? তাহাতে * বুদ্ধিমান নামক ঐ ব্যক্তি কহিল, উহার নাম * ধ্বংস্যনগর; সে বহুপ্রজ দেশ বটে, কিন্তু তথাকার লোকেরা অতি অলস ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

ইহাতে আমি কহিলাম, আমারও বোধ হইল, ঐ সে নগরই বটে। ঐ নগরের মধ্য দিয়া আমি এক বার গমন করিয়াছিলাম, তাহাতে তথাকার লোকদের বিষয়ে তুমি যাহা বলিলা, তাহা যে সত্য, ইহা জানি।

* বুদ্ধিমান কহিল, হায়! তাহাদের প্রশংসা করিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু সত্যই কহা উচিত।

তখন আমি কহিলাম, হে মহাশয়, আমি দেখিতেছি, আপনি সজ্জন। উত্তম বিষয় কথনে ও শ্রবণে আপনকার সুখ বোধ হয়। অতএব নিবেদন করি, ঐ নগরনিবাসি * খ্রীষ্টীয়ান নামে যে এক ব্যক্তি পূর্ব্বে ঊর্দ্ধরাজ্যে গমন করিয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত কি আপনি শুনিয়াছেন?

* বুদ্ধিমান কহিল, শুনি নাই কেন? তাহার ক্লেশ ও বিপত্তি ও যুদ্ধ ও বন্দিত্ব ও ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ ও ভয় ও আশঙ্কা ইত্যাদি যাহা২ পথিমধ্যে ঘটিয়াছিল, সে সকলই আমি শ্রবণ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন আমাদের তাবদ্দেশ তদ্বিষয়ক জনরবে পরিপূর্ণ হইয়াছে জানিবা। এবং যে

সকল লোক তাহার ও তাহার কার্য্যের বিষয় এক বার শুনিয়াছে, তাহারা প্রায় সকলে অনুসন্ধান করিয়া তদ্বৃত্তান্ত পুস্তক পাইতে ত্রুটি করে নাই। অধিক কি কহিব? তাহার যাত্রা এমত সঙ্কটাপন্ন হইলেও অনেকে তাহার প্রশংসা করিতেছে। এ দেশে বাস করণ সময়ে সকলে তাহাকে উন্মত্ত কহিত, কিন্তু এই ক্ষণে সে স্থানান্তরগত হওয়াতে সকলের প্রশংসা পাত্র হইয়াছে। ফলতঃ এমত উক্ত আছে, সে এখন পরম সুখে কাল যাপন করিতেছে। আর যাহারা তাহার ন্যায় কষ্ট ভোগ করিতে নিতান্ত অসম্মত, এই ক্ষণে তাহার লব্ধ ফল দর্শনে তাহাদেরও মুখ দিয়া লাল পড়িতেছে।

তাহাতে আমি কহিলাম, তাহারা যথার্থ বুঝিলে অবশ্য ইহা বুঝিবে যে সে এখন পরম সুখে বাস করিতেছে। যেহেতুক সে অমৃত প্রস্রবণের সন্নিধানে অবস্থিতি করত পরিশ্রম ও পরিতাপ ব্যতিরেকে প্রাপ্ত বিষয় ভোগ করিতেছে, তাহার সুখ আর দুঃখমিশ্রিত নহে। সে যাহা হউক, বল দেখি লোকেরা এখন তাহার বিষয়ে কি রূপ কথাবার্ত্তা কহে?

* বুদ্ধিমান কহিল, অদ্ভুত কথাবার্ত্তা কহে। কেহ ২ বলে, সে এখন শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া গমনাগমন করে, আর তাহার গলদেশে সুবর্ণ হার সুশোভিত আছে, এবং সে মুক্তাখচিত স্বর্ণমুকুট মস্তকে ধারণ করে। অপর কেহ ২ কহে, যাত্রাকালে যে সকল তেজোময় পুরুষেরা কখন ২ তাহাকে দর্শন দিতেন, তাঁহারা সম্প্রতি তাহার সহবাসী হইয়াছেন। এবং এ স্থানে প্রতিবাসিদের পরস্পর যেমত প্রেমালাপ হইয়া থাকে, সেই রূপে সে স্থানে তাঁহাদের সহিত তাহার প্রেমালাপ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন তাহার বিষয়ে ইহাও জানা গিয়াছে, সে যে স্থানে বাস করে,

তথাকার রাজা নিজ রাজবাটীর মধ্যে তাহাকে অতি মনোরম্য রত্নময় বাসস্থান প্রদান করিয়াছেন, এবং সে রাজার সহিত নিত্য২ ভোজন পান ও গমনাগমন ও কথোপকথন করত তাঁহার আনন্দ ও অনুগ্রহপাত্র হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কেহ২ এমনও অনুমান করে যে তাহার যাত্রী হওনের উদ্যোগকালে তাহার প্রতিবাসিরা তাহাকে যে হেয়জ্ঞান ও পরিহাস করিয়াছিল, সেই নিমিত্তে তদ্দেশাধিপতি তাহার প্রভু অবিলম্বে এই অঞ্চলে আগমন করিয়া তাহাদের বিহিত বিচার করিবেন। যেহেতু তাহারা কহে, সে এই ক্ষণে রাজার এমত স্নেহপাত্র হইয়াছে, যে যাত্রাকালে তাহার যে সকল অপমান হইয়াছিল, রাজা সে সকল নিজাপমান জ্ঞান করিয়া ত্বরায় তাহার প্রতিফল দিবেন। ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যেহেতুক রাজার প্রতি প্রেম করণ প্রযুক্ত তৎকালে *খ্রীষ্টীয়ান প্রাণপণে যাত্রা করিয়াছিল।

তাহাতে আমি কহিলাম, তাহা সত্য বটে; আর এই সকল শুনিয়া আমি অতি সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতুক ঐ সন্তাপসহিষ্ণু ব্যক্তি এখন আত্মপরিশ্রমহইতে বিশ্রাম পাইয়া পরমাহ্লাদে অশ্রুপাতের ফল ভোগ করিতেছে, এবং শত্রুদিগের অস্ত্রপথের বহির্ভূত হইয়া সকল আপদহইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন এই সকল জনরব এ দেশে যে ব্যাপিয়াছে, তাহাও সন্তোষের কারণ, কেননা তদ্দ্বারা অবশিষ্ট লোকদেরও শুভ ফল দর্শিতে পারে। হে মহাশয়, ইহাতে আমার মনে একটা কথা উদয় হওয়াতে এই ক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, *খ্রীষ্টীয়ানের স্ত্রী ও পুত্রদের বিষয় কি আপনি কিছু শুনিয়াছেন? আহা! সেই দীনহীনেরা এত দিন না জানি কি করিতেছে।

তাহাতে *বুদ্ধিমান কহিল, কে? *খ্রীষ্টীয়ানীর ও

তাহার সন্তানদের কথা কহিতেছ? *খ্রীষ্টীয়ানের যেমন সদ্গতি হইয়াছে, তেমনই তাহাদেরও হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যেহেতুক তাহারা প্রথমে নির্ব্বোধের ন্যায় ব্যবহার করিয়া *খ্রীষ্টীয়ানের নেত্রজলে ও কাকুক্তিতে প্রবোধিত হইতে অস্বীকার করিলেও উত্তর ভাব্য-ভাবনাতে তাহাদের মন আশ্চর্য্য রূপে আকৃষ্ট হওয়াতে তাহারাও বোচ্কা বান্ধিয়া তাহার পশ্চাৎ চলিয়া গিয়াছে।

তাহাতে আমি কহিলাম, কি আনন্দের কথা! তাহার স্ত্রী পুত্র সকলেই কি গিয়াছে?

*বুদ্ধিমান কহিল, হাঁ, সকলেই গিয়াছে। আমি তাহা বিলক্ষণ জানি; যেহেতুক সে সময়ে আমি সে স্থানে থাকাতে তদ্বিষয় উত্তমরূপে অবগত হইয়াছিলাম।

তাহাতে আমি কহিলাম, তবে এ কথা যে সত্য, এমত ব্যক্ত করা যাইতে পারে?

*বুদ্ধিমান কহিল, হাঁ, তাহা প্রকাশ করিতে তোমার কোন ভয় নাই। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, ঐ স্ত্রী ও তাহার চারি পুত্র সকলে সেই যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর আমি দেখিতেছি, আমাকে ও তোমাকে আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত একত্র যাইতে হইবে; অতএব এই অবসরে সে সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাকে জানাই।

দেখ, সেই স্ত্রীর নাম *খ্রীষ্টীয়ানী। যে দিবসাবধি সে আপন সন্তান সমভিব্যাহারে যাত্রায় প্রবৃত্তা হইল, তদবধি তাহার ঐ নাম হইয়াছে। তাহার স্বামী নদী পার হইলে পর তাহার আর সংবাদ না পাওয়াতে ঐ স্ত্রীর মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল, কারণ তাহার স্বামী লোকান্তর্গত এবং বিবাহরূপ প্রেমবন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল। তুমি তো জান, অতি প্রিয় আত্মীয় লোকের বিচ্ছেদে গুরুতর চিন্তার উদয় মনোমধ্যে স্বভাবতই

হইয়া থাকে। অতএব স্বামির বিয়োগ তাহার অধিক অশ্রুপাতের কারণ হইল। অধিকন্তু *খ্রীষ্টীয়ানী মনে২ এরূপ ভাবিতে লাগিল, কি জানি, স্বামির প্রতি আমার অবিহিত ব্যবহার প্রযুক্ত তিনি আমার দৃষ্টিগোচরহইতে অপহৃত হইলেন। এবম্প্রকার চিন্তা করাতে তাহার প্রিয় স্বামির প্রতি সে যে সকল নির্দয় ও অসঙ্গত অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিল, সেই সকল ঝাঁকে২ তাহার মনে পাড়িতে লাগিল, তাহাতে তাহার অন্তঃকরণ সন্তাপিত হইয়া তাহাকে দোষী করিল। অধিকন্তু স্বামির অনবরত আর্ত্ত-নাদ ও অজস্র অশ্রুপাত এবং তীব্র বিলাপ ও কাকূক্তি স্মরণ হওয়াতে, এবং তাহার সহিত গমনার্থে স্বামী তাহাকে ও তাহার সন্তানদিগকে প্রেম ও বিনয় পূর্ব্বক প্রবোধ দিলে সে যে কাঠিন্য প্রকাশ করিয়াছিল, তা-হাও মনে পড়াতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তদ্ভিন্ন *খ্রীষ্টীয়ান যখন পৃষ্ঠদেশে গুরুতর ভারাক্রান্ত ছিল, তখন সে তাহাকে যাহা২ কহিয়াছিল, কিম্বা তাহার সমক্ষে যাহা২ করিয়াছিল, সে সকল বিষয়ের স্মরণ বিদ্যুতের আভার ন্যায় আসিয়া তাহার মন দগ্ধ করিল। বিশেষতঃ ত্রাণার্থে আমি কি করিব? *খ্রীষ্টীয়ানের এই বিলাপবা-ক্যের প্রতিধ্বনিতে তাহার কর্ণ শিহরিয়া উঠিল। তদনন্তর সে আপন সন্তানদিগকে কহিল, হে পুত্রগণ, বুঝি আমা-দের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আমি পাপাচরণদ্বারা তো-মাদের পিতাকে দূর করিয়া দেওয়াতে তিনি গিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অসম্মতা হইয়া অনন্ত জীবন প্রাপ্তি বিষয়ে তোমাদিগেরও বাধা জন্মাইলাম। এই সকল কথা শুনিয়া বালকেরা অশ্রুপাত পূর্ব্বক পিতার পশ্চাৎ গমনার্থে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হায়!

তাঁহার সহিত গেলে আমাদের মঙ্গল হইত; বোধ হয় সম্প্রতি যাইতে কষ্ট হইবে। পূর্ব্বে আমি নির্ব্বোধ প্রযুক্ত তোমাদের পিতার দুঃখ বিষয়ে অনুমান করিয়াছিলাম, সে সকল কেবল মনোবৈকল্যের কিম্বা বায়ুরোগের ফল। এই ক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, সে সমস্ত অন্য কারণে হইয়াছিল, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি অনন্ত জীবনের দীপ্তি প্রদত্ত হইয়াছিল; বোধ হয় সেই জ্ঞানের সহকারে তিনি মৃত্যুপাশহইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাহারা সকলে পুনর্ব্বার রোদন করত অতি উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হায়! অদ্য আমাদের কি মনস্তাপের দিবস!

পর রাত্রিতে *খ্রীষ্টীয়ানী এক স্বপ্ন দেখিল, যেন এক প্রশস্ত চর্ম্মপটী তাহার সম্মুখে বিস্তীর্ণ হইল; তন্মধ্যে তাহার ভাবৎ ক্রিয়ার সংখ্যা নির্ণীত ছিল, এবং তাহার দোষের সঙ্কলন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তাহাতে সে নিদ্রাতে অতি উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে ঈশ্বর, পাপিষ্ঠা যে আমি, আমার প্রতি দয়া করুন। তাহাতে তাহার এই কাতরোক্তি বালকেরা শুনিল।

তৎপরে সে দেখিল, যেন অতি কুৎসিতাকার দুই ব্যক্তি তাহার শয্যার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, এই স্ত্রীলোকের প্রতি কি করিব? যেহেতুক জাগ্রৎ বা নিদ্রা সময়ে সর্ব্বদা দয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষাতে এ ক্রন্দন করিতেছে। ইহাকে যদি নিবৃত্ত করা না যায়, তবে ইহার স্বামিকে যেমন হারাইয়াছি, তেমনি ইহাকেও হারাইব। অতএব পারত্রিক বিষয়ের ভাবনাহইতে ইহাকে বিরত্ত করণের উপায় চেষ্টা পাইতে হইবে, নতুবা এ যাত্রিকী হইবে, জগৎসংসারের লোক ইহাকে রাখিতে পারিবে না।

এই রূপ স্বপ্ন দর্শনে তাহার ঘর্ম্মাক্ত শরীর থর থর

করিয়া কম্পমান হইলে নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে পুনর্ব্বার নিদ্রা হইলে সে দেখিল, যেন তাহার স্বামী *খ্রীষ্টীয়ান আনন্দময় স্থানে অমরগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া মেঘধনুকরূপ মুকুটে ভূষিত সিংহাসনোপবিষ্ট এক ব্যক্তির সমীপে বীণাযন্ত্রে গান করিতেছে। সে আরও দেখিল যেন তাহার স্বামী অবনতমস্তক হইয়া মহারাজের চরণাধঃস্থিত রত্নখচিত প্রস্তরাস্তরণাভিমুখ হইয়া প্রণতি করত কহিতেছে, হে আমার প্রভো, হে আমার রাজন্, আমাকে যে এ স্থানে আনয়ন করিয়াছেন, এ জন্যে আমি তাবৎ অন্তঃকরণের সহিত আপনকার ধন্যবাদ করি। এই কথা কহিবামাত্র চতুর্দ্দিগে দণ্ডায়মান লোকসমূহ উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করত বীণা বাদন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা কি কহিল, তাহা ঐ *খ্রীষ্টীয়ান এবং তাহার সঙ্গিগণ বিনা আর কেহ বুঝিতে পারিল না।

পরদিবস প্রাতে *খ্রীষ্টীয়ানী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া সন্তানদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছিল, ইতোমধ্যে কোন ব্যক্তি আসিয়া দ্বারেতে অতিশয় আঘাত করিলে ঐ স্ত্রী কহিল, আপনি যদি ঈশ্বরের নামে আগমন করিয়া থাকেন, তবে গৃহমধ্যে পদার্পণ করুন। তাহাতে সে আমেন্ বলিয়া দ্বার মোচন করিল, এবং এ গৃহের মঙ্গল হউক, এই কথা কহিয়া তাহাকে সম্ভাষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে *খ্রীষ্টীয়ানি, আমি কি নিমিত্তে আসিয়াছি, ইহা কি তুমি জান? তাহাতে সে সলজ্জা ও কম্পমানা হইল, এবং তিনি কোথাহইতে আসিয়া কি সমাচার আনিতেছেন, তাহা জানিতে তাহার মন অতি ব্যগ্র হইল। তাহাতে তিনি কহিলেন, আমার নাম *নিগূঢ়; ঊর্দ্ধবাসিদিগের মধ্যে আমি বসতি করি। আমার বসতিনগরে এমত জনরব হইয়াছে যে

তুমি সে স্থানে যাইতে বাসনা করিতেছ; এবং তুমি পূর্ব্বে সেই যাত্রার প্রতিকূলে নিজ অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া স্বামির যে অনিষ্ট করিয়াছ, এবং বালকদিগকে মূর্খতাবস্থায় রাখিয়াছ, এখন সে বিষয়ে তোমার চেতনা জন্মিল, এমত জনশ্রুতিও হইতেছে। অতএব হে *খ্রীষ্টীয়ানি, কৃপানিধি প্রভু আমাকে পাঠাইয়া, তিনি পাপক্ষমা করিতে সর্ব্বদা উদ্যত আছেন, এবং পাপক্ষমার বাহুল্যে তাঁহার পরম সন্তোষ জন্মে, এই কথা তোমাকে জানাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি তোমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে ও তাঁহার সহিত ভোজন পান করিতে আহ্বান করিতেছেন। ইহাতে তুমি সম্মতা হইলে তিনি নিজ বাটীর উত্তম দ্রব্য ও তোমার পিতা যাকুবের অধিকার দিয়া তোমাকে তৃপ্ত করিবেন, ইহা জানিবা। সেই দূত আরও কহিল, যিনি দর্শনকারির জীবনদায়ী, তাঁহার শ্রীমুখ তোমার গত স্বামী *খ্রীষ্টীয়ান এবং তাহার লক্ষ২ সহচর সদাকাল দৃষ্টি করিতেছে। পিতৃগৃহের দ্বারে তোমার পাদবিক্ষেপের শব্দ শুনিলে তাহারা সকলেই আহ্লাদিত হইবে।

এই কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিতা প্রযুক্ত ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিল। অপর ঐ দূত এক পত্র বাহির করিয়া কহিল, তোমার স্বামির রাজাহইতে তোমার নিকটে এই পত্রও আনিলাম। তাহাতে সে তাহা গ্রহণ করিয়া খুলিবামাত্র তাহাহইতে অত্যুত্তম সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভ নির্গত হইল, এবং তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। ঐ পত্রের মর্ম্ম এই যে তোমার স্বামী *খ্রীষ্টীয়ান যাহা করিয়াছিল, তুমিও তাহা কর। আমার রাজধানীতে আগমন করিবার এবং আমার সাক্ষাতে চিরকাল আনন্দে বাস করিবার সেই একমাত্র উপায় জানিবা। এই কথাতে ঐ স্ত্রী আনন্দেতে পরিপূর্ণা হইয়া ঐ দূতকে কহিল,

হে মহাশয়, রাজার সেবা করণার্থে আমাকে ও আমার সন্তানদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে আপনি কি সম্মত হইবেন ?

ইহাতে ঐ দূত কহিল, হে *খ্রীষ্টীয়ানি, মিষ্টের অগ্রে তিক্ত বস্তু খাইতে হয়। তোমার পূর্ব্বে যে স্বামী গমন করিয়াছে, তাহার ন্যায় তোমাকেও বহু দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিয়া স্বর্গীয় নগরে প্রবেশ করিতে হইবে। অতএব তোমাকে এই পরামর্শ দিই, তোমার স্বামী *খ্রীষ্টীয়ান যেমত করিয়াছিল, তুমিও সেই রূপ কর। ফলতঃ মাঠের প্রান্তভাগে ঐ যে ক্ষুদ্র দ্বার আছে, তুমি সেই দ্বারে যাও; যেহেতুক তোমার গন্তব্য পথের মাথায় সেই দ্বার আছে। ঐ পথে তোমার শুভগতি হউক। তদ্ভিন্ন আমি তোমাকে এই পরামর্শ দিই, তুমি এই পত্র আপন বক্ষঃস্থলে রাখিয়া যাবৎ কণ্ঠস্থ না হয়, তাবৎ আপনি পাঠ কর ও আপন সন্তানদিগকেও শুনাও, যেহেতুক তোমার যাত্রাবস্থার সময়ে যে সকল গীত গাইতে হয়, তাহার মধ্যে এই এক গীত, এবং পথের শেষদ্বারে তোমাকে এই পত্র অর্পণ করিতে হইবে।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন ঐ *বুদ্ধিমান মহাশয় আমাকে ঐ উপাখ্যান কহিতে২ আপনি আর্দ্রচিত্ত হইলেন। সে যাহা হউক, কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি ঐ প্রসঙ্গ পুনরারম্ভ করিয়া কহিলেন, দূত প্রস্থান করিলে পরে *খ্রীষ্টীয়ানী আপন পুত্রদিগকে ডাকিয়া এই কথা কহিতে লাগিল, হে আমার পুত্রগণ, তোমাদের পিতার মৃত্যু বিষয়েতে আমার প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে, ইহা তোমরা অবশ্য দেখিয়া থাকিবা। তিনি সম্প্রতি সুখে বাস করিতেছেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, বরঞ্চ তাঁহার মঙ্গল হইয়াছে, ইহা আমি নিশ্চয় জানি। কিন্তু

আমার ও তোমাদিগের পারমার্থিক অবস্থার বিষয়ে আমি বড় চিন্তিত হইয়াছি, যেহেতুক আমাদিগের এই অবস্থা যে নিতান্ত মন্দ, এমত আমার দৃঢ় বোধ হয়। আর তোমাদের পিতার দুঃখের সময়ে তাঁহার প্রতি আমার যে ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা আমার অন্তঃকরণে গুরুতর আক্ষেপের কারণ হইয়াছে, যেহেতুক তাঁহার প্রতি আমি আপনার এবং তোমাদের মন কঠিন করিয়া তাঁ-হার সহিত যাত্রা করিতে নিতান্ত অস্বীকার করিয়াছিলাম। এই সকল চিন্তাতে অবশ্য আমার প্রাণবিয়োগ হইত, কিন্তু গত রাত্রিতে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, এবং অদ্য প্রাতে এই বিদেশি ব্যক্তি আমাকে যে কথা কহিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্চিৎ আশ্বাস পাইয়াছি। অতএব হে আমার পুত্রগণ, আইস আমরা তপ্পী বান্ধিয়া স্বর্গরাজ্যের দ্বারা-ভিমুখে গমন করি। তাহা হইলে তোমাদের পিতার দর্শন পাইয়া তদ্দেশের রীত্যনুসারে তাঁহার সহিত ও তাঁহার সহবাসিদিগের সহিত কুশলে অবস্থিতি করিতে পারিব।

মাতার অন্তঃকরণ এতদ্রূপ নত দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ানীর সন্তানদিগের নেত্রে আনন্দবারি বহিতে লাগিল। পরে ঐ দূত বিদায় হইলে তাহারা যাত্রার্থে আয়োজন করিতে লাগিল।

এই রূপে তাহারা প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে *খ্রী-ষ্টীয়ানীর দুই জন প্রতিবাসিনী তাহার গৃহে আসিয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী তাহাদের প্রতিও এই রূপ উত্তর করিল, তোমরা যদি ঈশ্বরের নামে আসিয়া থাক, তবে গৃহে প্রবেশ কর। ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোকেরা অবাক্ হইল, কেননা পূর্ব্বে তাহারা *খ্রীষ্টীয়ানীর কিম্বা অন্য কাহারও প্রমুখাৎ এতদ্রূপ কথা কখন শ্রবণ করে নাই। যাহা হউক, তা-

হারা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে সে আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আয়োজন করিতেছে।

তাহাতে তাহারা কহিল, এই সকলের তাৎপর্য্য কি?

* খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিয়া * ভয়শীলা নামে তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা স্ত্রীকে কহিল, আমি যাত্রা করণার্থে প্রস্তুত হইতেছি। যে * ভয়শীল * দুর্গম নামক পর্ব্বতে * খ্রীষ্টীয়ানের সহিত মিলিত হইয়া সিংহের ভয় প্রযুক্ত তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, ঐ * ভয়শীলা সেই ব্যক্তির কন্যা জানিবা।

* ভয়শীলা জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ যাত্রা করিবা?

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, আমার প্রিয় স্বামির পশ্চাৎ গমন করিব। এই কথা কহিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

* ভয়শীলা কহিল, হায় প্রতিবাসিনি! এমত যেন না হয়! আমি তোমার প্রিয় সন্তানগণের হিতার্থে বিনতি করি, এই রূপ অবিবেচিকা হইয়া আপনার অনিষ্ট আপনি করিও না।

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, আমার সন্তানেরাও আমার সহিত যাইবে; তাহাদের এক প্রাণীও পশ্চাৎ থাকিতে ইচ্ছুক নয়।

* ভয়শীলা কহিল, হায়! এ কি আশ্চর্য্য! বল দেখি, কি কারণে কিম্বা কাহার পরামর্শে তোমাদের এমত প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে?

তাহাতে সে কহিল, হে প্রতিবাসিনি, আমি যে জ্ঞান পাইয়াছি, তাহা যদি তুমি পাইতা, তবে অবশ্য আমার সহিত তুমিও গমন করিতা।

* ভয়শীলা কহিল, নিবেদন করি; এমন কোন্ নূতন জ্ঞান পাইয়া তুমি আপন বন্ধু বান্ধবদিগের প্রতি বিরক্তা হইয়া সকলের অবিদিত দেশে যাইতে উদ্যতা হইলা?

* খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিল, যদবধি আমার স্বামী আ-

মার নিকটহইতে প্রস্থান করিয়াছেন, বিশেষতঃ যদবধি তিনি নদী পার হইয়াছেন, তদবধি আমার মন অতি ব্যাকুল হইয়াছে। এবং তাঁহার মনোদুঃখের সময়ে তাঁহার প্রতি আমি যে সকল নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলাম, তাহাতেও আমার মনে অধিক খেদ হইতেছে। সে যাহা হউক, তাঁহার তখন যে অবস্থা ছিল, আমার এখন সেই প্রকার অবস্থা হইয়াছে। এই ক্ষণে যাত্রা ব্যতিরেকে আমার আর কিছুতেই শ্রেয় নাই। গত নিশিতে আমি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। হায়! তাঁহার সঙ্গে বাস করিলে আমার প্রাণের মঙ্গল হইত। তিনি এখন তদ্দেশের রাজার সহিত বাস করেন, ও তাঁহার সহিত একাসনে ভোজনোপবেশন করেন, এবং অমরগণের সঙ্গী হইয়াছেন, আর বাসের নিমিত্তে তাঁহাকে এমন বাটী প্রদত্ত হইয়াছে, যে তাহার সহিত তুলনা দিলে পৃথিবীস্থ সর্ব্বোত্তম অট্টালিকা গোময়রাশি বোধ হয়।

ঐ স্থানের অধিপতি আমার নিকটেও লোক পাঠাইয়া এই রূপ প্রতিজ্ঞা জানাইয়াছেন, তুমি যদি আমার নিকটে আইস, তবে আমি তোমাকেও স্থান দিব। তাঁহার সেই দূত এই মাত্র আমার এখানে আসিয়া নিমন্ত্রণপত্র দিয়া চলিয়া গেল। এই কথা কহিয়া সে বক্ষঃস্থলহইতে সেই পত্র বাহির করণ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখন আর কি আপত্তি করিতে পার?

তাহাতে *ভয়শীলা কহিল, হায়! তোমার ও তোমার স্বামির এ কেমন উন্মত্ততা, যে তোমরা এমত সঙ্কটে যাইতেছ! তোমার স্বামির যাত্রারম্ভকালে কি ঘটিয়াছিল, তাহা তুমি অবশ্যই শুনিয়াছ, এবং তদ্বিষয়ে আমাদের প্রতিবাসি *একগুঁইয়া এখনও সাক্ষ্য দিতে পারে, যেহেতুক সে এবং *সুখনম্যা তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়াছিল,

কিন্তু সঙ্কট দেখিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় ফিরিয়া আইল। এতদ্ভিন্ন সিংহের সহিত এবং *আপল্লুয়োন নামক অসুরের সহিত সংঘটনে এবং মৃত্যুচ্ছায়া স্থলীতে তাহার প্রতি যাহা২ ঘটিয়াছিল ইত্যাদি অনেক বিষয় আমরা বারম্বার শ্রবণ করিয়াছি। এবং *মায়াহট্টে তাহার যে২ আপদ ঘটিয়াছিল, ইহাও তোমার বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। দেখ, সে পুরুষ হইয়া এই রূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল; অবলা স্ত্রীজাতি তুমি কি করিতে পারিবা? আর ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখ, এই যে চারিটি সুন্দর বালক, ইহারা তোমার আত্মজ, সুতরাং তোমার মাংস ও অস্থিস্বরূপ; অতএব যদ্যপি তুমি এমত অবিবেকী হইয়া আপনাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হও, তথাপি তোমার গর্ব্ভফলের প্রতি মমতা করিয়া গৃহে থাক।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিল, হে প্রতিবাসিনি, তুমি আমাকে আর লোভ দেখাইও না। লাভ করিবার নিমিত্তে আমার হস্তে মূলধন দত্ত হইয়াছে; অতএব যদি ভীতা হইয়া এই সুযোগ অবহেলা করি, তবে আমি নিতান্ত নিন্দাস্পদ হইব। এবং পথিমধ্যে আমার যে২ আপদ ঘটিবে তুমি কহিতেছ, সে সকলেতে আমার উৎসাহভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহা সত্য পথের লক্ষণ বোধ হয়। মিষ্টের অগ্রে তিক্ত বস্তু খাইতে হয়, তাহাতে সে মিষ্ট আরও অধিক মিষ্ট লাগিবে। এই ক্ষণে আমি বুঝিলাম, তোমরা আমার গৃহে ঈশ্বরের নামে আইস নাই, অতএব বিনয় করি, আমার বাটীহইতে বহির্গত হও, আমাকে আর ব্যস্ত করিও না।

ইহাতে *ভয়শীলা *খ্রীষ্টীয়ানীকে তিরস্কার করিয়া আপন সঙ্গিনীকে কহিল, হে প্রতিবাসিনি *করুণে, আইস, আমরা ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাই। ইহার যাহা ইচ্ছা

তাহাই করুক; কেননা এ আমাদের পরামর্শ শুনে না, ও আমাদের সঙ্গ করিতেও ইচ্ছা করে না। কিন্তু *করুণা প্রতিবাসিনীর এই বাক্যে ঝটিতি সম্মতা না হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কারণ *খ্রীষ্টীয়ানীর প্রতি তাহার অতিশয় অনুরাগ হওনেতে সে মনে২ এমত ভাবিতেছিল, যে আমার প্রতিবাসিনী যদি একান্তই যায়, তবে আমি তাহার উপকারার্থে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দূর পর্য্যন্ত গমন করিব। দ্বিতীয় কারণ এই, নিজ মনের অবস্থা বিষয়ে তাহার ভয় জন্মিয়াছিল; যেহেতুক *খ্রীষ্টীয়ানী যাহা২ কহিয়াছিল, সে সকল বাক্য তাহার মনে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। অতএব সে মনোমধ্যে ইহাও ভাবিল, আমি *খ্রীষ্টীয়ানীর সহিত আরও আলাপ করিয়া যদি তাহার বাক্যে সত্য ও জীবন পাই, তবে তাহার সহিত আমিও একাগ্রচিত্তে গমন করিব। তৎপ্রযুক্ত *করুণা *ভয়শীলা নাম্নী প্রতিবাসিনীকে এই রূপ উত্তর দিল, হে প্রতিবাসিনি, আমি *খ্রীষ্টীয়ানীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তোমার সঙ্গে আইলাম; এখন দেখ, সে আমাদের এ দেশহইতে একেবারে বিদায় হইতেছে, তন্নিমিত্তে আমিও এই নির্ম্মল প্রভাতে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়া প্রণয় প্রকাশ করি, এমত অভিলাষ হইতেছে। কিন্তু সে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় কারণ তাহাকে না জানাইয়া মনোমধ্যে গোপন করিয়া রাখিল।

তাহাতে *ভয়শীলা কহিল, ভাল, আমি দেখিতেছি, তুমিও উন্মত্তার ন্যায় ভ্রমণ করিতে ভাল বাস; কিন্তু সময় থাকিতে সাবধান ও জ্ঞানবতী হও। সঙ্কটের বাহিরে থাকিলে আমরা তাহা এড়াইতে পারি, কিন্তু সঙ্কটে প্রবিষ্ট হইলে তন্মধ্যে থাকিতে হয়। এই কথা কহিয়া *ভয়শীলা গৃহে প্রত্যাগমন করিল, এবং *খ্রীষ্টীয়ানী যাত্রারম্ভ করিল।

অপর *ভয়শীলা আপন গৃহে পঁহুছিবামাত্রে *পেশ চকাঙ্ক্ষী ও *অবিবেচিকা, ও *লঘুচিন্তা ও *জ্ঞানহীনা, এতন্নামে আপনার কতক গুলিন প্রতিবাসিনীকে ডাকিয়া পাঠাইল। পরে তাহারা তাহার বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্রে সে তাহাদের সাক্ষাতে *খ্রীষ্টীয়ানীর ও তাহার সঙ্কল্পিত যাত্রার বৃত্তান্ত বিবরণ করিতে আরম্ভ করিল।

হে প্রতিবাসিনীগণ, অদ্য প্রাতঃকালে গৃহের অধিক কর্ম্ম না থাকাতে আমি *খ্রীষ্টীয়ানীকে দেখিতে গিয়াছিলাম, এবং তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমাদের ব্যবহারানুসারে আঘাত করিলাম; তাহাতে সে উত্তর করিয়া কহিল, যদি তুমি ঈশ্বরের নামে আসিয়া থাক, তবে ভিতরে আইস। তাহাতে আমি সকলই মঙ্গল ভাবিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু গিয়া দেখিলাম, সে এবং তাহার সন্তানেরা নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আয়োজন করিতেছে। তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার এ সকল আয়োজনের অভিপ্রায় কি? সে অতি সংক্ষেপে আমাকে কহিল, যে আমার স্বামী যেমন যাত্রা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যাত্রা করিতে আমিও স্থির করিয়াছি। এবং সে যে এক স্বপ্ন দেখিয়াছিল, আর তাহার স্বামির বাসস্থলের রাজা সে দেশে যাওনার্থে তাহার নিকটে যে এক নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিল, তাহাও আমাকে জ্ঞাত করিল।

এই সকল কথা শুনিয়া *জ্ঞানহীনা জিজ্ঞাসা করিল, এ কি! সে কি যাইবে? তোমার কেমন বোধ হয়? *ভয়শীলা কহিল, হাঁ, যাহা হইবার হউক। সে অবশ্যই যাইবে, ইহা আমি বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত আছি, কেননা গৃহে অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্তে আমি যে বিশেষ কারণ দর্শাইলাম, অর্থাৎ পথে তাহার যে

সকল ক্লেশ ও বিপত্তি ঘটিবে, তদ্বিষয়ে যে সকল বাক্য কহিলাম, সে সকলেতে তাহার আশাভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, বরং গমনোদ্যোগেরই বৃদ্ধি হইল। আর সে আমাকে স্পষ্ট কহিল, যে মিষ্টের অগ্রে তিক্ত বস্তু খাইতে হয়, তাহাতে সে মিষ্ট আরও অধিক মিষ্ট লাগিবে।

তখন * পেচকাক্ষী কহিল, হায়, সে কেমন অন্ধা ও উন্মাদিনী! তাহার স্বামির এতো যন্ত্রণাতেও তাহার চেতনা হইল না। যে যাহা মনে করে করুক, কিন্তু আমার বোধ হয়, যদি তাহার স্বামী এ স্থলে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইত, তবে অক্ষত শরীরে সন্তুষ্ট হইয়া ঘরে থাকিত, অনর্থক ক্লেশভোগের মধ্যে আর যাইত না।

* অবিবেচিকাও কহিতে লাগিল, এ রূপ বায়ুগ্রস্ত স্বপ্নদর্শিদিগকে নগরহইতে দূর করা ভাল। আমার বোধ হয়, এমত লোক গেলে আপদ যায়। ঐ স্ত্রী যেখানে আছে, সেখানে থাকিলে যদি তাহার এই রূপ মন থাকে, তবে তাহার নিকটে কে সুখে বাস করিতে পারিবে? যেহেতুক সে শোকে নীরব থাকিয়া কাহারও সহিত আলাপ করিবে না, কিম্বা জ্ঞানি লোকদের অসহ্য প্রসঙ্গ কহিবে। অতএব তাহার গমনে আমি ক্ষণকালও মনঃক্ষুণ্ন হইব না। সে যাউক; তাহার স্থানে কোন উত্তম লোক আইসুক। যাবৎ এ সংসারে এমন উন্মত্ত লোক বাস করে, তাবৎ কখনও সুখ বোধ হয় না।

পরে * লঘুচিত্তা কহিল, ও সকল কথা যাইতে দেও। গত কল্য আমি * কামুকী ঠাকুরাণীর বাটীতে গিয়াছিলাম; সে স্থানে আমাদের বড় রঙ্গরস হইল। সে স্থলে কে২ ছিল জান? না, আমি এবং * ইন্দ্রিয়াসক্তা ও তাহার তিন চারি সখী, তদ্ভিন্ন * লম্পট মহাশয় ও * মলিনমতি এবং আর২ কএক জন ছিলাম। তাহাতে আমা-

দের বাদ্য বাদন নৃত্য প্রভৃতি অনেক প্রকার আমোদ হইয়াছিল। অতএব আমি জানিলাম যে ঐ গৃহকর্ত্রী *কামুকী ঠাকুরাণী অতি সুশিক্ষিতা ও সৌজন্যশীলা, এবং *লম্পট মহাশয়ও তেমনই প্রশংসনীয়।

ইতোমধ্যে *খ্রীষ্টীয়ানী স্বসন্তানগণ সমভিব্যাহারে যাত্রায় প্রবৃত্তা ছিল, এবং *করুণাও তাহার সহিত গমন করিতেছিল। গমন করত *খ্রীষ্টীয়ানী এই রূপ কথোপকথন আরম্ভ করিল, হে *করুণে, আমাকে কিঞ্চিৎ দূরে অগ্রসর করণার্থে তুমি যে স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া আসিবা, এমত আশা আমার ছিল না; ইহাতে আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ প্রকাশ হইল।

তাহাতে ঐ অল্পবয়স্কা *করুণা কহিল, তোমাদের সহিত গমনে আমার বাঞ্ছিত ফল দর্শিবে, ইহার প্রমাণ পাইলে আমি ঐ নগরে কখনও ফিরিয়া যাইব না।

ইহা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, ভাল, *করুণে, তবে তুমি আমার সহভাগিনী হও। এই যাত্রার শেষে কি২ হইবে, তাহা আমি বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত আছি। আমার স্বামী এই ক্ষণে যে স্থানে আছেন, সুমেরুর সমস্ত স্বর্ণ পাইলেও সে স্থান ত্যাগ করিতে চাহিবেন না। আর তুমি আমার নিমন্ত্রণে সে স্থানে গেলে বহিষ্কৃতা হইবা না। তথাকার যে রাজা আমাকে ও আমার সন্তানদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি *করুণাকে ভাল বাসেন। নতুবা যদি তুমি ভাল বুঝ, তবে আমি বেতন দিয়া তোমাকে দাসীরূপে লইয়া যাই, তথাপি আমার তাবদ্বিষয়ে তোমার সমান অধিকার থাকিবে। যাহা হউক, কোন মতে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।

তাহাতে *করুণা কহিল, আমি যে সে স্থানে অতিথিরূপে গ্রাহ্যা হইব, ইহা কি প্রকারে জানিব? নিশ্চয়

কহিতে পারে, এমন কোন ব্যক্তি যদি আমাকে আশ্বাস দেয়, তবে আমি কোন বাধা না মানিয়া সর্ব্বশক্তিমান উপকারকের সাহায্যে অতি ক্লেশজনক দীর্ঘ পথেরও শেষ পর্য্যন্ত গমন করিব।

*খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হে প্রিয় *করুণে, তবে তোমার কি কর্ত্তব্য, তাহা কহি শুন। ঐ ক্ষুদ্র দ্বার পর্য্যন্ত আমার সহিত চল; সে স্থানে আমি তোমার বিষয়ে আরও বিশেষ জিজ্ঞাসা করিব। সেখানে যদি তুমি আশ্বাস না পাও, তবে তোমাকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে দিব; এবং সেই স্থান পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত গমন করিয়া আমার ও আমার সন্তানদের প্রতি যে উপকার করিবা, তাহার পারিতোষিকও তোমাকে দিব।

তখন *করুণা কহিল, ভাল, আমি যাই, তাহাতে আমার প্রতি যাহা ঘটে ঘটুক, এবং স্বর্গীয় প্রভুর অভিমতানুসারে সেই স্থানে আমার সৌভাগ্য হউক।

এই বাক্যে *খ্রীষ্টীয়ানীর অন্তঃকরণে অতিশয় আহ্লাদ জন্মিল, কারণ সে এক জন সঙ্গিনী পাইয়াছিল, এবং ঐ দীনহীনাকে পরিত্রাণের চেষ্টাতে প্রবৃত্তা করিয়াছিল অনন্তর তাহারা একত্র যাইতে২ *করুণা রোদন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হে ভগিনি, কেন রোদন করিতেছ?

*করুণা উত্তর করিল, হায়২! আমাদের ঐ পাপ পূর্ণ নগরে অবশিষ্ট আমার দীনহীন কুটুম্বদিগের পাপাবস্থা বিবেচনা করিলে কাহার চক্ষে অশ্রুপাত না হয়? বিশেষতঃ আমার অধিক দুঃখের কারণ এই, যে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে কিম্বা ভাবি বিষয়ে তাহাদের চেতনা জন্মাইতে কেহই নাই।

*খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, দয়া করা যাত্রিদের ধর্ম্ম। তুমি এখন

আপন আত্মীয়দের নিমিত্তে যে রূপ শোক করিতেছ, আমাকে ত্যাগ করিয়া যাওন কালে আমার কৃপালু স্বামী * খ্রীষ্টীয়ান তদ্রূপ শোক করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ আমি তাঁহার বাক্যে অবধান করিলাম না, এ প্রযুক্ত অধিক বিলাপ করিয়াছিলেন। যিনি আমাদের ও তাঁহার প্রভু, তিনি তাঁহার নেত্রবারি একত্র করিয়া নিজ শিশিতে পুরিয়া রাখিলেন। এই ক্ষণে তুমি ও আমি এবং আমার এই প্রিয় বালকগণ আমরা সকলেই তাহার ফল ভোগ করিতেছি। হে * করুণে, আমার ভরসা আছে যে তোমার এ অশ্রুপতন ব্যর্থ হইবে না, যেহেতুক যিনি সত্যবাদী, তিনি কহিয়াছেন, "যাহারা কান্দিতে২ বীজ বপন করে, তাহারা হাসিতে২ শস্য কাটিবে। যে জন রোদন করিতে২ বপনীয় বীজ লইয়া বহির্গত হয়, সে হাসিতে২ আটি লইয়া ঘরে আসিবে।" গীত ১২৬; ৫,৬।
অনন্তর * করুণা এই শ্লোক গান করিল, যথা,

পরম প্রভুর যদি ইচ্ছা হয় মোরে।
লইয়া যাউন তিনি নিজ পুরদ্বারে॥
লইয়া যাইতে ধর্ম্মধরাধরে তাঁর।
পথপ্রদর্শক তিনি হউন আমার॥
তাঁহার করুণাদত্ত ধর্ম্মপথ হৈতে।
আমি যেন বিমুখ না হই কোন মতে॥
এই মাত্র কৃপাদৃষ্টি করুন আমাতে।
যা থাকে অদৃষ্টে তাহা ঘটুক পথেতে॥
যে সব আত্মীয়গণ রহিল পশ্চাতে।
সে সব সংগ্রহ প্রভু করুন এ মতে॥
যাহাতে তাহারা মগ্ন হয়ে প্রার্থনায়।
সর্ব্বান্তঃকরণে লয় তোমার আশ্রয়॥

২ অধ্যায়।

অপর আমার প্রিয় বৃদ্ধ বন্ধু *বুদ্ধিমান মহাশয় এই রূপ আরও বর্ণনা করিয়া কহিলেন, যখন *খ্রীষ্টীয়ানী *নৈরাশ্যপঙ্কের সমীপে উপস্থিতা হইল, তখন তথায় স্থগিত হইয়া কহিল, এই স্থানে আমার প্রিয় স্বামী পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইবার সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। অপর সে দেখিল যে যাত্রিদের সুগমার্থে ঐ স্থান সারাইবার নিমিত্তে রাজা আজ্ঞা করিলেও তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মন্দ হইয়াছে। ইহাতে আমি *বুদ্ধিমান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি সত্য? তিনি কহিলেন, হাঁ, অতি যথার্থ, যেহেতুক আমরা রাজপথ নির্ম্মাণার্থে নিযুক্ত রাজভৃত্য, এমত অনেকে ছল করিয়া কহে; কিন্তু তাহারা প্রস্তরাদি আনয়নদ্বারা পথকে উত্তম না করিয়া বরং নানা প্রকার জঞ্জাল ফেলিয়া আরও কদর্য্য করিয়া থাকে। অতএব তথায় *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানেরা দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু *করুণা কহিল, আইস, আমরা সাহস করিয়া গমন করি, কিন্তু সাবধানে আসিও। এই কথাতে তাহারা অতি সাবধানে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরে পাদক্ষেপ করিয়া টলিতে২ অতি কষ্টে পার হইল। ফলতঃ *খ্রীষ্টীয়ানী দুই এক বার ঐ পঙ্কেতে পতিতাপ্রায় হইল। অপর পার হইবামাত্রই তাহারা যেন কাহারো এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিল, যথা, "ধন্যা তুমি যে বিশ্বাস করিলা, যেহেতুক তোমার প্রতি কথিত পরমেশ্বরের বাক্য সিদ্ধ হইবে।"

অনন্তর তাহারা পুনর্ব্বার গমনারম্ভ করিলে *করুণা *খ্রীষ্টীয়ানীকে কহিল, ঐ ক্ষুদ্র দ্বারে প্রেম পূর্ব্বক গৃহীত হইবার বিষয়ে তোমার যেমন আশা করিবার যথার্থ

কারণ আছে, তেমনি যদি আমার থাকিত, তবে আমাকে কোন *নৈরাশ্যপঙ্ক ভরসাহীন করিতে পারিত না।

তাহাতে সে কহিল, তোমার দুঃখ তুমি জান, আমার দুঃখ আমি জানি। হে প্রিয় সখি, গমনের শেষ না হইতে২ আমাদিগকে প্রচুর ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কেননা আমাদের ন্যায় যাহারা অত্যৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে বাসনা করে, এবং লোকদের মাৎসর্য্য না মানিয়া পরম সুখ পাইবার চেষ্টা করে, তাহারা পথের মধ্যে শত্রুগণ কর্ত্তৃক যথাসাধ্য ক্লিষ্ট হইয়া ত্রাস ও আশঙ্কা ভোগ করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

অনন্তর *বুদ্ধিমান মহাশয় প্রস্থান করিলে আমি একাকী থাকিয়া স্বপ্নে দেখিলাম, যেন *খ্রীষ্টীয়ানী ও *করুণা এবং বালকেরা পূর্ব্বোক্ত দ্বারের দিগে গমন করিয়া যখন নিকটে উপস্থিত হইল, তখন দ্বারে কি প্রকারে আঘাত করিতে হইবে, এবং দ্বারমোচনকারি ব্যক্তির প্রতিই বা কি বক্তব্য, এতদ্বিষয়ে তাহারা পরস্পর কিঞ্চিৎ বিতর্ক করিয়া স্থির করিল, যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা প্রযুক্ত *খ্রীষ্টীয়ানীকে সকলের নিমিত্তে দ্বার মোচনার্থে আঘাত করিয়া দ্বারমোচনকারির সহিত আলাপ করিতে হইবে।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী আঘাত করিতে লাগিল; এবং তাহার স্বামির ন্যায় সেও বারম্বার আঘাত করিল, কিন্তু কাহারও হইতে উত্তর প্রাপ্তি দূরে থাকুক, বরং তাহারা বোধ করিল, যেন একটা ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড কুক্কুর তাহাদের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। তাহাতে ঐ স্ত্রীলোকেরা এবং বালকেরা অতি ভীত হওয়াতে কিঞ্চিৎ কাল পর্য্যন্ত আঘাত করিতেও সাহস পাইল না, পাছে ঐ কুক্কুর তাহাদের উপর ঝাঁপিয়া পড়ে। অতএব তাহারা কি করিবে, কিছু নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বড় উৎকণ্ঠিত

হইল। কেননা কুক্কুরের ভয়ে দ্বারে আঘাত করিতে তাহাদের সাহস কুলাইল না; এবং যদি ফিরিয়া যায়, তবে পাছে দ্বারপাল তাহাদিগকে দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন, এই আশঙ্কা জন্মিল। অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া তাহারা পুনর্ব্বার আঘাত করিতে মনস্থ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় ব্যগ্রতা পূর্ব্বক আঘাত করাতে দ্বারপাল জিজ্ঞাসিলেন, দ্বারে কে? তাহাতে ঐ কুক্কুর নীরব হইল, এবং দ্বারী তাহাদিগকে দ্বার খুলিয়া দিলেন।

পরে *খ্রীষ্টীয়ানী প্রণাম করিয়া কহিল, রাজদ্বারে আঘাত করণ প্রযুক্ত আমাদের প্রভু যেন আপন দাসীগণের প্রতি বিরক্ত না হন। তাহাতে দ্বারপাল কহিলেন, তোমরা কোথাহইতে আসিয়াছ? এবং তোমাদের বাঞ্ছাই বা কি? *খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিল, যে স্থানহইতে যে অভিপ্রায়ে *খ্রীষ্টীয়ান পূর্ব্বে আসিয়াছিল, আমরাও সেই স্থানহইতে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়াছি; ফলতঃ আপনকার যদি অনুগ্রহ হয়, তবে স্বর্গীয় রাজধানীতে গমন করিবার নিমিত্তে এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে আজ্ঞা করুন্। আমি ঊর্দ্ধগত *খ্রীষ্টীয়ানের স্ত্রী *খ্রীষ্টীয়ানী।

তাহাতে দ্বারপাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, কেমন? যে ব্যক্তি অল্প দিন হইল যাত্রিধর্ম্ম তুচ্ছ করিয়াছিল, সে কি এখন যাত্রিকী হইয়াছে? তাহাতে সে মস্তক নত করিয়া কহিল, হাঁ, প্রভু, তাহা সত্য বটে। আর আমার এই প্রিয় শিশুরাও যাত্রী হইয়াছে।

তখন ঐ দ্বারপাল *খ্রীষ্টীয়ানীর হস্ত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও। এই কথা বলিয়া তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছাতের উপরে স্থিত তূরীবাদককে ডাকিয়া *খ্রীষ্টীয়ানীর সম্ভ্রমার্থে হর্ষধ্বনিতে তূরীবাদ্য করিতে আজ্ঞা দিলেন।

তাহাতে সে তাঁহার আজ্ঞানুসারে বাদ্য করত সুশ্রাব্য ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ করিল।

এতাবৎ কাল *করুণা দ্বারিকর্ত্তৃক অগ্রাহ্যা হইবার ভয়েতে কম্পমানা হইয়া ক্রন্দন করত বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী পুত্রদের সহিত দ্বারে প্রবিষ্টা হইলে পর আপন সঙ্গিনী *করুণার নিমিত্তে এতদ্রূপে নিবেদন করিতে লাগিল।

হে প্রভো, আমি যে নিমিত্তে এ স্থানে আসিয়াছি, সেই কারণে আগতা আমার এক সহচরী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি আমার স্বামির রাজা কর্ত্তৃক আহূতা হইয়াছি; কিন্তু সে অনাহূতা আসিয়াছে, ইহা ভাবিয়া অতিশয় ক্ষুণ্ণমনা আছে।

ইত্যবসরে *করুণা অতি অধৈর্য্য হইয়া এক২ পল সময়কে এক২ দণ্ড জ্ঞান করিতে লাগিল, এই জন্যে *খ্রীষ্টীয়ানীকে বিস্তারিত রূপে নিবেদন করিবার অবকাশ না দিয়া সে আপনি দ্বারেতে আঘাত করিতে লাগিল। সে এমত শব্দ পূর্ব্বক আঘাত করিল, যে *খ্রীষ্টীয়ানী চমকিয়া উঠিল। তাহাতে দ্বারী জিজ্ঞাসিলেন, ও কে? *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, আমার সখী।

তাহা শুনিয়া দ্বারপাল দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, *করুণা বাহিরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে; ফলতঃ তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিবে না, এই শঙ্কায় সে মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিল। তাহাতে দ্বারপাল তাহার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, হে কুমারি, উঠিয়া দাঁড়াও।

ইহাতে সে সচেতন হইয়া কহিল, হে মহাশয়, আমি অতি দুর্ব্বলা হইয়াছি; প্রায় আমাতে প্রাণ নাই। দ্বারপাল কহিলেন, শুন, পূর্ব্বকালে এক ব্যক্তি কহিয়াছিল, যথা, "আমার অন্তরস্থ প্রাণের মূর্চ্ছিত হওন সময়ে আমি

পরমেশ্বরকে স্মরণ করিলাম, এবং আমার প্রার্থনা তোমার নিকটে তোমার পবিত্র মন্দিরে উপস্থিত হইল।” অতএব, হে কুমারি, শঙ্কা করিও না; পায়ে নির্ভর দিয়া দণ্ডায়মানা হও, এবং কি জন্যে আসিয়াছ তাহা আমাকে কহ।

তখন *করুণা কহিল, আমার এই সখী *খ্রীষ্টীয়ানী যে বিষয়ের নিমিত্তে আহূতা হইয়া আসিয়াছে, আমিও অনাহূতা সেই বিষয়ের নিমিত্তে আসিয়াছি। ইনি রাজকর্ত্তৃক আহূতা হইয়াছেন, আমি কেবল ইঁহারই কর্ত্তৃক আহূতা, এ কারণ সাহস করিতে আমার শঙ্কা হয়।

অপর দ্বারপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, *খ্রীষ্টীয়ানী কি তোমাকে এ স্থানে তাহার সঙ্গে আসিতে কহিয়াছিল?

*করুণা কহিল, হাঁ, তাহাই বটে। এবং মহাশয় দেখিতেছেন, আমি আসিয়াছি; অতএব আপনকার অনুগ্রহ ও ক্ষমাগুণ যদি কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তবে বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করি, আপনি এ দীন দুঃখিনী দাসীকে তাহার ভাগিনী করুন।

তাহাতে দ্বারী পুনর্ব্বার তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে ধীরে২ ভিতরে লইয়া গিয়া কহিলেন, “যত লোক আমাতে বিশ্বাস করে, সেই সকলের নিমিত্তে আমি প্রার্থনা করি;” কে কোন্ উপায়দ্বারা আমার শরণাগত হইয়াছে, ইহা বলিয়া আপত্তি করি না। পরে তিনি নিকটবর্ত্তি লোকদিগকে কহিলেন, *করুণার মূর্চ্ছা নিবারণার্থে ঘ্রাণ লইতে কোন সুগন্ধি দ্রব্য আনিয়া দেও। তাহাতে তাহারা এক আটি সুগন্ধি অগুরু আনিয়া দিলে কতক ক্ষণ পরে তাহার উপশম হইল।

এতদ্রূপে *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার বালকগণ এবং *করুণা পথের মাথায় প্রভু কর্ত্তৃক গৃহীত হইল, এবং তিনি তা-

হাদের সহিত অতি প্রিয় বচনে কথা কহিলেন। তাহাতে তাহারা তাঁহাকে এই নিবেদন করিল, আমাদের পাপের নিমিত্তে আমরা খেদান্বিত আছি, এই জন্যে প্রভুর নিকটে তাহার ক্ষমা যাচ্ঞা করি; আর ইহার পরে আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহাও জানিতে প্রার্থনা করি।

তাহাতে তিনি কহিলেন,আমি বাক্যদ্বারা এবং কার্য্যদ্বারা পাপ ক্ষমা করি; অর্থাৎ বাক্যদ্বারা, কি না ক্ষমার অঙ্গীকারদ্বারা; আর কার্য্যদ্বারা, কি না আমার সাধিত ক্ষমাপ্রাপ্তির উপায়দ্বারা। অতএব বাক্যদ্বারা যে ক্ষমা হয়, তাহা আমার ওষ্ঠাধরহইতে চুম্বনের সহিত গ্রহণ কর; এবং কার্য্যদ্বারা যে ক্ষমা হয়, তাহা পরে প্রকাশিতব্য মতে গ্রহণ করিবা।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি তাহাদিগকে অনেকানেক সুবাক্য কহিলে তাহাদের অন্তঃকরণ পরম আহ্লাদে প্রফুল্ল হইল। পরে তিনি তাহাদিগকে দ্বারোপরিস্থ ছাতে লইয়া গিয়া, যে কার্য্যদ্বারা তাহাদের পরিত্রাণ হয়, তাহা দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, ইহার পরে পথ গমন সময়ে তোমরা তাহার দর্শন পুনর্ব্বার পাইয়া সান্ত্বনাযুক্ত হইবা।

পরে তিনি তাহাদিগকে নীচস্থ এক সুখকর বৈঠকখানায় রাখিয়া কিছু কালের জন্যে প্রস্থান করিলেন; তাহাতে তাহারা পরস্পর কথোপকথন আরম্ভ করিলে * খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, আমরা যে এই স্থানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি, এ জন্যে আমি অতিশয় আনন্দিতা হইয়াছি।

* করুণা কহিল, এ আনন্দের বিষয় বটে; বিশেষতঃ আমারই উল্লাস করা কর্ত্তব্য। * খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, যখন আমি দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আঘাত করিলেও কোন উত্তর পাইলাম না, বিশেষতঃ যখন ঐ ভয়ঙ্কর কুক্কুর আমাদিগের

প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল, তখন এমত ভাবিয়াছিলাম যে আমাদের তাবৎ পরিশ্রম বুঝি বিফল হইল।

*করুণা কহিল, তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক গৃহীতা হইলে আমি বাহিরে রহিলাম, ইহা যখন দেখিলাম, তখন আমার অধিক ভয় হইল। বিশেষতঃ সে সময়ে আমি ভাবিলাম যে আমাতে ধর্ম্মগ্রন্থের এই বাক্য বুঝি সফল হইল, যথা, "দুই স্ত্রী যাঁতা পিষিলে তাহাদের এক জনকে ধরা যাইবে, এবং অন্য জনকে ত্যাগ করা যাইবে।" আর আমার সর্ব্বনাশ হইল, ইহা বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক কষ্টে ক্ষান্ত হইয়াছিলাম। এবং দ্বারে আর আঘাত করিতে আমার সাহস হইল না; কিন্তু দ্বারের উপরে যাহা লিখিত আছে, তাহার প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করাতে আমার আশ্বাস জন্মিল। শেষে পুনর্ব্বার আঘাত না করিলে আমাকে মরিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া আমি আঘাত করিলাম। কিন্তু কি প্রকারে আঘাত করিলাম, তাহা বলিতে পারি না, যেহেতু মরি কি বাঁচি, সে সময়ে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান ছিল না।

*খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, তুমি কেমন আঘাত করিয়াছিলা, তাহা জান না! আমি জানি, তুমি এমত ব্যগ্রতা পূর্ব্বক আঘাত করিয়াছিলা, যে তাহার শব্দে আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিয়াছিল। তেমন আঘাত আমি যাবজ্জীবন শুনি নাই। তুমি যেন বলদ্বারা প্রবেশ করিবা, অথবা চড়াও করিয়া রাজ্য হস্তগত করিবা, এমত আমার বোধ হইয়াছিল।

ইহাতে *করুণা উত্তর করিল, হায়! আমার ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে কে না তেমনই করে? তুমি দেখিয়াছিলা যে আমার সম্মুখে দ্বার রুদ্ধ ছিল, এবং নিকটবর্ত্তি কোন স্থানে অতি ক্রূর এক কুক্কুরও ছিল। অতএব আমার মত ভয়াক্রান্ত হইলে কোন্ ব্যক্তি তাবৎ শক্তিতে

আঘাত না করে? কিন্তু বল দেখি, আমার ব্যগ্রতাতে প্রভু কি ক্রুদ্ধ হইলেন না? তিনি কি কহিলেন?

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, তিনি তোমার ধুমধাম শব্দ শুনিয়া অতি অপরূপ হাস্যবদন হইয়া রহিলেন। আমি বুঝি তিনি তাহাতে অতি সন্তুষ্ট ছিলেন; তিনি অসন্তোষের কোন চিহ্ন দেখাইলেন না। কিন্তু তিনি এমত কুক্কুর রাখেন, এ বড় আশ্চর্য্য। ইহা যদি পূর্ব্বে জানিতাম, তবে বুঝি এতদ্রূপ আপদ স্বীকার করিতে আমার সাহস কখন হইত না। যাহা হউক, এই ক্ষণে আমরা প্রবিষ্ট হইয়া ভিতরে আশ্রয় পাইয়াছি, ইহাতে আমি পরমানন্দিত আছি।

* করুণা কহিল, তুমি যদি বিহিত বোধ কর, তবে দ্বারপাল পুনশ্চ নামিয়া আইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যে আপনি কি নিমিত্তে আপনকার উঠানে এমত কদর্য্য কুক্কুরকে রাখেন? কিন্তু এ কথাতে তিনি যেন অপরাধ গ্রহণ না করেন।

তাহাতে বালকেরা কহিল, এমত জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইবে। তুমি বরং ঐ কুক্কুরকে ফাঁশি দিতেও তাঁহাকে প্রবৃত্তি দেও, নতুবা কি জানি, এ স্থানহইতে গমন কালে সে আমাদিগকে কামড়াইবে।

অপর কিয়ৎকাল বিলম্বে দ্বারপাল পুনর্ব্বার তাহাদের নিকটে নামিয়া আইলে * করুণা তাঁহার সমীপে ভূমিষ্ঠা হইয়া আরাধনা করিয়া কহিল, আমি এই ক্ষণে ওষ্ঠদ্বারা স্তুতিবাদরূপ যে নৈবেদ্য আপনকার সমক্ষে নিবেদন করি, তাহা আপনি গ্রাহ্য করুন।

তাহাতে দ্বারপাল * করুণাকে কহিলেন, তোমার শান্তি হউক; তুমি উঠিয়া দাঁড়াও। কিন্তু সে তদ্রূপ ভূমিষ্ঠা থাকিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনকার সহিত বিবাদ করিতে

গেলে আপনি যথার্থ থাকিবেন, তথাপি আমি বিচারাজ্ঞার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। আপনি কি নিমিত্তে এমত দুর্দ্দান্ত কুক্কুর রাখেন, যাহাকে দেখিলে আমাদের মত দুর্ব্বল স্ত্রীলোক ও বালকগণ ভয়েতে আপনকার দ্বার-হইতে দৌড়িয়া পলাইতে উদ্যত হয়?

তিনি উত্তর করিলেন, সেই কুক্কুরের কর্ত্তা আমি নহি; সে অন্য এক লোকের উঠানে রুদ্ধ আছে, কিন্তু আমার যাত্রিরা তাহার ঘেউ২ শব্দ শুনিতে পায়। দূরে ঐ যে গড় দেখিতেছ, সে ঐ গড়ের কুক্কুর; কিন্তু সে এ স্থানের প্রাচীর পর্য্যন্ত আসিতে পারে। তাহার ভয়ঙ্কর গর্জ্জনশব্দদ্বারা ভয় পাইয়া অনেক সাধু যাত্রিকেরা মিথ্যা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সত্য আশ্রয়ে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার কর্ত্তা আমার প্রতি কিম্বা আমার লোকদিগের প্রতি প্রণয় প্রযুক্ত তাহাকে রাখে, এমত নয়; বরং যাত্রিরা যেন আমার নিকটে না আইসে, এবং এই দ্বারে প্রবেশ করিবার নিমিত্তে আঘাত করিতে যেন ভয় পায়, এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে রাখে। কখন২ ঐ কুক্কুর প্রাচীর লঙ্ঘিয়া আমার কোন২ প্রিয় ব্যক্তিকে তাড়া দিয়াছে। যদ্যপি আমি তাহার এই সকল ব্যবহার এ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া আসিতেছি, তথাপি অবিলম্বে আমার যাত্রিকদিগের সাহায্য করিয়া থাকি, তাহার ক্ষমতার মধ্যে পড়িতে দিই না; অতএব সে আপন নিষ্ঠুর স্বভাবানুসারে যাহা ইচ্ছা করে, তাহা করিতে পারে না। হে আমার মুক্তিপাত্র, তুমি যদি অগ্রে এই সকল জানিতা, তবে বোধ করি কুক্কুরহইতে ভীতা হইতা না। যে ভিক্ষুকেরা দ্বারে২ বেড়ায়, তাহারা কুক্কুরের তর্জ্জন গর্জ্জন ও দংশনজ্বালা না মানিয়া ভিক্ষার আশাতে অক্লান্ত থাকে; তবে যে কুক্কুর অন্য লোকের বাটীতে থাকে, এবং যাহার শব্দকে

আমি যাত্রিদের হিতবর্দ্ধক করি, এমন কুক্কুর কি আমার নিকটে আগমনেচ্ছুক লোকদের বাধা জন্মাইবে? আমি তাহাদিগকে সিংহের মুখহইতে রক্ষা করি, এবং আমার প্রিয়কে কুক্কুরের পরাক্রমহইতে উদ্ধার করি।

তাহাতে * করুণা কহিল, আমি নিজ মূর্খতা স্বীকার করি; যাহা জানি না, তাহা কহিয়াছি। আপনকার সকল ক্রিয়া উত্তম, ইহা আমি নিশ্চয় জানিলাম।

তদনন্তর * খ্রীষ্টীয়ানী আপনাদের যাত্রার কথা আরম্ভ করিয়া পথের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে ঐ দ্বারপাল তাহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া তাহাদিগকে ভোজন পান করাইয়া পূর্ব্বে * খ্রীষ্টীয়ানীর স্বামির প্রতি যে রূপ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকেও আপনার নিরূপিত পথে পাদ বিক্ষেপ করিতে শিক্ষা দিলেন। অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন তাহারা পথে গমন করিতে লাগিল, এবং সে সময়ের বাতাসাদি অতি সুখজনক ছিল। পরে * খ্রীষ্টীয়ানী এই পদ্য গান করিতে লাগিল।

যে দিনে করিনু যাত্রা হইয়া যাত্রিণী।
সেই দিবসকে আমি ধন্য করি মানি ॥
আর ধন্য অগ্রগণ্য সেই মহাজন।
এই শুভ পথে যেই করিল চালন ॥
অনন্ত জীবন জন্য উদ্যোগ করিতে।
বিলম্ব হইল বটে আমার তাহাতে ॥
এই ক্ষণে ধাইতেছি যত আছে বল।
না গমনাপেক্ষা বরং বিলম্বেতে ফল ॥
অশ্রুপাত পরিণামে আনন্দ হইল।
ভয় পরিণামে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল ॥
অতএব সত্য বটে বচন বিশেষ।
যাত্রারম্ভে জানা যায় যাত্রার যে শেষ ॥

৩ অধ্যায়।

অপর *খ্রীষ্টীয়ানীর ও তাহার সহযাত্রিদিগের গন্তব্য পথের পার্শ্বস্থ ভিত্তির অন্য দিগে এক উদ্যান ছিল, ফলতঃ তর্জ্জন গর্জ্জনকারি উক্ত কুক্কুরের যে কর্ত্তা তাহার উদ্যান। ঐ উদ্যানের কতক বৃক্ষের শাখা ভিত্তির উপরিভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতে কোন২ পথিক তাহার ফল সুপক্ক দেখিয়া পাড়িয়া খাইত; কিন্তু সেই ফল পীড়াজনক। তদনুরূপ *খ্রীষ্টীয়ানীর বালকেরা ঐ সফল বৃক্ষ দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বাল্যরীত্যনুসারে শাখা লড়াইয়া ফল পাড়িয়া খাইতে লাগিল। তাহাদের মাতা তাহাদিগকে অনুযোগ করিলেও তাহারা খাইতে ক্ষান্ত হইল না।

তখন সে কহিল, হে আমার বালকেরা, তোমরা আজ্ঞা লংঘন করিতেছ; এই ফল আমাদের নয়। কিন্তু সে ফল যে শত্রুর, তাহা *খ্রীষ্টীয়ানী জ্ঞাত ছিল না। যদি তাহা জানিত, তবে বুঝি ভয়েতে প্রায় মরণাপন্ন হইত। যাহা হউক, তাহারা পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অপর পথ প্রবেশ স্থানহইতে দুই তীর ভূমি মাত্র গমন করিলে পর অকস্মাৎ তাহাদের প্রতি ধাবমান দুই কুৎসিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সখী *করুণা পথে না দাঁড়াইয়া বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া বালকগণকে অগ্রে লইয়া চলিয়া গেল। পরে তাহারা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ দুই মনুষ্য স্ত্রীলোকদের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করণের উদ্যোগ করিল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, দূরে দাঁড়াও, নতুবা ভাল মানুষের ন্যায় আপন পথে চলিয়া যাও। কিন্তু ঐ দুই ব্যক্তি বধিরের ন্যায় হইয়া *খ্রীষ্টীয়ানীর বাক্য না শুনিয়া বরং তাহাদের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল; তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী

অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে লাথি দেখাইতে লাগিল, এবং *করুণাও সাধ্যমত তাহাদিগকে তাড়াইতে চেষ্টা করিল। পরে *খ্রীষ্টীয়ানী তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কহিল, দূর হও, চলিয়া যাও, আমরা যাত্রিকী, আমাদের কাছে টাকা কড়ি নাই, এবং পরের দয়াতে আমাদের প্রতি-পালন হয়।

তখন তাহাদের এক জন উত্তর করিল, আমরা ধনের নিমিত্তে তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে আইসি নাই, কিন্তু ইহা কহিতে আসিয়াছি, তোমরা আমাদের প্রার্থ-নীয় এক সামান্য বিষয়ে যদি সম্মতা হও, তবে সদা-কাল রাণী হইবা।

এই বাক্যেতে *খ্রীষ্টীয়ানী তাহাদের অভিপ্রায় বু-ঝিয়া পুনর্ব্বার উত্তর করিল, আমরা তোমাদের বাক্যে কর্ণও দিব না; আর তোমরা যাহা কামনা কর, তাহা-তেও কোন মতে সম্মতা হইব না। আমরা ত্বরান্বিত, বিলম্ব করিতে পারি না; আমরা প্রাণরক্ষার্থে প্রাণপণ করিয়া গমন করিতেছি। ইহা কহিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সঙ্গিনী ঐ ব্যক্তিদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঐ দুই কদাকার ব্যক্তি তাহাদিগকে বাধা দিয়া ক হল, তোমাদের প্রাণের হিংসা আমরা চেষ্টা করি না, আমরা অন্য প্রার্থনা করি। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হাঁ, আমি তাহা বুঝিলাম; আমাদের শরীর ও মন উভয় নষ্ট করিবার জন্যে তোমরা আসিয়াছ। কিন্তু যাহা-তে আমাদের ভাবি মঙ্গল হারাইতে পারি, এমত পাশে বদ্ধ হওনাপেক্ষা বরং এই স্থানে প্রাণত্যাগ ভাল। এই কথা কহিয়া তাহারা উভয়ে ডাকাইত ২ বলিয়া চীৎকার শব্দদ্বারা স্ত্রীলোকের সম্ভ্রমরক্ষক যে ব্যবস্থা, তাহার আ-শ্রয় লইল। তথাপি তাহাদিগকে পরাস্ত করণাশয়ে ঐ

দুই ব্যক্তি পুনঃ২ আক্রমণ করিলে তাহারা পুনর্ব্বার চীৎকার শব্দ করিল।

ঐ সময়ে প্রবেশদ্বারহইতে বহু দূর গমন না করাতে তাহাদের চীৎকারধ্বনি সেই স্থানহইতে শুনা গেল, তাহাতে গৃহস্থদের কতক লোক নির্গত হইয়া * খ্রীষ্টীয়ানীর শব্দ জ্ঞাত হইয়া তাহার উপকারার্থে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল, যে স্ত্রীলোকেরা বড় পেঁচে পড়িয়াছে, এবং বালকেরা নিকটে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতেছে। তাহাতে তাহাদের উদ্ধারার্থে আগন্তু ব্যক্তি ঐ দুরাচারদিগকে ডাকিয়া তর্জ্জন করিয়া কহিল, এ কি কর্ম্ম তোমরা করিতেছ? আমার প্রভুর লোকদিগকে তোমরা কি আজ্ঞালংঘন করাইতে চাহ? ইহা কহিয়া তাহাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিলে তাহারা বেড়া লংঘিয়া উক্ত কুক্কুরের স্বামির উদ্যানেতে পলাইয়া গেল, তাহাতে সেই কুক্কুর তাহাদের রক্ষক হইল। পরে ঐ * উদ্ধারক স্ত্রীলোকদের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন? তোমাদের কি কিছু হানি হইয়াছে? তাহারা উত্তর করিল, আপনকার অধিপতির অনুগ্রহেতে আমরা ভাল আছি, আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই, কেবল ভয় মাত্র পাইয়াছি। আর আপনি যে আসিয়া আমাদের উপকার করিলেন, ইহাতে আমরা আপনকারও অনুগ্রহ স্বীকার করিলাম। আপনি না আইলে আমরা শত্রুকর্ত্তৃক অবশ্য পরাস্ত হইতাম।

এতদ্রূপ কথোপকথনানন্তর ঐ * উদ্ধারক তাহাদিগকে কহিল, তোমরা স্ত্রীজাতি, অতি দুর্ব্বলা, ইহা জানিয়াও দ্বারে অতিথি হওন কালে প্রভুর স্থানে এক পথপ্রদর্শকের নিমিত্তে যে প্রার্থনা কর নাই, ইহাতে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল; যেহেতুক যাচ্ঞা করিলে তিনি

অবশ্য এক জন পথদর্শক দিতেন, তাহাতে তোমরা এই সকল ক্লেশ ও বিপদ এড়াইতা। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হায়! আমরা বর্ত্তমান সুখে এমত নিমগ্ন ছিলাম, যে ভাবি আপদের সম্ভাবনা আমাদের মনেও পড়িল না। আর রাজবাটীর নিকটে এমন দুষ্ট লোকেরা লুকাইয়া থাকে, ইহা কে জানিতে পারে? আমরা প্রভুর স্থানে এক জন পথপ্রদর্শকের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে আমাদের মঙ্গল হইত; আর ইহা জানিয়াও তিনি যে আমাদের সহিত এক জনকে পাঠান নাই, ইহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।

তাহাতে ঐ * উদ্ধারক কহিল, অপ্রার্থিত বিষয় প্রদান করা সর্ব্বদা আবশ্যক নয়; তাহা দিলে পাছে সে বিষয়ের গৌরব লাঘব হয়। কিন্তু যে বিষয়ের অভাবে যাহার ক্লেশ জন্মে, সে বিষয় তাহার নিকটে প্রকৃত বহুমূল্য হয়; এবং তাহা পাইলে পরে সে যত্নপূর্ব্বক তাহা ব্যবহার করে। আমার প্রভু যদি তোমাদিগকে এক জন পথপ্রদর্শক দিতেন, তবে তাহার কারণ প্রার্থনা না করিয়া যে অবহেলা করিয়াছ, সেই অবহেলা প্রযুক্ত এই ক্ষণে যেরূপ বিলাপ করিতেছ, তদ্রূপ করিতা না। এই রূপে সকল ঘটনা মিলিয়া তোমাদের মঙ্গল জন্মায়, বিশেষতঃ তোমাদের সাবধানতার বৃদ্ধি করে। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ানী জিজ্ঞাসিল, আমরা কি প্রভুর স্থানে ফিরিয়া যাইয়া আত্মদোষ স্বীকার পূর্ব্বক এক জন পথপ্রদর্শক যাচ্ঞা করিব?

* উদ্ধারক কহিল, তোমাদের দোষ স্বীকারের কথা আমি তাঁহাকে জানাইব; তোমাদের ফিরিয়া যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তোমাদের গন্তব্য তাবৎ স্থানে তোমাদের কিছুরই অভাব হইবে না, যেহেতুক যাত্রিদের নিমিত্তে পথের পার্শ্বে আমার প্রভু যে সকল বাসাবাটী স্থা-

পন করিয়াছেন, সে সকল স্থানেতে অতিথিদিগের সকল আপদ নিবারণার্থে প্রয়োজনীয় প্রচুর বিষয় প্রস্তুত আছে। কিন্তু তাহাদের নিমিত্তে তিনি যেন সেই সকল অনুগ্রহ করেন, এই জন্যে তাঁহার কাছে তাহাদের প্রার্থনা করিতে হয়। যাহা প্রার্থনার যোগ্য নয়, তাহা কিসের যোগ্য? এই কথা কহিয়া তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন, এবং যাত্রিরাও আপন পথে গমন করিল।

অপর * করুণা কহিল, এ কেমন অনপেক্ষিত দুর্ঘটনা! আমি ভাবিয়াছিলাম যে আমরা সকল আপদহইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, এবং আমাদের আর কোন দুঃখ হইবে না।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ানী * করুণাকে কহিল, হে আমার ভগিনি, এই আপদ বিষয়ে আমি তোমার দোষ দিতে পারি না, কেননা তাহা তোমার অনপেক্ষিত বটে; কিন্তু এ বিষয়ে আমার ভারি দোষ স্বীকার করিতে হয়, কেননা গৃহহইতে নির্গমনের পূর্ব্বে এই আপদ দেখিলেও আমি তাহা নিবারণের উপায় চেষ্টা করি নাই, ইহাতে আমার বড় অপরাধ হইয়াছে।

* করুণা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি বাটীহইতে আগমন করিবার পূর্ব্বে ইহা কি প্রকারে জানিয়াছিলা? তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও।

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, তবে কহি, শুন। বাটীহইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এক রাত্রি আমি শয্যায় নিদ্রাগতা ছিলাম, এমন সময়ে এতদ্বিষয়ক এক স্বপ্ন দেখিলাম, সে কি? না যেন অবিকল এই দুই ব্যক্তি আমার শয্যা সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া আমার পরিত্রাণের বাধা জন্মাইতে মন্ত্রণা করিতেছে। তাহারা পরস্পর কি কহিল, তাহাও তোমাকে কহিতে পারি। সে সময়ে আমাকে মনোদুঃখে মগ্না দেখিয়া তাহারা কহিল, এই স্ত্রীলোকের প্রতি কি করিব? যেহেতুক

জাগ্রৎ বা নিদ্রা সময়ে সর্ব্বদা ক্ষমা পাইবার আকাঙ্ক্ষাতে এ প্রার্থনা করিতেছে; ইহাকে যদি নিবৃত্ত করা না যায়, তবে ইহার স্বামিকে যেমন হারাইয়াছি, তেমনই ইহাকেও হারাইব। অতএব সেই স্বপ্নদর্শনে যদি আমি সতর্ক হইয়া সময় থাকিতে রক্ষা পাইবার উপায় চেষ্টা করিতাম, তবে বড় ভাল হইত।

তাহাতে *করুণা কহিল, এই ত্রুটিতে আমরা যেমন আপন ২ দোষ দর্শনের সুযোগ পাইয়াছি, তদ্রূপ আমাদের প্রভুও তাহা আপন কৃপার বাহুল্য প্রকাশ করণের সুযোগ জ্ঞান করিয়াছেন; কেননা দেখ, আমরা প্রার্থনা না করিলেও তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আপন সদিচ্ছাক্রমে পরাক্রান্তদের হস্তহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন।

এই রূপ কথোপকথনে আর কিঞ্চিৎ কাল গত হইলে পর তাহারা যাত্রিদের উপকারার্থে পথের পার্শ্বে নির্ম্মিত এক গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল; সে গৃহ *অর্থকারকের গৃহ। তাহা যাত্রিকের গতির প্রথম ভাগে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। অপর তাহারা ঐ গৃহের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলে গৃহমধ্যে লোকদের কথোপকথন শুনিতে পাইল, তাহাতে তাহারা কর্ণ পাতিয়া যেন *খ্রীষ্টীয়ানীর নামোল্লেখ হইতেছে, এমত শ্রবণ করিল, তাহার কারণ এই যে *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানদের যাত্রা বিষয়ক জনরব তাহাদের অগ্রে তথায় উপস্থিত হওয়াতে ঐ গৃহস্থেরা তাহা শুনিয়া, *খ্রীষ্টীয়ানের যে ভার্য্যা পূর্ব্বেতে যাত্রা করিতে কোন মতে সম্মতা ছিল না, সে এই, ইহা জানিতে পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছিল। অতএব *খ্রীষ্টীয়ানী তখন তাহাদের অজ্ঞাতসারে দ্বারে দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরবর্ত্তি

লোকদের প্রমুখাৎ আপনার প্রশংসা শুনিতে পাইয়া চমৎকৃতা হইয়া সঙ্গিদের সহিত কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া রহিল। পরে *খ্রীষ্টীয়ানী পূর্ব্ববৎ এ দ্বারেতেও আঘাত করিল। তাহাতে তৎক্ষণাৎ *শুদ্ধমতি নাম্নী এক যুবতী আসিয়া দ্বার মোচন করিয়া দেখিল, দুইটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। পরে ঐ কন্যা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহ?

*খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, এ বাটী যাত্রিদের নিমিত্তে প্রস্তুত হইয়াছে, এমন শুনিয়াছি। আমরা যাত্রিকী; অতএব এখানে যেন আতিথ্য পাই, এই আমাদের প্রার্থনা। আর তুমি দেখিতেছ, দিবা অবসান হইয়াছে, এ কারণ অদ্য আর অগ্রে গমন করিতে চাহি না।

তাহাতে ঐ কন্যা কহিল, আপনকার নাম কি? অনুগ্রহ করিয়া বলুন। আমি ভিতরে যাইয়া আমার প্রভুকে জ্ঞাত করি।

সে কহিল, আমার নাম *খ্রীষ্টীয়ানী; কতক বৎসর হইল এই পথ দিয়া *খ্রীষ্টীয়ান নামে যে যাত্রী গিয়াছিলেন, আমি তাঁহার স্ত্রী; এবং এই চারিটী তাঁহারই সন্তান। আর আমার সঙ্গিনী এই যুবতীও যাত্রিকী।

এই কথা শুনিবামাত্র ঐ *শুদ্ধমতি নাম্নী কন্যা ঝটিতি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ লোকদিগকে কহিল, দ্বারেতে কে আছে তোমরা জান? *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানেরা এবং তাহার এক সঙ্গিনী, এই সকলে অতিথি হইবার নিমিত্তে দাঁড়াইয়া আছে। এই কথা শুনিয়া তাহারা আনন্দেতে নৃত্য করত গমন করিয়া আপনাদের কর্ত্তাকে জানাইল। তাহাতে তিনি দ্বারে আসিয়া *খ্রীষ্টীয়ানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ভদ্র *খ্রীষ্টীয়ান যাত্রী হইবার সময়ে

যাহাকে পশ্চাৎ রাখিয়া গিয়াছিল, তুমি কি সেই * খ্রীষ্টীয়ানী?

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হাঁ, মহাশয়। যে স্ত্রী আপন স্বামির দুঃখ হেয় জ্ঞান করিয়া একাকী পথগমনে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই নিষ্ঠুরান্তঃকরণা স্ত্রী আমি; আর এই চারিটী খ্রীষ্টীয়ানের সন্তান। কিন্তু এখন আমিও আসিয়াছি, কেননা আমি নিশ্চয় জ্ঞাত হইয়াছি, এ পথ ভিন্ন আর সত্য পথ নাই।

পরে * অর্থকারক কহিলেন, "এক জন আপন পুত্রকে কহিয়াছিল, তুমি অদ্য আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে যাও; তাহাতে সে কহিল, যাইব না; তথাপি শেষে অনুতাপ করিয়া গমন করিল," এই যে বাক্য ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, তাহা এই ক্ষণে সফল হইল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, তাহাই হউক। ঈশ্বর সেই বাক্য আমার বিষয়েও সত্য করিয়া শেষে আপনার কাছে আমাকে কলঙ্ক ও দোষরহিত করিয়া শান্তিতে প্রত্যক্ষ হইতে দিউন। পরে * অর্থকারক কহিলেন, তুমি এত ক্ষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া আছ কেন? হে ইব্রাহীমের কন্যে, ভিতরে আইস, আমরা এই মাত্র তোমার বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলাম, যেহেতুক তোমার যাত্রিকী হইবার সম্বাদ আমাদের নিকটে পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে। হে বালকেরা, ভিতরে আইস; হে যুবতি, ভিতরে আইস। এই রূপে তিনি সকলকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

তাহারা ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে গৃহপতি তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি করিলেন। পরে যাত্রিদের সেবাতে নিযুক্ত কএক জন তাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্তে নিকটে আসিয়া, * খ্রীষ্টীয়ানী যে যাত্রিকী হইয়াছে, এ নিমিত্তে আহ্লাদ প্রযুক্ত একাদিক্রমে সকলেই প্রফুল্লবদন হইল।

এবং বালকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্নেহভাবে তাহাদের মুখে হাত বুলাইতে লাগিল, এবং *করুণার প্রতিও সেই রূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া সকলকে কহিল, আমাদের প্রভুর গৃহে তোমাদের আগমন আমাদের সৌভাগ্য।

অপর রাত্রির ভোজ প্রস্তুত হইবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকিতে ঐ *অর্থকারক তাহাদিগকে অর্থসূচক গৃহ সকলেতে লইয়া গিয়া *খ্রীষ্টীয়ানীর স্বামিকে যাহা২ দেখাইয়াছিলেন, তাহা তাহাদিগকেও দেখাইলেন। ফলতঃ সেই পিঞ্জরবদ্ধ মনুষ্য, এবং সেই স্বপ্নদর্শক ব্যক্তি, এবং খড়্গদ্বারা শত্রুমধ্য দিয়া পথ মুক্তকারি সেই যোদ্ধা, আর সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধার চিত্রিত মূর্ত্তি ইত্যাদি যত ধর্ম্মজ্ঞানবর্দ্ধক বিষয় *খ্রীষ্টীয়ান দেখিয়াছিল, তাহারাও সে সমস্ত দর্শন করিল।

অনন্তর *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সঙ্গিগণ ঐ সকল বিষয় দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে পরে ঐ *অর্থকারক তাহাদিগকে তথাহইতে আর এক ঘরে লইয়া গেলে তাহারা দেখিল, যে অনবরত অধোদৃষ্টি এক ব্যক্তি জঞ্জালসংগ্রাহক অস্ত্র হস্তে করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকটে দণ্ডায়মান অন্য এক ব্যক্তি তাহার মস্তকের ঊর্দ্ধে স্বর্গীয় মুকুট ধরিয়া ঐ জঞ্জালসংগ্রাহক আঁচড়ার বিনিময়ে ঐ মুকুট তাহাকে দিতে ইচ্ছুক আছেন, কিন্তু সে মানুষ এক বারও মনোযোগ কিম্বা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি না করিয়া কেবল ভূমিতে পতিত তৃণ কুচা ধূলী প্রভৃতি অবকর সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত রহিল।

তাহা দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, আমি বোধ করি, ইহার তাৎপর্য্য কিছু বুঝিয়াছি। ইহা সাংসারিক লোকের দৃষ্টান্ত। মহাশয় কি বলেন?

*অর্থকারক কহিলেন, সত্য বুঝিয়াছ; এবং তাহার জঞ্জালসংগ্রাহক অস্ত্র তাহার সাংসারিক মনের দৃষ্টান্ত জানিবা। আর তাহার উর্দ্ধে স্বর্গীয় মুকুটধারি যে ব্যক্তি তাহাকে আহ্বান করেন, তাঁহার বাক্য শ্রবণাপেক্ষা বরং ভূমিস্থিত ধূলি কুচা তৃণাদি সংগ্রহ করণে তাহার মনোযোগ আছে, ইহাতে এই বুঝায়, যে কোন ২ লোক স্বর্গের কথা গল্পমাত্র জ্ঞান করিয়া ঐহিক বিষয়কেই সার জ্ঞান করে। আর তুমি দেখিলা, সে মনুষ্য যে অধোদিক্ ব্যতিরেকে অন্য কোন দিকে দৃষ্টি করিতে অপারক, তাহার অর্থ এই যে সাংসারিক বিষয়ে মনুষ্যের মন দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলে তাহার অন্তঃকরণ ঈশ্বরহইতে একেবারে দূরীভূত হয়।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, এমত জঞ্জাল সংগ্রহ করণহইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

*অর্থকারক কহিলেন, এই প্রার্থনারত্ন বহুকালাবধি এক কোণে পড়িয়া থাকাতে ইহাতে মলা ধরিয়াছে। আমাকে ধনাঢ্যতা দিও না, এ প্রার্থনা দশ সহস্র লোকের মধ্যে প্রায় এক জনেরও নাই। এই বর্ত্তমান কালের লোকেরা প্রায় সকলে কুচা তৃণ ধূলী ইত্যাদিকে মহদ্বিষয় জ্ঞান করিয়া তাহারই অনুসন্ধান করে।

ইহা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী ও *করুণা অশ্রুপাত পূর্ব্বক কহিল, হায়! এ কথা অতি যথার্থ।

অপর ঐ *অর্থকারক ঐ সকল বিষয় দেখাইয়া বাটীর সর্ব্বোত্তম কুঠরীতে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া কহিলেন, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখ, ইহাতে ফলজনক কোন দ্রব্য দেখিতে পাও কি না? তখন তাহারা বারম্বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না; কেননা সেই কুঠরীতে আর কিছু ছিল না, কেবল একটা বড় মাকড়সা দেওয়ালে ছিল; তাহারা তাহার উপেক্ষা করিয়াছিল।

*করুণা কহিল, হে মহাশয়, আমি কিছুই দেখিতে পাই না; কিন্তু *খ্রীষ্টীয়ানী নীরব হইয়া রহিল।

তাহাতে *অর্থকারক কহিলেন, পুনর্ব্বার দেখ। তখন সে পুনর্ব্বার দেখিয়া কহিল, ঐ দেখ এক কদর্য্য মাকড়সা দেও-য়ালেতে হস্ত পদ দিয়া ঝুলিতেছে, তাহা ব্যতিরেক এখানে কিছুই নাই। তাহাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বৃহৎ কুঠরীতে কি কেবল একটী মাকড়সা বই আর নাই?

এ কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী অতি তীক্ষ্ন বুদ্ধি প্রযুক্ত সজল নয়নে কহিল, হে প্রভো, এ স্থানে একটী ভিন্ন আরও আছে। এবং উহার গরল অপেক্ষা তাহাদের গরল অধিক সাংঘাতিক।

তাহাতে *অর্থকারক তাহার প্রতি হাস্যবদনে চাহিয়া কহিলেন, যথার্থ কহিলা।

এ কথা শুনিয়া *করুণা লজ্জিতা হইয়া অধোমুখী হইল এবং বালকেরা স্ব২ মুখ ঢাকিল, কারণ তাহারা সকলেই তখন তদ্দৃষ্টান্তের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে লাগিল।

অপর *অর্থকারক পুনর্ব্বার কহিলেন, দেখ, মাকড়সা হস্ত পাদদ্বারা ভিত্তি ধরে, এবং রাজার অট্টালিকাতেও থাকে। এই শাস্ত্রীয় কথা কেন লিখিত আছে, জান? ইহার তাৎপর্য্য এই, পাপরূপ গরলে পরিপূর্ণ হইলেও তোমরা বিশ্বাসরূপ হস্তদ্বারা ভিত্তি ধরিয়া ঊর্দ্ধস্থিত রাজগৃহের সর্ব্বোত্তম কুঠরীতে বাস করিতে পার।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, এতদ্বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ অনুমান করিয়াছিলাম, কিন্তু সকল বুঝিতে পারি নাই; আমি এই মাত্র বুঝিয়াছিলাম, আমরা মাকড়সাস্বরূপ, অতি উত্তম গৃহেতে থাকিলেও অতি কদর্য্য রূপে দৃষ্ট হই। কিন্তু অতি কদাকার ও গরলবিশিষ্ট ঐ মাকড়সা-হইতে আমাদিগকে যে বিশ্বাসের ব্যবহার শিখিতে হয়,

ইহা আমি মনে করি নাই। সে স্বহস্তে ভিত্তি ধরিয়া গৃহের সর্ব্বোত্তম কুঠরীতে বাস করে; ঈশ্বর কোন বস্তুই নিরর্থক নির্ম্মাণ করেন নাই।

তখন তাহারা সকলে আহ্লাদিত হইলেও তাহাদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং তাহারা পরস্পর মুখাবলোকন করত * অর্থকারকের সমীপে মস্তক নত করিল।

অনন্তর তিনি তাহাদিগকে অন্য এক স্থানে লইয়া গিয়া এক কুক্কুটী ও তাহার ছানা সকল দেখাইয়া কহিলেন, ইহারা কি ২ করে, তাহাতে কিঞ্চিৎ কাল মনোযোগ কর। তাহাতে একটী ছানা পাত্রে জল পান করিতে গিয়া এক এক ঢোঁকে আকাশের দিগে মস্তক তুলিয়া দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে তিনি কহিলেন, দেখ, এই ছানাটি কি করে? তোমাদের তাবৎ মঙ্গল স্বর্গহইতে আইসে, এবং ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া ধন্যবাদ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতে হয়, ইহা তাহার নিকটে শিক্ষা কর।

পরে তিনি কহিলেন, পুনশ্চ মনোযোগ করিয়া দেখ। তাহাতে তাহারা দেখিল, ঐ কুক্কুটী আপন ছানাদের প্রতি চতুর্ব্বিধ শব্দ করে। প্রথম, সমস্ত দিন ডাকিতে তাহার এক সাধারণ ডাক আছে। দ্বিতীয়, তাহার এক বিশেষ ডাক আছে; তাহা সে কখন ২ ব্যক্ত করে। তৃতীয়, শাবক আচ্ছাদন সময়ে তাহার এক স্নেহসূচক ডাক আছে। চতুর্থ, ভয়সূচক এক চীৎকার ডাকও তাহার আছে।

তখন তিনি কহিলেন, এই কুক্কুটীকে তোমাদের রাজা-স্বরূপ, এবং এই ছানাদিগকে তাঁহার আজ্ঞাবহ প্রজাস্বরূপ জানিবা। যেহেতুক ঐ কুক্কুটীর ন্যায় তাঁহার প্রজাদের প্রতি ব্যবহার্য্য তাঁহারও চতুর্ব্বিধ আচরণ আছে। ফলতঃ তাঁহার সাধারণ ডাকদ্বারা তিনি কিছুই দেন না; তাঁহার বিশেষ ডাকদ্বারা জানা যায়, যে তাঁহার দাতব্য

কিছু আছে; আর তাঁহার শরণাগত লোকদের নিমিত্তে তাঁহার স্নেহসূচক এক ডাক আছে; এবং শত্রু উপস্থিত দেখিলে তাঁহার লোকদের চেতনাজনক তাঁহার এক চীৎকার ডাক আছে। হে আমার প্রিয়েরা, এই প্রকার বিষয় বিশিষ্ট কুঠরীতে তোমাদিগকে আনিতে আমি বিহিত বুঝিলাম, কেননা তোমরা স্ত্রীজাতি; এই প্রকার বিষয় তোমাদের বোধগম্য।

অপর * খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হে মহাশয়, আমাদিগকে আরও কিছু দেখাউন। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে পাক-শালাতে লইয়া গেলেন। সে স্থলে এক জন পরিচারক মেষ বধ করিতেছিল। সেই মেষ নীরব হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মৃত্যু স্বীকার করিল। পরে * অর্থকারক কহিলেন, এই মেষহইতে তোমরা সহিষ্ণুতাগুণ শিক্ষা কর; অর্থাৎ কেহ তোমাদের অপকার করিলে তাহাতে বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া তাহা সহ্য করিবা। দেখ, ঐ মেষ কেমন শান্ত স্বভাবে মৃত্যু স্বীকার করিতেছে, এবং তাহার চর্ম্ম উৎপাটনেও কোন আপত্তি করে না। তোমাদের রাজা তোমাদিগকে মেষ বলিয়া জানেন।

তৎপরে ঐ * অর্থকারক তাহাদিগকে নানাবর্ণ পু-ষ্পেতে শোভিত আপন উদ্যানে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন? এই সকল দেখিতেছ কি না?

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হাঁ, দেখিতেছি।

* অর্থকারক পুনর্ব্বার কহিলেন, দেখ, এই সকল পুষ্প আকারেতে, স্বভাবেতে, বর্ণেতে, গন্ধেতে, এবং গুণেতে ভিন্ন২, এবং কোন২ পুষ্প আর২ পুষ্পহইতে শ্রেষ্ঠ। আর মালী যে স্থানে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে, সে বৃক্ষ সেই স্থানেই থাকিয়া অন্য বৃক্ষের সহিত বিবাদ করে না।

অনন্তর যে ক্ষেত্রেতে তিনি গোধুমাদি শস্য রোপণ

করিয়াছিলেন, সেই শস্যক্ষেত্রে তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। তাহাতে তাহারা দেখিল, শস্যের তাবৎ শিষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল তৃণমাত্র অবশিষ্ট আছে। পরে তিনি কহিলেন, এই ভূমিতে সার দিয়া হাল বহিয়া বীজ বপন করা গিয়াছিল; এই ক্ষণে ইহাতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কি করা যায়?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, কতক পোড়াইয়া ফেল, আর কতক সার কর।

ইহা শুনিয়া *অর্থকারক কহিলেন, দেখ, লোকেরা ফলেরই অপেক্ষা করে। এই নিষ্ফল তৃণের বিষয়ে তুমি কহিতেছ, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ কিম্বা মনুষ্যের পদতলে দলিত হওনের যোগ্য। অতএব সাবধান, এমত বিচারে পাছে তোমরা আপনাদিগকে দোষী কর।

অপর তাহারা বাহিরহইতে গৃহে আসিতেছিল, এমত সময়ে দেখিল, যে এক ক্ষুদ্র বাবুই পক্ষী একটা বৃহৎ মাকড়সা মুখে করিয়া আছে। তাহাতে *অর্থকারক কহিল, দেখ ২, ঐ পক্ষিকে দেখ। তাহাতে তাহারা চাহিয়া দেখিতে লাগিল, বিশেষতঃ *করুণা আশ্চর্য্য বোধ করিল।

পরে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হায়! কি হেয়জ্ঞানের বিষয়! অন্যান্য পক্ষিহইতে প্রিয় এই যে অতি সুন্দর বাবুই পক্ষী মনুষ্যের সহবাস ভাল বাসে, সেও কি এমন অত্যাচার করে! আমি অনুমান করিয়াছিলাম, তাহারা চাউলের কণা প্রভৃতি রুচিকর দ্রব্য ভক্ষণ করে; এই ক্ষণে আমি এ পক্ষিকে আর পূর্ব্ববৎ ভাল বাসি না।

তাহাতে *অর্থকারক উত্তর করিয়া কহিলেন, এই বাবুই পক্ষী ধর্ম্মবেশধারি অনেক লোকের দৃষ্টান্ত; যেহেতুক তাহারা স্বরেতে ও বর্ণেতে ও গতিতে এই পক্ষির ন্যায় দেখিতে সুন্দর; বিশেষতঃ যাহারা নিতান্ত অকপট

ধার্ম্মিক লোক তাহাদের প্রতি অতিশয় প্রেম প্রকাশ করিয়া এমত জানায় যে তাহাদের সহিত সদালাপে তাহাদের মন পরিতৃপ্ত হয়। ইহা বলিয়া তাহারা ছল করিয়া নিত্য ২ ঐ ধার্ম্মিকদের গৃহেতে এবং ঈশ্বরের ভজনালয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু যখন একাকী থাকে, তখন ঐ বাবুই পক্ষির ন্যায় তাহারাও মাকড়সা ধরিয়া গিলিতে পারে, অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্ম পান করে, এবং পাপকে জলের ন্যায় উদরস্থ করে।

পরে তাহারা গৃহেতে ফিরিয়া আইলে ভোজ্য দ্রব্য তখনও প্রস্তুত না হওয়াতে * খ্রীষ্টীয়ানী * অর্থকারককে নিবেদন করিল, অনুগ্রহ করিয়া হিতজনক আর কোন২ বিষয় আমাদিগকে দেখাউন, অথবা বর্ণনা করুন।

তাহাতে * অর্থকারক বাক্যারম্ভ করিয়া কহিলেন, শূকর যত পুষ্ট হয়, তত কর্দ্দমে থাকিতে ভাল বাসে। এবং গরু যত পুষ্ট হয়, তত গর্ব্ব পূর্ব্বক হত্যালয়ে যায়। এবং কামি লোক যত সুস্থ থাকে, তত তাহার মন কুকর্ম্মে ধাবমান হয়।

বস্ত্র অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত হওয়া যেমন স্ত্রীলোকদের বাঞ্ছা, তেমনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যাহা বহুমূল্য তাহাতে বিভূষিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

এক বৎসর পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকন অপেক্ষা দুই এক রাত্রি জাগ্রৎ থাকা যেমন সহজ, তদ্রূপ যাবজ্জীবন ঈশ্বরসেবায় সুস্থির হওনাপেক্ষা কিয়ৎকাল মাত্র ধর্ম্মসেবা স্বীকার করা সহজ।

ঝড় হইলে নাবিকেরা প্রাণরক্ষার্থে নৌকাহইতে অল্পমূল্য দ্রব্য সকল অকাতরে জলে নিক্ষেপ করে, কিন্তু কে প্রথমতঃ বহুমূল্য বস্তু ক্ষেপণ করে? ঈশ্বরভক্ত লোক ভিন্ন কেহ তাহা করে না।

এক ছিদ্রেতে নৌকা ডুবে, আর এক পাপেতে মনুষ্য নষ্ট হয়।

যে কেহ বন্ধুকে বিস্মৃত হয়, সে তাহারই প্রতি কৃতঘ্ন হয়; কিন্তু যে লোক ত্রাণকর্ত্তাকে বিস্মৃত হয়, সে আপনারই প্রতি নির্দ্দয় হয়।

যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিয়া পরলোকে সুখ পাইবার আশা করে, সে এমত ব্যক্তির ন্যায় যে শ্যামাঘাস রোপণ করিয়া ধান্যেতে গোলাঘর পূর্ণ করিতে প্রত্যাশা করে।

মনুষ্য যদি সদাচারী হইতে চাহে, তবে সে সর্ব্বদা আপনার চরম দিনকে প্রত্যক্ষ সঙ্গী করুক।

জগতে পাপ আছে, ইহার প্রমাণ লোকদের কাণাকাণি ও চিন্তার পরিবর্ত্ত।

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুচ্ছনীয় এই জগৎ যদি মনুষ্যদের বহুমূল্যরূপে মান্য হয়, তবে ঈশ্বরপ্রশংসিত স্বর্গ কেমন শ্রেষ্ঠ!

অশেষ দুঃখ বিশিষ্ট এই জীবনে আমরা যদি এমত আসক্ত হই, তবে স্বর্গীয় জীবন কেমন প্রিয়!

মনুষ্যের সৌজন্য দেখিলে সকলেই প্রশংসা করে; কিন্তু ঈশ্বরের সৌজন্যে কাহার মন উপযুক্তরূপে আকর্ষিত হয়?

আমরা যখন ভোজন করি, তখন প্রায় সর্ব্বদা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে। সেই রূপ যীশু খ্রীষ্টেতে বিরাজমান যে গুণ ও পুণ্য, তাহা জগত্তিস্থ তাবল্লোকের প্রয়োজন অপেক্ষাও প্রচুর।

এই সকল কথা সমাপ্ত হইলে *অর্থকারক পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আপন উদ্যানে লইয়া গিয়া এক বৃক্ষ দেখাইলেন। সেই বৃক্ষের অন্তঃসার জীর্ণ, কিন্তু ত্বক্ ও পত্র তেজোযুক্ত ছিল। তাহাতে *করুণা জিজ্ঞাসিল, ইহার তাৎপর্য্য কি? *অর্থকারক কহিলেন, বাহ্য সুন্দর অন্তর্গলিত এই বৃক্ষ ঈশ্বরের উদ্যানস্থ অনেকের দৃষ্টান্ত জানিবা;

তাহারা মুখেতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে, কিন্তু কার্য্যেতে তাঁহার নিমিত্তে কিছুই করে না। তাহাদের পল্লব অতি সুন্দর, কিন্তু অন্তঃকরণ অসার, কেবল শয়তানের চক্‌মকির শোলা করিবার যোগ্য।

অনন্তর ভোজ্য দ্রব্য প্রভৃতি সকল প্রস্তুত হওয়াতে এক জন ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলে সকলে আহার করিতে বসিল। ভোজন সময়ে অতিথিদিগের সন্তোষার্থে *অর্থকারকের বাদ্যধ্বনি করাওনের রীতি থাকাতে বাদ্যকারেরা আসিয়া বাদ্য করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক জন অতি মিষ্ট স্বর বিশিষ্ট গায়ক ছিল, সে এই গীত গান করিল,

প্রভুমাত্র আমার আশ্রয়।
তিনি সদাই দেন আহার॥
তাহা হৈলে কোন বিষয়।
অভাব হবে কি প্রকার॥

অপর ঐ গান বাদ্য সমাপ্ত হইলে *অর্থকারক *খ্রীষ্টীয়ানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাত্রিকী হইতে প্রথমে তোমার প্রবৃত্তি কিসে জন্মিয়াছিল? *খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিল, প্রথমতঃ আমার স্বামির বিয়োগে আমি অতিশয় শোকাকুলা হইয়াছিলাম; কিন্তু সে স্বাভাবিক স্নেহমাত্র। তৎপরে আমার স্বামির যাত্রা এবং তদ্‌ঘটিত দুঃখ সকল, এবং তদ্বিষয়ে তাহার প্রতি আমার যে নির্দ্দয়াচরণ হইয়াছিল, সেই সকল মনে পড়িল। তাহাতে আমি আপন দোষ জানিয়া এমন ব্যাকুলা হইলাম, যে পুষ্করিণীতে ডুবিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রায় প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এমত সময়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম; তদ্দ্বারা আমার স্বামির মঙ্গলাবস্থা বিষয়ক সমাচার পাইলাম। এবং তিনি যে দেশে বাস করিতেছেন,

সেই দেশের রাজাহইতে আহ্বানসূচক এক পত্রও পাই- লাম, ঐ স্বপ্ন ও পত্রদ্বারা আমার মন এমত আকৃষ্ট হইল, যে আমাকে অবিলম্বে যাত্রিকী হইতে হইল।

* অর্থকারক জিজ্ঞাসিলেন, ভাল, বাটীহইতে বহির্গত হইবার সময়ে তুমি কি কোন বাধা পাও নাই?

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হাঁ, পাইয়াছিলাম। * ভয়শীলা নাম্নী এক প্রতিবাসিনী আমাকে বাধা দিয়াছিল। সিংহের ভয় প্রযুক্ত আমার স্বামিকে পরাঙ্মুখ হইতে যে ব্যক্তি পরামর্শ দিয়াছিল, ঐ * ভয়শীলা তাহার জ্ঞাতি। সে যাত্রা কার্য্য অতি বিপত্তিজনক বুঝিয়া আমাকে উন্মত্তা বলিয়াছিল। আর সে আমার স্বামির পথঘটিত দুঃখ ক্লেশাদি বর্ণনাদ্বারা আমাকে নিরুৎসাহ করিতে সাধ্যা- নুসারে চেষ্টা পাইয়াছিল। সে সকলদ্বারা আমার মন বড় চঞ্চল হয় নাই। কিন্তু সেই সময়ে আমি আর এক স্বপ্ন দেখিলাম, যেন দুই কদাকার ব্যক্তি আমার যাত্রাতে বিপদ ঘটাইতে কুমন্ত্রণা করিতেছিল। সেই স্বপ্নেতে আমি বড় উদ্বিগ্না হইয়াছিলাম, এবং এখনও তাহা আমার মনে উপস্থিত হইলে, যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাকে দেখিলেই আমার ভয় হয়, এ পাছে আ- মার অপকার করিয়া পথহইতে আমাকে বহির্ভূত করে। আমি সকলকে জানাইতে চাহি না, কিন্তু আমার প্রভুকে কহি, যে এই বাটী আসিতে পথ প্রবেশ দ্বার ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে আমরা উভয়ে এমন আক্রান্তা হইয়াছিলাম, যে ডাকাইত ২ বলিয়া আমাদিগকে চেঁচা- ইতে হইয়াছিল। এবং যে দুই জন আমাদের উপর আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা আমার স্বপ্নদৃষ্ট দুই ব্যক্তির তুল্য আকৃতি বিশিষ্ট ছিল।

তখন * অর্থকারক পুনর্ব্বার কহিলেন, তোমার আরম্ভ

উত্তম; অতএব শেষে তোমার মঙ্গল অতিশয় বৃদ্ধি হইবে। তদনন্তর তিনি *করুণাকে সম্ভাষ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে বৎসে, এই স্থানে আগমন করিতে তোমার প্রবৃত্তি কি রূপে জন্মিয়াছিল?

এ কথা শুনিয়া *করুণা অধোমুখী ও কম্পমানা হইয়া কিছু ক্ষণ মৌনী হইয়া রহিল।

পরে *অর্থকারক কহিলেন, ভয় করিও না, বিশ্বাস কর; মনের কথা ভাঙ্গিয়া বল।

তাহাতে *করুণা বাক্যারম্ভ করিয়া কহিল, হে মহাশয়, আমি পরীক্ষিতা হই নাই, এই হেতু মৌনী থাকিবার বাঞ্ছা করি; এবং পাছে শেষে অগ্রাহ্য হই, এই আশঙ্কা হইতেছে। আমার সখী *খ্রিষ্টীয়ানীর ন্যায় আমি দর্শনের কিম্বা স্বপ্নের কথা কহিতে পারি না, এবং ধার্ম্মিক আত্মীয়দিগের পরামর্শ অবহেলা করণ জন্য যে মনস্তাপ, তাহাও আমি অবগতা নহি।

পরে *অর্থকারক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎসে, তবে এরূপ কার্য্য করিতে কি প্রকারে তোমার উৎসাহ জন্মিয়াছিল?

তাহাতে *করুণা কহিল, আমাদের এই সখী স্থানান্তরে গমন করিবার নিমিত্তে যখন পাথেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছিল, তখন আমি আর এক জন স্ত্রীর সহিত তাহাকে দেখিতে গিয়া দ্বারে আঘাত করণ পূর্ব্বক যখন ভিতরে প্রবিষ্টা হইলাম, তখন তাহার কার্য্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার তাৎপর্য্য কি? সে কহিল, আমার স্বামির নিকটে গমনার্থে আমি আহূতা হইয়াছি, এবং স্বপ্নেতেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি এখন এক আশ্চর্য্য স্থানে অমরগণের সহবাসে থাকিয়া মস্তকে মুকুট ধারণ এবং পরম সুখে বীণা বাদন আর তথাকার রা-

তার সহিত একাসনে ভোজন পান এবং সেই স্থানে গৃহীত হওন প্রযুক্ত সর্ব্বদা রাজার স্তুতি গান করেন। এই সকল শুনিতে২ আমার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে আমি মনে২ কহিলাম, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি পিতা মাতা জন্মভূমি প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া *খ্রীষ্টীয়ানীর সহিত গমন করিতে চেষ্টা করিব। এই আশয়ে আমি তাহার সহিত আরো কথোপকথন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ সকল বিষয় কি সত্য? এবং আমাকে তোমার সঙ্গে যাইতে দিবা কি না? যেহেতু আমি তখন স্পষ্ট বুঝিলাম যে আমাদের নগরে আর অধিক কাল অবস্থিতি করিলে কোন্ দিন সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু আমি প্রস্থান সময়ে বড় ক্ষুণ্ণমনা হইলাম, তাহার কারণ, আমি যে আসিতে অনিচ্ছুকা ছিলাম, তাহা নহে; কিন্তু অনেক জ্ঞাতি কুটুম্বেরা যে ঐ নগরে রহিল, সেই নিমিত্তে দুঃখিতা হইয়াছিলাম। যে যাহা হউক, আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত এখন আসিয়াছি, এবং যদি পারি, তবে এই *খ্রীষ্টীয়ানীর সমভিব্যাহারে ইহার স্বামির ও তাহার রাজার নিকটে গমন করিব।

*অর্গলকারক কহিলেন, তোমার যাত্রারম্ভ ভাল, যেহেতুক তুমি সত্যেতে প্রত্যয় করিয়াছ। তুমি রূতের সদৃশী হইয়াছ, কেননা সেও আপন শাশুড়ী নয়মী ও তাহার প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম প্রযুক্ত আপন পিতা মাতা ও জন্মদেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বের অপরিচিত লোকদের সহিত বাস করিতে গিয়াছিল। পরমেশ্বর তোমার কর্ম্মের ফল দিউন। তুমি ইস্রায়েলের যে প্রভু পরমেশ্বরের পক্ষের নীচে আশ্রয় লইতে আসিয়াছ, তিনি তোমাকে সম্পূর্ণ পুরস্কার দিউন।

[illegible] ভোজনান্তে শয়নের আয়োজন হইলে স্ত্রীলোকেরা

এবং বালকেরা সকলেই পৃথক্২ হইয়া শয়ন করিল। *করুণা শয্যাগতা হইয়া মনের আনন্দে নিদ্রা যাইতে পারিল না, যেহেতুক স্বর্গপ্রাপ্তির বিষয়ে তদবধি তাহার যে আশঙ্কা ছিল, তাহা এই ক্ষণে অধিক দূরীকৃত হইল, তাহাতে যিনি তাহার প্রতি এমন অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও স্তুতি করত সে শয়ন করিয়া রহিল।

---

৪ অধ্যায়।

অনন্তর সূর্য্যোদয় সময়ে তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করিবার উদ্‌যোগ করিলে *অর্থকারক তাহাদিগকে কহিলেন, আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর; এ স্থানহইতে তোমাদিগকে নিয়মানুসারে সুশোভিত হইয়া যাইতে হইবে। পরে যে কন্যা প্রথমে তাহাদিগকে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, সেই কন্যাকে কহিলেন, ইহাদিগকে উদ্যানস্থ স্নানাগারে লইয়া যাইয়া পথ পর্য্যটনে ইহাদের গাত্রে যে সকল ধূলি লাগিয়াছে, তাহা প্রক্ষালন করিয়া ইহাদিগকে পরিষ্কার কর। তাহাতে ঐ *শুদ্ধমতি তাহাদিগকে উদ্যানে লইয়া গিয়া স্নানাগার দেখাইয়া কহিল, এই স্থানে তোমাদিগকে স্নান করিয়া পরিষ্কৃত হইতে হইবে, কেননা যাত্রাকারি যত স্ত্রীলোক আমার কর্ত্তার গৃহে উপস্থিত হয়, সেই সকলকে তিনি এই রূপ ধৌত করাইয়া থাকেন। অতএব তাহারা ও বালকেরা সকলেই প্রবিষ্ট হইয়া স্নান করিল। স্নান করাতে তাহারা যে কেবল পরিষ্কৃত হইল তাহা নয়; কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গেতে অতিশয় বল পাইয়া সতেজ হইয়া স্নানাগার-

হইতে নির্গত হইল। এবং তথাহইতে গৃহে আইলে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহাদিগকে অধিক সুশ্রী দেখা গেল।

তখন *অর্থকারক তাহাদের হস্ত ধরিয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, চন্দ্রের ন্যায় তোমাদের শুভ্রকান্তি হইয়াছে। পরে তাঁহার আনাগারে ধৌত লোকেরা যে মুদ্রাতে মুদ্রাঙ্কিত হয়, সেই মুদ্রা তিনি চাহিয়া পাঠাইলেন। মুদ্রা আনীত হইলে তাহাদের গন্তব্য সকল স্থানে তাহারা যেন পরিচিত হয়, এই নিমিত্তে তিনি তাহাদিগকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া দিলেন। সেই মুদ্রা কি প্রকার, তাহা বলি, শুন। ইস্রায়েল লোকেরা মিসরদেশহইতে বহির্গমন সময়ে যে নিস্তারপর্ব্বের ভোজে ভোজন করিয়াছিল, সেই ভোজের সার অর্থাৎ মেষশাবকস্বরূপ ঐ মুদ্রাতে তাহারা চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে অঙ্কিত হইল। ঐ মুদ্রাঙ্ক তাহাদের মুখের সৌন্দর্য্যজনক অলঙ্কারস্বরূপ হওয়াতে তাহাদের গাম্ভীর্য্য আরও স্পষ্ট এবং মুখশ্রী স্বর্গীয় দূতের ন্যায় হইয়া উঠিল।

অনন্তর *অর্থকারক পুনর্ব্বার স্ত্রীলোকদের সেবাকারিণী ঐ কন্যাকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি বস্ত্রাগারে যাইয়া ইহাদের নিমিত্তে বস্ত্র বাহির করিয়া আন; তাহাতে সে যাইয়া শুক্ল পরিচ্ছদ বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলে তিনি তাহাদিগকে ঐ শুভ্র ও পরিষ্কৃত সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে সেই দুই স্ত্রীলোক এই রূপে বিভূষিত হইলে পরস্পর ভয় পাইতে লাগিল, যেহেতুক তাহারা প্রত্যেকে আপনার শোভা না দেখিয়া কেবল অন্যার শোভা দেখিতে পাইল। তাহাতে তাহারা এক জন অন্য জনকে আপনার অপেক্ষা উত্তম জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিল, তুমি আমাহইতে সুন্দরী, এবং অন্য জন কহিল, না, তুমি আমাহইতে

রূপবতী। বালকেরাও স্ব২ সৌন্দর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রহিল।

পরে *অর্থকারক* মহোৎসাহ নামে আপনার এক ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি ঢাল ও খড়্গ ও শিরস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমার এই কন্যাগণকে *রম্যপুরী নামক অপর প্রবাসগৃহে সাবধানে লইয়া যাও। তাহাতে সে আপন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহাদের অগ্রে২ চলিল। তখন *অর্থকারক তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। এবং সেই গৃহের পরিজনেরাও অনেক আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদায় দিল। অনন্তর তাহারা আনন্দে গমন করিতে২ এই গীত গাইল।

আমাদের দ্বিতীয় এ বিশ্রামের স্থানে।
দেখিনু বিষয় ভাল বিবিধ বিধানে॥
অন্য প্রতি গুপ্ত যাহা পুরুষানুক্রমে।
আমাদিগে ব্যক্ত তাহা ঈশ্বরের প্রেমে॥ ১॥
জঞ্জাল সংগ্রাহি ব্যক্তি মাকড়সা আর।
সবৎসা কুক্কুটী হৈল শিক্ষক আমার॥
সেই হেতু আমি যেন হয়ে দৃঢ় মন।
শিক্ষা অনুসারে সদা করি আচরণ॥ ২॥
কশাই উদ্যান ক্ষেত্র ও বাবুই পাখী।
মুখে ধৃত তার খাদ্য আর জীর্ণ শাখী॥
এদের সুবর্ণ তৌল্যে যেই ধন হয়।
তাৎপর্য্য বুঝিলে আরো প্র লাভেভ হয়॥ ৩॥
তজ্জন্য আমরা যেন হয়ে সচেতন।
প্রার্থনা করিয়া পাই নিষ্কপট মন॥
সদা আত্মক্রুশ লয়ে সেবিতে ঈশ্বরে।
সেই জ্ঞান এ প্রবৃত্তি দেয় আমাদেরে॥ ৪॥

অনন্তর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন ঐ স্ত্রীলোকেরা

গমন করিতে লাগিল, এবং * মহোৎসাহ তাহাদের অগ্রে ২ চলিল। এই রূপে গমন করত * খ্রীষ্টীয়ানের পৃষ্ঠের বোঝা যে স্থলে খসিয়া এক গহ্বরেতে পড়িয়াছিল, তাহারা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে তাহারা তথায় কিঞ্চিৎ কাল বিরাম করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল। অপর * খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, বাক্যেতে এবং কার্য্যেতে আ-মরা ক্ষমা প্রাপ্ত হইব, এই যে বাক্য দ্বারেতে আমাদের প্রতি কথিত হইয়াছিল, তাহা এই ক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে। বাক্যেতে, অর্থাৎ অঙ্গীকারদ্বারা; আর কা-র্য্যেতে, অর্থাৎ ক্ষমার অধিকার প্রাপ্তিদ্বারা। সেই অঙ্গী-কার কি, তাহা আমি কিঞ্চিৎ জ্ঞাত আছি; কিন্তু কা-র্য্যের অর্থাৎ ক্ষমাধিকারপ্রাপ্তির বিষয় বুঝি আপনি জ্ঞাত আছেন। অতএব হে * মহোৎসাহ, অনুগ্রহ করিয়া তদ্বি-ষয়ের প্রসঙ্গ আমাদিগকে কহুন।

তাহাতে * মহোৎসাহ কহিল, কার্য্যদ্বারা যে ক্ষমা, তাহা তদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তির জন্যে অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক পাওয়া যায়; ফলতঃ যাহার প্রয়োজন আছে, তাহা কর্ত্তৃক নহে, কিন্তু বিশেষ উপায়দ্বারা অন্য কর্ত্তৃক পাওয়া যায়। ইহার বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে কহি, শুন। তোমার ও * করুণার ও এই বালকদের যে ক্ষমা হইয়াছে, তাহা অন্য কর্ত্তৃক, অর্থাৎ যিনি তোমাদিগকে দ্বারে প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন, তৎ-কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিবার নিমিত্তে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে ধৌত করিবার নিমিত্তে আপন রক্ত পাত করিয়াছেন; এই দুই উপায়দ্বারা তিনি ক্ষমার অধিকার পাইয়াছেন।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, তিনি যদি আপনার পুণ্য আমাদিগকে দান করেন, তবে তাঁহার আপনার নিমিত্তে কি থাকে?

*মহোৎসাহ কহিল, যে পুণ্যেতে তোমাদের কুলায় এবং তাঁহারও কুলায়, তদপেক্ষা অধিক পুণ্য তাঁহার আছে।

*খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, তাহা কেমন করিয়া হইল? অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

*মহোৎসাহ কহিল, ভাল, তাহা কহি, শুন। প্রথমতঃ ইহা কহিতে হইল, যাঁহার কথা হইতেছে, তিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ তাঁহার তুল্য কেহই নাই। তিনি এক ব্যক্তি বটেন, কিন্তু দুই স্বভাব ধারণ করেন। ঐ স্বভাবদ্বয়ের প্রভেদ স্পষ্ট বোধগম্য বটে, কিন্তু তাহা পৃথক্ করা অসাধ্য। তাহার মধ্যে এক২ স্বভাবের স্ব২ পুণ্য আছে, এবং সেই ২ পুণ্য তত্তৎ স্বভাবে এমত বদ্ধমূল, যে স্বভাবের লোপ না করিলে তাহার পুণ্যকে পৃথক্ করা যায় না। সেই দুই পুণ্যের অংশী আমরা হইতে পারি না, ফলতঃ আমাদিগকে পুণ্যবান ও জীবনাধিকারী করণার্থে তাহা দেওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন ঐ দুই স্বভাবের সংযোগমূলক তৃতীয় এক পুণ্য সেই ব্যক্তির আছে। মনুষ্যত্ব বিনা তাঁহার যে ঈশ্বরত্ব আছে, সে তাহার পুণ্য নয়; এবং ঈশ্বরত্ব ব্যতিরেকে তাঁহার যে মনুষ্যত্ব আছে, সে তাহারও পুণ্য নয়; কিন্তু ঐ উভয় স্বভাবের সংযোগমূলক বিশেষ পুণ্য জানিবা; অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরকর্তৃক যে মধ্যস্থ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তৎপদের কার্য্য সাধনের প্রয়োজনীয় পুণ্য। প্রথম পুণ্য ত্যাগ করিলে তিনি ঈশ্বরত্ব হীন হন। দ্বিতীয় পুণ্য ত্যাগ করিলে তিনি আপন মনুষ্যত্বের শুচিতারূপ ভূষণ হীন হন। তৃতীয় পুণ্য ত্যাগ করিলে তিনি মধ্যস্থপদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধি রহিত হন। এই সকল পুণ্য ব্যতিরেকে ক্রিয়াজন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকাশিত আজ্ঞাপালন জন্য তাঁহার আর এক পুণ্য আছে;

সেই পুণ্য তিনি পাপি লোকদিগকে দেন, এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের পাপ আচ্ছাদিত হয়। এই বিষয়ে লিখিত আছে, যথা, "এক জন আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে যেমন অনেকে পাপী গণিত হইল, তেমনি আর এক জন আজ্ঞা পালন করাতে অনেকে পুণ্যবান গণিত হইবে।"

ইহা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, তবে তাঁহার অন্য তিন পুণ্যে কি আমাদের কোন ফল দর্শে না?

*মহোৎসাহ কহিল, হাঁ, অবশ্য দর্শে; যেহেতুক সে সকল পুণ্য তাঁহার স্বভাব রক্ষণ ও কার্য্য সাধনার্থে আবশ্যক হওয়াতে যদ্যপি অন্যকে দেওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার পুণ্যদায়ক পুণ্য ঐ তিনেরই গুণে কৃতার্থ হয়; ফলতঃ তাঁহার ঈশ্বরত্বসম্বন্ধীয় পুণ্যদ্বারা তাঁহার আজ্ঞাবহতা গুণবতী হয়; আর তাঁহার মনুষ্যত্বসম্বন্ধীয় পুণ্যদ্বারা তাঁহার আজ্ঞাবহতা পুণ্যদানে সমর্থা হয়। এবং তাঁহার স্বভাবদ্বয়ের সংযোগসম্বন্ধীয় যে পুণ্য, তদ্দ্বারা ঐ পুণ্যদায়ি পুণ্য কৃতকার্য্য হয়। অতএব দেখ, এই যে পুণ্য, ইহাতে ঈশ্বরত্ববিশিষ্ট খ্রীষ্টের প্রয়োজন নাই, যেহেতুক তিনি এতদ্বিহীন হইলেও ঈশ্বর বটেন। এবং ইহাতে মনুষ্যত্ববিশিষ্ট খ্রীষ্টের প্রয়োজন নাই, যেহেতুক এতদ্বিহীন হইলেও তিনি সিদ্ধ মনুষ্য বটেন। এবং ইহাতে নরেশ্বরস্বরূপ খ্রীষ্টের প্রয়োজন নাই, যেহেতু এতদ্বিহীন হইলেও তিনি নরেশ্বর বটেন।

অতএব ঈশ্বর হওনার্থে কিম্বা মনুষ্য হওনার্থে কিম্বা নরেশ্বর হওনার্থে এই পুণ্যেতে খ্রীষ্টের প্রয়োজন না থাকাতে তিনি অন্যকে তাহা দান করিতে পারেন; ফলতঃ এই পুণ্যদায়ক পুণ্য তাঁহার অনাবশ্যক হওয়াতে তিনি মনুষ্যদিগকে তাহা বিতরণ করেন, এই জন্যে তাহাকে পুণ্যদান কহা যায়। (রোমীয় ৫; ১৭) প্রভু যীশু খ্রীষ্ট

আপনাকে ব্যবস্থার অধীন করাতে সেই পুণ্য বিতরণ করা তাঁহার উচিত; যেহেতুক ব্যবস্থাধীন ব্যক্তির কেবল ন্যায়াচারী হওয়া উচিত এমন নয়, কিন্তু প্রেমশীল হওয়াও উচিত। যদি তাহার দুই খান বস্ত্র থাকে, তবে যাহার বস্ত্র নাই, তাহাকে এক খান দান করা ব্যবস্থানুসারে তাহার উচিত। ভাল, আমাদের প্রভুর দুই খান পুণ্যবস্ত্র আছে, এক খানি তাঁহার প্রয়োজনীয়, আর এক খান তাঁহার প্রয়োজনাতিরিক্ত; অতএব যাহার নাই, তাহাকে তিনি বিনামূল্যে এক খান বস্ত্র প্রদান করেন। এখন বল দেখি, হে *খ্রীষ্টীয়ানি ও *করুণে ও অন্য সকল, তোমাদের যে পাপক্ষমা, তাহা কার্য্যদ্বারা অর্থাৎ অন্য জনের শ্রমদ্বারা প্রাপ্য হইয়াছে কি না? তোমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন; এবং তাহাতে যে ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা তিনি দীনহীন ভিক্ষুককে পাইলে দান করিয়া থাকেন।

আরও কহি, শুন। কার্য্যদ্বারা পাপক্ষমা প্রাপ্তির নিমিত্তে কেবল আমাদের আবরণ প্রস্তুত করিলে হয় না, কিন্তু ঈশ্বরকে মুক্তির মূল্য দেওয়াও আবশ্যক। পাপ প্রযুক্ত আমরা ধর্ম্মব্যবস্থাদ্বারা উপযুক্ত অভিশাপের পাত্র হইয়াছি; অতএব আমরা যে সকল অপকার করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত মূল্য না দিলে আমরা সেই অভিশাপহইতে মুক্ত হইতে পারি না, তাহা কি জান না? ভাল, তোমাদের প্রভুর রক্ত সেই মূল্য; তিনি তোমাদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়া তোমাদের অপরাধের ফলরূপে তোমাদের পরিবর্ত্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। এতদ্রূপে তিনি রক্তদ্বারা তোমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এবং পুণ্যদ্বারা তোমাদের অপবিত্র কলঙ্কিত আত্মাকে আচ্ছাদন করিয়াছেন; এতদর্থে ঈশ্বর

যখন জগতের বিচার করিতে আসিবেন, তখন তোমাদিগকে দণ্ড না দিয়া ক্ষমা করিবেন।

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, এ কেমন উত্তম কথা! বাক্যেতে ও ক্রিয়াতে আমাদের পাপক্ষমা হয়, এই কথা আমাদের জ্ঞানবর্দ্ধক বটে, ইহা আমি এখন বুঝিলাম। হে প্রিয় * করুণে, আমরা যেন এই শিক্ষা মনে রাখি। হে আমার সন্তানেরা, তোমরাও ইহা ভুলিও না। কিন্তু মহাশয়, বুঝি এই কারণ বশতঃ আমার প্রিয় * খ্রীষ্টীয়ানের বোঝা স্কন্ধহইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে তিনি আহ্লাদে তিন বার লম্ফ দিয়াছিলেন।

* মহোৎসাহ কহিল, হাঁ, বটে। অন্য কোন মতে তাহার বোঝার যে রজ্জু ছিন্ন হইত না, এই কথায় বিশ্বাস করাতে তাহা ছিন্ন হইয়াছিল; এবং ইহার গুণ যেন তাহার বোধগম্য হয়, এই জন্যে তাহাকে খ্রীষ্টের ক্রুশ পর্য্যন্ত আপন বোঝা বহিয়া আসিতে হইয়াছিল।

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, আমিও এমত বুঝিলাম বটে, যেহেতুক আমারও অন্তঃকরণ পূর্ব্বে আনন্দেতে পুলকিত থাকিলেও এই ক্ষণে তদপেক্ষা দশ গুণ আনন্দযুক্ত হইয়াছে। আমি অধিক চেতনা না পাইলেও অল্প চেতনাতেই বুঝিয়াছি, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভারাক্রান্ত লোক আমার ন্যায় যদি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দর্শন ও প্রত্যয় করে, তবে তাহারও অন্তঃকরণ আনন্দেতে উল্লাসিত হয়।

* মহোৎ[illegible] কহিল, এই সমস্ত বিষয়ের দর্শন ও বিবেচনা[illegible] কেবল আমাদের সান্ত্বনা ও ভারলাঘব জন্যে [illegible] তদ্দারা আমাদের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ প্রীতি[illegible] উৎপন্ন হয়। যেহেতুক পাপক্ষমা কেবল [illegible]মূলক না হইয়া এই রূপ ক্রিয়াতে পাওয়া যায়,

ইহা বিবেচনা করিয়া এক বার বুঝিলে পরিত্রাণের পথ ও উপায়ের আশ্চর্য্য উৎকৃষ্টতা প্রযুক্ত কাহার অন্তঃকরণ ত্রাণকর্ত্তার প্রতি স্নেহরসে আর্দ্রীভূত না হয়?

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, সত্য, তিনি আমার নিমিত্তে আপন রক্ত পাত করিয়াছেন, ইহাতে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইতেছে। হে প্রেমসাগর, হে সর্ব্বগুণাকর, তুমিই ধন্য। আমাতে আপনকার অধিকার আছে; আপনি আমাকে ক্রয় করিয়াছেন; আমার কায় মন সর্ব্বস্ব আপনকার; আমার প্রকৃত মুল্য অপেক্ষা আপনি আমার নিমিত্তে দশ সহস্র গুণ মুল্য দিয়াছেন। হায়! ইহাতে যে আমার স্বামির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, এবং তিনি পরে যে আহ্লাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্য নয়। আর আমি যে তাঁহার সঙ্গে গমন করি, অবশ্য তাঁহার এমত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হায়! অতি অধমা যে আমি, আমি সেই যাত্রাতে তাঁহাকে একাকী ছাড়িয়া দিলাম। হে * করুণে, তোমার পিতা মাতা যদি এ স্থানে আসিতেন, এবং * ভয়শীলা নাম্নী আমাদের প্রতিবাসিনী যদি আসিতেন, তবে কি সুখের বিষয় হইত! এখন আমি *কামুকী নাম্নীরও আগমন সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছা করিতেছি; তাঁহারা থাকিলে তাঁহাদের অন্তঃকরণ অবশ্য আর্দ্র হইত। * ভয়শীলার যে ভয়, এবং * কামুকীর যে প্রবল কাম, তাহাও তাঁহাদিগকে যাত্রার প্রতি বিমুখ করিয়া পুনরায় গৃহে লইয়া যাইতে পারিত না।

* মহোৎসাহ * খ্রীষ্টীয়ানীকে কহিল, তুমি এই ক্ষণে স্নেহের বেগেতে এই সকল কহিতেছ; তোমার এই ভাব সর্ব্বদা থাকিবে, এমন অনুমান কি করিতেছ? বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা সকলকে দত্ত হয় না। দেখ, যীশুর মরণ কালে যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিদীর্ণ হৃদয়-

হইতে ভূমিতে রক্তের পতন দেখিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে তোমাদের মত আর্দ্রচিত্ত ও শোকান্বিত না হইয়া হাস্য পরিহাস করিয়াছিল, আর ঐ বিষম দর্শনেতে তাঁহার শিষ্য না হইয়া বরং তাঁহার বিপরীতে আপন২ অন্তঃকরণ কঠিন করিয়াছিল।

হে আমার কন্যাগণ, তোমাদের এই যে ভাব জন্মিয়াছে, ঈশ্বরের সাহায্যে আমার উক্ত বাক্যের আলোচনা করাতে তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহহইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে। মনে করিয়া দেখ, তোমাদিগকে বলা গিয়াছিল, যে কুক্কুটী সামান্য ডাকদ্বারা শাবকদিগকে আহার দেয় না; অতএব তোমাদের এই ভাব বিশেষ অনুগ্রহের ফল জানিবা।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা অগ্রে গমন করত *খ্রীষ্টীয়ানের যাত্রাকালে *অবিবেচক ও *অলস ও *অভিমানী এই তিন জন যে স্থানে পড়িয়া নিদ্রা গিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সেখানে পথের অন্য পার্শ্বে কিঞ্চিদ্দূরে ফাঁশিকাষ্ঠে ঝুলান সেই তিন ব্যক্তির শৃঙ্খলবদ্ধ শব দেখিল।

তাহাতে *করুণা পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়, ঐ তিন জন কে? এবং কি নিমিত্তে বা তাহাদিগকে ফাঁশি দেওয়া গিয়াছে?

**মহোৎসাহ উত্তর করিল, ঐ তিন ব্যক্তি অতি দুর্বৃত্ত ছিল; তাহারা আপনারা যাত্রিক হইতে অনিচ্ছুক ছিল, এবং সাধ্যানুসারে অন্য লোকদিগকেও নিবারণ করিত। আর তাহারা নিজে অলস ও অজ্ঞান হইয়া যাত্রীদিগকে প্রবৃত্তি দিতে পারিত, তাহাদিগকে আপনারদিগের ন্যায় অলস ও অজ্ঞান করিয়া, শেষে তাহাদের মঙ্গল হইবে, এমত কথা অভিমান জন্মাইত। *খ্রীষ্টীয়ানের গমন কালে

উহারা নিদ্রিত ছিল, এই ক্ষণে তোমরা উহাদিগকে ফাঁশি কাঠে টাঙ্গান দেখিতেছ।

অপর *করুণা জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কোন লোককে কি আপনাদের মতে লওয়াইতে পারিয়াছিল? *মহোৎসাহ কহিল, হাঁ, তাহারা অনেককে বিপথগামী করিয়াছিল। দেখ, *মন্দগামী নামে এক জনকে কুপরামর্শ দিয়া আপনাদের তুল্য করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন *ক্ষীণশ্বাস ও *নিরুৎসাহ ও *কামপীড়িত ও *নিদ্রালু এই সকলকে, এবং *মন্দমতি নাম্নী এক যুবতীকে তাহারা কুপ্রবৃত্তি দিয়া আপনাদের ন্যায় কুপথগামী করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত তোমাদের প্রভুকে কঠিন স্বামী বলিয়া অনেকের নিকটে তাঁহার অপযশ করিয়াছিল; এবং ঐ সর্ব্বোত্তম দেশের দুর্নাম করিয়া কহিত, লোকে যেমন বলে, তাহার অর্দ্ধেক ভালও সে দেশ নয়। এবং তাঁহার উত্তম ২ ভৃত্যদিগেরও কুখ্যাতি করিয়া তাহাদিগকে পরাধিকারচর্চ্চক ও ক্লেশদায়ক কহিত। তদ্ভিন্ন তাহারা ঈশ্বরদত্ত অন্নকে ভূষি বলিত, ও তাঁহার সন্তানদিগের সুখকে মায়ামাত্র, এবং যাত্রিকদের ক্লেশ ও পরিশ্রমকে পণ্ডশ্রম করিয়া কহিত।

*খ্রীষ্টীয়ান কহিল, উহারা যদি এমন লোক, তবে তাহাদের জন্যে আমি কদাচ বিলাপ করিব না; তাহারা যথাযোগ্য দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। আর তাহারা যে রাজপথের সমীপে ঝুলিতেছে, ইহাতে বড় ভাল হইয়াছে; কেননা তাহাদিগকে দেখিয়া অন্য লোক চেতনা পাইবে। কিন্তু অন্য দুষ্ট লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্যে উহাদের সকল কুকর্ম্মের বৃত্তান্ত লৌহ কিম্বা পিত্তলের ভিত্তিতে খোদিত হইয়া উহাদের দোষ করণের এই স্থানে স্থাপিত হইলে কি ভাল হইত না?

*মহোৎসাহ কহিল, তাহাই হইয়াছে; প্রাচীরের নিকটে গেলেই এমত লিপি দেখিতে পাইবা। তাহাতে *করুণা কহিল, যাইব কেন? তাহারা টাঙ্গানই থাকুক, ও তাহাদের নাম লুপ্ত হউক, এবং তাহাদের দোষ তাহাদের প্রতিকূলে সদাকাল সাক্ষ্য দিউক। আমরা এই স্থানে পঁহুছিতে তাহাদের ফাঁশি হইয়াছে, ইহা আমাদের সৌভাগ্য। তাহারা যদি বাঁচিয়া থাকিত, তবে দুর্ব্বল স্ত্রীলোক যে আমরা, আমাদের প্রতি কি না করিত! পরে সে তদ্বিষয়ক শ্লোক করিয়া গান করিতে লাগিল।

সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যত লোক মিলে।
তাহাদের চেতনার্থে থাক তোরা ঝুলে॥
যে জন আসিবে পরে যাত্রিহানি খুঁজে।
শেষ ফল কি দেখুক সেই তাহা বুঝে॥
ধর্ম্মের বিপক্ষ যারা তাহাদের প্রতি।
হে মন সতর্ক থাক না করি বিস্মৃতি॥

এই রূপে তাহারা চলিয়া ক্রমে২ *দুর্গম নামক পর্ব্বতের তলে উপস্থিত হইলে, *খ্রীষ্টীয়ানের গমন কালে তাহার প্রতি সেখানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তখন বিবরণ করিতে বিহিত বুঝিয়া তাহাদের মঙ্গলাকাংক্ষী ঐ *মহোৎসাহ তাহাদিগকে এক উনুইর নিকটে আনিয়া কহিল; দেখ, এই পর্ব্বতে আরোহণ করিবার অগ্রে *খ্রীষ্টীয়ান এই উনুইর জল পান করিয়াছিল; তৎকালে তাহার জল অতি নির্ম্মল ও উত্তম ছিল, কিন্তু এই ক্ষণে অপরিষ্কার হইয়াছে; কারণ যাত্রিরা যেন এই জল পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি না করে, এমত কুচেষ্টাকারিরা পাদ দিয়া তাহা ঘোলা করিয়াছে। যিহি ৩৪; ১৮,১৯।

*করুণা কহিল, তাহারা এমত হিংসা করে কেন?

[illegible] কহিল, ইহাতে তাহাদের [illegible] না; পরি-

ক্কার পাত্রেতে তুলিয়া রাখিলে এ জল ভাল হইতে পারে, কেননা তাহা করিলে মলা সকল তলায় পড়িলে জল অতি পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। অতএব *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সঙ্গিদিগকে তাহাই করিতে হইল। তাহারা জল তুলিয়া এক মৃৎপাত্রে রাখিয়া কিঞ্চিৎ পরে মলা সকল নীচে পড়িলে তখন সেই জল পান করিল।

অপর ঐ পর্ব্বতের তলস্থ যে দুই বিপথে *রীত্যাল্ধী ও *কাল্পনিক গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল, *মহোৎসাহ সেই দুই পথ তাহাদিগকে দেখাইয়া কহিল, এই দুই পথ অতি বিপত্তিজনক জানিবা। যখন *খ্রীষ্টীয়ান এই স্থান দিয়া গিয়াছিল, তখন ইহাতে দুই ব্যক্তি নষ্ট হইয়াছিল। আর তোমরা দেখিতেছ, সম্প্রতি শৃঙ্খল ও কাষ্ঠস্তম্ভ ও খাতদ্বারা এই বিপথ অবরুদ্ধ আছে, তথাপি কেহ২ এই পর্ব্বত আরোহণার্থে পরিশ্রম করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হওয়াতে দুঃসাহস পূর্ব্বক এই বিপথ ধরে।

*খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, আজ্ঞালঙ্ঘনকারিদের পথই অতি কঠিন; কিন্তু এ পথে প্রবেশ করিতে তাহাদের গ্রীবা ভগ্ন হয় না, এ বড় আশ্চর্য্য!

*মহোৎসাহ কহিল, তাহারা বড় দুঃসাহসী; এবং যদি কোন সময়ে কোন রাজভৃত্য তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া কহে, যে তোমরা ঐ পথে যাইও না, এ পথই নয়, ইহাতে গেলে তোমাদের বিপদ ঘটিবে, তবে তাহারা বিদ্রূপ করিয়া কহে, রাজার নামে আমাদিগকে যে কথা কহিতেছ, তোমার সে কথা আমরা মানিব না, কিন্তু আমাদের মুখহইতে যাহা নির্গত হয়, তাহাই করিব। (যিরি ৪৪; ১৬,১৭) *মহোৎসাহ আরও কহিল, তোমরা যদি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া চাহিয়া দেখ, তবে দেখিবা, যে ঐ সমস্ত পথ লোকদের সাবধানার্থে

উপযুক্ত রূপেই রক্ষিত আছে; কেবল কাষ্ঠস্তম্ভ ও খাত ও শৃঙ্খল নয়, কিন্তু চতুর্দ্দিকে বেড়া পর্য্যন্ত দেওয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা ঐ পথ দিয়া যাইতে ভাল বাসে।

*খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, তাহারা অলস প্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে চাহে না; পর্ব্বতারোহণ তাহাদের ক্লেশ বোধ হয়। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা তাহাদিগেতে সফল হয়, যথা, অলসের পথ কণ্টকের বেড়া-স্বরূপ। তাহারা বরং ফাঁদে পা দিতে ভাল বাসে, তথাপি আরোহণ পূর্ব্বক এই পথ দিয়া স্বর্গপুরে গমন করিতে ইচ্ছা করে না।

অনন্তর তাহারা অগ্রসর হইয়া একান্ত মনে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, কিন্তু পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত না পঁহুছিতেই *খ্রীষ্টীয়ানী হাঁপাইয়া কহিল, আমার বোধ হয়, এ হাঁপাইবার পর্ব্বত। যাহারা আপন আত্মার পরিত্রাণাপেক্ষা সুখভোগ ভাল বাসে, তাহারা যে ইহাহইতে সুগম পথ মনোনীত করে, সে আশ্চর্য্য নয়। পরে *করুণা কহিল, আমাকে বসিতে হইল। আর কনিষ্ঠ বালক ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাতে *মহোৎসাহ কহিল, এ স্থানে বসিও না; কিঞ্চিদ্দূর অগ্রে রাজার বৃক্ষবাটিকা আছে। ইহা বলিয়া সে ঐ বালকের হস্ত ধরিয়া বৃক্ষবাটিকা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে লইয়া গেল।

তথায় উপস্থিত হইলে, তাহারা অতিশয় শ্রান্ত ও উত্তপ্ত প্রযুক্ত সকলেই বসিতে বসিল। পরে *করুণা কহিল, [illegible]দিগের পক্ষে বিশ্রাম কেমন তৃপ্তিকর! আর [illegible] রাজা, তিনি যাত্রিদের নিমিত্তে এতদ্বিশ্রামস্থান [illegible] করিয়াছেন, তিনি কেমন দয়াবান্! এই বৃক্ষবাটিকা আমি কখন দেখি নাই [illegible] ইহার বিষয় [illegible] শ্রবণ করিয়াছি। যে যাহা [illegible] আমরা

সাবধান থাকিয়া নিদ্রাগত না হই; আমি শুনিয়াছি, এ স্থানে নিদ্রা যাওয়াতে *খ্রীষ্টীয়ানের অনেক দুঃখ ঘটিয়াছিল।

অনন্তর *মহোৎসাহ বালকদিগকে কহিল, হে আমার প্রিয় বালকগণ, তোমরা এখন কেমন আছ? যাত্রী হওনের বিষয় এখন তোমরা কেমন বিবেচনা কর? তাহাতে কনিষ্ঠ কহিল, হে মহাশয়, আমার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হইয়াছিল; তাহাতে আপনি যে আমাকে হস্তে ধরিয়া আনিলেন, তজ্জন্য মহাশয়ের উপকার স্বীকার করি।

এখন আমার মাতার কথা আমার মনে পড়িল, যে স্বর্গের পথ *সোপানারোহণের ন্যায়, আর নরকের পথ পর্ব্বতাবরোহণের ন্যায়। কিন্তু আমি পর্ব্বতাবরোহণ পূর্ব্বক মৃত্যুরাজ্যে যাইতে চাহি না, বরং সোপানারোহণ পূর্ব্বক জীবনরাজ্যে যাইতে চাহি।

তাহাতে *করুণা কহিল, পর্ব্বতাবরোহণ সহজ, এমত কথা আছে। তাহাতে *যাকূব নামে ঐ বালক উত্তর দিল, আমার বোধ হয়, এমত দিবস আসিবে, যখন পর্ব্বতাবরোহণ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কর্ম্ম হইবে। তাহাতে *মহোৎসাহ কহিল, ভাল, বাপু, উহাকে সদুত্তর দিয়াছ। তাহাতে *করুণা হাস্যবদনা হইল, কিন্তু ঐ বালকের ঈষৎ লজ্জা হইল।

পরে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, এই স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করত মুখ মধুর করিবার নিমিত্তে তোমরা কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য কি গ্রহণ করিবা না? *অর্থকারক মহাশয়ের বাটী হইতে প্রস্থান কালে তিনি আমার হস্তে এক খণ্ড দাড়িম্ব ও এক খণ্ড মধুচক্র, আর এক শিশি দ্রাক্ষারস দিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে আছে।

*করুণা কহিল, তিনি তোমাকে কিছু দিয়া থাকিবেন,

আমার এমন বোধ হইয়াছিল; কেননা তোমাকে এক পার্শ্বে ডাকিতেছেন, ইহা আমি দেখিয়াছিলাম।

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হাঁ, তখনই দিয়াছিলেন বটে। কিন্তু হে করুণে, বাটীহইতে প্রস্থান সময়ে আমি যেমন কহিয়াছিলাম, তেমন এখনও বলি, তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক আমার সঙ্গিনী হইয়াছ, এই জন্যে আমার তাবৎ মঙ্গলের অংশিনী হইবা। ইহা বলিয়া * খ্রীষ্টীয়ানী * করুণাকে ও বালকদিগকে খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিলে তাহারা ভক্ষণ করিতে লাগিল। পরে সে * মহোৎসাহকে কহিল, হে মহাশয়, আপনি কি আমাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আহার করিবেন না? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, না, আমার প্রয়োজন নাই; তোমরা যাত্রায় গমন করিতেছ, আমি অল্প ক্ষণ পরেই ঘরে ফিরিয়া যাইব। তোমরা যাহা খাইতেছ, তাহাতে তোমাদের যথেষ্ট উপকার হউক; গৃহে এমত দ্রব্য আমি প্রতি দিন আহার করিয়া থাকি।

অনন্তর তাহারা ভোজন পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া কথাবার্ত্তায় কিঞ্চিৎ কাল যাপন করিলে পর পথপ্রদর্শক কহিল, বেলা অবসান হইতেছে; আইস, আমরা গমন করি। তাহাতে তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া গমনারম্ভ করিলে বালকেরা অগ্রে ২ চলিল। ইতোমধ্যে * খ্রীষ্টীয়ানী ঐ দ্রাক্ষারসের শিশি লইতে বিস্মৃতা হওয়াতে তাহা আনিবার নিমিত্তে কনিষ্ঠ বালককে পাঠাইল।

তখন * করুণা কহিল, বোধ হয় এ হারাইবার স্থান। এখানে * খ্রীষ্টীয়ান আপনার অধিকারপত্র হারাইয়াছিল, এবং * খ্রীষ্টীয়ানীও আপন শিশি এই স্থানে ভুলিয়া আইল, ইহার কারণ কি, মহাশয়?

পথপ্রদর্শক উত্তর করিল, ইহার কারণ নিদ্রা অথবা বিস্মরণ। জাগ্রৎ থাকিবার উপযুক্ত সময়ে কেহ ২ নিদ্রা

যায়, এবং স্মৃতিযোগ্য সময়ে কেহ২ বিস্মৃত হয়, এই কারণ কখন২ বিশ্রামস্থানে যাত্রিদের ক্ষতি জন্মে। সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকিয়া সুখভোগ কালে প্রাপ্ত মঙ্গল স্মরণ করা যাত্রিদের উচিত; তাহা না করাতে কখন২ তাহাদের আনন্দের শেষে অশ্রুপাত হয়, এবং আকাশ নির্ম্মল হইলে পরে মেঘাচ্ছন্ন হয়। এই স্থানে *খ্রীষ্টীয়ানের প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই ইহার প্রমাণ।

অপর যে স্থানে *সংশয়ী ও *ভয়শীল নামে দুই ব্যক্তি *খ্রীষ্টীয়ানকে সিংহের ভয় প্রযুক্ত ফিরিয়া আসিতে পরামর্শ দিয়াছিল, সেই স্থানে *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সঙ্গিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহারা এক মঞ্চ দেখিতে পাইল। পথের পার্শ্বে সেই মঞ্চের গাত্রে কতকগুলীন শ্লোক খোদিত এক প্রশস্ত তক্তি ছিল; এবং সেই স্থানে মঞ্চ স্থাপনের কারণ ঐ শ্লোকের নীচে লিখিত ছিল। সেই শ্লোক এই,

যেই জন এই মঞ্চ করিবে দর্শন।
সাবধানে রাখে যেন তার জিহ্বা মন॥
না রাখিলে পাছে ঘটে তার সে দুর্গতি।
যেমন ঘটিয়াছিল এ দুয়ের প্রতি॥

ঐ শ্লোকের নিম্নে এই বাক্য লিখিত ছিল, "ভয় কিম্বা সংশয়প্রযুক্ত যাহারা এই পথে অগ্রসর হইতে অসম্মত হয়, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার নিমিত্তে এই মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে; অপর জ্ঞাত হইবা, যে *খ্রীষ্টীয়ানের গমন নিবারণের চেষ্টা পাওয়াতে এই মঞ্চোপরি *সংশয়ির ও *ভয়শীলের জিহ্বা তপ্ত লৌহ শলাকাতে বিদ্ধ হইয়াছিল।"

অনন্তর *করুণা কহিল, এই লিখিত বাক্য প্রিয়তম প্রভুর এই বাক্যের মত, যথা, "হে প্রতারক জিহ্বে, তো-

মাকে কি দিতে হইবে? ও তোমার প্রতি কি করিতে হইবে? না, বীরের তীক্ষ্ণ বাণ ও কুলকাষ্ঠের অঙ্গার।”

পরে ঐ স্থান ছাড়িয়া তাহারা ক্রমে ২ আসিয়া সেই দুই সিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাতে * মহোৎসাহ মহাশয় বলবান প্রযুক্ত সিংহ দেখিয়া ভীত হইলেন না; কিন্তু অগ্রগামি বালকেরা সিংহ দেখিবামাত্র অতিশয় ভীত হইয়া ত্বরা করিয়া পীছ কাটাইয়া সকলের পশ্চাদ্গামী হইল। তাহাতে পথপ্রদর্শক ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিল, হে কুমারেরা, তোমরা নিরাপদ সময়ে অগ্রে ২ যাইতে ভাল বাস, আর সিংহকে দেখিবামাত্র পশ্চাৎ আসিয়া দাঁড়াও, এ কেমন!

অপর * মহোৎসাহ খড়্গ নিষ্কোষ করিয়া সিংহদের মধ্য দিয়া যাত্রিদের জন্যে পথ মোচনার্থে উদ্‌যোগ করিলে হঠাৎ সিংহদের সহকারিরূপে এক জন বৃহৎকায় উপস্থিত হইয়া যাত্রিদের পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার এ স্থানে আসিবার কারণ কি? সেই ব্যক্তির নাম * উগ্রাকার, বা * রক্তপাতী, কেননা সে যাত্রিদের প্রাণ-হত্যা করিত।

তাহাতে * মহোৎসাহ উত্তর করিল, এই স্ত্রীলোক ও বালকেরা যাত্রায় গমন করিতেছে; আর এই তাহাদের গন্তব্য পথ। অতএব তোমার কি সিংহদের বাধা তাহারা মানিবে না। * উগ্রাকার কহিল, এ তাহাদের পথ নয়; তাহারা এ পথ দিয়া যাইতে পাইবে না; তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে আমি বাহির হইয়া সিংহদিগকে রা-গাইয়া দিতে আইলাম। এই স্থলে ইহা বলিতে হয় যে সেই সিংহদের ভয়ানকতা ও তাহাদের সহকারি * উগ্রা-কারের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত ঐ পথ বহুকালাবধি প্রায় পথিক-হীন ও কণ্টকময় হইয়াছিল।

তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, আমি দেখিতেছি, বহু দি-নাবধি রাজপথ পথিকহীন আছে, এবং যাত্রিরা বক্র উপ-পথ দিয়া গমন করিতেছে; কিন্তু অদ্যাবধি সেই প্রকার আর হইবে না; যেহেতুক আমি ইস্রায়েল বংশের মাতৃ-রূপে উৎপন্না হইয়াছি।

ইহা শুনিয়া * উগ্রাকার সিংহদের নামে শপথ করিয়া কহিল, তোমরা যে এ স্থান দিয়া পাথ করিবা, তাহা হইবে না; এ পথহইতে তোমরা ফিরিয়া যাও, নতুবা বিনষ্ট হইবা।

তাহাতে তাহাদের পথপ্রদর্শক ঐ * মহোৎসাহ তৎ-ক্ষণাৎ * উগ্রাকারকে আক্রমণ করিয়া খড়্গদ্বারা এমত আ-ঘাত করিল, যে সে পীছে হটিয়া কহিতে লাগিল, তুমি কি আমার অধিকৃত ভূমিতে আমাকে হত্যা করিবা?

* মহোৎসাহ উত্তর করিল, আমরা রাজার অধিকৃত পথে আছি; তাঁহার অধিকৃত পথে তুমি সিংহদিগকে রা-খিয়াছ। তোমার ঐ সিংহেরা যাহা করিতে পারে করুক, এই স্ত্রীলোক ও বালকগণ দুর্ব্বল হইলেও এই পথ দিয়াই অগ্রসর হইবে। ইহা কহিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার এক প্রচণ্ড আঘাত করিলে সে হাঁটু গাড়িয়া পড়িল, এবং তাহার শিরস্ত্র ভগ্ন হইল। অনন্তর অপর আঘাতে তাহার এক বাহু ছেদন করিল, তাহাতে ঐ বৃহৎকায় এমত চীৎকার শব্দে গর্জন করিল, যে স্ত্রীলোকেরা ভয়েতে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তাহাকে মৃত্তিকায় লুণ্ঠন করিতে দেখিয়া আহ্লাদিত হইল।

ঐ দুই সিংহ শৃঙ্খলে বদ্ধ, সুতরাং হিংসা করিতে অক্ষম ছিল। অতএব তাহাদের সহকারী ঐ বৃদ্ধ * উগ্রাকার হত হইলে * মহোৎসাহ যাত্রিদিগকে কহিল, এই ক্ষণে চলিয়া আইস; আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হও, সিংহহইতে তো-মাদের কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।

তাহাতে তাহারা গমন করিতে লাগিল; কিন্তু সিংহের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে স্ত্রীলোকেরা ভয়ে কম্পমানা হইল, ও বালকেরা মৃতকল্প হইল। সে যাহা হউক, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইয়া আপন পথে চলিয়া গেল।

পরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, তাহারা * রম্য পুরীর দ্বারপালের ঘর দেখিতে পাইয়া আরও শীঘ্র গমন করিতে লাগিল, কেননা তখন বেলা অবসান, আর রাত্রিকালে সে স্থান দিয়া গমন সঙ্কটযুক্ত ছিল।

পরে তাহারা দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলে, * মহোৎসাহ দ্বারে আঘাত করিল; তাহাতে দ্বারপাল ডাকিয়া কহিল, কে তুমি? পথপ্রদর্শক কহিল, আমি। এই কথা কহিবামাত্র দ্বারপাল তাহার স্বর জানিয়া তৎক্ষণাৎ নামিয়া আইল, যেহেতুক ঐ * মহোৎসাহ পূর্ব্বে অনেক বার যাত্রিদের পথপ্রদর্শক হইয়া আসিয়াছিল। পরে দ্বারপাল আসিয়া দ্বার মোচন করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তি যাত্রিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল পথপ্রদর্শককে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিল, হে * মহোৎসাহ মহাশয়, এ কি? এত রাত্রিতে এ স্থানে কি নিমিত্তে আসিয়াছ? তাহাতে সে কহিল, আমি এ স্থানে কতকগুলীন যাত্রী আনিয়াছি; আমার প্রভুর আজ্ঞায় তাহারা এ স্থানে রাত্রি প্রবাস করিবে। আর আমি ইহার অনেক ক্ষণ পূর্ব্বে পঁহুছিতাম, কিন্তু সিংহের সহকারি ঐ বৃহৎকায়কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়াতে তাহার সহিত অধিক কাল ঘোর সংগ্রাম করিতে হইল; শেষে আমি তাহাকে বধ করিয়া নিরাপদে যাত্রিদিগকে এ স্থানে আনিয়াছি। দ্বারপাল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি প্রবিষ্ট হইয়া প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবা না? * মহোৎসাহ কহিল, না, এই রাত্রিতেই আমার প্রভুর নিকটে ফিরিয়া যাইব।

ইহা শুনিয়া * খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হে মহাশয়, আপনি যে আমাদিগকে এই ক্ষণে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, ইহাতে আমি কি প্রকারে সম্মত হইব? আপনি আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত ও স্নেহকারী হইয়াছেন। এবং আমাদের জন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন, ও অতি সারল্য ভাবে আমাদিগকে সদুপদেশ দিয়াছেন; আমাদের প্রতি আপনকার এই যে অনুগ্রহ, তাহা আমি কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না।

* করুণা কহিল, হায়! আমাদের গন্তব্য পথের শেষ পর্য্যন্ত আপনি আমাদের সহগামী হইলে বড় ভাল হইত। আমরা দীন হীন স্ত্রীলোক, এ প্রকার আপদপূর্ণ পথেতে বন্ধু ও রক্ষক ব্যতিরেকে কি প্রকারে গমন করিতে সমর্থ হইব?

পরে * যাকুব নামে কনিষ্ঠ বালক কহিল, হে মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া উপকারার্থে আমাদের সঙ্গে গমন করুন, কেননা আমরা বড় দুর্ব্বল, এবং এই পথ অতি ভয়ঙ্কর।

তাহাতে * মহোৎসাহ উত্তর করিল, আমি আপন প্রভুর আজ্ঞার অধীন। সমস্ত পথ পর্য্যন্ত তোমাদের পথপ্রদর্শক হইতে তিনি যদি আমাকে নিযুক্ত করেন, তবে আমি হৃষ্ট মনে তোমাদের সহিত গমন করিব। কিন্তু ইহাতে তোমরা আরম্ভকালে ত্রুটি করিয়াছ। যখন তিনি আমাকে তোমাদের সহিত এ পর্য্যন্ত আসিতে আজ্ঞা দিলেন, সেই সময়ে তোমাদের সহিত সমস্ত পথ পর্য্যন্ত গমন করিবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে যাচ্ঞা করা উচিত ছিল; তাহা করিলে তিনি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিতেন। সে যাহা হউক, এই ক্ষণে আমাকে বিদায় হইতে হইল। * হে খ্রীষ্টীয়ানি ও * করুণে ও আমার প্রিয় বালকগণ, প্রভু তোমাদের সঙ্গী হউন।

অপর * জাগরূক নামে ঐ দ্বারপাল * খ্রীষ্টীয়ানীকে তাহার দেশ ও জাতি কুটুম্বদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, আমি * ধ্বংস্য নগরহইতে আসিয়াছি; আমি বিধবা স্ত্রী; আমার মৃত স্বামির নাম * খ্রীষ্টীয়ান যাত্রী। তাহা শুনিয়া দ্বারী কহিল, বটে? তুমি কি তাহার স্ত্রী? * খ্রীষ্টীয়ানী বলিল, হাঁ, এবং ইহারা তাঁহার পুত্র। পরে * করুণার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, এই যুবতীও আমার স্বদেশীয় লোক।

তাহাতে দ্বারপাল আপন নিয়মানুসারে ঘণ্টা বাদ্য করিলে পর * নম্রচিত্তা নাম্নী এক কন্যা দ্বারে আসিয়া উপস্থিতা হইল; সেই কন্যাকে দ্বারপাল কহিল, ভিতরে যাইয়া বল, যে * খ্রীষ্টীয়ানের স্ত্রী * খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানেরা যাত্রী হইয়া এ স্থানে আসিয়াছে। তাহাতে সেই কন্যা গৃহমধ্যে যাইয়া সম্বাদ জানাইলে তাহার মুখহইতে ঐ সমাচার নির্গত হইবামাত্র গৃহমধ্যে অতিশয় আনন্দধ্বনি হইল। * খ্রীষ্টীয়ানী তখনও দ্বারে দণ্ডায়মানা থাকাতে গৃহস্থিত লোকেরা ত্বরায় নির্গত হইয়া দ্বারির নিকটে উপস্থিত হইল। অনন্তর তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রবীণা, তাহারা কহিল, হে * খ্রীষ্টীয়ানি, গৃহমধ্যে আইস, হে সাধু পুরুষের ভার্য্যে, হে ধন্যা স্ত্রি, সর্ব্বসমভিব্যাহারে ভিতরে আইস। তাহাতে সে ভিতরে গেলে তাহার সঙ্গিনী ও সন্তানেরাও তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিল। ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে গৃহের লোকেরা তাহাদিগকে এক প্রশস্ত কুঠরীতে লইয়া গিয়া তথায় উপবেশন করিতে কহিল। উপবিষ্ট হইলে পর অতিথিদিগকে দেখিতে ও তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে গৃহের প্রধানেরা আহূত হইল। তাহাতে তাহারা ভিতরে আসিয়া সকলের পরিচয় পাইয়া চুম্বন পূর্ব্বক সম্ভাষ করিয়া কহিল,

হে ঈশ্বরের অনুগ্রহপাত্রেরা, আইস ২, আমাদিগকে বন্ধু জানিয়া স্বচ্ছন্দে প্রবাস কর।

তৎকালে রাত্রি অধিক হওয়াতে, এবং যুদ্ধ ও ভয়ঙ্কর সিংহদর্শনে ভয়াক্রান্ত ও পথপর্য্যটনে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত প্রযুক্ত যাত্রিরা শীঘ্র শয়ন করিবার নিমিত্তে নিবেদন করিল। তাহাতে গৃহস্থেরা কহিল, না, না, অগ্রে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া তৃপ্ত হও। কেননা দ্বারপাল পূর্ব্বে তোমাদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গৃহমধ্যে সম্বাদ দেওয়াতে আমরা তোমাদের নিমিত্তে নিয়মিত যূষের সহিত এক মেষশাবক রন্ধন করিয়া রাখিয়াছি। পরে ভোজনানন্তর প্রার্থনা ও গীত সমাপ্ত হইলে তাহারা শয়ন করিতে চাহিল। এবং * খ্রীষ্টীয়ানী নিবেদন করিল, যদি অনুমতি হয়, তবে এক কথা কহি; আমার স্বামী এই বাটীর যে কঠরীতে শয়ন করিয়াছিলেন, আমরা সেই ঘরে শয়ন করিতে বাসনা করি। তাহাতে তাহারা সম্মত হইলে সকলে শয়ন করিতে গেল। পরে * খ্রীষ্টীয়ানী ও * করুণা শয়ন করিয়া যথাযোগ্য বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিল।

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, আমার স্বামী যখন যাত্রী হইয়া গমন করিয়াছিলেন, তখন আমি যে তাঁহার অনুগামিনী হইব, এমত সম্ভাবনার চিন্তা এক বারও আমার মনে প্রবিষ্ট হয় নাই।

* করুণা কহিল, আর তুমি যে এই কুঠরীতে তাঁহারই শয্যাতে শয়ন করিবা, ইহাও বোধ হয় তোমার মনে হয় নাই।

* খ্রীষ্টীয়ানী পুনর্ব্বার কহিল, আর আমি যে আনন্দে তাঁহার মুখ দর্শন করিব, ও তাঁহার সহিত তাঁহার প্রভু রাজার সেবা করিব, এমত অনুমানও আমার ছিল না; কিন্তু এই ক্ষণে আমি সে সকল প্রত্যাশা করি।

ইতোমধ্যে *করুণা কহিল, চুপ কর, শুন দেখি, ঐ কিসের ধ্বনি শুনা যাইতেছে?

তাহাতে সে কহিল, বোধ হয় আমাদের আগমন জন্য আনন্দেতে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। তাহার সখী কহিল, এ কি আশ্চর্য্য! আমাদের আগমন জন্য আনন্দেতে ঘরের মধ্যে বাদ্য, এবং অন্তঃকরণের মধ্যে বাদ্য, এবং স্বর্গের মধ্যেও বাদ্য হইতেছে। এই রূপ কথাবার্ত্তা করিতে২ তাহারা নিদ্রাগতা হইল।

পরে প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে *খ্রীষ্টীয়ানী *করুণাকে কহিল, গত রাত্রিতে তুমি যে নিদ্রায় হাস্য করিয়াছিলা, তাহার কারণ কি? বোধ হয়, তুমি স্বপ্ন দেখিতেছিলা।

*করুণা বলিল, হাঁ, আমি অতি সুখদায়ক স্বপ্ন দেখিয়াছি; কিন্তু আমি যে হাস্য করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি নিশ্চয় জান?

*খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হাঁ, তুমি অতিশয় হাস্য করিয়াছিলা। সে যাহা হউক, হে *করুণে, তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলা? তাহা আমাকে বল।

সে কহিল, তবে শুন, স্বপ্নেতে দেখিয়াছিলাম যেন কোন নির্জ্জন স্থানে আমি একাকিনী বসিয়া আমার অন্তঃকরণের কঠিনতার নিমিত্তে বিলাপ করিতেছিলাম। ক্ষণকাল পরেই এমত বোধ হইল যে আমাকে দেখিতে ও আমার কাকুক্তি শুনিতে অনেক লোক আমার চতুর্দ্দিকে একত্র হইল; কিন্তু আমি আপন অন্তঃকরণের কাঠিন্য বিষয়ে ক্রমাগত বিলাপ করিতে ক্ষান্ত হইলাম না। তাহাতে তাহাদের মধ্যে কেহ২ আমাকে পরিহাস করিতে, ও কেহ বা উন্মত্তা কহিতে, ও কেহ বা ধাক্কা মারিতে লাগিল। ইতোমধ্যে আমি আকাশের

দিগে চাহিয়া পক্ষযুক্ত এক ব্যক্তিকে আমার নিকটে আসিতে দেখিলাম। তিনি সোজা পথে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে * করুণে, তোমার কি দুঃখ হইয়াছে? তাহাতে আমি নিজ দুঃখের কথা তাঁহাকে শুনাইলে তিনি কহিলেন, তোমার কল্যাণ হউক। পরে রুমাল দিয়া আমার চক্ষুর্জল মুছিয়া স্বর্ণ রৌপ্য সূত্রময় বস্ত্র পরিধান করাইয়া আমার গলায় হার ও কর্ণেতে কুণ্ডল ও মস্তকে রমণীয় মুকুট দিলেন। পরে আমার হস্ত ধরিয়া, হে * করুণে, আমার পশ্চাদ্গামিনী হও, ইহা কহিয়া উর্দ্ধগামী হইলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিয়া শেষে এক স্বর্ণময় দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম পরে তিনি সেই দ্বারে আঘাত করিলে ভিতরের লোকেরা দ্বার মুক্ত করাতে তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ ২ যাইয়া এক সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলাম; তাহাতে সেই সিংহাসনোপবিষ্ট ব্যক্তি আমাকে দেখিয়া কহিলেন, হে কন্যে, তোমার মঙ্গল হউক। ঐ স্থান নক্ষত্র কিম্বা সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্ট হইল, এবং আমি যেন তোমার স্বামিকেও তথায় দেখিলাম। তাহাতে আমার স্বপ্নভঙ্গ হইল। কিন্তু আমি কি হাসিয়াছিলাম?

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হাঁ, তুমি হাসিয়াছিলা, আপনাকে তেমন উত্তম স্থানে দেখিয়া হাসিবা না কেন? আর আমি কহিতেছি, সে অতি শুভ স্বপ্ন; এবং বোধ হয়, তুমি যেমন তাহার প্রথম ভাগ সত্য দেখিতেছ, তাহার শেষাংশও তদ্রূপ সত্য দেখিবা। "ঈশ্বর এক বার কথা কহেন; দ্বিতীয় বার কি তাহা স্পষ্ট করেন না? রাত্রিকালে স্বপ্নদর্শনের সময়ে মনুষ্যের সুষুপ্তি অবস্থা ও শয্যাতে নিদ্রা হওন কালে তিনি

তাহা করেন।” অতএব শয্যাগত সময়ে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করণার্থে জাগ্রৎ থাকিবার আবশ্যক নাই। নিদ্রাগত সময়ে তিনি নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনার বাক্য আমাদিগকে শ্রবণ করাইতে পারেন। নিদ্রা সময়েও আমাদের অন্তঃকরণ কখন২ জাগ্রৎ থাকে; তাহাতে বাক্য বা উপদেশ কিম্বা কোন চিহ্ন বা দৃষ্টান্তদ্বারা জাগ্রৎ ব্যক্তির ন্যায় আমাদের মনের সহিত ঈশ্বর স্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পারেন।

তাহাতে *করুণা কহিল, আমার স্বপ্নেতে আমি আনন্দিত হইয়াছি, এবং তাহার পরিণাম দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; কেননা তাহা দেখিলে পুনরায় হাসিতে পারিব।

তখন *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, বুঝি আমাদের গাত্রোত্থান করিবার সময় হইল। আইস, আমরা উঠিয়া দেখি, আমাদিগকে কি করিতে হয়।

*করুণা কহিল, বিনয় করি, ইহারা যদি আমাদিগকে এ বাটীতে আরও কিছু দিন থাকিতে সাধ্যসাধনা করে, তবে আমরা আনন্দ পূর্ব্বক সম্মতি প্রকাশ করি। আমি দেখিতে পাইতেছি, *পরিণামদর্শিনী ও *ধর্ম্মিষ্ঠা ও *প্রেমিকা এই তিনটি স্ত্রীলোক অতি মনোহারিণী ও সজ্জনা; অতএব এই স্থানে কিছু দিন থাকিয়া ইহাদের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইতে আমার বড় ইচ্ছা।

*খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিল, তাহারা কি করে, তাহা দেখি না।

পরে তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আইলে তাহারা সুখে রাত্রি যাপন করিয়াছিল কি না, তাহা সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

তাহাতে *করুণা কহিল, আমার উত্তম নিদ্রা হইয়াছে,

যাবজ্জীবন ইহা অপেক্ষা সুখে রাত্রি প্রবাস আমার কখন হয় নাই।

পরে *পরিণামদর্শিনী ও *ধর্ম্মিষ্ঠা কহিল, এই স্থানে কিছু দিন থাকিতে যদি তোমরা সম্মত হও, তবে এই বাটীর আয়োজনানুসারে আমরা যথাশক্তি তোমাদের আতিথ্য করিব। *প্রেমিকাও কহিল, আমরা অতি প্রণয় পূর্ব্বক তোমাদিগকে রাখিব।

তাহাতে তাহারা সম্মত হইয়া ন্যূনাতিরেক এক মাস কাল তথায় প্রবাস করিলে সকলেই পরস্পরের পরম হিতকারিণী হইয়া উঠিল।

অপর *খ্রীষ্টীয়ানী আপন সন্তানদিগকে কি রূপ সুশিক্ষিত করিয়াছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে এক দিন *পরিণামদর্শিনী তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে বাসনা করিলে সে সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি দিল। তাহাতে ঐ স্ত্রী প্রথমে *যাকূব নামে কনিষ্ঠ বালককে পশ্চাদুক্ত রূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে লাগিল, ও হে যাকূব, বল দেখি, কে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

*যাকূব উত্তর করিল, পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা স্বরূপ যে ঈশ্বর, তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

*পরিণামদর্শিনী কহিল, ভাল ২, তোমার পরিত্রাণকর্ত্তা কে? ইহাও কি তুমি কহিতে পার?

ঐ বালক উত্তর করিল, পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা স্বরূপ যে ঈশ্বর, তিনিই আমার ত্রাণকর্ত্তা।

*পরিণামদর্শিনী কহিল, ভাল কহিয়াছ। বল দেখি, পিতা ঈশ্বর কি প্রকারে তোমার ত্রাণকর্ত্তা হন।

*যাকূব কহিল, তাঁহার অনুগ্রহদ্বারা।

ঐ যুবতী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, পুত্র ঈশ্বর কি প্রকারে তোমার ত্রাণকর্ত্তা হন?

* যাকুব উত্তর দিল, তাঁহার পুণ্য ও মৃত্যু ও রক্তস্রাব ও জীবনদ্বারা।

* পরিণামদর্শিনী আর বার জিজ্ঞাসিল, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর কি রূপে তোমার ত্রাণকর্ত্তা হন ?

ঐ বালক উত্তর করিল, জ্ঞানদান ও নূতন স্বভাবের দান ও রক্ষা করণদ্বারা।

বালকের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া * পরিণামদর্শিনী * খ্রীষ্টীয়ানীকে কহিল, তোমার সন্তানদিগকে এতদ্রূপ সুশিক্ষিত করাতে তুমি প্রশংসনীয়া হইয়াছ। কনিষ্ঠ বালক এরূপ সদুত্তর প্রদান করাতে উক্ত প্রশ্ন সকল অন্য তিন বালককে জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই, অতএব এই ক্ষণে তজ্জ্যেষ্ঠ বালককে অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা করি।

তাহাতে সে * যূষফ নামে তৃতীয় বালককে ডাকিয়া কহিল, হে যূষফ, তোমাকেও কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, ইহাতে সম্মত আছ ?

* যূষফ কহিল, হাঁ, অবশ্য সম্মত আছি।

তখন * পরিণামদর্শিনী জিজ্ঞাসা করিল, কহ দেখি, মনুষ্য কাহাকে বল ?

* যূষফ উত্তর করিল, মনুষ্য বিবেকশক্তি বিশিষ্ট প্রাণী। আমার ভ্রাতা যেমন কহিল, সেই নিয়মানুসারে ঈশ্বর তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন।

ঐ স্ত্রী পুনশ্চ জিজ্ঞাসিল, পরিত্রাণ শব্দ শুনিলে কি অনুমান হয় ?

* যূষফ কহিল, এই অনুমান হয়, যে মনুষ্য পাপদ্বারা আপনাকে বন্দী ও দুঃখগ্রস্ত করিয়াছে।

* পরিণামদর্শিনী তখন জিজ্ঞাসিল, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তাহার পরিত্রাণ হয়, ইহা শুনিলে কি অনুমান হয় ?

তাহাতে *যূষফ এই উত্তর দিল, ইহা অনুমান হয় যে পাপ এমত বলবান দুরাত্মা, যে তাহার হস্তহইতে মনুষ্যকে উদ্ধার করিতে পরমেশ্বর ব্যতিরেকে কেহই পারে না; এবং পরমেশ্বরও মনুষ্যের এমত শুভাকাঙ্ক্ষী ও দয়াশীল, যে তিনি তাহাকে ঐ দুঃখাবস্থাহইতে উদ্ধার করেন।

*পরিণামদর্শিনী পুনর্ব্বার কহিল, ঈশ্বর কি নিমিত্তে দীপ্তহীন মনুষ্যদিগকে পরিত্রাণ করেন?

*যূষফ কহিল, আপন নাম ও অনুগ্রহ ও যাথার্থ্যগুণের গৌরব প্রকাশ করিবার নিমিত্তে, এবং আপনার সৃষ্ট প্রাণিকে অনন্ত সুখ দিবার নিমিত্তে।

পরে সে জিজ্ঞাসিল, কহ দেখি, কোন্ ২ লোক পরিত্রাণ পাইবে?

*যূষফ উত্তর করিল, যাহারা তাঁহার কৃত পরিত্রাণ গ্রাহ্য করে, তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে।

তাহার এই সকল উত্তর শুনিয়া *পরিণামদর্শিনী সন্তুষ্টা হইয়া কহিল, ভাল, *যূষফ, তোমার মাতা তোমাকে উত্তম শিক্ষা দিয়াছেন, এবং তুমিও মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়াছ।

পরে *পরিণামদর্শিনী *শিমুয়েল নামে দ্বিতীয় বালককে কহিল, হে *শিমুয়েল, আমি তোমাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহি; ইহাতে তুমি সম্মত আছ কি না?

*শিমুয়েল কহিল, হাঁ, আপনি জিজ্ঞাসা করুন; অবশ্য সম্মত আছি।

তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, স্বর্গ কি?

*শিমুয়েল কহিল, স্বর্গ পরম সুখের স্থান ও অবস্থা; যেহেতুক পরমেশ্বর তাহাতেই বাস করেন।

তৎপরে সে জিজ্ঞাসিল, নরক কি?

*শিমুয়েল কহিল, নরক অতি ভয়ানক দুঃখের স্থান

ও অবস্থা; যেহেতুক পাপ ও শয়তান ও মৃত্যু, ইহারা তাহাতেই থাকে।

পরে *পরিণামদর্শিনী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি স্বর্গে যাইতে চাহ কেন?

*শিমুয়েল কহিল, পরমেশ্বরের দর্শন পাইয়া অক্লান্ত মনে তাঁহার সেবা করিতে, এবং খ্রীষ্টের দর্শন পাইয়া নিরন্তর তাঁহাকে প্রেম করিতে, এবং ইহলোকে অপ্রাপ্য যে পবিত্র আত্মার পূর্ণতা, তাহা অন্তঃকরণে ভোগ করিতে আমার বাঞ্ছা আছে।

তাহাতে সে কহিল, তুমিও অত্যুত্তম বালক, এবং উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছ।

তদনন্তর *পরিণামদর্শিনী *মথি নামক জ্যেষ্ঠ বালককে ডাকিয়া কহিল, হে *মথি, তোমাকেও কোন ধর্ম্মকথা কি জিজ্ঞাসা করিব?

*মথি কহিল, হাঁ, জিজ্ঞাসা করুন; আমি সম্মত আছি।

তাহাতে সে বলিল, বল দেখি, ঈশ্বরের পূর্ব্বে কিছু ছিল কি না?

*মথি উত্তর করিল, না, যেহেতুক ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। সৃষ্টির প্রথম দিনের পূর্ব্বে তিনি ব্যতিরেকে কিছুই ছিল না। পরমেশ্বরই ছয় দিবসে আকাশ ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ তাবৎ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পরে *পরিণামদর্শিনী জিজ্ঞাসিল, ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ে তুমি কি বিবেচনা কর?

*মথি কহিল, ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য।

সে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, তাহার মধ্যে তুমি যাহা বুঝিতে পার না, এমত কোন কথা আছে কি না?

*মথি কহিল, হাঁ, এমত অনেক কথা আছে।

তখন সে কহিল, এমত বোধাগম্য কথা পাইলে তুমি কি কর?

মথি কহিল, আমি তখন এই বিবেচনা করি যে আমা অপেক্ষা পরমেশ্বর জ্ঞানী। এবং তন্মধ্যে লিখিত যে২ কথা আমার হিতজনক, তিনি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন, এমত প্রার্থনাও করিয়া থাকি।

পরে সে জিজ্ঞাসিল, পুনরুত্থান বিষয়ে তোমার কি রূপ বিশ্বাস?

*মথি উত্তর করিল, কবরস্থ সকলে উঠিবে, কিন্তু নশ্বরাবস্থায় উঠিবে না; আমার এই বিশ্বাসের দুই কারণ আছে; প্রথম, ঈশ্বরের অঙ্গীকার; দ্বিতীয়, আপন অঙ্গীকার পালনে তাঁহার সামর্থ্য।

অপর *পরিণামদর্শিনী বালকদিগকে কহিল, ইহার পরেও মাতার বাক্যে তোমাদের মনোযোগ করা উচিত, তিনি তোমাদিগকে আরও শিক্ষা দিতে পারেন। এবং অন্য ধার্ম্মিক লোকদের যে উত্তম কথোপকথন শ্রবণ কর, তাহাও মনোযোগ করিয়া শিক্ষা কর; যেহেতুক তোমাদের হিতের নিমিত্তেই তাহারা সেই কথোপকথন করে। আর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীহইতে যে সকল শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাতেও মনোযোগী হও। অধিকন্তু যে গ্রন্থ তোমাদের পিতার যাত্রাতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিল, সেই গ্রন্থের কথা বিশেষরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক অভ্যাস কর। হে বালকেরা, তোমরা এই বাটীতে যত দিন থাকিবা, তত দিন আমিও তোমাদিগকে সাধ্যানুসারে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিব না, এবং পারমার্থিক বিষয়ে তোমরা আমার নিকটে প্রশ্ন করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব।

---

৬ অধ্যায়।

অনন্তর সেই স্থানে যাত্রিরা এক সপ্তাহ কাল বাস করিলে পরে এক ব্যক্তি *করুণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাহার প্রতি প্রেম দেখাইতে লাগিল; তাহার নাম *অতন্দ্র। সে ভদ্রসন্তান, এবং ধর্ম্মেতে প্রবৃত্তি দেখাইল বটে, কিন্তু বাস্তবিক সংসারাসক্ত লোক। ঐ ব্যক্তি দুই তিন বার আগমনানন্তর *করুণার সহিত বিবাহের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিল; কারণ *করুণা অতি সুন্দরী ও মুগ্ধকারিণী ছিল, এবং তাহার মন সর্ব্বদাই কার্য্যেতে নিবিষ্ট থাকিত। যখন আপনার কোন কর্ম্ম থাকিত না, তখন সে দীনহীন লোকদিগকে দান করিবার নিমিত্তে বস্ত্রাদি সেলাই করিত। কিন্তু *করুণা আপন নির্ম্মিত বস্ত্রাদি লইয়া কি করে, তাহা ঐ *অতন্দ্র জানিতে পারিল না। অতএব তাহাকে সর্ব্বদা শ্রমশীলা দেখাতে অতি সন্তুষ্ট হইয়া মনে২ ভাবিল, এই স্ত্রী অতি উত্তমা গৃহিণী হইতে পারিবে।

অপর *করুণা তদ্গৃহবাসিনী কন্যাদিগকে *অতন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসিল, যেহেতুক তাহারা তাহার বিষয় অধিক জানিত।

তাহাতে তাহারা কহিল, ঐ যুবা ব্যক্তি অতিশয় কর্ম্মিষ্ঠ বটে, এবং ধর্ম্ম বিষয়ক যত্নও স্বীকার করে, কিন্তু বোধ হয় ধর্ম্মের গুণ তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হয় নাই।

তাহাতে *করুণা কহিল, এমত যদি হয়, তবে আমি তাহার মুখপানে আর দৃষ্টিপাত করিব না। আমি কোন মতে আমার আত্মার প্রতিবন্ধক রাখিব না, এমত নিশ্চয় করিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া *পরিণামদর্শিনী কহিল, তাহাকে নিবৃত্ত করা বড় কঠিন নয়। তুমি এখন যে রূপ করিতেছ,

দরিদ্রদের প্রতি সেই রূপ দয়া করিতে যদি ক্লান্তা* না হও, তবে তাহার উৎসাহ ত্বরায় শিথিল হইবে।

অনন্তর ঐ *অতন্দ্র পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া *করুণাকে পূর্ব্ববৎ দরিদ্রদের নিমিত্তে বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করণে ব্যস্তা দেখিয়া কহিল, সর্ব্বদাই কার্য্যেতে রত থাকিবা? সে কহিল, হাঁ, আপনার বা পরের নিমিত্তেই হউক, আমি কার্য্য করিতে বড় ভাল বাসি। *অতন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, ইহাতে প্রতিদিন তোমার কত লাভ হয়? *করুণা উত্তর করিল, সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনী হইতে, এবং সত্য জীবন পা-ইবার নিমিত্তে পরকালের জন্যে উত্তম নিধি সঞ্চয় করিতে আমার বাঞ্ছা আছে, এই জন্যে এ সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকি।

তাহাতে সে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, এই সমস্ত বস্ত্রাদি তুমি কি কর? অনুগ্রহ করিয়া বল।

*করুণা কহিল, উলঙ্গদিগকে পরিধান করাই।

এই কথা শুনিবামাত্র *অতন্দ্রের মুখ বিবর্ণ হইল, এবং তদবধি সে তাহার নিকটে আসিতে ক্ষান্ত হইল। পরে অন্য কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসিলে সে উত্তর করিল, *করুণা অতি সুন্দরী বটে, কিন্তু বাধাজনক নিয়ম প্রযুক্ত তাহাকে বিবাহ করিতে চাহি না।

অনন্তর সে *করুণাকে ত্যাগ করিলে পরে *পরিণাম-দর্শিনী কহিল, আমি কি কহি নাই, যে ঐ *অতন্দ্র তোমাকে শীঘ্র ত্যাগ করিয়া যাইবে? তাহা কেবল নয়; সে এখন যাইয়া তোমার দুর্নাম রটাইবে। যেহেতুক সে যদ্যপি ধর্ম্মানুরাগ এবং *করুণার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে, তথাপি তাহার স্বভাব ও করুণার স্বভাব এমত ভিন্ন, যে তাহাদের সম্মিলন হইবার সম্ভাবনা আমি দেখি না।

*করুণা কহিল, যদ্যপি আমি কাহাকেও এ কথা কহি

নাই, তথাপি ইহার পূর্ব্বে সম্মত হইলে আমি স্বামী পাইতে পারিতাম। কিন্তু যাহারা আমাকে চাহিয়াছিল, তাহারা সকলে আমার রূপকে নির্দ্দোষ জ্ঞান করিলেও আমার বিবাহসম্বন্ধীয় নিয়মে অসন্তুষ্ট ছিল, এই কারণ আমার সহিত তাহাদের মিলন হইল না।

পরে *পরিণামদর্শিনী কহিল, এই কালে অনেকে করুণার মৌখিক প্রশংসা করে, কিন্তু তোমার নিয়মেতে প্রকাশিত করুণার কর্ম্ম অত্যল্প লোক সহ্য করিতে পারে।

তাহাতে *করুণা কহিল, ভাল, আমাকে যদি কেহ গ্রহণ না করে, তবে যাবজ্জীবন অনূঢ়া থাকিব, আমার নিয়মই আমার স্বামিস্বরূপ হইবে; যেহেতুক আমি আপন স্বভাবের অন্যথা করিতে পারি না। আমার স্বভাবের বিপরীতাচারি কোন ব্যক্তিকে জীবন থাকিতে কখন গ্রহণ করিব না। *দানশীলা নাম্নী আমার এক ভগিনী ছিল, এই রূপ ক্ষুদ্রপ্রাণ কোন লোকের সহিত তাহার বিবাহ হওয়াতে তাহারা উভয়ে কোন মতে মেল রাখিতে পারিল না। আমার ভগিনী আপন রীত্যনুসারে কার্য্য করিতে, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ দুঃখি লোকদের প্রতি দয়া করিতে মনস্থ করিলে তাহার স্বামী প্রথমতঃ হট্টেতে গিয়া তাহার অপব্যয়িতা ঘোষণা করায়, শেষে বাটীহইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেয়।

*পরিণামদর্শিনী কহিল, কেমন? সে পুরুষ আপনাকে কি ধার্ম্মিকরূপে প্রকাশ করিত না?

*করুণা কহিল, হাঁ, সে যেমনতেমন ধার্ম্মিক ছিল। তেমন লোকেতে এই ক্ষণে জগৎ পরিপূর্ণ আছে; কিন্তু সেই প্রকার ধার্ম্মিক লোকে আমার প্রয়োজন নাই।

ইতোমধ্যে *মথি নামে *খ্রীষ্টীয়ানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র পী-

ড়িত হইয়া বড় ক্লেশ পাইতে লাগিল; বিশেষতঃ তাহার উদরে বেদনা হওয়াতে সে কখন২ কোঙ্গা হইত। অতএব সেই বাটীর নিকটে *নিপুণ নামে যে প্রাচীন সুপরীক্ষিত চিকিৎসক বাস করিত, গৃহস্থেরা *খ্রীষ্টীয়ানীর বাক্যেতে তাহাকে ডাকাইলে সে শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বালককে দেখিয়া নিশ্চয় করিল যে তাহার শূলব্যথা জন্মিয়াছে। পরে সে তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কএক দিন *মথি কি২ আহার করিয়াছে?

*খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, এ সুপথ্য ব্যতিরেকে অন্য কিছু ভক্ষণ করে নাই।

চিকিৎসক কহিল, এ দুর্জর কোন দ্রব্য অবশ্য খাইয়া থাকিবে; ঔষধ না করিলে ইহার উপশম হইবে না; জোলাপ না দিলে এ বাঁচিবে না।

তাহা শুনিয়া *শিমূয়েল কহিল, ও মা, জান কি? আমরা এই পথের মাথার দ্বার ছাড়াইলে পরে দাদা কি ফল পাড়িয়া খাইয়াছিল? তোমার মনে থাকিবে, পথের বাম পার্শ্বে ভিত্তির অন্যদিগে এক ফলোদ্যান ছিল; ঐ উদ্যানের কতক বৃক্ষের শাখা প্রাচীরের উপরি দিয় নত হইয়া পাড়িয়াছিল, তাহাতে দাদা তাহার ফল পাড়িয়া খাইল।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হাঁ, বৎস, সত্য কহিলা সে কিছু লইয়া খাইয়াছিল; আমি বারণ করিলেও ক্ষান্ত হইল না।

তাহা শুনিয়া চিকিৎসক কহিল, দেখ, এ যে কুপথ্য কোন দ্রব্য আহার করিয়াছিল, তাহা আমি নিশ্চয় জানিলাম। এবং তাবৎ কুপথ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কুপথ্য দ্রব্য সেই ফল। সে বালসিবূবের উদ্যানের ফল জানিবা।

তাহা খাইতে কেহ যে তোমাদিগকে বারণ করে নাই, এ বড় আশ্চর্য্য, কেননা সে ফল খাইয়া অনেকে মরিয়াছে।

তাহাতে খ্রীষ্টীয়ানী ক্রন্দনপূর্ব্বক কহিল, হায়! কি অবাধ্য সন্তান! আর আমিও কি নির্ব্বোধ জননী! হায়! এখন পুত্রের নিমিত্তে কি করি?

তখন * নিপুণ কহিল, এরূপ উৎকণ্ঠিতা হইও না; রেচন ও বমন করাইলে রোগের উপশম হইতে পারে।

* খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হে মহাশয়, যাহা ব্যয় হয় হউক; আপনি সাধ্যানুসারে চিকিৎসা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

চিকিৎসক কহিল, ভয় নাই; আমি অধিক ব্যয় করাইব না। এই কথা কহিয়া সে একটী জোলাপ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাওয়াইল, কিন্তু তাহার কোন গুণ দর্শিল না। উক্ত আছে, ঐ ঔষধ ছাগের রক্ত ও গাভীর ভস্ম এবং এষোব তৃণের রসেতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

যখন চিকিৎসক দেখিল যে সে ঔষধ গুণকারী হইল না, তখন সে অন্য উত্তম উপযুক্ত ঔষধ করিয়া দিল।

হে পাঠকগণ, তোমরা জ্ঞাত আছ যে চিকিৎসকেরা কখন২ অদ্ভুত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগিদিগকে দিয়া থাকে; তদনুসারে * নিপুণ * খ্রীষ্টস্য রক্তমাংসাভ্যাং ঔষধ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দুই একটা প্রতিজ্ঞা এবং উপযুক্ত ভাগ লবণ মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিল। তাহা সেবন করিবার নিয়ম এই; উপবাস করণ পূর্ব্বক এক২ বার তিন২ বটিকা অনুতাপজনিত এক পোয়া চক্ষুর্জল দিয়া খাইবে। পরে ঐ ঔষধ যখন বালকের নিকটে আনা গেল, তখন সে বেদনাতে প্রায় বিদীর্ণকায় হইলেও তাহা কোন মতে ভক্ষণ করিতে চাহিল না। তাহাতে চিকিৎসক কহিল, না, না, এমন করিও না; ইহা তোমাকে অবশ্য খাইতে হইবে।

বালক কহিল, ও ঔষধ খাইতে আমার ঘৃণা জন্মে। তখন তাহার মাতা কহিল, ও কথা আমি শুনিব না; তোমাকে খাইতে হইবে। বালক কহিল, খাইলে তাহা বমি করিয়া ফেলিব। তাহা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, এ ঔষধের স্বাদ কেমন? সে কহিল, ইহার আস্বাদ মন্দ নয়, অনায়াসে খাওয়া যায়। তখন তাহার মাতা একটী বড়ি লইয়া জিহ্বার অগ্রে দিয়া কহিল, হে *মথি, এ ঔষধ মধুহইতেও মিষ্ট; অতএব যদি তুমি আমাকে ও তোমার ভ্রাতৃদিগকে এবং এই *করুণাকে ও আপন প্রাণকে প্রিয় জ্ঞান কর, তবে ইহা খাও। এই রূপ অনেক কষ্টের পরে এবং তদ্দণ্ডক্ষণে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করণানন্তর সে তাহা খাইলে অবিলম্বে তাহার উপকার দর্শিল। ফলতঃ ঐ ঔষধেতে তাহার উত্তমরূপ রেচন হওয়াতে সে সুস্থির হইয়া নিদ্রা গেল। পরে গাত্র তপ্ত হইয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইলে সে শূলব্যথাহইতে মুক্ত হইল।

এই রূপে অল্প কালের পরে ঐ বালক গাত্রোত্থান করিয়া যষ্টি ধরিয়া গৃহমধ্যে পাদচারি করিতে ২ *পরিণামদর্শিনী ও *ধর্ম্মিষ্ঠা ও *প্রেমিকার সহিত কথোপকথন করিয়া আপন পীড়া ও তৎশান্তির বিষয় তাহাদিগকে বর্ণনা করিয়া কহিল।

অনন্তর ঐ বালক সুস্থ হইলে পর *খ্রীষ্টীয়ানী চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, আমার ও আমার বালকের নিমিত্তে আপনকার যে পরিশ্রম ও ক্লেশ হইয়াছে, তজ্জন্যে মহাশয়কে কি দিয়া সন্তুষ্ট করিব?

সে উত্তর করিল, আমাকে কিছু দিতে হইবে না; কিন্তু ইহার নিরূপিত নিয়মানুসারে বৈদ্যবর্গের অধ্যক্ষকে যাহা দিতে হয় তাহা দিবা।

পরে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হে মহাশয়, এ বটিকাতে অন্য কোন রোগের শান্তি হয় কি না?

চিকিৎসক কহিল, ইহা সর্ব্বরোগনাশক। বিশেষতঃ যাত্রিদের যত প্রকার রোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সে সমস্ত রোগে ইহাতে উপকার দর্শে; আর ভালরূপে প্রস্তুত হইলে অনন্ত কালেও বিকৃত হয় না।

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হে মহাশয়, তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া বারো ডিবিয়া এ ঔষধ আমার নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়া দিউন; যেহেতুক ইহা পাইলে আমি অন্য কোন ঔষধ কখন সেবন করিব না।

চিকিৎসক কহিল, এ বটিকাতে কেবল রোগির উপকার দর্শে তাহা নয়, সুস্থ লোকেরও রোগভয় নিবারণ হয়। তদ্ভিন্ন আমি নিশ্চয় জানিয়া কহিতেছি, কোন মনুষ্য যদি এই ঔষধ প্রকৃতরূপে সেবন করে, তবে ইহাতে অমর হইবে। কিন্তু হে *খ্রীষ্টীয়ানি, আমি যে অনুপান দেখাইয়া দিয়াছি, তদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন রূপে তুমি এ বটিকা খাওয়াইও না: খাওয়াইলে কোন উপকার দর্শিবে না। পরে সে *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানগণ এবং *করুণার নিমিত্তে ঔষধ দিয়া *মথিকে কহিল, সাবধান, তুমি অপক্ক বদরি আর খাইও না। এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে চুম্বন করিয়া বিদায় হইল।

সেই সময়ের পূর্ব্বে *পরিণামদর্শিনী বালকদিগকে কহিয়াছিল, তোমরা কোন সময়ে হিতজনক কোন প্রশ্ন করিতে বাসনা করিলে আমাকে বল, আমি তাহার উত্তর দিব।

তাহাতে ঐ পীড়ামুক্ত *মথি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মুখেতে ঔষধ প্রায় সর্ব্বদা তিক্ত লাগে কেন?

*পরিণামদর্শিনী কহিল, সংসারাসক্ত অন্তঃকরণে ঈশ্ব-

রের বাক্য ও তাহার ফল কেমন মন্দ লাগে, তাহা জানাইবার নিমিত্তে।

* মথি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, যে ঔষধেতে উপকার হয়, তাহাতে রেচন বমন হয় কেন?

* পরিণামদর্শিনী কহিল, ঈশ্বরের বাক্য গুণযুক্ত হইলে অন্তঃকরণ ও চিত্তকে পরিষ্কার করে, ইহা দেখাইবার নিমিত্তে। বিবেচনা করিয়া দেখ, শরীরের প্রতি ঔষধ যেমন, মনের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য তেমন।

* মথি আর বার জিজ্ঞাসা করিল, অগ্নিশিখা ঊর্দ্ধগামী হয়, ও সূর্য্যের হিতজনক কিরণ অধোগামী হয়, ইহাতে কি শিক্ষা পাওয়া যায়?

* পরিণামদর্শিনী কহিল, অগ্নিশিখার ঊর্দ্ধগমনে এই জ্ঞান জন্মে যে ঈশ্বরভক্তির তেজোরূপ পথে আমাদের পারমার্থিক স্বর্গারোহণ করা কর্ত্তব্য। আর সূর্য্যের উত্তাপ ও হিতজনক রশ্মির অধোগমন দর্শনে আমাদের এই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য যে জগত্ত্রাতা অতি উন্নত হইলেও অতি নীচ যে আমরা, আমাদিগেতেও আপন অনুগ্রহ ও স্নেহরূপ কিরণ ব্যাপ্ত করেন।

* মথি পুনশ্চ কহিল, মেঘের জল কোথাহইতে উৎপন্ন হয়?

* পরিণামদর্শিনী কহিল, রত্নাকরহইতে।

বালক জিজ্ঞাসিল, তাহাতে আমরা কি শিক্ষা পাইতে পারি?

সে কহিল, তাহাতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়, জ্ঞানের আকর পরমেশ্বরহইতে জ্ঞানান্বেষণ করিয়া শিক্ষা দেওয়া উপদেশকদের কর্ত্তব্য।

* মথি পুনঃ জিজ্ঞাসিল, ঐ মেঘ যে পৃথিবীতে জল বর্ষণ করে, তাহাতে কি শিক্ষা পাই?

* পরিণামদর্শিনী কহিল, এই জ্ঞান পাই যে উপদেশকেরা ঈশ্বর বিষয়ক যে জ্ঞান পাইয়াছে, তাহা লোকদিগকে বিতরণ করা তাহাদের কর্ত্তব্য।

* মথি জিজ্ঞাসিল, মেঘধনুক যে সূর্য্যকিরণেতে হয়, ইহার তাৎপর্য্য কি?

* পরিণামদর্শিনী কহিল, আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহজন্য নিয়ম খ্রীষ্টেতে যে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহাই জানাইবার নিমিত্তে।

বালক পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিল, নির্ঝরের জল সমুদ্রহইতে পৃথিবীর মধ্য দিয়া আমাদের নিকটে যে আইসে, ইহার তাৎপর্য্য কি?

সে কহিল, ঈশ্বরের অনুগ্রহ খ্রীষ্টের শরীর দিয়া আমাদের নিকটে যে উপনীত হয়, ইহা দেখাইবার জন্যে।

অপর * মথি জিজ্ঞাসা করিল, কোন২ নির্ঝর অত্যুচ্চ পর্ব্বতের চূড়াহইতে যে নির্গত হয়, ইহার তাৎপর্য্য কি?

* পরিণামদর্শিনী কহিল, তাহাতে এই জানাইতেছে, যে পবিত্র আত্মার দানরূপ অমৃত অনেক দীনহীন ও নীচ ব্যক্তির মনে যদ্রূপ উঠে, তদ্রূপ কোন২ মহান ও উচ্চপদস্থ লোকের মনেও উঠিতে পারে।

* মথি জিজ্ঞাসিল, প্রদীপের শলিতাতে অগ্নি ধরে কেন?

সে কহিল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ অন্তঃকরণে বিরাজমান না থাকিলে জীবনের সত্য দীপ্তি মনুষ্যেতে উৎপন্ন হইতে পারে না।

* মথি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, প্রদীপের আলোক রক্ষণার্থে তৈল শলিতাদি সকল ব্যয় হয় কেন?

* পরিণামদর্শিনী কহিল, তাহাতে এই জানা যায় যে আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে ঈশ্বরদত্ত অনুগ্রহের তেজ উত্তমরূপে রক্ষা করিবার নিমিত্তে কায় মন সর্ব্বস্ব ব্যয় করা উচিত।

অপর *মথি জিজ্ঞাসিল, পেলিকন্ নামক বক স্বচঞ্চু-দ্বারা আপন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে কেন?

*পরিণামদর্শিনী উত্তর করিল, আত্ম রক্তদ্বারা আপন শাবকদিগকে প্রতিপালন করণার্থে সে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে। তদ্দ্বারা আমাদের জ্ঞাতব্য এই যে পরমকারুণিক খ্রীষ্ট আত্মবৎসস্বরূপ প্রজাগণকে এমত স্নেহ করেন, যে আপন রক্ত দিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুহইতে রক্ষা করেন।

পরে *মথি জিজ্ঞাসিল, কুক্কুটের ডাক শ্রবণে আমাদের শিক্ষিতব্য কি?

*পরিণামদর্শিনী কহিল, তদ্দ্বারা পিতরের পাপ ও তাহার অনুতাপ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন কুক্কুটের ডাক-দ্বারা আমরা জানিতে পাই যে দিবস সন্নিকট হইতেছে, অতএব কুক্কুটের ডাকেতে অন্তিম অথচ মহাভয়ঙ্কর বিচার দিবস তোমার স্মরণে আইসুক।

অপর তাহাদের প্রবাসের এক মাস সম্পূর্ণ হওয়াতে যাত্রিরা গৃহবাসিগণকে জানাইল, এই ক্ষণে আমাদের এ স্থানহইতে প্রস্থান করিবার সময় হইয়াছে। তাহাতে *যূষফ আপন মাতাকে কহিল, হে মাতঃ, *মহোৎসাহ মহাশয় শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে পথপ্রদর্শক হইয়া যেন যান, এমত প্রার্থনা করণার্থে *অর্থকারকের নিকটে লোক পাঠান কি উচিত নয়?

তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিল, হে বৎস, ভাল কহিয়াছ, আমি ও কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

ইহা বলিয়া সে এক আবেদনপত্র লিখিয়া *জাগরূক নামে দ্বারপালের হস্তে দিয়া নিবেদন করিল, আপনি এই পত্র খানি কোন উপযুক্ত লোকদ্বারা আমার পরম হিতকারি *অর্থকারক মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়া দি-

বেন। অপর * অর্থকারক মহাশয় ঐ পত্র পাইয়া তাহার সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া পত্রবাহককে কহিলেন, তুমি গিয়া তাহাদিগকে কহ যে আমি তাহাকে পাঠাইয়া দিব।

অনন্তর গৃহের পরিজনেরা যখন দেখিল, যে * খ্রীষ্টীয়ানী প্রভৃতি সকলে গমনোদ্যোগ করিতেছে, তখন তাহারা যে ঐ মত হিতকারি অতিথি পাইয়াছিল, তজ্জন্য আপনাদের রাজার ধন্যবাদ করণার্থে গৃহবাসি তাবৎ লোককে ডাকিয়া একত্র করিল। পরে ঈশ্বরারাধনা সমাপ্ত হইলে তাহারা * খ্রীষ্টীয়ানীকে কহিল, পথে যাইতে ২ ধ্যান করিবার কোন বিষয় আমরা যেমন যাত্রিদিগকে দেখাইয়া থাকি, তেমন তোমাদিগকেও দেখাইতে চাহি। ইহা কহিয়া তাহারা * খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানগণ এবং * করুণাকে এক বিশেষ কুঠরীতে লইয়া গিয়া যে প্রকার ফল * হবা ভক্ষণ করিয়া আপন স্বামিকে দিয়াছিল, এবং যদ্ভক্ষণ হেতু তাহারা উভয়ে এদনস্থ উদ্যানহইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার এক ফল দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কি ফল, তোমরা জান? তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, এ ভক্ষ্য দ্রব্য কি বিষ, তাহা বলিতে পারি না। পরে তাহারা সে বিষয় তাহাকে ব্যক্ত করিয়া কহিলে সে হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক আশ্চর্য্য বোধ করিল।

তদনন্তর তাহারা তাহাদিগকে অন্য এক স্থানে লইয়া যাইয়া * যাকূবের সোপান দেখাইল। তৎকালে তাহা দিয়া কোন ২ স্বর্গদূত আরোহণ করিতেছিল। তাহাতে * খ্রীষ্টীয়ানী দূতগণের ঊর্দ্ধগমন দেখিতে উপরে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, এবং তাহার সঙ্গিরাও তদ্রূপ দৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে তাহাদিগকে আরও কোন বিষয় দেখাইবার নিমিত্তে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে * যাকূব আপন মাতাকে কহিল, হে মাতঃ, এ অতি চমৎকার

দর্শন! এ স্থলে উঁহাদিগকে আরও কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করিতে বল। তাহাতে তাহারা পুনর্ব্বার ফিরিয়া দণ্ডায়মান হইয়া সেই মনোহর দর্শনে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া রহিল।

পরে তাহারা তাহাদিগকে আর এক স্থানে লইয়া গিয়া তথায় টাঙ্গান এক স্বর্ণ লঙ্গর দেখাইয়া *খ্রীষ্টীয়ানীকে তাহা নামাইতে বলিয়া কহিল, এই লঙ্গর তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে; যেহেতুক ঝড় বৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে ইহা ব্যবধান বস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তোমাদিগকে সুস্থির রাখিবার নিমিত্তে তোমাদের প্রয়োজনীয় হইবে। তাহাতে তাহারা তাহা লইয়া আহ্লাদিত হইল।

অপর আমাদের পিতা *ইব্রাহীম যে পর্ব্বতোপরি আপন পুত্র *ইস্‌হাককে বলিরূপে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতে লইয়া যাইয়া তাঁহার সেই যজ্ঞবেদি ও কাষ্ঠ ও অগ্নি ও ছুরিকাদি দেখাইল, যেহেতুক ঐ সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহা দেখিয়া যাত্রিরা আহ্লাদে হস্ত তুলিয়া আপনাদের পরম সৌভাগ্য মানিয়া কহিতে লাগিল, আহা! প্রভুর প্রতি প্রেম ও ইন্দ্রিয় দমন বিষয়ে ইব্রাহীম কি চমৎকার মনুষ্য ছিলেন!

ঐ সমস্ত বিষয় দেখাইলে পরে যেখানে এক উত্তম বাদ্য যন্ত্র ছিল, এমত কোন বৈঠকখানায় *পরিণামদর্শিনী তাহাদিগকে লইয়া গিয়া যন্ত্রে বাদ্য করণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব দৃষ্ট বস্তু বিষয়ক এই গীত রচনা করিয়া গান করিতে লাগিল; যথা,

হবার ভক্ষিত ফল করিলে দর্শন।
সে বিষয়ে সাবধান হবে প্রতিক্ষণ॥
যাকুবের সোপান দেখিলে বিলক্ষণ।
যদুপরি দূতগণ করে আরোহণ॥

সুবর্ণ লঙ্কর পাইয়াছ তোমা সবে।
প্রচুর হইল ইথে মনে না ভাবিবে॥
আপনার বহু মূল্য যে দ্রব্য হইবে।
ইব্রাহীমের মত তা উৎসর্গ করিবে॥

অপর ঐ সময়ে কোন ব্যক্তি দ্বারেতে আঘাত করিলে দ্বারপাল দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিল, যে * মহোৎসাহ আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পরে সে ভিতরে গেলে তাহার দর্শনে সকলের যে আনন্দ হইল, তাহা কি কহিব? যেহেতুক পূর্ব্বে সে যে প্রকারে * উগ্রাকার রক্তপাতী নামক বৃহৎকায় বৃদ্ধকে হনন করিয়া সিংহের মুখহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিল, তাহা তখন তাহাদের মনে পুনর্ব্বার উদয় হইল।

অনন্তর * মহোৎসাহ * খ্রীষ্টীয়ানী ও * করুণাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, তোমাদের পাথেয় দ্রব্যের নিমিত্তে আমার প্রভু তোমাদের দুই জনকে এক ২ শিশি দ্রাক্ষারস ও কিঞ্চিৎ ভার্জ্জিত শস্য ও দুইটী দাড়িম্ব দিয়াছেন, এবং বালকদিগের নিমিত্তে কতক গুলীন ডুম্বুর ও দ্রাক্ষাফল পাঠাইয়া দিয়াছেন।

অপর তাহারা যাইবার উপক্রম করিলে * পরিণামদর্শিনী ও * ধার্ম্মিষ্ঠা তাহাদের সমভিব্যাহারে কিঞ্চিৎ দূরে যাইতে স্থির করিল। অনন্তর দ্বারে উপস্থিত হইলে * খ্রীষ্টীয়ানী দ্বারপালকে জিজ্ঞাসা করিল, ইহার মধ্যে কি কেহ এ স্থান দিয়া গিয়াছে? দ্বারপাল কহিল, না, ইহার মধ্যে এমত কেহই যায় নাই; কিন্তু কতক দিন হইল, এক জন এই পথ দিয়া আসিয়া আমাকে কহিয়াছিল, যে অল্প দিন হইল এই রাজপথের মধ্যে এক মহা ডাকাইতি হইয়াছিল; কিন্তু দস্যুদল ধরা পড়িয়াছে, এবং তাহাদের প্রাণদণ্ড বিষয়ক বিচার শীঘ্র

হইবে। এই কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী ও *করুণা ভীতা হইল; কিন্তু *মথি কহিল, হে মাতঃ, যাবৎ *মহোৎসাহ মহাশয় পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদের সহিত গমন করেন, তাবৎ আমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই।

পরে *খ্রীষ্টীয়ানী দ্বারপালকে কহিল, হে মহাশয়, যদবধি আমি এই স্থানে পঁহুছিয়াছি, তদবধি আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমার সন্তান-দের প্রতি যে সকল অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে আমি আপনকার নিকটে অতিশয় বাধিত হইলাম।

আমি কি দিয়া আপনকার প্রত্যুপকার করি, তাহা দেখিতে পাই না; অতএব আপনকার মর্য্যাদা স্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন। ইহা কহিয়া এক স্বর্ণমুদ্রা তাহার হস্তে দিলে দ্বারপাল *খ্রীষ্টীয়ানীকে প্রণাম করিয়া কহিল, তোমার বস্ত্র সর্ব্বদা শুক্ল হউক, ও তো-মার মস্তকে তৈলের অকুলান না হউক। আর *করুণা না মরিয়া চিরজীবিনী হউক, এবং তাহার সৎক্রিয়া অল্প-সংখ্যক না হউক। সে বালকগণকেও কহিল, তোমরা যৌবনাবস্থার কু অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা ধীর ও জ্ঞানবান, তাহাদের সহিত ধর্ম্মের অনুগামী হও; তাহা করিলে তোমাদের মাতার চিত্ত আনন্দে প্রফুল্ল করিবা, এবং সমস্ত বিশিষ্ট লোকের প্রশংসাপাত্র হইবা। পরে তাহারা দ্বারপালকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইল।

---

৭ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যাত্রিরা ক্রমাগত গমন করত সেই পর্ব্বতের চূড়ার ধারে উপস্থিত হইলে *ধার্ম্মিষ্ঠা হঠাৎ চীৎকার শব্দ করিয়া কহিল, হায়!

*খ্রীষ্টীয়ানীকে ও তাহার সঙ্গিদিগকে যাহা দিতে মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা বিস্মৃতা হইয়া আসিয়াছি। আমি ফিরিয়া যাইয়া তাহা আনি। ইহা কহিয়া তাহা আনিতে দৌড়িয়া গেল। *ধর্ম্মিষ্ঠা গেলে পরে সে স্থানের দক্ষিণ পার্শ্বের নিকটবর্ত্তি এক উপবনহইতে *খ্রীষ্টীয়ানী অতি সুশ্রাব্য অসাধারণ স্বর শুনিতে পাইয়া বিশেষ মনোযোগ দেওয়াতে যেন এই বাক্য তাহার কর্ণগোচর হইল।

তব গৃহে নিত্য মোর হইবে বসতি।
মহা অনুগ্রহ এই আছে আমা প্রতি॥

ইহা শুনিতে২ যেন আর কেহ ইহার উত্তর দিতেছে, এমত এক শব্দও শুনিতে পাইল; সে এই,

আমাদের প্রতি প্রভু পরম দয়াল।
অটল তাঁহার কৃপা আছে সদাকাল॥
তাঁহার সত্যতা সদা আছে দৃঢ় ভাবে।
অনন্ত কাল পর্য্যন্ত চিরস্থায়ী হবে॥

ইহা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী *পরিণামদর্শিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, এমত সুশ্রাব্য স্বরে কে গান করে?

সে কহিল, এ গান আমাদের দেশীয় পক্ষিরা করে। কিন্তু তাহারা এরূপ স্বরে সর্ব্বদা গান করে না, কেবল বসন্ত কাল হইলে যখন নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, ও সূর্য্যের কিরণ সন্তপ্ত হয়, তখনই তাহারা গান করে, ও তৎকালে তাহাদের গান সমস্ত দিন শুনা যায়। আমি বার বার তাহাদের ধ্বনি শুনিতে যাই, এবং আমরা ঐ প্রকার পক্ষিকে গৃহে রাখিয়া পোষণ করিয়া থাকি। মনের ঔদাস্য জন্মিলে তাহাদের গান বড় সান্ত্বনাজনক হয়; এবং ঐ সকল পক্ষির নিমিত্তে বন ও উপবন প্রভৃতি নিভৃত স্থান অতি রমণীয় হয়।

এমত কালে *ধর্ম্মিষ্ঠা ফিরিয়া আসিয়া *খ্রীষ্টীয়ানীকে কহিল, এই দেখ, আমাদের গৃহে যে সকল বিষয় দেখিয়া আসিয়াছ, তাহার নক্সা আনিলাম। যখন তুমি বিস্মৃতা হইবা, তখন ইহাতে দৃষ্টিপাত করিয়া তোমার শিক্ষা সন্তোষের নিমিত্তে সে সকল পুনঃ স্মরণ করিতে পারিবা।

অনন্তর তাহারা পর্ব্বতহইতে *নম্রতা নামক উপত্যকাতে নামিয়া যাইতে লাগিল। সেই পথ অতি গড়ান ও পিচ্ছিল ছিল, কিন্তু তাহারা অতি সাবধানে যাওয়াতে বড় বিঘ্ন পাইল না। পরে সেই উপত্যকাতে উপস্থিত হইলে *ধর্ম্মিষ্ঠা *খ্রীষ্টীয়ানীকে কহিল, যে স্থানে তোমার স্বামী অতি ভয়ঙ্কর *আপল্লুয়োন নামক ভূতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঘোর সংগ্রাম করিয়াছিল, সে স্থান এই। তাহার বৃত্তান্ত তুমি অবশ্য শুনিয়া থাকিবা; কিন্তু ভীত হইও না। এই *মহোৎসাহ মহাশয় যাবৎ তোমাদের রক্ষক ও পথপ্রদর্শক আছেন, তাবৎ তোমাদের কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। পরে উক্ত দুই স্ত্রী যাত্রিদিগকে পথপ্রদর্শকের হস্তে সমর্পণ করিয়া ফিরিয়া গেল; তাহাতে পথপ্রদর্শক অগ্রে২ চলিল, এবং যাত্রিরা তাহার পশ্চাদ্গামী হইল।

অপর *মহোৎসাহ কহিল, এই উপত্যকা দেখিয়া ভয় করিবার কোন কারণ নাই। আমরা যদি আপনারা কোন আপদ উপস্থিত না করি, তবে এ স্থানে আমাদের অনিষ্টজনক কিছুই নাই।

এই স্থানে *আপল্লুয়োনের সহিত *খ্রীষ্টীয়ানের সংঘটন হইলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে পর্ব্বতহইতে নামিয়া আসিবার সময়ে যে সকল উছোট খাইয়াছিল, ঐ যুদ্ধ তাহারই ফল ছিল; কেননা যাহারা সে স্থানে উছোট খায়, তাহাদিগকে এ স্থানে যুদ্ধ করিতে

হয়, এই নিমিত্তেই এই উপত্যকার এমন দুর্নাম হই-য়াছে। দেখ, সাধারণ লোকেরা যখন শুনে যে অমুক স্থানে অমুকের ভারি বিপদ ঘটিয়াছে, তখনই তাহারা অনুমান করে যে সে স্থান কোন ভয়ঙ্কর রাক্ষসের বা প্রেতের অধিকার; কিন্তু হায় ২! লোকদের আপন ২ কর্ম্মফলে যে তদ্রূপ ঘটনা ঘটে, ইহা বুঝিতে পারে না। ফলতঃ এই *নম্রতা নামক উপত্যকা স্বভাবতঃ অতি উর্ব্বরা স্থান, ইহা অপেক্ষা উত্তম স্থান খেচর পক্ষি-গণও দেখিতে পায় না। আর *খ্রীষ্টীয়ান এই স্থানে কি জন্যে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ-সূচক কোন চিহ্ন অন্বেষণ করিলে এই অঞ্চলে অবশ্য পাওয়া যাইতে পারে, এমত আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

তখন *যাকুব আপন মাতাকে কহিল, ঐ দেখ একটা স্তম্ভ, এবং তদুপরি যেন কিছু লেখা আছে এমত বোধ হই-তেছে। চল আমরা যাইয়া দেখি। তাহাতে তাহারা যা-ইয়া ঐ স্তম্ভের উপরে এই লিপি দেখিল, যথা, “এই স্থানে আসিয়া না পৌঁছিতে *খ্রীষ্টীয়ান যে উছোট খাই-য়াছিল, ও তৎপ্রযুক্ত তাহার প্রতি যে সকল ঘোর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা মনে করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তি যাত্রিরা সাবধান থাকুক।” অপর পথপ্রদর্শক কহিল, দেখ, আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছিলাম যে এখানে *খ্রীষ্টীয়ানের যে দুর্গতি হই-য়াছিল, তৎকারণসূচক কোন লক্ষণ অবশ্য পাওয়া যা-ইবে। ইহা কহিয়া সে *খ্রীষ্টীয়ানীর প্রতি ফিরিয়া কহিল, ইহাতে তোমার স্বামিকে বিশেষ দোষ দেওয়া যাইতে-ছে, এমত বুঝিও না; আরও অনেকের প্রতি তাহাই ঘটি-য়াছে। এই পর্ব্বত আরোহণ অপেক্ষা অবরোহণ কঠিন, কিন্তু এ কথা ঐ দেশের আর কোন পর্ব্বতের বিষয়ে প্রায় খাটে না। সে যাহা হউক, ইহার বিষয়ে আর

কোন কথার আবশ্যক নাই। সেই উত্তম ব্যক্তি আপন শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া এখন বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার ন্যায় পরীক্ষিত হইলে যেন তদপেক্ষা অধিক দুর্দশাগ্রস্ত না হই, সর্ব্বোপরিস্থ পরমেশ্বর এমত অনুগ্রহ প্রদান করুন।

সে যাহা হউক, আমরা এই ক্ষণে এই *নম্রতা নামক উপত্যকার প্রতি দৃষ্টিপাত করি। এই দেশের মধ্যে এই উপত্যকার ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও অতিশয় শস্যশালিনী, এবং এখানে তৃণভূষিত চরাণী মাঠ বিস্তর। মনোরম্য স্থানের দর্শনাকাঙ্ক্ষি কোন ব্যক্তি যদি অনপেক্ষিতরূপে আমাদের ন্যায় বসন্তকালে এ স্থানে আইসে, তবে সে নয়নের আনন্দজনক অনেক বিষয় দেখিতে পাইবে। দেখ, এই ভূমি কেমন শ্যামবর্ণ এবং কানুড় পুষ্পেতে কেমন সুশোভিত! এই *নম্রতা উপত্যকার মধ্যে যাহারা আবাদ করিয়া অনেক ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এমত অনেক কৃষককে আমি জানি। কেননা ঈশ্বর অহঙ্কারিদের বিপক্ষ হন, কিন্তু নম্রদিগকে আরো মহৎ বর প্রদান করেন। অতএব এ ভূমি যে অতি উর্ব্বরা এবং যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন করে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই হেতু এই স্থানে উপস্থিত হইয়া পিতার বাটীতে যেন একেবারে পৌঁছন যায়, এবং পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত দিয়া যাইতে ও ক্লেশ পাইতে যেন আর না হয়, এমত বাসনা কেহ২ করিয়াছে। কিন্তু এই পথই পথ, অন্য নাই, ইহা নিশ্চয়।

তাহারা এই রূপ কথোপকথন করিয়া গমন করিতেছিল, ইতোমধ্যে আপন পিতার মেষ চরাইতেছে, এমত এক বালককে দেখিল। ঐ বালকের বস্ত্র অতি সামান্য, কিন্তু মুখশ্রী অতি সুন্দর ছিল, এবং সে একাকী বসিয়া গান করিতেছিল। তাহাতে *মহোৎসাহ কহিল, ঐ মেষপালক

বালক কি গান করে, তাহা শুন। তাহাতে তাহারা শ্রবণ করিতে লাগিলে ঐ বালক এই গীত গান করিল; যথা,

নীচস্থ যে লোক তার পতনে কি ভয়।
অধোতে থাকিলে নাহি অহঙ্কার হয়॥
অভিমানহীন সদা সুশীল যে লোক।
ঈশ্বর সর্ব্বদা তার পথপ্রদর্শক॥ ১॥
অল্প বা অধিক যাহা আছয়ে আমার।
তাহাতেই তৃপ্ত আছি তৃষ্ণা নাহি আর॥
নিরাকাংক্ষ যেই জন সেই পায় ত্রাণ।
মোরে নিরাকাঙ্ক্ষ মন প্রভু কর দান॥ ২॥
যাত্রী হয়ে যেই জন পথে করে গতি।
তাহার বাধক হয় প্রচুর সম্পত্তি॥
ইহ অল্প পরত্রেতে আনন্দ অপার।
সর্ব্বত্র সর্ব্বথা তাহা শ্রেষ্ঠ অধিকার॥ ৩॥

ইহা শুনিয়া পথপ্রদর্শক কহিল, ঐ বালকের গান শুনিলা? আমি নিশ্চয় জানি, যাহারা সতত মখমল রেশমি প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করে, তাহাদের অপেক্ষা বরং ঐ বালক আনন্দে কাল যাপন করে, এবং সর্ব্বদা শান্তিরূপ পুষ্প হৃদয়ে ধারণ করে। যাহা হউক, এই উপত্যকার কথা আরও কহি।

পূর্ব্বে এই উপত্যকাতে আমাদের প্রভুর বাসাবাটী ছিল; কেননা এই স্থলের বায়ু অতি সুখজনক, এই নিমিত্তে তিনি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া এই সকল ক্ষেত্রে বিহার করিতে বড় ভাল বাসিতেন। এখানে বাস করিলে সংসারের গোলযোগহইতে রক্ষা হয়। দেখ, উচ্চ বা নীচ পদ সকলই গোলযোগ ও উদ্বেগেতে পরিপূর্ণ; কেবল এই নম্রতা নামক নিম্ন ভূমি নিভৃত ও নিঃশব্দ স্থান। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এ স্থলে ধ্যানভঙ্গের কোন কারণ

নাই। এ উপত্যকাতে যাত্রিধর্ম্মপ্রিয় ব্যতিরেকে অন্য কেহ গমনাগমন করে না। যদ্যপি *খ্রীষ্টীয়ানের দুর্ঘটনা প্রযুক্ত এই স্থানে *আপল্লুয়োনের সহিত সংঘটন ও তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি পূর্ব্বকালে এই স্থানে কেহ ২ স্বর্গীয় দূতগণের দর্শন পাইয়াছে, কেহ বা দিব্য মুক্তা লাভ করিয়াছে, অন্য কেহ বা জীবনদায়ক বাক্য-রূপ ধন প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা আমি জানি।

আমি কহিয়াছি যে পূর্ব্বকালে এই স্থলে আমাদের প্রভুর বাসাবাটী ছিল, এবং তিনি এই স্থানে বেড়াইতে ভাল বাসিতেন। পুনশ্চ কহিতেছি, যে সকল লোক এ স্থান উত্তম জ্ঞান করিয়া ইহাতে গমনাগমন করিতে ভাল বাসে, তাহারা যেন পথখরচ পাইয়া যাত্রাতে আরো উৎসাহ-যুক্ত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি এই স্থানে ধন রাখিয়া তাহাদের বার্ষিক বৃত্তিরূপে নিয়মিত কালে বিতরণ করি-বার আজ্ঞা দিয়াছেন।

অপর যাইতে ২ *শিমূয়েল *মহোৎসাহকে কহিল, হে মহাশয়, আমি অবগত হইলাম যে এই স্থলীতে *আপল্লুয়োনের সহিত আমার পিতার যুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু এ অতি প্রশস্ত স্থান; কোথায় যুদ্ধ হইয়াছিল? তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

*মহোৎসাহ উত্তর করিল, আমাদের সম্মুখস্থ ঐ *বিস্মৃতিক্ষেত্রের পারে যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে, সেই পথে *আপল্লুয়োনের সহিত তোমার পিতার যুদ্ধ হইয়াছিল। এতাবৎ স্থানের মধ্যে ঐ স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। কেননা প্রাপ্ত উপকারের ও নিজ অযোগ্যতার বিস্মৃতি হইলে যাত্রিরা বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে অনে-কের দুর্ঘটনা হইয়াছে। যাহা হউক, তথায় পৌ-ছিলে এই বিবরণ শেষ করিব। সেখানে ঐ যুদ্ধের কোন

চিহ্ন কিম্বা প্রমাণসূচক কোন স্তম্ভ অদ্য পর্য্যন্ত অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে।

তখন *করুণা কহিল, পথের অন্য স্থান অপেক্ষা বরং এই স্থানে আমার আন্তরিক সুখ বোধ হইতেছে; আর এ স্থান আমার মনের মত, এমত জ্ঞান হইতেছে। ঘোড়ার বা রথচক্রের শব্দ যে স্থানে নাই, এমত স্থানে থাকিতে আমার মন চাহে। অনুমান হয়, এই স্থানে থাকিয়া আমি কে ও কোথাহইতে আসিয়াছি এবং কি ২ করিয়া আসিতেছি, আর কি নিমিত্তে রাজকর্ত্তৃক আহূত হইয়াছি, এমত ধ্যান করিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। এই স্থানে বসিয়া আত্মচিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত হইলে অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হয়, ও শেষে চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া হিশ্‌বোনস্থ সরোবরের ন্যায় হইয়া উঠে। পরম ৭; ৪। এই ক্রন্দনের উপত্যকা দিয়া প্রকৃত যাত্রিদের গমন সময়ে তাহা উনুই হইয়া উঠে, এবং এখানকার লোকদের উপর স্বর্গহইতে পতিত বৃষ্টিদ্বারা ইহা জলাশয়েতে ভূষিত হয়। এই স্থলীর মধ্যহইতে রাজা তাহাদিগকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিবেন। এবং *আপ্‌লুয়োনের সহিত যুদ্ধ হইলেও *খ্রীষ্টীয়ান যেমন গান করিয়াছিল, যাহারা এই স্থলী দিয়া গমন করে, তাহারাও তদ্রূপ গান করিবে। গীত ৮৪; ৫-৭। হো ২; ১৫।

তাহাদের পথপ্রদর্শক কহিল, তাহাই সত্য বটে, আমি এ স্থলী দিয়া অনেক বার গিয়া দেখিয়াছি, অন্য সকল স্থান অপেক্ষা বরং এ স্থানে আমার অধিক সুখ বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন আমি যে সকল যাত্রিদিগকে পথ দেখাইয়াছি, তাহারাও এ স্থলীর উত্তমতা স্বীকার করিয়াছে। আমাদের রাজাও কহেন, "যে জন নম্র ও চূর্ণমনা ও আমার কথাতে কম্পিত, এমত লোকের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব।"

অনন্তর তাহারা গমন করত পূর্ব্বোক্ত সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলে পথপ্রদর্শক *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার সন্তানগণ ও *করুণাকে কহিল, দেখ, এই ভূমিতে *খ্রীষ্টীয়ান যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, এবং ঐ স্থানহইতে *আপল্লুয়োন তাহার প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। আর আমি কি সত্য কহি নাই? দেখ, এই ২ প্রস্তরে তোমার স্বামির রক্তের চিহ্ন অদ্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে। আরও দেখ, *আপল্লুয়োনের ভগ্ন শর স্থানে২ পড়িয়া আছে। এবং পরস্পর যুদ্ধ সময়ে স্ব ২ স্থান রক্ষার্থে তাহারা ভূমিতে যে পদাঘাত করিয়াছিল, তাহার চিহ্নও এ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। আর তাহাদের লক্ষ্যচ্যুত অস্ত্রাঘাতে এই প্রস্তর সকল কেমন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! এই স্থলে *খ্রীষ্টীয়ান যথার্থ পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। স্বয়ং *রাম উপস্থিত থাকিলে ইহা অপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিত না। তাহার শত্রু *আপল্লুয়োন পরাস্ত হইয়া *মৃত্যুচ্ছায়া নামক যে নিকটবর্ত্তি উপত্যকাতে পলায়ন করিয়াছিল, সে স্থলীতেও আমরা শীঘ্র উপস্থিত হইব।

আর সম্মুখে ঐ যে স্তম্ভ দেখিতেছ, উহাতে *খ্রীষ্টীয়ানের সুখ্যাতি চিরস্মরণীয় করণার্থে তাহার যুদ্ধের ও বিজয়ের বিবরণ লিখিত আছে। তাহা শুনিয়া ঐ স্তম্ভ তাহাদের সম্মুখবর্ত্তি পথের পার্শ্বে থাকাতে তাহারা নিকটে যাইয়া সেই লিপি পাঠ করিল। তাহা এই,

এ স্থানের সন্নিধানে এক যুদ্ধ ঘটে।
অতি অপরূপ তাহা কিন্তু সত্য বটে॥
রাক্ষস আপল্লুয়োন আর খ্রীষ্টীয়ানে।
মিথো মহারণ হয় নাশিবারে প্রাণে॥ ১॥
সে পুরুষ পুরুষত্ব করিলে প্রকাশ।

পলাইল ভূতরাজ মনে পেয়ে ত্রাস॥
সেই ঘটনার আমি প্রমাণ কারণে।
স্মরণার্থ স্তম্ভ হয়ে আছি এই স্থানে॥ ২॥

অপর তথাহইতে প্রস্থান করিলে পর তাহারা * মৃত্যুচ্ছায়া নামক স্থলীর সীমাতে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বস্থলীহইতে এ স্থলী দীর্ঘ, এবং তথায় ভয়ঙ্কর ভূতাদি মূর্ত্তির দর্শন হয়, ইহারও প্রমাণ অনেকে দিতে পারে। কিন্তু দিবসের সময়ে তথায় গমন করাতে এবং * মহোৎসাহ তাহাদের পথপ্রদর্শক হওয়াতে ঐ স্ত্রীলোক ও বালকেরা নিরাপদে তাহার মধ্য দিয়া চলিয়া গেল।

সেই স্থলীতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহারা ম্রিয়মাণ ব্যক্তির আর্ত্তনাদের ন্যায় যেন অতিশয় কাতরোক্তি শ্রবণ করিল। তদ্ব্যতীত অতিশয় যন্ত্রণাতে কাতর ব্যক্তির ক্রন্দনধ্বনিও যেন তাহাদের কর্ণগোচর হইল। এই সকল শ্রবণ করিয়া বালকেরা কম্পমান হইল, এবং ভয়েতে স্ত্রীলোকদের মুখ শুষ্ক ও ম্লান হইল, কিন্তু তাহাদের পথপ্রদর্শক কহিল, তোমরা ভয় করিও না, সুস্থির হও।

পরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে তাহারা অনুমান করিল, যেন ফাঁপা ভূমিবৎ তাহাদের পদতলের ভূমি কাঁপিতেছে। আর যেন সর্প ফোঁস ২ করিতেছে, এমত শব্দও শুনিল, কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। পরে বালকেরা জিজ্ঞাসা করিল, এ নিরানন্দ ভূমির অন্ত কি নিকট নহে? তাহাতে পথপ্রদর্শক কহিল, তোমরা ভীত হইও না, কিন্তু পাছে কোন ফাঁদে পড়, এই জন্যে অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ কর।

ইত্যবসরে * যাকুবের বমন হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু তাহার কারণ কেবল শঙ্কা; তাহাতে তাহার মাতা * অর্থকারকের গৃহে যে দ্রাক্ষারস পাইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ,

আর *নিপুণ নামক চিকিৎসকের তিনটি বড়ি তাহাকে খাওয়াইলে সে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল। এই রূপে গমন করিয়া তাহারা ঐ স্থলীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিলে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, দেখ, সম্মুখে পথের উপরে ঐ কি বিকটাকার দেখা যাইতেছে? এমত আকার আমি কখনও দেখি নাই।

তাহাতে *যূষফ কহিল, হে মাতঃ, ও কি? খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হে বৎস, ওটা অতি কুৎসিত! অতি কদাকার! ঐ বালক পুনর্ব্বার কহিল, হে মাতঃ, ওটা কিসের ন্যায়? তাহার মাতা কহিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। পরে তাহা আরও নিকটবর্ত্তী হইলে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, এই আইল।

তখন *মহোৎসাহ কহিল, আইসুক ২; এবং তোমাদের মধ্যে যে ভয় করে, সে আমার সঙ্গ না ছাড়ুক। পরে ঐ ভূত তাহাদের আরও নিকটে আইল, কিন্তু পথপ্রদর্শক অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইলে সে অন্তর্হিত হইয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইল। তখন যাহা পূর্ব্বে কহা গিয়াছিল, অর্থাৎ, "শয়তানকে প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের নিকটহইতে পলায়ন করিবে;" তাহা তাহাদের স্মরণে আইল।

অপর তাহারা কিঞ্চিৎ শান্ত্য প্রাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল; কিন্তু বিস্তর দূর না যাইতে ২ *করুণা পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া সিংহের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর আকৃতি অতি দ্রুতগতিতে পশ্চাৎ আসিতে দেখিল; তাহার গর্জন অতি গম্ভীর, এবং প্রত্যেক গর্জ্জনেতে ঐ সমস্ত স্থলী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহাতে পথপ্রদর্শক ব্যতিরেক সকলেরই অন্তঃকরণ ত্রাসযুক্ত হইল। অপর ঐ সিংহ আ-

সিয়া নিকটবর্ত্তী হইলে *মহোৎসাহ পশ্চাতে দাঁড়াইয়া যাত্রিদিগকে আপনার অগ্রে২ যাইতে কহিল। ইতোমধ্যে ঐ সিংহ উপস্থিত হইল, কিন্তু *মহোৎসাহ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে সে প্রতিরোধের সম্ভাবনা দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া আর অগ্রসর হইল না।

পরে তাহারা পুনশ্চ গমনারম্ভ করিলে পথপ্রদর্শক তাহাদের অগ্রে২ চলিল। অল্প ক্ষণ পরে তাহারা পথের তাবৎ পরিসরব্যাপি এক খাতের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা পার হইবার নিমিত্তে প্রস্তুত না হইতে২ হঠাৎ এমন ঘোর কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার আসিয়া তাহাদের উপর পড়িল, যে তাহারা কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহাতে যাত্রিরা হাহাকার করিয়া কহিল, এই ক্ষণে আমরা কি করি? পথপ্রদর্শক উত্তর করিল, ভয় করিও না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ইহার শেষ কি হয় তাহা দেখ। এই রূপে তাহাদের পথ রুদ্ধ হওয়াতে সুতরাং তাহারা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল পরে তাহারা যেন শত্রুদের কোলাহল ও বেগে আগমনজন্য শব্দ শুনিতে পাইল; তদ্ভিন্ন অতলস্পর্শ কুণ্ডের অগ্নি ও ধূম তাহাদের স্পষ্ট দৃশ্য হইল। তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী *করুণাকে কহিল, এই স্থানের কথা আমি পূর্ব্বে অনেক বার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এই প্রথম বার এখানে আসিয়াছি; অতএব এই স্থান দিয়া যাইবার কালে আমার স্বামির যে২ ক্লেশ ঘটিয়াছিল তাহা এখন বুঝিলাম। হায়! কি ভয়ের বিষয়! তিনি রাত্রিকালে প্রায়এ তাবৎ পথ একাকী গমন করিয়াছিলেন। আর তাঁহাকে খণ্ড২ করে, এমত মানসে এই ভূত সকল তাঁহাকে ঘেরিয়াছিল। এই *মৃত্যুচ্ছায়া স্থলীর বর্ণনা অনেকে করিয়াছে, কিন্তু স্বয়ং উপস্থিত না হইলে এ কেমন স্থান, ইহা

কেহই বুঝিতে পারে না। যথা লিখিত আছে, “অন্তঃকরণ আপনার তিক্ততা বুঝে, এবং অপর লোক তাহার সুখের ভাগী হয় না।” হায় ২! এ স্থান দিয়া যাওয়া কি শঙ্কার বিষয়! তাহাতে *মহোৎসাহ কহিল, ইহা জলসমূহের মধ্যে ব্যবসায় করণের বা গভীর স্থানেতে অধোগমনের ন্যায়। সমুদ্রের মধ্যে মগ্ন হওন এবং পর্ব্বতের মূল পর্য্যন্ত নামিয়া যাওন তুল্য আমাদের এ অবস্থা। এই ক্ষণে বোধ হইতেছে, আমাদের পশ্চাতে যেন পৃথিবীর অর্গল অনন্ত কালের জন্যে বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু যাহারা অন্ধকারে গমন করে ও দীপ্তি প্রাপ্ত হয় না, তাহারা পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাস করুক, এবং আপন ঈশ্বরেতে নির্ভর দিউক। আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি, এ স্থলী দিয়া আমি অনেক বার গমনাগমন করিয়াছি, তাহাতে ইহা অপেক্ষা বিষম সঙ্কটেও পড়িয়াছি; তথাপি তোমরা দেখিতেছ, আমি এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছি। আমি গর্ব্ব করিতে চাহি না, কেননা আমি আপনার ত্রাণকর্ত্তা আপনি নহি; কিন্তু আমি ভরসা করি যে আমাদের উত্তমরূপে নিস্তার হইবে। অতএব যিনি আমাদের অন্ধকারকে উজ্জ্বল করিতে, এবং নরকে যত ভূত আছে সে সকলকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন, আইস আমরা তাঁহার নিকটে দীপ্তির প্রার্থনা করি। তাহাতে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর দীপ্তি ও মুক্তি প্রদান করাতে তাহাদের গমনের আর কোন বাধা প্রকাশ পাইল না; বিশেষতঃ যে স্থানে ঐ খাতদ্বারা পথ রুদ্ধ ছিল, সেই স্থানেও কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। তখনও তাহারা সেই উপত্যকার শেষ পর্য্যন্ত যায় নাই। পরে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া তাহাদের ক্লেশ জন্মাইলে *করুণা *খ্রীষ্টীয়ানীকে কহিল, পথের দ্বারে এবং *অর্থকারকের গৃহে

এবং * রম্যপুরীতে আমাদের যেমন সুখ হইয়াছিল, তেমন সুখ এ স্থানে নাই।

তাহা শুনিয়া এক জন বালক কহিল, ওহে, ইহা দিয়া গমন করা মন্দ বটে; কিন্তু এই স্থানে সর্ব্বদা অবস্থিতি করা আরও মন্দ। আর আমার বোধ হয়, আমাদের নিমিত্তে যে গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই গৃহেতে যেন আমাদের অধিক সুখ বোধ হয়, এই কারণ আমাদিগকে এই স্থান দিয়া যাইতে হইল।

তাহাতে পথপ্রদর্শক সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, হে * শিমূয়েল, তুমি উত্তম কহিয়াছ; তোমার এ কথা পুরুষার্থের কথা বটে।

ঐ বালক পুনর্ব্বার কহিল, আমি যদি এই স্থানহইতে কখন উত্তীর্ণ হইতে পারি, তবে দীপ্তি ও সুগম পথকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় করিয়া মানিব। তখন পথপ্রদর্শক উত্তর করিল, অল্প ক্ষণ পরে আমরা উত্তীর্ণ হইব।

এই রূপে যাইতে২ * যুষফ কহিল, এখনও কি এ স্থলীর শেষ দেখা যায় না?

পথপ্রদর্শক কহিল, নীচে দৃষ্টি করিয়া অতি সাবধানে পাদ ক্ষেপ কর, যেহেতুক মধ্যে২ ফাঁদ পাতা আছে।

তাহাতে তাহারা স্ব২ পদ দৃষ্টি করত গমন করিল বটে, কিন্তু ফাঁদের মধ্য দিয়া যাইতে বড় কষ্ট হইল। পরে যাইতে২ তাহারা পথের বাম পার্শ্বে খাতে নিক্ষিপ্ত ছিন্নমাংস এক শব দেখিল। তাহাতে পথপ্রদর্শক কহিল, ঐ ব্যক্তিও এই পথের পথিক, উহার নাম * অনবধান, সে বহুকালাবধি ঐ স্থানে পড়িয়া আছে। সে যখন ফাঁদে ধরা পড়িয়া হত হয়, তখন * কৃতাবধান নামে আর এক জন তাহার সঙ্গে ছিল, কিন্তু সে সতর্ক হওয়াতে

হস্তাদের হস্তহইতে রক্ষা পাইল। এ স্থানে কত লোক হত হয়, তাহা বলা কঠিন; তথাপি অনেক লোক এমত দুঃসাহসী, যে যাত্রা করণ অতি সহজ জ্ঞান করিয়া পথপ্রদর্শক ব্যতিরেকে যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়। হায়! *খ্রীষ্টীয়ান যে এ স্থানহইতে রক্ষা পাইয়াছিল, এ অতি আশ্চর্য্য। সে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র এবং স্বভাবতঃ স্থিরচিত্ত ছিল; তাহা না হইলে সে কখন এ পথ পার হইতে পারিত না।

ইতোমধ্যে তাহারা পথের প্রান্তভাগের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পরে *খ্রীষ্টীয়ান এই পথ দিয়া গমন কালে যে গহ্বর দেখিয়াছিল, সেই গহ্বরহইতে *গদাহস্ত নামে এক বৃহৎকায় নির্গত হইল। সে পূর্ব্বে যুবা যাত্রিদিগকে মিথ্যাতর্কদ্বারা প্রতারণা করিয়া ভ্রষ্ট করিত। অতএব সে তখন *মহোৎসাহকে ডাকিয়া কহিল, ওরে, এই রূপ কার্য্য করিতে তোকে কত বার নিষেধ করা গিয়াছে! *মহোৎসাহ কহিল, কি কার্য্য? তাহাতে সে কহিল, কি কার্য্য! তাহা কি জানিস না! কিন্তু এ বার আমি তোর ব্যবসায়ের শেষ করিব।

পরে *মহোৎসাহ কহিল, নিবেদন করি, হঠাৎ যুদ্ধ না করিয়া আইস আমরা বিবেচনা করিয়া দেখি, কি জন্যে যুদ্ধ করি। ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকেরা ও বালকেরা নিরুপায় হইয়া কম্পিত কলেবরে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ঐ বৃহৎকায় কহিল, তুই চোর, বরং সকল চোরের অধম। এ দেশে কত উৎপাত করিয়া থাকিস! *মহোৎসাহ উত্তর করিল, এমন ঘোর ঘারে কেন বলিতেছ? বিশেষ করিয়া কহ। বৃহৎকায় কহিল, তুই মনুষ্যচোর, স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে ধরিয়া বিদেশে লইয়া যাওয়া তোর ব্যবসায়, ইহাতে তুই আমার রাজার রাজত্ব ক্ষয় করিতেছিস।

ইহা শুনিয়া *মহোৎসাহ উত্তর করিল, আমি স্বর্গাধিপতি ঈশ্বরের দাস; তাঁহার প্রতি মনঃপরিবর্ত্তনে পাপি লোকদিগকে প্রবৃত্তি দেওয়া আমার কর্ম্ম। আর আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সমস্ত লোক যাহাতে অন্ধকারহইতে দীপ্তির প্রতি, এবং শয়তানের কর্ত্তৃত্বহইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, সাধ্যানুসারে এমত চেষ্টা করিতে আমি আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা যদি বিবাদের কারণ হয়, তবে আইস, যত শীঘ্র চাহ যুদ্ধারম্ভ করি।

তাহাতে ঐ বৃহৎকায় যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলে *মহোৎসাহ তরবাল নিষ্কোষ করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ঐ বৃহৎকায়ের হস্তে গদা ছিল। তাহাতে তাহারা যুদ্ধারম্ভ করিলে ঐ বৃহৎকায়ের প্রথম আঘাতে *মহোৎসাহ পড়িয়া এক হাঁটু গাড়িয়া রহিল; তাহা দেখিয়া স্ত্রীলোক ও বালকেরা চেঁচাইয়া উঠিল। কিন্তু *মহোৎসাহ শীঘ্র উঠিয়া অতিশয় বল প্রকাশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিয়া ঐ বৃহৎকায়ের বাহুদেশে আঘাত করিল। এই রূপে উভয়ে যথাসাধ্যে এক ঘটিকা কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। শেষে যেমন তপ্ত কটাহহইতে বাষ্প, তেমনি ঐ বৃহৎকায়ের নাসিকাহইতে শ্বাস নির্গত হইলে তাহারা কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রামার্থে উপবেশন করিল। তাহাতে *মহোৎসাহ প্রার্থনা করিতে লাগিল। এবং স্ত্রী ও বালকেরাও ঐ যুদ্ধের তাবৎ কাল ক্রন্দন ও কাকুক্তি করিল।

কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করণানন্তর তাহারা বল পাইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিল। তাহাতে *মহোৎসাহ ভারি আঘাতদ্বারা বৃহৎকায়কে ভূমিশায়ী করিলে সে চেঁচাইয়া কহিল, ক্ষান্ত হও, আমাকে উঠিতে দেও। পরে *মহোৎসাহ তাহাকে স্বচ্ছন্দে উঠিতে দিলে তাহারা পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই যুদ্ধে *মহোৎসাহের

প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে বৃহৎকায়ের গদাঘাতে তাহার মস্তক অবশ্য চূর্ণ হইত।

তখন *মহোৎসাহ অতি উগ্রচিত্ত হইয়া তাহার প্রতি দৌড়িয়া যাইয়া তাহার পঞ্চম পঞ্জরের অধঃস্থান ভেদ করিলে বৃহৎকায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আর গদা ধরিতে পারিল না। তখন *মহোৎসাহ দ্বিতীয় আঘাত-দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিল।

তাহা দেখিয়া স্ত্রীলোক ও বালকেরা আনন্দধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। এবং *মহোৎসাহ এই উদ্ধারের নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

তদনন্তর যাত্রিরা এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি ঐ বৃহৎকায়ের মস্তক টাঙ্গাইয়া পথিকদিগের পাঠ করিবার নিমিত্তে এই পশ্চাদুক্ত কএক পদ্য নীচে লিখিয়া দিল।

যাহার মস্তক এই করিছ দর্শন।
যাত্রিদের শত্রু সেই ছিল এক জন॥
তাহাদের পথ রোধ সর্ব্বদা করিত।
হিংসা করি সকলের অনিষ্ট সাধিত॥ ১॥
পরে আমি মহোৎসাহ নামে এক লোক।
হইলাম যাত্রিদের পথপ্রদর্শক॥
যাত্রি প্রতি বিপক্ষতা দেখিয়া তাহার।
প্রতিরোধ করি তারে করিনু সংহার॥ ২॥

---

৮ অধ্যায়।

অনন্তর আমি দেখিলাম, সেই স্থানের কিঞ্চিৎ অগ্রে যাত্রিদের দূর দর্শনের নিমিত্তে যে এক উচ্চ স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারা সেই স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিল। ঐ স্থানে

থাকিয়া পূর্ব্বে *খ্রীষ্টীয়ান* বিশ্বাসী নামা সহযাত্রিকের প্রথম দর্শন পাইয়াছিল। অতএব সেই স্থানে তাহারা কিছু কাল বসিয়া বিশ্রাম করিল, এবং ভয়ঙ্কর শত্রুহইতে মুক্ত হওন প্রযুক্ত ভোজন পান করিয়া আমোদ প্রমোদ করিল। ভোজন কালে *খ্রীষ্টীয়ানী পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিল, এ যুদ্ধেতে আপনি কি কোন আঘাত পাইয়াছেন? *মহোৎসাহ কহিল, না, কেবল গাত্রের এক স্থানে অত্যল্প আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমি অসন্তুষ্ট নহি; কেননা তাহা সম্প্রতি প্রভুর প্রতি ও তোমাদের প্রতি আমার স্নেহের লক্ষণ, এবং অবশেষে ঈশ্বরানুগ্রহেতে আমার পুরস্কারবৃদ্ধির উপায় হইবে।

*খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হে মহাশয়, সে যখন গদাহস্ত হইয়া আপনকার নিকটে আইল, তখন কি আপনি ভীত হন নাই?

*মহোৎসাহ কহিল, আমার নিজ ক্ষমতাতে বিশ্বাস না করিয়া সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতে নির্ভর দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

*খ্রীষ্টীয়ানী পুনশ্চ কহিল, সে যখন প্রথম আঘাতে আপনকাকে ভূমিশায়ী করিল, তখন আপনি কি ভাবিয়াছিলেন?

*মহোৎসাহ উত্তর করিল, আমি এই ভাবিয়াছিলাম, যে আমার প্রভুর প্রতি তাহাই ঘটিয়াছিল, তথাপি অবশেষে তিনি জয়ী হইলেন।

ইতোমধ্যে *মথি কহিল, তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহা ভাব; কিন্তু আমি এই ভাবিতেছি, এই স্থলীহইতে এবং এই শত্রুহইতে আমাদিগকে মুক্ত করাতে ঈশ্বর আমাদের প্রতি অসাধারণ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আমার বোধ হয়, যে এমন সময়ে এমন স্থানে এমন

অনুগ্রহের প্রমাণ পাইলে পরে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করা আমাদের নিতান্ত অনুচিত।

অনন্তর তাহারা তথাহইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনর্গমনারম্ভ করণানন্তর কিঞ্চিৎ অগ্রে স্থিত এক অশ্বত্থবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইয়া ঐ বৃক্ষমূলে ঘোর নিদ্রাগত এক বৃদ্ধ যাত্রিকে দেখিল। সে যে যাত্রী তাহা তাহার পরিচ্ছদ ও যষ্টি ও পটুকা দেখিয়া জানিতে পারিল।

পরে *মহোৎসাহ তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিলে ঐ বৃদ্ধ চক্ষু উন্মীলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, কেন? কি হইয়াছে? তোমরা কে? কি চাহ?

*মহোৎসাহ কহিল, হে বন্ধো, এত রাগ কেন? এ স্থানে তোমার শত্রু কেহই নাই।

ইহা শুনিয়াও সে বৃদ্ধ বিশ্বাস না করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাবধানে দাঁড়াইয়া কহিল, তোমরা কে? আমাকে পরিচয় দেও।

তখন *পথপ্রদর্শক কহিল, আমার নাম *মহোৎসাহ। এই যে যাত্রি সকল স্বর্গরাজ্যে গমন করিতেছে, আমি ইহাদের পথপ্রদর্শক।

*সরলাত্মা নামে ঐ ব্যক্তি কহিল, আমাকে ক্ষমা করিবেন, কিছু মনে করিবেন না, কেননা কিয়ৎকাল হইল যাহারা *ক্ষুদ্রবিশ্বাস নামক যাত্রির ধন হরণ করিয়াছিল, তোমরাও বা সেই দলস্থ লোক, প্রথমে এমত আমার ভয় হইয়াছিল; কিন্তু এই ক্ষণে দেখিতে পাইতেছি, তোমরা সজ্জন।

তখন *মহোৎসাহ কহিল, ভাল, আমরা যদি বাস্তবিক সেই দলস্থ লোক হইতাম, তবে আত্মরক্ষার নিমিত্তে আপনি কি করিতে পারিতেন?

*সরলাত্মা কহিল, আর কি করিতাম? যাবৎ আমার

শ্বাস থাকিত, তাবৎ যুদ্ধ করিতাম। তাহা করিলে আমি নিশ্চয় জানি, তোমরা কখন আমাকে পরাস্ত করিতে পারিতা না, কেননা * খ্রীষ্টীয়ান লোক স্বয়ং পরাজয় স্বীকার না করিলে অন্যকর্তৃক কদাচ পরাজিত হইতে পারে না।

* মহোৎসাহ অতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, হে সাধো, উত্তম কহিয়াছেন, আপনকার এই বাক্যদ্বারা আমি জানিলাম, আপনি এক জন যথার্থ পুরুষ বটেন। আপনকার এ কথা সত্য।

* সরলাত্মা কহিল, তোমার কথাতে আমিও বুঝিলাম যে যথার্থ যাত্রিকের ধর্ম্ম কি প্রকার, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান; যেহেতুক অন্য সকলে আমাদিগের পরাজয় সহজ জ্ঞান করে।

পরে * মহোৎসাহ কহিল, অদ্য আমাদের শুভ সন্দর্শন হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনকার নাম ও জন্মভূমি জ্ঞাত করুন।

* সরলাত্মা কহিল, আমার নাম আমি বলিব না, কিন্তু * মূর্খতা নামক নগর আমার জন্মভূমি। ঐ নগর * ধ্বংস্য নগরহইতে প্রায় চারি অংশ দূর।

তাহা শুনিয়া * মহোৎসাহ কহিল, বটে? আপনি সে দেশের লোক? তবে বোধ হয়, আমি আপনকার পরিচয় জানি, আপনকার নাম বুঝি * সরলতা হইবে।

ঐ বৃদ্ধ অধোবদন হইয়া কহিল, * সরলতা নহে; আমার নাম * সরলাত্মা; আর আমার যেমন নাম তেমন স্বভাব যেন হয়, আমার এমত বাসনা আছে বটে। কিন্তু হে মহাশয়, আমার দেশের নাম শুনিবামাত্র আমার নাম কি প্রকারে জানিলেন?

* মহোৎসাহ উত্তর করিল, আমার প্রভুর প্রমুখাৎ আমি পূর্ব্বে আপনকার বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। পৃথিবীতে

যে কিছু আছে সকলি তিনি জানেন। সে যাহা হউক, আপনকার দেশহইতে কোন ব্যক্তি যে যাত্রী হইয়া আ-ইসে, ইহাতে বার বার আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইয়াছে; কেননা সে দেশ * ধ্বংস্য নগরহইতেও মন্দ।

*সরলাত্মা কহিল, আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা সত্য; যেহেতুক *ধ্বংস্য নগরাপেক্ষা আমাদের দেশ সূর্য্য-হইতে অধিক দূরবর্ত্তী, এই জন্যে আমরা অতিশয় হিমাঙ্গ ও চেতনারহিত। কিন্তু যে লোক হিমালয়ের চূড়াতে অবস্থিতি করে, তাহার উপর ধর্ম্মসূর্য্য যদি উদিত হয়, তবে তাহারও জড়ীভূত অন্তঃকরণ দ্রব হয়, আমি ইহার প্রমাণ হইয়াছি।

*মহোৎসাহ কহিল, তাহাই বটে; আমি তাহা বিশ্বাস করি, এবং তোমার কথা যে সত্য তাহা নিশ্চয় জানি।

পরে ঐ বৃদ্ধ প্রেমরূপ পবিত্র চুম্বন পূর্ব্বক সমস্ত যাত্রিকে সম্ভাষ করিয়া তাহাদের নাম ও পথের সমাচার জিজ্ঞাসা করিল।

*খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, বোধ হয় আমার নাম আপনি শুনিয়া থাকিবেন। *খ্রীষ্টীয়ান আমার স্বামী ছিলেন; আর এই চারিটি তাঁহার সন্তান।

হে পাঠকগণ, *খ্রীষ্টীয়ানীর এই কথা শুনিবামাত্র ঐ বৃদ্ধ কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হইল, তাহা কি কহিব? সে অনেক ক্ষণ হাস্য ও নৃত্য ও সহস্র২ আশীর্ব্বাদ করণ পূর্ব্বক *খ্রীষ্টীয়ানীকে কহিল, তোমার স্বামির বিষয়, অর্থাৎ যাত্রাকালে তাহার ক্লেশ ভোগের ও যুদ্ধের বিবরণ আমি অনেক বার শ্রবণ করিয়াছি। তোমার সান্ত্বনার্থে কহি, এতাবদ্দেশে তোমার স্বামির প্রশংসাধ্বনি প্রসিদ্ধ আছে; তাহার বিশ্বাস ও সাহস ও সহিষ্ণুতা ও সারল্য প্রযুক্ত তাহার নাম অতি খ্যাত্যা-

পন্ন হইয়াছে। পরে বালকদের প্রতি চাহিয়া তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে তাহারা আপন ২ নাম কহিলে সে *মথিকে কহিল, হে *মথি, তুমি পাপেতে নয়, কিন্তু ধর্ম্মেতে করগ্রাহি *মথির সদৃশ হও। হে *শিমূয়েল, তুমি ভবিষ্যদ্বক্তা *শিমূয়েলের ন্যায় বিশ্বাসে ও প্রার্থনাতে অনুরক্ত হও। *যূষফকেও কহিল, হে *যূষফ, *পোটীফরের গৃহেতে *যূষফ যেমন ছিল, তুমিও তদ্রূপ শুদ্ধমতি এবং পরীক্ষাহইতে পরাঙ্মুখ হও। আর হে *যাকুব, তুমি ধার্ম্মিক *যাকুবের সদৃশ, কিম্বা আমাদের প্রভুর ভ্রাতা *যাকুবের সদৃশ হও। অনন্তর *করুণার নাম এবং সে কি প্রকারে আপন গ্রাম ধাম ও পরিজন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার পুত্রদিগের সহিত আগমন করিয়াছিল, তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত তাহাকে বিজ্ঞাপন করিলে ঐ বৃদ্ধ *সরলাত্মা কহিল, তোমার নাম *করুণা; ভাল ২; করুণাতে তুমি রক্ষিতা হইয়া পথের সমস্ত সঙ্কটহইতে উদ্ধার পাইবা, এবং অবশেষে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে করুণার আকরস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন পাইবা।

তাহার এই সকল কথা শুনিতে ২ পথপ্রদর্শক অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া হাস্যবদনে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অপর একত্র গমন করত পথপ্রদর্শক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনকার ঐ অঞ্চলহইতে *সভয় নামে যে এক ব্যক্তি যাত্রী হইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে কি আপনি চিনিতেন?

*সরলাত্মা কহিল, হাঁ, তাহাকে ভাল জানিতাম; তাহাতে ধর্ম্মের মূল ছিল বটে, কিন্তু তাহার ন্যায় দুঃখদায়ক যাত্রী আমি কদাচ দেখি নাই।

*মহোৎসাহ কহিল, আমি দেখিতেছি, আপনি

তাহাকে জানিতেন বটে, কেননা তাহার যথার্থ চরিত্র কহিলেন।

* সরলাত্মা কহিল, তাহাকে জানিব না কেন? আমি প্রায় সর্ব্বদা তাহার সহিত গমনাগমন করিতাম। বিশেষতঃ পরকালের বিষয় যখন সে প্রথম চিন্তা করে, তখন আমি তাহার নিকটে ছিলাম।

* মহোৎসাহ কহিল, আর আমি নিজ প্রভুর বাটী অবধি স্বর্গপুরীর দ্বার পর্য্যন্ত তাহার পথপ্রদর্শক ছিলাম।

* সরলাত্মা কহিল, তবে সে যে দুঃখদায়ক ছিল, তাহা আপনিও জ্ঞাত আছেন।

* পথপ্রদর্শক কহিল, হাঁ, ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আমি বিরক্ত হই নাই; যেহেতুক পথপ্রদর্শকের প্রতি সেই প্রকার কোন২ লোক বারম্বার সমর্পিত হয়।

তখন * সরলাত্মা কহিল, ভাল; তবে নিবেদন করি, সে যৎকালে আপনকার সঙ্গে ছিল, তৎকালে কিরূপ আচরণ করিয়াছিল? তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

* মহোৎসাহ কহিল, তবে শ্রবণ করুন। সে যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, পাছে সেস্থানে পহুঁছিতে অক্ষম হয়, এই ভয়ে কাতর ছিল। আর কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাঘাতের উল্লেখ শ্রবণ করিলে সে অত্যন্ত ভীত হইত। বিশেষতঃ * নৈরাশ্য পঙ্কের ধারে সে ক্রন্দন করত এক মাস পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল। অনেককে পার হইতে দেখিলেও সে পার হইতে সাহস করিতে পারিল না; এবং অনেকে হস্ত দিয়া সাহায্য করিতে চাহিলেও সম্মত হইল না, কিন্তু ফিরিয়া যাইতেও কোন মতে চাহিল না। স্বর্গীয় রাজধানীতে না পৌঁছিলে আমি মরিব, এ কথা সে সর্ব্বদাই কহিত; তথাপি কষ্টমাত্র দেখিলেই নিরাশ হইত, এবং পথে পতিত প্রত্যেক তৃণেতে উছোট খাইত। এই রূপে * নৈ-

রাশ্য পঙ্কের নিকটে বহুকাল বিলম্ব করণানন্তর এক দিবস রৌদ্রযুক্ত প্রাতঃকালে হঠাৎ সাহস বান্ধিয়া পার হইয়া গেল। কিন্তু পার হইলেও প্রায় তাহার বিশ্বাস জন্মিল না; বুঝি তাহার মন নৈরাশ্যপঙ্কস্বরূপ, তৎপ্রযুক্ত যে২ স্থানে যাইত, সেই২ স্থানে নৈরাশ্যপঙ্ক দেখিত; তাহা না হইলে সে অন্য প্রকার লোক হইত। যাহা হউক, ঐ ক্ষুদ্র দ্বারে, অর্থাৎ এই পথের মস্তকে স্থিত দ্বারে উপস্থিত হইলে সে দ্বারে ঘা মারিতে সাহস করিতে না পারাতে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিল। কখন২ দ্বার মুক্ত হইলে সে পশ্চাৎ থাকিয়া অন্য কোন২ লোককে যাইবার পথ দিয়া কহিত, আমি প্রবেশ করিবার যোগ্য নহি। অতএব যাহারা তাহার পরে সেই দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল, এমত অনেক লোক তাহার অগ্রে প্রবিষ্ট হইল।

এই রূপে ঐ ব্যক্তি ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সে খানে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং ফিরিয়া যাইতেও অসম্মত ছিল; তাহাতে তাহাকে দেখিয়া সকলে দয়া করিত। অবশেষে সে দ্বারেতে ঝুলান মুদ্গার হস্তে লইয়া মন্দ২ দুইটী আঘাত করিল। তাহাতে এক ব্যক্তি দ্বার মোচন করিয়া তাহাকে পূর্ব্ববৎ কুণ্ঠিত হইয়া পিছে হাঁটিতে দেখিলে বাহিরে আসিয়া কহিল, হে কম্পিতকলেবর, তোমার বাঞ্ছা কি? এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে *সভয় তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়িল। তাহাতে ঐ ব্যক্তি তাহার দুর্ব্বলতাতে অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া তাহাকে কহিল, তোমার শান্তি হউক; উঠিয়া দাঁড়াও; আমি তোমার নিমিত্তে দ্বার মুক্ত করিয়াছি; ভিতরে আইস; তুমি আশীর্ব্বাদের পাত্র। তাহাতে সে গাত্রোত্থান করিয়া কাঁপিতে২ ভিতরে গেল, কিন্তু প্রবিষ্ট হইয়াও মুখ দেখাইতে লজ্জিত হইল। পরে সে তথায়

কতক দিবস যথানিয়মে অতিথিরূপে সেবিত হইলে তদ্গৃহবাসিরা তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়া যাত্রাতে অগ্রসর হইতে কহিল। তাহাতে সে গমন করিয়া কোন মতে আমাদের বাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই দ্বারেতে যেমন ব্যবহার করিয়াছিল, তদ্রূপ আমার প্রভু অর্থকারকের দ্বারেতেও করিল, ফলতঃ ডাক দিতে সাহস না করিয়া শীতকালে সেই স্থানের এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিল, কিন্তু ফিরিয়া যাইতেও অসম্মত ছিল। সেই সময়ের রাত্রি অতি দীর্ঘ ও হিমযুক্ত ছিল; আর আমার প্রভু যেন তাহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহেতে আতিথ্য পূর্ব্বক সান্ত্বনা করেন, এবং প্রস্থান কালে তাহার ভীতান্তঃকরণ প্রযুক্ত বলবান ও বীর্য্যবিশিষ্ট এক পথপ্রদর্শক দেন, এমত অনুরোধসূচক এক পত্রও তাহার বক্ষঃস্থলে ছিল; তথাপি দ্বারে আঘাত করিতে তাহার সাহস হইল না। এতদ্রূপে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত তথায় পড়িয়া থাকিয়া অনাহারে মৃতকল্প হইল। তাহার এমত কাতরতা ছিল, যে অনেককে দ্বারে আঘাত করিয়া প্রবিষ্ট হইতে দেখিলেও কোন মতে তাহার সাহস জন্মিল না। অপর কোন সময়ে আমি গবাক্ষ দিয়া দ্বারের নিকটে তাহাকে গমনাগমন করিতে দেখিয়া বাহিরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? তাহাতে সে কেবল অশ্রুপাত করিতে লাগিলে আমি তাহার ইচ্ছা বুঝিয়া ভিতরে যাইয়া গৃহবাসিদিগকে তাহার সমাচার দিলাম, এবং আমাদের প্রভুকেও জ্ঞাত করাইলাম। তাহাতে তিনি তাহাকে ভিতরে আনিতে আমাকে বাহিরে প্রেরণ করিলে আমি অতি কষ্টে কৃতকার্য্য হইলাম। সে ভিতরে আইলে পরে আমার প্রভু অতি প্রেম পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে যে কিছু উত্তম খাদ্য সামগ্রী ছিল,

তাহা তাহাকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। পরে সে উক্ত পত্র প্রদান করিলে আমার প্রভু তাহা পাঠ করিয়া কহিলেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। এতদ্রূপে ঐ স্থানে কতক দিন বাস করিলে পরে ক্রমে২ তাহার কিঞ্চিৎ সাহস ও মনের শান্তি জন্মিতে লাগিল। যেহেতুক আমার প্রভু স্বভাবতঃ দয়ালু, বিশেষতঃ সভয়-দিগের প্রতি তিনি অতিশয় কৃপাবান। অতএব যাহাতে তাহার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, এমত ব্যবহার তাহার প্রতি সর্ব্বথা করিলেন। পরে রীতিক্রমে ঐ গৃহের সমস্ত বিষয় দর্শনানন্তর যখন সে স্বর্গপুরে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইল, তখন আমার প্রভু যেমত *খ্রীষ্টীয়ানকে পাথেয় দ্রব্য দিয়াছিলেন, সেই রূপ তাহাকেও এক শিশি দ্রাক্ষারস ও স্বাস্থ্যজনক কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। এই রূপে যাত্রারম্ভ করিলে আমি তাহার অগ্রগামী হইয়া চলিলাম, এবং সে বড় একটা কথাবার্ত্তা না কহিয়া কেবল মধ্যে২ একটা২ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত পিছে২ চলিল।

পরে যে ফাঁশিকাষ্ঠে তিন জন টাঙ্গান আছে, আমরা তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে সে আমাকে কহিল, বোধ হয়, শেষে আমারও ঐ দশা ঘটিবে। কিন্তু সে যখন ক্রুশ ও গহ্বর দর্শন করিল, তখন কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইয়া সেই সকল দেখিবার নিমিত্তে তথায় কিয়ৎকাল বিলম্ব করিতে চাহিল, এবং তদবধি কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে পুলকিতের ন্যায় বোধ হইল। পরে আমরা *দুর্গম পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে সে কিছু মাত্র কষ্ট বোধ করিল না, এবং সিংহ দেখিয়াও বড় ভীত হইল না; যেহেতুক এমত বিষয়ে তাহার শঙ্কা ছিল না, কেবল শেষকালে অনুগৃহীত হইব কি না, এই মাত্র তাহার আশঙ্কা ছিল।

পরে *রম্যপুরীতে প্রবেশ করিতে সে বড় সম্মত না হইলেও আমি তাহাকে প্রবেশ করাইয়া সেখানকার গৃহিণীদিগের সহিত তাহার আলাপ করাইয়া দিলাম। সে লজ্জা প্রযুক্ত অনেকের সহিত থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া একাকী থাকিতে প্রয়াস করিত, কিন্তু সৎকথা শুনিতে বড় ভাল বাসিত, সেই নিমিত্তে বারম্বার পর্দ্দার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইত। প্রাচীন বিষয় দেখিতে ও তাহার আ-লোচনা করিতে তাহার বড় প্রীতি ছিল। এক দিন সে আমাকে কহিল, আমি যে দুই গৃহহইতে আসিয়াছি, অর্থাৎ দ্বারের নিকটবর্ত্তি গৃহ ও * অর্থকারকের গৃহ, সেই দুই বাটীতে থাকিতে আমার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এমত প্রার্থনা করিতে আমার সাহস হইল না।

অপর ঐ *রম্যপুরীহইতে প্রস্থান করিয়া পর্ব্বতের নীচস্থ *নম্রতা নামক উপত্যকাতে অধোগমন কালে সে সুস্থির হইয়া নামিল। বোধ হয় তদপেক্ষা উত্তমরূপে ঐ পর্ব্বতহইতে নামিতে আমি যাবজ্জীন কাহাকেও দেখি নাই; কারণ সে অন্তিম কালে যদি সুখ পায়, তবে পথের মধ্যে অতিশয় নীচ অবস্থা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল। আর আমার বোধ হয়, ঐ উপত্যকার সঙ্গে যেন তাহার এক প্রকার প্রেম সম্বন্ধ ছিল, কেননা সেখানে আসিয়া সে যেমন সুখী হইল, তেমন সুখী আর কুত্রাপি তাহাকে দেখি নাই। সে তথায় কখন২ শয়ন করিয়া ভূমি আলিঙ্গন করিত, ও সেই স্থলীতে উৎপন্ন পুষ্প সকল চুম্বন করিত, এবং প্রতিদিন অরুণোদয় কালে গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্ততঃ পাদচারি করত আমোদিত হইত।

পরে আমরা *মৃত্যুচ্ছায়া উপত্যকার প্রবেশস্থানে উপ-স্থিত হইলে, বুঝি এবার আমার বন্ধুকে হারাইলাম, এমত

আমার আশঙ্কা জন্মিল। ফলতঃ সে যে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিল এমত নহে, বরঞ্চ তাহা তাহার ঘৃণার্হ বিষয় ছিল; কিন্তু সে ত্রাসেতে মৃতকল্প হইয়া, হায়! এ স্থানে আমাকে ভূতে ধরিবে, এই কথা বলিয়া অতি চীৎকার করিতে লাগিল। আমি তাহার আতঙ্ক কোন মতে দূর করিতে পারিলাম না। সে এমত উৎকট হাহাকার করিয়াছিল, যে ভূতেরা তাহা শুনিতে পাইলে আমাদের উপর আক্রমণ করিতে অবশ্য আশ্বাস পাইত; কিন্তু তৎকালে আমি এই আশ্চর্য্য দেখিলাম, যে ঐ উপত্যকা দিয়া তাহার গমন সময়ে সেই স্থান অতি নির্ব্বৃত ছিল। আমি তাহা কখন তেমন শঙ্কারহিত দেখি নাই। আমার বোধ হয়, আমাদের প্রভু তথাকার শত্রুদিগকে বাধা দিয়া, যাবৎ ঐ * সভয় পার না হয়, তাবৎ ক্ষান্ত থাকিতে দৃঢ় আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

* সভয়ের তাবদ্বৃত্তান্ত বিবরণ করিতে দীর্ঘকাল লাগে, অতএব কেবল দুই তিন ঘটনা বর্ণনা করি। * মায়া হট্টেতে উপস্থিত হইলে তথাকার লোকদের ক্ষিপ্ততা দর্শনে সে অতিশয় বিরক্ত ও কোপযুক্ত হইয়া হট্টস্থ সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল; তাহাতে পাছে আমাদের উভয়েরই মস্তক চূর্ণ হয়, আমার এমত আশঙ্কা জন্মিল। এবং * মোহ ভূমিতেও সে অতিশয় সতর্ক হইয়াছিল। কিন্তু যখন সেতুহীন নদীতীরে উপস্থিত হইল, তখন তাহার ভারি আশঙ্কা জন্মিল। সে কহিল, হায় ২! এই বার চিরকালের নিমিত্তে বুঝি ডুবিয়া মরিলাম! হায়! যাঁহার শ্রীমুখ দর্শনার্থে আমি এত দূর পর্য্যন্ত আগমন করিলাম, তাঁহাকে দেখিতে পাইব না।

ঐ স্থানে আমি এক আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিলাম। ঐ নদীর জল হ্রাস হইয়া এমত অল্প হইল, যে শেষে

সে প্রায় পদমাত্র ডুবাইয়া পার হইয়া গেল। ঐ নদীর এমত অল্প জল আমি কখন দেখি নাই। অপর সে নদী পার হইয়া রাজধানীর দ্বারাভিমুখে ঊর্দ্ধগামী হইলে আমি তাহার নিকটে বিদায় লইয়া কহিলাম, স্বর্গরাজ্যে তুমি যেন অনুগৃহীত হও, এমত আমার প্রার্থনা জানিবা। তাহাতে সে উত্তর করিল, অবশ্য গৃহীত হইব। এই রূপে আমরা পরস্পর বিদায় হইলে আমি তাহাকে আর দেখিলাম না।

তখন * সরলাত্মা কহিল, তবে বুঝি, শেষে তাহার মঙ্গল হইল।

* মহোৎসাহ কহিল, অবশ্য হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। সে অতি সদাত্মা ছিল, কেবল আপনাকে সর্ব্বদা অতি ক্ষীণ জ্ঞান করাতে তাহার জীবন তাহার পক্ষে ভারস্বরূপ ও অন্যের দুঃখদায়ক হইয়াছিল। সে অনেক লোকাপেক্ষা পাপকে ভয় করিত; বিশেষতঃ পরের অনিষ্ট সাধনে এমত ভীত ছিল, যে পাছে কাহারও মনোদুঃখ জন্মে, এই ভয়ে বার২ অনিষিদ্ধ সুখভোগও অস্বীকার করিল।

পরে * সরলাত্মা জিজ্ঞাসিল, এমত উত্তম ব্যক্তি যে যাবজ্জীবন অন্ধকারে মগ্ন থাকে, ইহার কারণ কি?

* মহোৎসাহ উত্তর করিল, তাহার দুই কারণ আছে; এক এই যে তাহা সর্ব্বদর্শি পরমেশ্বরের অভিমত। কাহাকেও বংশীধ্বনি করিতে হয়, এবং কাহাকেও বিলাপ করিতে হয়, এমত ব্যবস্থা আছে।

ঐ * সভয় এক জন গভীরধ্বনি বাদ্যকর ছিল। সে এবং তাহার তুল্য লোকেরা অন্য স্বরাপেক্ষা গভীরস্বরজনক রামশিঙ্গা বাজায়। কেহ২ কহে, গভীরধ্বনি সকল বাদ্যের মূল। দ্বিতীয়তঃ, আমি কহি, যে ঈশ্বরভক্তি মনের

গাম্ভীর্য্যমূলক নয়, সে কিছুই নয়। বীণার স্বর সংমিলন করিতে গেলে বাদ্যকর গভীরস্বরযুক্ত তারেতেই প্রথমে হস্তার্পণ করে। আর ঈশ্বর যখন আপনার নিমিত্তে মনুষ্যের চিত্তযন্ত্রের স্বর মিলন করেন, তখন তিনিও প্রথমে গম্ভীর স্বরযুক্ত তার বাজান। কিন্তু ঐ *সভয়ের এই ত্রুটি ছিল, যে প্রায় জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঐ গভীর স্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন স্বরে বাদ্য করিতে পারিত না।

দেখ, পরিত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা তূরী ও বীণা বাদন পূর্ব্বক সিংহাসনের সম্মুখে গানকারি বাদ্যকরস্বরূপ, ইহা প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যে ব্যক্ত আছে। এই জন্যে আমি অল্পবয়স্ক পাঠকদিগের জ্ঞানবর্দ্ধক দৃষ্টান্তদ্বারা এই বর্ণনা করিলাম।

অপর *সরলাত্মা কহিল, আপনকার কথাতে বোধ হইতেছে, সে *সভয় অতি উৎসাহশীল লোক ছিল; কেননা সিংহ ও *মায়াহন্তাদি বাহ্য সঙ্কটে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কা ছিল না; সে কেবল পাপ ও মৃত্যু ও নরক ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিত; যেহেতুক সে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী কি না, এই বিষয়ে তাহার সংশয় হইত।

*মহোৎসাহ কহিল, আপনি যথার্থ কহিয়াছেন; ঐ বিষয়ই তাহার আশঙ্কার কারণ ছিল বটে, কেননা ঐ বিষয়ে তাহার মনের বিশেষ দুর্ব্বলতা ছিল; নতুবা যাত্রিকের কর্ত্তব্য কর্ম্মে সে ক্ষীণসাহস ছিল না, বরঞ্চ বোধ হয়, সে সমুদ্রকেও গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া আপন পথে অগ্রসর হইত। কিন্তু যেরূপ ভাবনার ভারে সে ভারগ্রস্ত ছিল, অনায়াসে কেহ সেই ভার ফেলিয়া দিতে পারে না।

এই সকল কথা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, *সভয়ের বিবরণ শ্রবণে আমার অনেক সান্ত্বনা হইল। পূর্ব্বে বোধ

করিতাম, যে আমার ন্যায় ভয়শীল কেহই নাই; কিন্তু এই ক্ষণে দেখিলাম, ঐ সাধু ব্যক্তির সহিত আমার প্রায় তুল্যতা আছে, কেবল দুই বিষয়ে আমরা ভিন্ন। অর্থাৎ তাহার দুঃখ সে ব্যক্ত করিত, আমি আমার মনোদুঃখ মনেতেই রাখিতাম। আর তাহার দুঃখ গুরুতর ভার-স্বরূপ হওয়াতে সে আতিথেয় গৃহদ্বারে আঘাত করিতে অক্ষম হইত; কিন্তু আমার দুঃখ এমন যে তাহাতে আমাকে অধিক শব্দ পূর্ব্বক আঘাত করিতে হইত।

* করুণা কহিল, আমাকেও যদি মনের কথা কহিতে অনুমতি দেওয়া যায়, তবে যৎকিঞ্চিৎ কহিতে পারি। ঐ ব্যক্তির কোন২ স্বভাব আমাতেও আছে, ফলতঃ পাছে স্বর্গপুরে স্থান না পাইয়া নরককুণ্ডে পতিত হই, এ বিষয়ে আমার যত শঙ্কা, অন্য কোন ক্ষতির বিষয়ে তত ভয় হয় না। আমি যদি স্বর্গপুরে স্থান পাইতে পারি, তবে তৃপ্ত হইব। অন্যান্য সমস্ত বিষয় হারাইলেও ঐ সুখকে পরম লাভ জ্ঞান করি।

* মথিও কহিল, সদা শঙ্কা প্রযুক্ত আমিও বার২ ভাবিয়াছিলাম যে আমি পরিত্রাণপথের পথিক নহি; কিন্তু এই ক্ষণে বুঝিলাম, যদি ঐ সাধু ব্যক্তির তদ্রূপ ঘটিয়া মঙ্গল হইয়াছে, তবে অবশেষে আমারও মঙ্গল হইতে পারে।

পরে * যাকুব কহিল, যে ভয়রহিত, সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ-রহিত। যাহারা নরককে ভয় করে, তাহারা সকলে অনু-গ্রহের পাত্র নহে, ইহা সত্য বটে; তথাপি যাহারা ঈশ্বরকে ভয় না করে, তাহারা কোন প্রকারে অনুগ্রহের পাত্র নহে, ইহা নিশ্চয়।

* মহোৎসাহ কহিল, হে * যাকুব, উত্তম কহিয়াছ; তুমি মর্ম্ম ধরিয়াছ; যেহেতুক ঈশ্বরের প্রতি যে ভয়, তাহাই জ্ঞানের আরম্ভ। অতএব যাহাতে আরম্ভ নাই, তাহাতে

অন্ত মধ্য কিছুই নাই। যাহা হউক, এই ক্ষণে *সভয়ের প্রতি এই শ্লোকরূপ প্রশংসাসূচক পত্র প্রেরণ পূর্ব্বক তাহার কথা শেষ করি।

ধন্য ধন্য মহাশয় তুমি হে সভয়।
আপন ঈশ্বরে ভয় তোমার আছয়॥
ভ্রান্তি যুক্ত কোন কার্য্য পাছে তব হয়।
এই হেতু সদা তব শঙ্কা তাহে রয়॥ ১॥
নরক কুণ্ডেতে যথা হয়েছিলা ভীত।
তব তুল্য কয় যেন অন্য লোক যত॥
তোমার সদৃশ বুদ্ধি যার নাহি হবে।
আপন অনিষ্ট সেই আপনি সাধিবে॥ ২॥

---

৯ অধ্যায়।

অপর আমি দেখিলাম, *সভয়ের কথা সমাপ্ত হইলে পথে যাইতেং *সরলাত্মা *স্বেচ্ছাচারী নামে অপর এক ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া কহিল, সেই *স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিরূপে আপন পরিচয় দিয়াছিল বটে, কিন্তু বোধ করি, সে এই পথের অগ্রস্থিত দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া আইসে নাই।

*মহোৎসাহ জিজ্ঞাসিল, তাহার সঙ্গে যাত্রা বিষয়ক কথোপকথনাদিক কখন তোমার হইয়াছিল?

*সরলাত্মা কহিল, হাঁ, কএক বার হইয়াছিল, তাহাতে তাহাকে সর্ব্বদাই স্বেচ্ছাচারী দেখিলাম। লোকের কথা বা যুক্তি কিম্বা উদাহরণ ইত্যাদি কিছু না মানিয়া সে আপনি যাহা ইচ্ছা করিত, তাহাই করিত, তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুতেই সম্মত হইত না।

*মহোৎসাহ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল, ইহাতে তাহার কি হেতুবাদ ছিল, তাহা কি আপনি বলিতে পারেন না?

*সরলাত্মা কহিল, সে কহিত, যাত্রিদের সদ্‌গুণ ও দোষ এই উভয়ের অনুগামী হইলে হয়; ইহাতে পরিত্রাণের ক্ষতি সম্ভবে না।

*মহোৎসাহ কহিল, এ কেমন! যে উত্তম লোকেরা যাত্রিদের ন্যায় সদ্‌গুণবিশিষ্ট, তাহারাও কদাচিৎ যাত্রিদের ন্যায় দোষী হইতে পারে, ইহা যদি সে বলিত, তবে তাহার কথাতে বড় একটা ভুল হইত না। কেননা জাগ্রৎ ও যত্নবান না হইলে তাবৎ প্রকার পাপেতে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তোমার কথাতে বোধ হয় তাহার অভিপ্রায় এমত ছিল না, বরং লোকদের পাপকর্ম্ম করিবার অনুমতি আছে, তাহার এই অভিপ্রায় ছিল।

*সরলাত্মা কহিল, হাঁ২, তাহার কথার এই অভিপ্রায় বটে, এবং সে এরূপ কার্য্যও করিত।

*মহোৎসাহ জিজ্ঞাসিল, সে এরূপ বাক্য কহিবার কি২ প্রমাণ দর্শাইত?

*সরলাত্মা উত্তর করিল, সে কহিত, ধর্ম্মপুস্তক আমার প্রমাণ।

*মহোৎসাহ কহিল, এ কেমন! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া কহুন।

*সরলাত্মা কহিল, তবে বলি শুন। সে কহিত, ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র *দায়ূদ পরদারাভিগমন করিয়াছিল; অতএব আমিও তদ্রূপ করিতে পারি। এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া *সুলেমান বহু ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছিল, আমিও তাহা কেন না করি? *সারা এবং মিসরদেশীয়া ধর্ম্মিষ্ঠা *ধাত্রিরা ও পরিত্রাণপ্রাপ্তা *রাহব, ইহারা সকলেই মিথ্যা

কহিয়াছিল; তবে আমিও কেন সে রূপ কহি না? প্রভুর আজ্ঞায় তাঁহার শিষ্যগণ পরের গর্দ্দভ লইয়া গিয়াছিল; অতএব আমিও তেমন করিতে পারি। আর দেখ, * যাকুব ছল ও প্রতারণাদ্বারা আপন পিতার ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল; আমিও সে রূপ করিতে পারি।

এই সকল কথা শুনিয়া * মহোৎসাহ কহিল, এ অতি অধমের কথা। কিন্তু তাহার যে এই মত, ইহা আপনি কি নিশ্চয় জানেন?

* সরলাত্মা কহিল, হাঁ, অনেক তর্ক বিতর্কে তাহাকে এই মত সংস্থাপন করিতে ও ধর্ম্মপুস্তকাদিহইতে দৃষ্টান্ত দিতে শুনিয়াছি।

* মহোৎসাহ কহিল, এই রূপ ঘৃণার্হ মত সংসারের মধ্যেও নিতান্ত অগ্রাহ্য।

* সরলাত্মা কহিল, আমার বাক্যার্থের অন্যথা করিও না। সকলে ঐ প্রকার আচরণ করিতে পারে, সে এমত কহিত না; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধার্ম্মিক লোকদের সদ্‌গুণ যাহাদিগেতে আছে, তাহারাই তাহাদের ন্যায় দোষ করিতে পারে, সে এমত কহিল।

* মহোৎসাহ কহিল, তবে তাহার এ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা আর কি অধিক ভ্রান্তি আছে! ঐ ধার্ম্মিক লোকেরা দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত কদাচিৎ পাপকর্ম্ম করিত, এই হেতুক সে কি দুঃসাহস পূর্ব্বক পাপ করিবার অনুমতি পাইতে পারে? কিম্বা কোন২ বালক বায়ুবেগেতে বা প্রস্তরে উছোট খাইয়া কর্দ্দমে পতিত হইয়াছে, এই হেতুক সে ব্যক্তি কি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শূকরের ন্যায় কর্দ্দমে পড়িয়া গড়াগড়ি দিবার অনুমতি পাইবে? হায়! কামনার বলেতে কোন লোক যে এমত অন্ধীভূত হয়, ইহা কে অনুমান করিতে পারে! কিন্তু এই যে লিখিত আছে, তাহা অবশ্য সকল

হইবে, “তাহারা অনাজ্ঞাবহ হওয়াতে ঈশ্বরের বাক্যেতে উছোট খায়, এবং তাহাতে নিযুক্তও আছে।” আর যাহারা ধার্ম্মিকদের দোষানুগামী হয়, তাহারা তাহাদের সদ্‌গুণবিশিষ্ট হইতে পারে, এই অনুমানও তাহার পূর্ব্ব ভ্রান্তির তুল্য। যে লোভি কুক্কুর শিশু বালকের মল আস্বাদন করে, সে কি তৎপ্রযুক্ত শিশুস্বভাব প্রাপ্ত হয়? ঈশ্বরের লোকদের অপরাধরূপ দুর্গন্ধি দ্রব্যে তৃপ্ত হওন ধার্ম্মিকদের গুণধারি ব্যক্তির লক্ষণ নহে। এবং এরূপ ভ্রান্তিযুক্ত লোকের মনে যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস বা প্রেম আছে, এমত প্রত্যয় আমার হয় না। যাহা হউক, আমি জানি, আপনি তদ্বিষয়ে অনেক আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন, অতএব তাহার উত্তর সে কি দিল? অনুগ্রহ করিয়া কহুন।

* সরলাত্মা কহিল, সে কহিত, অসম্মত হইয়া দোষ করা অপেক্ষা বরং সম্মত হইয়া দোষ করা সরল মনের লক্ষণ।

* মহোৎসাহ কহিল, এ অতি অসঙ্গত ও অন্যায় উত্তর। আপন ধর্ম্মজ্ঞানের বিপরীতে পাপ করা অতি মন্দ বটে; তথাপি এমন হেতুবাদ পূর্ব্বক পাপ করা আরও মন্দ। ঐ পূর্ব্বোক্ত কার্য্যদ্বারা দর্শকেরা হঠাৎ সংশয়াপন্ন হয়, কিন্তু এই পশ্চাদুক্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা একেবারে পাপের ফাঁদেতে বদ্ধ হয়।

* সরলাত্মা কহিল, ঐ ব্যক্তির ন্যায় অনেকের মত আছে, কিন্তু মুখ নাই; তৎপ্রযুক্ত যাত্রী হইতে বিস্তর লোক বাধা পায়।

* মহোৎসাহ কহিল, এ কথা বাস্তব, এবং ইহা অতি দুঃখের বিষয় বটে; কিন্তু যে জন স্বর্গের রাজাকে ভয় করে, সে সকলই জয় করিয়া উত্তীর্ণ হইবে।

অপর * খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হায়! জগতের মধ্যে না-

নাবিধ অপরূপ মত দৃষ্ট হইতেছে। আমিও জানি, এক জন কহিয়াছিল যে মরণ কাল উপস্থিত হইলে পাপের জন্যে অনুতাপ করিতে যথেষ্ট সময় হইবে।

* মহোৎসাহ কহিল, সে লোক বড় বিবেচক নহে। প্রাণ রক্ষার্থে দশ ক্রোশ দূরে পলাইবার নিমিত্তে এক সপ্তাহ অবকাশ থাকিলে সে কি ঐ সপ্তাহের শেষদণ্ড পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে ভয় করিবে না?

* সরলাত্মা কহিল, আপনি যথার্থ কহিয়াছেন, তথাপি যাহারা আপনাদিগকে যাত্রিকরূপে জানে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। আমি প্রাচীন এবং বহুদিবসাবধি এই পথের পথিক; সুতরাং অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি। যে সকল লোককে দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কোন২ লোক যাত্রার আরম্ভকালে যেন জগৎসংসারকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যায়, এমত ব্যগ্রচিত্ত ছিল; কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যে তাহারা ইস্রায়েল লোকদের ন্যায় অরণ্যেতে প্রাণ ত্যাগ করিল, প্রতিশ্রুত দেশের দর্শনও পাইল না। অন্য কোন২ লোক যাত্রায় প্রবৃত্ত হওনকালে এমত বলহীন ছিল, যে বোধ হইল তাহারা এক দিবসও বাঁচিবে না, কিন্তু শেষে তাহারা প্রসিদ্ধ যাত্রী হইয়া উঠিল। আর কেহ২ প্রথমে অতি দ্রুতগতিতে কিঞ্চিৎ দূর অগ্রসর হইয়া পরক্ষণে তদনুরূপ দ্রুতগতিতে প্রত্যাগমন করিল। আর কেহ২ অগ্রে যাত্রিধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পরে তাহার বড় নিন্দা করিল। আর কতক লোক স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্তে যাত্রারম্ভ কালে, স্বর্গ এক স্থান অবশ্যই আছে, ইহা দৃঢ়রূপে কহিত, পরে সেই স্থানে পঁহুছিবার কিঞ্চিৎ পথ অবশেষ থাকিতে সেই লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া, স্বর্গ নাই, ইহা কহিতে লাগিল। এবং শত্রুর সহিত সংঘটন হইলে কি রূপে

ঘোরতর যুদ্ধ করিবে, এ বিষয়ে যাহাদিগকে দর্প করিতে শুনিয়াছি, এমত অনেক লোক মিথ্যা ভয় পাইবামাত্র বিশ্বাস ও যাত্রিকের পথ প্রভৃতি সকল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

---

১০ অধ্যায়।

এই রূপ কথোপকথন করিতে২ তাহারা গমন করিতেছিল, ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি অতি দ্রুতগতিতে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কহিল, হে মহাশয়েরা, হে অবলাগণ, তোমরা যদি আপন২ প্রাণ চাহ, তবে রক্ষার নিমিত্তে শীঘ্র উপায় চেষ্টা কর, যেহেতুক অগ্রে তোমাদের পথে দস্যুদল রহিয়াছে।

*মহোৎসাহ কহিল, পূর্ব্বে *ক্ষুদ্রবিশ্বাসের উপরে যে তিন জন আক্রমণ করিয়াছিল, উহারা সেই তিন জন দস্যু। ভাল, আমরাও তাহাদের জন্যে প্রস্তুত আছি।

পরে তাহারা অগ্রসর হইয়া, না জানি দস্যুদের সহিত কখন্ কোন্ স্থানে দেখা হয়, এই আশঙ্কায় প্রত্যেক উপপথে ও কোণে দৃষ্টিপাত করিয়া গমন করিতে লাগিল; কিন্তু ঐ দস্যুরা *মহোৎসাহের নাম শ্রবণ করাতে কিম্বা অন্য কোন চৌর্য্য ব্যাপারে ব্যস্ত থাকাতে যাত্রিদের নিকটে আইল না।

অনন্তর পথশ্রান্তি প্রযুক্ত *খ্রীষ্টীয়ানী আপনার ও সন্তানদের নিমিত্তে কোন প্রবাসগৃহ পাইতে ইচ্ছা করিলে *সরলাত্মা কহিল, ইহার কিঞ্চিৎ অগ্রেই *গায় নামে অতি সম্ভ্রান্ত এক শিষ্যের বাটীতে প্রবাসগৃহ আছে। বৃদ্ধ *সরলাত্মার প্রমুখাৎ ঐ স্থানের এমত সসম্বাদ শ্রবণ করাতে তাহারা সকলেই সেখানে যাইতে স্থির করিল।

পরে তথায় পঁহুছিলে তাহারা প্রবাসগৃহের দ্বারে আ- ঘাত না করিয়া পথিকদের রীত্যনুসারে একেবারে ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহপতিকে ডাকাইল। তাহাতে সে উপ- স্থিত হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, অদ্য রাত্রিতে আমরা এ স্থানে প্রবাস করিতে পারি কি না?

*গায় নামা ঐ গৃহপতি কহিল, হাঁ, আপনারা যদি সল্লোক হন, তবে থাকিতে পারেন, আমার গৃহ কেবল যাত্রিদের নিমিত্তেই হইয়াছে। যাত্রিদের প্রতি গৃহপতির এরূপ প্রেম দেখিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী ও *করুণা ও বালকগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইল। পরে তাহারা শয়নাগার প্রার্থনা করিলে সে *খ্রীষ্টীয়ানী ও *করুণা ও বালকদের নিমিত্তে এক কুঠরী, এবং *মহোৎসাহ ও বৃদ্ধ *সরলাত্মার জন্যে অপর এক কুঠরী দেখাইয়া দিল।

পরে *মহোৎসাহ জিজ্ঞাসিল, হে বন্ধো *গায়, আমার এই যাত্রিরা অদ্য অনেক পথ পর্য্যটন করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে; অতএব আমাদিগকে কি ২ খাদ্য দ্রব্য দিতে পার?

*গায় কহিল, বেলা অবসান হইয়াছে; এ সময়ে আ- মরা খাদ্যের অন্বেষণে বাহিরে যাইতে পারি না। কিন্তু ঘরে যাহা আছে, তাহাতে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন, তবে তাহা দিতে পারি।

*মহোৎসাহ কহিল, তোমার যাহা আছে, আমরা তাহা- তেই সন্তুষ্ট হইব; তোমার গৃহে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব কখন হয় না, ইহা আমি বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

পরে *গায় *উত্তমাস্বাদক নামা পাচকের নিকটে যাইয়া যাত্রিদের সংখ্যানুসারে খাদ্য প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিয়া তাহাদের নিকটে পুনর্ব্বার আসিয়া কহিল, হে প্রিয় বন্ধুগণ, তোমাদের আগমনের, বিশেষতঃ তোমাদের

আতিথ্যার্থে আমার এই গৃহ আছে, ইহাতে আমি অতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তোমাদের যদি অভিরুচি হয়, তবে আইস যাবৎ ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত না হয়, তাবৎ আমরা সৎপ্রসঙ্গদ্বারা পরস্পর আমোদিত হই। তাহাতে তাহারা সকলে সম্মত হইল।

অপর *গায় জিজ্ঞাসা করিল, এই বৃদ্ধা স্ত্রী কাহার ভার্য্যা? ও এই যুবতী বা কাহার কন্যা?

তাহাতে *মহোৎসাহ কহিল, পূর্ব্বে *খ্রীষ্টীয়ান নামে যে এক যাত্রী ছিল, এ তাহারই ভার্য্যা, এবং এই চারিটী তাহারই সন্তান। আর এই যুবতী উহার প্রতিবাসিনী; সে ইহাকে প্রবৃত্তি দিয়া আপন সঙ্গিনী করিয়াছে। এই বালকেরা পিতার অনুকারী; সর্ব্ব বিষয়ে তাহার পদচিহ্ন দিয়া গমন করিতে চেষ্টা করে। অধিক কি কহিব? পিতার শয়ন বা গমন স্থানের চিহ্নমাত্র দেখিলে ইহারা প্রফুল্লিত হইয়া সেই স্থানে শয়ন বা সেই পদচিহ্নে পাদবিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করে।

তাহাতে *গায় চমৎকৃত হইয়া কহিল, এ কি *খ্রীষ্টীয়ানের ভার্য্যা? এবং ইহারা কি তাহার সন্তান বটে? হে *খ্রীষ্টীয়ানি, আমি তোমার স্বামির পিতাকে ও পিতামহকে জানিতাম। ঐ বংশে অনেক সাধু লোক জন্মিয়াছে। উহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা *আন্তিয়খিয়া নগরে বাস করিত। বোধ হয় স্বামির প্রমুখাৎ তুমি তাহাদের বৃত্তান্ত শুনিয়া থাকিবা, তাহারা অতি উপযুক্ত লোক ছিল। আমার পরিচিত অনেক লোক অপেক্ষা তাহারা অধিক সদ্গুণান্বিত ছিল, বরং প্রভুর ও তদনুরক্ত লোকদের ও তাঁহার ধর্ম্মের পক্ষে অসীম সাহস প্রকাশ করিয়াছিল। তোমার পতির জ্ঞাতিগণের মধ্যে অনেকে সত্যের নিমিত্তে সর্ব্ব প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছে। দেখ,

তোমার স্বামির কুলেতে প্রথমোৎপন্ন *স্তিফান নামক এক জন প্রস্তরাঘাতে হত হইয়াছিল; এবং *যাকুব নামে তৎকুলজাত অপর এক ব্যক্তি করবালদ্বারা ছিন্ন হইয়াছিল। আর তোমার স্বামির আদিপুরুষ *পৌল ও *পিতরের কথা কহা অনাবশ্যক। তদ্ভিন্ন *ইগ্নাতিয় নামে এক জন সিংহগণের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আর *রোমাণ নামে অপর এক জনের গাত্র মাংস খণ্ড২ রূপে অস্থিহইতে ছিন্ন হইয়াছিল। এবং *পলিকার্প নামে আর এক জন অগ্নিবেষ্টিত হইয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন মক্ষিকাদি কর্তৃক দংশিত হইবার নিমিত্তে যাহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গে মধু লেপন পূর্ব্বক চুপড়িতে করিয়া রৌদ্রে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল, কিম্বা থলিয়াতে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিয়াছিল, এমত অনেক লোক ছিল। এতদ্রূপে যাত্রি ধর্ম্মের অনুরোধে তদ্বংশীয় কত ব্যক্তি যে যন্ত্রণা ভোগ ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। অতএব তোমার স্বামী এই যে পুত্র চতুষ্টয় রাখিয়া গিয়াছে, ইহাদিগকে দেখিয়া আমি পরমাপ্যায়িত হইলাম। ইহারা যেন আপনাদের পিতার খ্যাতি রক্ষা করে, ও যাবজ্জীবন তৎপথানুগামী হইয়া অন্তে তদনুরূপ ফল ভোগ করে, এমত আমার ইচ্ছা।

*মহোৎসাহ কহিল, যথার্থ; তাহারা এই রূপ বালক বটে, তাহারা পিতৃমতানুসারে কার্য্য করিতে একান্ত মনোযোগ করিয়াছে।

*গায় কহিল, এই আমারও প্রত্যাশা বটে। আর *খ্রীষ্টীয়ানের বংশ বৃদ্ধি পাইয়া তাবৎ পৃথিবী ব্যাপিবে, এমত উপলব্ধি হইতেছে। অতএব তাহাদের পিতৃনাম ও পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি যেন জগতে বিস্মরণীয় না হয়, এতদর্থে *খ্রীষ্টীয়ানী পুত্রগণের বিবাহার্থে কন্যার চেষ্টা করুক।

*সরলাত্মা কহিল, তাহার বংশ যেন কখন পতিত ও লুপ্ত না হয়।

তাহা শুনিয়া *গায় কহিল, সে বংশ হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু কখন লুপ্ত হইতে পারে না। অতএব *খ্রীষ্টীয়ানী বংশ রক্ষার্থে আমার পরামর্শ গ্রহণ করুক।

পরে সে *খ্রীষ্টীয়ানীকে কহিল, তোমাকে ও তোমার সখী *করুণাকে একত্র দর্শন করাতে আমি আহ্লাদিত হইলাম। অতএব আমার পরামর্শ যদি তোমার গ্রাহ্য হয়, তবে *করুণার সহিত আরও নিকট সম্বন্ধ সংস্থাপন করিলে ভাল হইবে, অর্থাৎ তাহার ইচ্ছা হইলে তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র *মথির সহিত তাহার বিবাহ হউক; তাহা হইলে জগতের মধ্যে তোমার বংশ রক্ষা পাইবে। এই রূপে ঐ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে কিছু দিন পরে তাহাদের বিবাহ হইল, ইহার বিস্তারিত কথা পরে কহা যাইবে।

সে যাহা হউক, *গায় পুনশ্চ কহিতে লাগিল, এই ক্ষণে স্ত্রী জাতির কলঙ্ক মোচনার্থে আমি তাহাদের পক্ষ হইয়া কিছু কহি। স্ত্রীহইতে যেমন মৃত্যু ও অভিশাপ জগতে উপস্থিত হইয়াছে, তদ্রূপ স্ত্রীহইতে স্বাস্থ্য ও জীবন উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতুক ঈশ্বর আপন পুত্রকে স্ত্রীজাত করিয়া জগতে প্রেরণ করিলেন। আর পূর্ব্বকালের ধর্ম্মিষ্ঠা স্ত্রীলোকেরা আপনাদের আদি মাতার কর্ম্মে অত্যন্ত বিরক্ত হওয়াতে অঙ্গীকৃত জগত্ত্রাতার দ্বারা পুত্রবতী হইবার প্রত্যাশাতে প্রত্যেকে সন্তান কামনা করিত। পরে যখন ত্রাণকর্ত্তা জগতে উপস্থিত হইলেন, তখন পুরুষ বা স্বর্গীয় দূতগণের অগ্রে স্ত্রীলোকেরা হর্ষ করিয়াছিল। আর যাবৎ তিনি এই জগতে ছিলেন, তাবৎ কোন পুরুষ যে তাঁহাকে এক পয়সামাত্র দিয়াছিল, এমত কথা আমি কখন পাঠ করি নাই; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা

তাঁহার অনুগামিনী হইয়া আপন ২ সম্পত্তিহইতে তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। দেখ, এক জন স্ত্রী চক্ষুর্জল দিয়া তাঁহার পাদ প্রক্ষালন করিয়াছিল। আর এক জন স্ত্রী কবর দিবার উপলক্ষে তাঁহার গাত্রে সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিয়াছিল। দণ্ড স্থানে তাঁহার গমন সময়ে স্ত্রীলোকেরা ক্রন্দন করিয়াছিল। এবং তাঁহাকে ক্রুশহইতে নামাইয়া লইয়া যাইবার কালে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পশ্চাৎ ২ গমন করিয়াছিল। এবং কবরস্থ হইলে স্ত্রীরাই তাঁহার কবরসমীপে বসিয়াছিল। পরে তাঁহার পুনরুত্থান দিনের প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকেরাই প্রথমে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তিনি মৃত্যুহইতে পুনরুত্থিত হইয়াছেন, এই সংবাদ তাঁহার শিষ্যগণের নিকটে আনিয়াছিল। অতএব স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত অনুগ্রহের পাত্র, এবং আমাদের সহিত এক জীবনরূপ বরের অধিকারিণী, ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

ইতোমধ্যে ভোজ্য দ্রব্যাদি প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে, পাচক এমত সংবাদ দিয়া ভোজমঞ্চে চাদর পাতিতে এবং থাল লবণ রুটী আদি যথোপযুক্ত স্থানে সাজাইয়া দিতে এক লোককে পাঠাইয়া দিল।

তখন *মথি কহিল, চাদর প্রভৃতি আহারের সজ্জা দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা আমার অধিক ক্ষুধা জন্মিল।

তাহাতে *গায় কহিল, ইহকালে যে সমস্ত ধর্ম্মোপদেশ তুমি পাইতে পার, তাহাতে স্বর্গস্থ মহারাজের ভোজনাসনে উপবেশন করিতে তোমার বাসনা সেই রূপ বর্দ্ধিষ্ণু হউক; যেহেতুক প্রভুর নিকেতনে উপস্থিত হইলে তিনি আমাদের নিমিত্তে যে ভোজ প্রস্তুত করিবেন, সেই ভোজের তুলনায় এই জগৎস্থ ধর্ম্মোপদেশ ও রীতি ও গ্রন্থ সকল কেবল ভোজমঞ্চে থাল ও লবণ প্রদানরূপ আয়োজনমাত্র বোধ হয়।

অপর ভোজ প্রস্তুত হইলে, ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রার্থনা পূর্ব্বক ভোজনারম্ভ করিতে হয়, এতৎ বিজ্ঞাপনসূচক উত্তোলনীয় এক স্কন্ধ এবং আন্দোলনীয় এক বক্ষ প্রথমে তাহাদের সম্মুখে ভক্ষণার্থে আনীত হইল। লেবীয় ৭, ৩২-৩৪। উত্তোলিত স্কন্ধেতে দায়ূদ রাজার অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রতি উত্তোলিত হইত, এবং বীণা বাদন সময়ে সে অন্তঃকরণের আধারস্বরূপ আন্দোলনীয় বক্ষোদ্বারা বীণাতে ঠেস দিয়া বাদ্য করিত। ঐ দুই মাংসখণ্ড সরস ও সুস্বাদু প্রযুক্ত তাহারা সকলে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিল।

পরে রক্তবৎ লোহিতবর্ণ এক শিশি দ্রাক্ষারস আনীত হইল। যো ১৫, ৫। তাহাতে *গায় যাত্রিগণকে কহিল, তোমরা তৃপ্তি পূর্ব্বক পান কর, কেননা ঈশ্বর ও মনুষ্যের অন্তঃকরণ যাহার রসে তৃপ্ত হয়, এ সেই প্রকৃত দ্রাক্ষালতার রস। বিচার ৯, ১৩। তাহাতে তাহারা পান করিয়া পরমাপ্যায়িত হইল।

তৎপরে এক পাত্র অত্যুত্তম দুগ্ধ আনীত হইলে *গায় কহিল, বৃদ্ধি পাইবার নিমিত্তে এই দুগ্ধ বালকেরা পান করুক। ১ পিতর ২, ১-২।

তদনন্তর পরিচারক ভোজনার্থে দধি ও মধু আনিয়া দিলে *গায় কহিল, তোমরা ইহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ কর, ইহাতে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেকশক্তি বৰ্দ্ধিষ্ণু হইবে। ইহাই বাল্যকালে আমাদের প্রভুর আহার ছিল; যেমত লিখিত আছে, তিনি অসৎ ক্রিয়ার অস্বীকার ও সৎ ক্রিয়ার স্বীকার করণে জ্ঞানবান হওন পর্য্যন্ত দধি ও মধু ভক্ষণ করিবেন। যিশায়িয় ৭, ১৫।

পরে এক পাত্রে করিয়া কতকগুলীন অতি সুস্বাদু কোমল ফল আনিয়া দিলে *মথি কহিল, এই ফলেতে সর্প

আমাদের আদি মাতার ভ্রান্তি জন্মাইয়াছিল; এই ফল কি আমরা ভক্ষণ করিব?

তদুত্তরে * গায় কহিল,

এ ফল ভক্ষণজন্য দোষ প্রতিফলে।
জন্মেছিল মনুষ্যের ভ্রংশ আদিকালে॥
তথাপি ফলেতে নহে কেবল পাপেতে।
আমাদের মন হৈল লিপ্ত কলঙ্কেতে॥ ১॥
আদেশ লঙ্ঘিয়া ফল করিলে আহার।
তাহাতে শরীরে হয় রক্তের বিকার॥
অনুমতি অনুসারে করিলে ভক্ষণ।
আমাদের হয় তাহে শুভ সংঘটন॥ ২॥
এ হেতু পায়রা রূপ মণ্ডলী তাঁহার।
তুমি হে তাঁহার দ্রাক্ষারস পান কর॥
ওহে নর সব তাঁর প্রেম পরায়ণ।
তোমরা তাঁহার ফল করহ ভক্ষণ॥ ৩॥

* মথি কহিল, কিছু দিন হইল আমি ফল খাইয়া পীড়িত হইয়াছিলাম, তৎপ্রযুক্ত ঐ আপত্তি করিলাম।

তাহাতে * গায় * মথিকে কহিল, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে অবশ্য পীড়া জন্মিবে, কিন্তু আমাদের প্রভুর অভিমত ফল কদাচ পীড়াদায়ক হয় না।

এই রূপ কথোপকথন সময়ে কতকগুলি নারিকেল তাহাদের সম্মুখে আনিয়া দিল। তাহাতে * গায় কহিল, যথা,

নারিকেল তুল্য কোন পদ শাস্ত্রে হয়।
কঠিন ত্বগেতে তার শাঁস গুপ্ত রয়॥
কিন্তু ঐ পদ কভু বোধগম্য নয়।
হেন না ভাবিবে মনে ভাঙ্গিলেই হয়॥
ত্বকরূপ আচ্ছাদন মোচন করিলে।
তাহার সুস্বাদু শাঁস পাইবে সকলে॥

এই রূপে আহ্লাদামোদে নানা প্রস্তাবে কথোপকথন করত তাহারা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ভোজনাসনে বসিয়া রহিল। ইত্যবসরে বৃদ্ধ *সরলাত্মা কহিল, হে গৃহপতি, যদবধি আমরা আপনকার নারিকেল ভাঙ্গি, তদবধি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রহেলিকার অর্থ ভাঙ্গিয়া কহুন।

কোন কালে এক লোক ছিল এ সংসারে।
অনেকে উন্মত্তরূপে জানিত তাহারে॥
যত সে আপন ধন করিত বর্জ্জন।
ততোধিক অর্থ তার হৈত উপার্জ্জন॥

ইহার উত্তরে না জানি গৃহপতি কি কহে, ইহা ভাবিয়া সকলেই অপেক্ষা করিয়া রহিল। পরে কিঞ্চিৎ কাল নীরব থাকিয়া *গায় এই উত্তর দিল, যথা,

দরিদ্রে সম্পত্তি যে বা করে বিতরণ।
দশ গুণ ধনবৃদ্ধি পায় সেই জন॥

ইহা শুনিয়া *যূযফ কহিল, হে মহাশয়, আপনি যে ইহার অর্থ করিতে পারিবেন, এমত আমার বোধ ছিল না। *গায় কহিল, হে বৎস, বহুকালাবধি এই রূপ কার্য্য করিয়া আমি সুশিক্ষিত হইয়াছি। অভ্যাসদ্বারাই নৈপুণ্য জন্মে। আমার প্রভুহইতে আমি দয়াশীল হইতে শিখিয়াছি; তাহাতে পরীক্ষাদ্বারা জানি, আমার লাভ হইয়াছে। এ বিষয়ে লিখিত আছে, কেহ বিতরণ করিয়াও বৃদ্ধি পায়, আর কেহ উচিত ব্যয় অস্বীকার করিয়াও কেবল দরিদ্রতা পায়। পুনর্ব্বারও লেখা আছে, কেহ২ অকিঞ্চন হইয়াও আপনাকে ধনির ন্যায় দেখায়, আর কেহ বা ধনী হইয়াও আপনাকে দরিদ্রের ন্যায় দেখায়।

এমত কালে *শিমূয়েল আপন জননী *খ্রীষ্টীয়ানীকে ফুস্২ করিয়া কহিল, হে মাতঃ, এ অতি উত্তম লোকের

গৃহ; এই স্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করিলে ভাল হয়, এবং এ স্থানহইতে প্রস্থান করিবার অগ্রে *করুণার সহিত আমার ভ্রাতা *মথির বিবাহ হউক।

গৃহপতি *গায় এই বাক্য শুনিতে পাইয়া কহিল, হে বৎস, তাহাতে আমিও পরমাহ্লাদিত হইব। অতএব তাহারা ঐ স্থানে এক মাসের অধিক কাল অবস্থিতি করিলে *মথির সহিত *করুণার বিবাহ হইল। এবং যাবৎ তাহারা তথায় রহিল, তাবৎ *করুণা আপন রীত্যনুসারে দরিদ্রদিগকে দান করিবার নিমিত্তে পরিচ্ছদাদি নির্ম্মাণ করিত, তাহাতে যাত্রিদের বড় সুখ্যাতি জন্মিল।

---

১১ অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রথম দিনে রাত্রি ভোজ সমাপ্ত হইলে বালকেরা পথশ্রান্ত প্রযুক্ত শয়ন করিতে বাঞ্ছা করাতে *গায় তাহাদিগকে শয়নাগার দেখাইতে ভৃত্যকে আজ্ঞা দিল। কিন্তু *করুণা কহিল, ভৃত্যের আবশ্যক নাই, আমি উহাদিগকে শয়ন করাইব। এই কথা কহিয়া তাহাদিগকে শয়ন করাইলে তাহারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেল। অবশিষ্ট সকলে সমস্ত রাত্রি *গায়ের সহিত সদালাপে পরস্পর এমত আমোদিত হইল, যে কোন প্রকারে পরস্পরের সঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না। পরে তাহাদের প্রভুর বিষয়ে ও আপন২ যাত্রার বিষয়ে অনেক কথোপকথনানন্তর *গায়ের প্রশ্নকর্ত্তা বৃদ্ধ *সরলাত্মা তন্দ্রাক্রান্ত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া *মহোৎসাহ কহিল, হে মহাশয়, আপনি কি ঝিমাইতেছেন? আইসুন, চক্ষু উন্মীলন করুন, আপনাকে এক প্রহেলিকা প্রশ্ন করি। তাহাতে *সরলাত্মা

সচেতন হইয়া কহিল, বলুন, শুনি। *মহোৎসাহ কহিল, যথা,

পরাজিত অগ্রে যে সে বৈরিকে বধিবে।
ঘরেতে যে মরে সেই বিদেশে বাঁচিবে॥

ইহা শুনিয়া *সরলাত্মা কহিল, এ হেঁয়ালি বড় কঠিন, কেননা ইহার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা কঠিন, এবং তদনুসারে কার্য্য করা আরো কঠিন। অতএব হে গৃহপতি, আপনকার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আপনাকে ইহার উত্তর দিবার ভারার্পণ করি; আপনি অর্থ করুন; আমি শুনি।

*গায় কহিল, এমত হইতে পারে না, এ প্রশ্ন তোমাকে করা গিয়াছে, তুমিই ইহার উত্তর দিবা।

তাহাতে বৃদ্ধ *সরলাত্মা তাহার এই অর্থ করিল, যথা,

পাপ বধ করিবারে যার বাঞ্ছা হয়।
অগ্রে চাহি কৃপাগুণে তার পরাজয়॥
স্বর্গেতে জীবন পেতে ইচ্ছুক যে জন।
আত্ম প্রতি অগ্রে তার হউক মরণ॥

ইহা শুনিয়া *গায় কহিল, যথার্থ কহিয়াছ, সদুপদেশ ও পরীক্ষাদ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয়। যেহেতুক প্রথমতঃ যাবৎ ঈশ্বরের কৃপা সপ্রকাশ হইয়া নিজ মহিমাদ্বারা অন্তঃকরণকে পরাস্ত না করে, তাবৎ পাপ দমন করিতে সাহস জন্মে না। আর যদি শয়তানের পাপরূপ রজ্জুদ্বারা অন্তঃকরণ বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে সেই বন্ধন থাকিতে কি প্রকারে পাপকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে? দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি নিজ কুঅভিলাষের দাস, সে ব্যক্তি যে ঈশ্বরের কৃপাগুণে জীবনাধিকারী হইয়াছে, এমন কথা যুক্তিসিদ্ধ নহে, এবং যাহারা ঈশ্বরের কৃপা জানে তাহাদের গ্রাহ্য বোধ হয় না।

অপর *গায় কহিল, এই সুযোগে আমি শ্রবণ যোগ্য

এক আখ্যায়িকা কহি শুনুন। দুই জন যাত্রী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এক জন যুবা, অন্য জন বৃদ্ধ ছিল। যুবা ব্যক্তির স্বাভাবিক কুঅভিলাষ অতি প্রবল ছিল, এবং বৃদ্ধের শরীরের ক্ষীণতা প্রযুক্ত কুঅভিলাষ দুর্ব্বল ছিল। কিন্তু যুবা ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকারে ঐ বৃদ্ধের সমতুল হইয়া ধর্ম্মপথে চলিতে লাগিল। অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুল্যরূপে দৃষ্ট সেই দুই জনের মধ্যে কাহার পারমার্থিক গুণ অধিক সতেজ ছিল?

*সরলাত্মা কহিল, ঐ যুবার ধর্ম্মগুণ অধিক সতেজ ছিল, ইহার সন্দেহ নাই; কেননা মহাবাধাকে জয় করিয়া অগ্রসর হওয়া মহাবলবানের লক্ষণ, বিশেষতঃ অল্পবাধাবিশিষ্টের সঙ্গে২ মহাবাধাবিশিষ্টের অগ্রসর হওয়া মহাবলবানের লক্ষণ। আর এই যাত্রাতে বার্দ্ধক্য অল্পবাধাবিশিষ্ট বটে। আমি বৃদ্ধ লোকদের এই এক ভ্রম দেখিয়াছি, যে তাহারা দেহের জীর্ণতাকে কুঅভিলাষের দমন জ্ঞান করাতে আপনাদিগকে কৃতকার্য্য জানিয়া পরিতুষ্ট হয়। সংসারের অসারত্ব বিষয়ে বৃদ্ধ ধার্ম্মিক লোকদের অধিক জ্ঞান প্রযুক্ত তাহারা যুবকদিগকে সৎপরামর্শ দিতে উপযুক্ত বটে; তথাপি যুবা বৃদ্ধ উভয়কে একত্র যাত্রা করিতে হইলে বৃদ্ধের কুঅভিলাষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, এই হেতুক মনোমধ্যে পবিত্র আত্মার গুণ বিষয়ে প্রমাণ পাইতে বৃদ্ধ লোক অপেক্ষা যুবার অধিক সুযোগ হয়। এই রূপে তাহারা প্রভাত পর্য্যন্ত বসিয়া কথোপকথন করিল।

পরে গৃহস্থেরা সকলে গাত্রোত্থান করিলে *খ্রীষ্টীয়ানী *যাকুব নামে আপন পুত্রকে ধর্ম্মপুস্তকের এক অধ্যায় পাঠ করিতে কহিল; তাহাতে সে *যিশায়িয়ের ৫৩ অধ্যায় পাঠ করিলে পরে *সরলাত্মা জিজ্ঞাসা করিল,

জগত্রাতা শুষ্ক ভূমিহইতে উৎপন্ন চারাস্বরূপ, এবং তাহার রূপ সৌন্দর্য্য কিছুই ছিল না, এমত কথা উক্ত আছে কেন?

* মহোৎসাহ কহিল, প্রথম কথার অর্থ এই, * খ্রীষ্ট যে যিহূদীয় মণ্ডলীহইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে মণ্ডলী তৎকালে ধর্ম্মের তেজ ও গুণরহিত ছিল। আর দ্বিতীয় কথা অবিশ্বাসিদের কথা জানিবা; ফলতঃ অবিশ্বাসিরা পারমার্থিক চক্ষুহীন, আমাদের প্রভুর অন্তঃকরণ দেখিতে পারে না, এই জন্যে তাঁহার সামান্য বাহ্য আকৃতি প্রযুক্ত তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। যেমন কোন অজ্ঞান লোক মৃত্তিকাচ্ছন্ন রত্ন কুড়াইয়া পাইলে সামান্য প্রস্তর বুঝিয়া ফেলিয়া দেয়, সেই রূপ।

অনন্তর গৃহপতি * গায় কহিল, তোমরা এত লোক এখানে আছ, এবং * মহোৎসাহ অস্ত্র ধারণে পটু; অতএব যদি আপনকাদের সম্মতি হয়, তবে আইস আমরা কিঞ্চিৎ আহারাদি করণানন্তর প্রান্তরে গিয়া দেখি, কোন হিতকর্ম্ম করিতে পারি কি না? এই স্থানহইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে * সাধুহন্তা নামে এক বৃহৎকায় থাকে; তাহার বাসস্থান আমি জানি। সে অনেক তস্করের কর্ত্তা, এ অঞ্চলের রাজপথে বড় উপদ্রব করে। অতএব আমরা তাহাকে নষ্ট করিতে পারিলে বড় ভাল হইবে।

এই কথাতে সকলে সম্মত হইলে * মহোৎসাহ ঢাল ও খড়্গ ও শিরস্ত্র এবং অন্য সকলে বড়শা ও লগুড় হস্তে করিয়া চলিল। পরে ঐ বৃহৎকায়ের গহ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল যে * ক্ষীণমনা নামে এক জন তাহার হস্তগত আছে। তাহার দাসেরা সেই ব্যক্তিকে পথহইতে ধরিয়া আনিয়া দিয়াছিল।

ঐ দুরাত্মা মাংসাশী, এই নিমিত্তে তাহাকে খণ্ড ২

করিয়া ভক্ষণ করিবার মানসে তাহার সর্ব্বস্ব লুট করিতেছিল। এমত সময়ে আপন গহ্বরের মুখে শস্ত্রপাণি *মহোৎসাহ ও তাহার সঙ্গিদিগকে দেখিলে, তোমরা কিসের অন্বেষণ করিতেছ? সে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

*মহোৎসাহ কহিল, আমরা তোমার অন্বেষণ করিতেছি। তুমি যে সকল যাত্রিকে রাজপথহইতে বলদ্বারা ধরিয়া বিনাশ করিয়াছ, তাহাদের হত্যার প্রতিফল দিতে আসিয়াছি; অতএব বাহিরে আইস। এই কথা শুনিয়া সে সসজ্জ হইয়া গহ্বরহইতে নির্গত হইলে তাহারা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া তিন চারি দণ্ড পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। পরে বিশ্রামার্থে ক্ষণকাল নিবৃত্ত হইলে ঐ *সাধুহন্তা কহিল, তোমরা আমার ভূমিতে আসিয়াছ কেন?

*মহোৎসাহ উত্তর করিল, পূর্ব্বেই আমি কহিয়াছি, যাত্রিদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে আমরা আসিয়াছি। তাহাতে তাহারা পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিলে সেই বৃহৎকায় *মহোৎসাহকে কিঞ্চিৎ হটিয়া দিল। কিন্তু সে অবিলম্বে স্বমহোৎসাহ বশতঃ পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া ঐ বীরের মস্তকে ও পঞ্জরে এমত আঘাত করিল যে তাহার হস্তহইতে অস্ত্র ভূমিতে পড়িল। পরে *মহোৎসাহ অস্ত্রাঘাতে তাহাকে বধ করণানন্তর তাহার মস্তক হস্তে করিয়া এবং *ক্ষীণমনা নামক যাত্রিকে সঙ্গে করিয়া প্রবাসগৃহে ফিরিয়া গেল। পরে গৃহবাসিদিগকে ঐ মস্তক দেখাইয়া অন্যান্য দুরাত্মার শঙ্কা জন্মাইবার নিমিত্তে তাহাও দণ্ডাগ্রে স্থাপন করিল।

পরে তাহারা *ক্ষীণমনাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি উহার হস্তে কি প্রকারে পড়িয়াছিলা?

সে কহিল, আপনারা দেখিতেছেন, আমি রোগী ব্যক্তি, এবং কালের দূত প্রত্যহ আমার দ্বারে আসিয়া আঘাত

করাতে আমি ভাবিলাম, যে ঘরে থাকিলে আমি কখন স্বাস্থ্য পাইতে পারিব না। এই রূপ চিন্তা করিয়া আমি যাত্রিধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া আমার পৈতৃক জন্মভূমি * অধ্রুব নামক নগরহইতে প্রস্থান করিয়া এ পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছি। আমার শরীরেও বল নাই, এবং মনেও সাহস নাই; কিন্তু হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইলেও আমি স্বর্গযাত্রাতে কাল যাপন করিতে স্থির করিয়াছি। এই পথের অগ্রস্থিত দ্বারে উপস্থিত হইলে তথাকার প্রভু আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অতিথি করিয়া আমার ক্ষীণ শরীর ও দুর্ব্বল মন দেখিয়া কোন মতে অবজ্ঞা করিলেন না; বরং পাথেয় দ্রব্য দান করিয়া কহিলেন, শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যয় রাখ। অপর * অর্থকারকের গৃহে উপস্থিত হইলে তিনিও আমার প্রতি অনেক স্নেহ প্রকাশ করিলেন। এবং * দুর্গম নামক পর্ব্বতে আরোহণ করা আমার দুঃসাধ্য বুঝিয়া তিনি আমাকে এক ভৃত্য দিলেন, সে আমাকে বহন করিয়া পর্ব্বতোপরি লইয়া গেল। এতদ্ভিন্ন যাত্রিগণহইতেও আমি পথমধ্যে নানা মতে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেহই আমার ন্যায় মন্দ২ গমন করিতে সম্মত ছিল না বটে, তথাপি অনেকে আমার নিকট দিয়া গমনকালে আমাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, সুস্থির হও, ক্ষীণমনা লোকদিগকে প্রবোধ দেওয়া আমাদের প্রভুর অভিমত। এই আশ্বাস দিয়া তাহারা আমাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া চলিয়া গেল। অনন্তর যখন আমি ঐ * আক্রমণ গলিতে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন ঐ বৃহৎকায় * সাধুহন্তা আমাকে দেখা দিয়া কহিল, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও। কিন্তু হায়! শক্তিহীন যে আমি, আমার যুদ্ধে কি প্রয়োজন? বরং বলবর্দ্ধক সুপথ্যে আমার প্রয়োজন। তাহাতে সে আসিয়া আমাকে পরাস্ত

করিল, কিন্তু সে আমাকে বধ করিবে, আমার এমত্ত অনুমান হইল না। এবং সে যখন আমাকে আপনার ভয়ঙ্কর গুহায় প্রবেশ করাইল, তখনও আমি তাহার সহিত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক না যাওয়াতে, ভরসা ছিল, আমি বাঁচিয়া পুনর্ব্বার নির্গত হইব। ইহার কারণ এই; আমি শুনিয়াছি, বলদ্বারা ধৃত কোন যাত্রির মন যদি প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে থাকে, তবে সে শত্রুহস্তে বিনষ্ট হয় না, পরমেশ্বরের এই নিয়ম আছে। আমি সর্ব্বস্ব হারাইব, এমত আমার বোধ ছিল, এবং বাস্তবিক সর্ব্বস্বও গিয়াছে; কিন্তু তোমরা দেখিতেছ, আমি প্রাণে বাঁচিয়া আছি। সেই প্রাণরক্ষার আদিকারণ যে প্রভু, এবং উপায়স্বরূপ যে তোমরা, উভয়েরই নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আমার অনেক দুর্ঘটনা যে ঘটিবে, ইহা আমি জানি; কিন্তু আমি এই পণ করিয়াছি, যে দৌড়িতে পারিলে দৌড়িয়া যাইব; দৌড়িতে না পারিলে ধীরে২ চলিব; চলিতে না পারিলে হামাগুড়ি দিয়া যাইব। ধন্য প্রভু, সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিষয় অর্থাৎ আমার পরিত্রাণ সুনিশ্চিত, এবং আমার গন্তব্য পথ সম্মুখে আছে। আর আমি ক্ষীণমনা হইলেও সেতুরহিত নদীর পরপারে আমার অন্তঃকরণ আছে। অতএব যিনি আমাকে প্রেম করিয়াছেন, তাঁহার ধন্যবাদ করি।

অপর বৃদ্ধ *সরলাত্মা জিজ্ঞাসা করিল, *সভয় নামক যাত্রির সহিত পূর্ব্বে তোমার আলাপ ছিল কি না?

*ক্ষীণমনা কহিল, হাঁ, থাকিবে না কেন? সে *ধ্বংস্য নগরের উত্তর দিগে চারি অংশ অন্তরে, এবং আমার জন্মভূমিহইতেও তৎপরিমাণ অন্তরে স্থিত *মূর্খতা নামক নগরের লোক ছিল, তথাপি তাহার সহিত আমার ভাল আলাপ ছিল, কারণ সে আমার খুড়া, এবং আমাদের

দুই জনের স্বভাব ও আকৃতি প্রায় সমান, কেবল আমা অপেক্ষা সে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব ছিল।

*সরলাত্মা কহিল, তুমি তাহাকে জানিতা, ইহা আমি দেখিতেছি; এবং তোমাদের পরস্পর যে সম্পর্ক ছিল, ইহাও সম্ভব বটে, কেননা তাহার তুল্য তোমারও বদন রোগা লোকের ন্যায়, এবং চক্ষুও কিছু টেরা, এবং স্বরও প্রায় সমান।

*ক্ষীণমনা কহিল, যাহারা আমাদের উভয়কেই জানিত, তাহাদের অনেকেই এমত কহিত; এবং তাহার স্বভাবও আমাতে অনেক বর্ত্তিয়াছে, ইহা আমি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি।

এমত সময়ে *গায় কহিল, আইসুন, মহাশয়, সুস্থির হউন; আমি ও আমার গৃহ এ সকলই আপনকার। আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা স্বচ্ছন্দে আজ্ঞা করুন; আমার ভৃত্যগণকে যাহা আদেশ করিবেন, তাহা তাহারা প্রবৃত্ত মনে করিবে।

*ক্ষীণমনা কহিল, হায়! এ আমার কেমন অনপেক্ষিত সৌভাগ্য! ইহা ঘোর মেঘহইতে সূর্য্যপ্রকাশতুল্য। ঐ বৃহৎকায় *সাধুহন্তা যখন আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, তখন আমার এ মঙ্গল বর্ত্তাইতে কি তাহার বাঞ্ছা ছিল? আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া অতিথিসেবক *গায়ের গৃহে আমাকে বিদায় করিতে কি তাহার মনস্থ ছিল? তথাপি আমার এরূপ ঘটিয়াছে।

এই রূপে *ক্ষীণমনা ও *গায় কথোপকথন করিতেছিল, ইতোমধ্যে এক জন বেগে ধাবমান হইয়া দ্বারে আসিয়া ডাকিয়া কহিল, এ স্থানহইতে প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে *অপ্রকৃত নামে এক যাত্রী হঠাৎ বজ্রাঘাতে মরিয়াছে।

তাহা শুনিয়া *ক্ষীণমনা কহিল, হায় ২! সে কি মারা পড়িয়াছে? আমার এ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে অল্প দিনের পথ অবশিষ্ট থাকিতে সে আসিয়া আমার সঙ্গী হইবার বাঞ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। এবং ঐ *সাধুহন্তা যখন আমাকে ধরিল, তখন সে আমার সঙ্গে ছিল, কিন্তু দ্রুতগামী প্রযুক্ত রক্ষা পাইল। এই ক্ষণে বোধ হইতেছে, সে মরিবার জন্যে রক্ষা পাইল, এবং আমি বাঁচিবার নিমিত্তে ধৃত হইলাম।

মৃত্যুকর বলি যারে লোকে করে ভয়।
ঘোর বিপত্তিতে তাহা কভু রক্ষা হয়॥
যেই ঘটনার মুখ মৃত্যুর সমান।
নম্রমনা লোকে সেই বিতরে জীবন॥
হইলাম আমি ধৃত রক্ষা হৈল তার।
ফলিল উহার মৃত্যু জীবন আমার॥

অপর ঐ সময়ে *মথির সহিত *করুণার বিবাহ হইল, এবং *গায় *ফৈবী নাম্নী আপন কন্যাকে *মথির ভ্রাতা *যাকূবকে সম্প্রদান করিল। পরে তাহারা প্রায় দশ দিবস পর্য্যন্ত যাত্রিদের রীত্যনুক্রমে *গায়ের গৃহে আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিল।

অনন্তর তথাহইতে প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত হইলে *গায় তাহাদের নিমিত্তে ভোজ প্রস্তুত করাতে তাহারা ভোজন পান করিয়া আমোদিত হইল। পরে প্রস্থান কালে *মহোৎসাহ ব্যয় সংখ্যার পত্র চাহিবাতে *গায় কহিল, আমার গৃহে ভোজন পানের নিমিত্তে অতিথিদিগের টাকা দিতে হয় না। বৎসর ২ যাত্রিদিগকে আতিথ্য করিতে আমার যত ব্যয় হয়, তাহা পুনরাগমন সময়ে পরিশোধ করিতে দয়ালু শোমিরোণীয় লোক অঙ্গীকার করিয়াছেন। লূক ১০; ৩৪, ৩৫।

* মহোৎসাহ কহিল, হে প্রিয়, তুমি ভ্রাতৃগণের প্রতি, বিশেষতঃ বিদেশি ভ্রাতাদিগের প্রতি যাহা করিয়া থাক, তাহা বিশ্বাসি লোকের যোগ্য। তাহারা মণ্ডলীর সাক্ষাতে তোমার প্রেমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে। তুমি যদি ঈশ্বরের যোগ্যরূপে যাত্রিদিগকে প্রস্থাপন কর, তবে উত্তম কার্য্য করিবা।

তখন * গায় * ক্ষীণমনাকে পথে পান করিবার নিমিত্তে কিঞ্চিৎ পানীয় দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক বিশেষ প্রেম প্রকাশ করিয়া আপন কন্যা ও জামাতাকে চুম্বনাদি করিয়া সকলকে বিদায় করিল।

---

১২ অধ্যায়।

অনন্তর যাত্রিদের দ্বারহইতে বহির্গত হইবার সময়ে * ক্ষীণমনা বিলম্ব করণের লক্ষণ দেখাইলে * মহোৎসাহ কহিল, হে * ক্ষীণমনা, তুমি আমাদের সঙ্গে আইস; আমি তোমারও পথপ্রদর্শক হইব; তুমি ইহাদের সমানাংশী হইবা।

তাহা শুনিয়া * ক্ষীণমনা কহিল, হায় ২! উপযুক্ত সঙ্গী না পাইলে আমি চলিতে পারিব না। আপনারা সকলেই যুবা ও বলবান, কিন্তু আমি অতি বলহীন, ইহা আপনারা দেখিতেছেন; অতএব আমার পীড়াদি প্রযুক্ত পাছে আমি আপনকাদের ভারস্বরূপ হই, এই হেতুক পশ্চাৎ ২ গমন করিতে চাহি। আমার মন অতি ক্ষীণ; অন্য লোকেরা যাহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, তাহা আমার পক্ষে অসহ্যতর হইয়া আমাকে আরও ক্ষীণ করে। দেখ, আমি হাস্য শুনিতে ভাল বাসি না, ও বিচিত্র পরিচ্ছদ দেখিতে পারি না, এবং নিষ্ফল প্রশ্নেও আমার শ্রবণেচ্ছা

নাই। অধিক কি কহিব? আমি এমত দুর্ব্বল লোক, যে কাহাকেও অনিবিদ্ধ কার্য্য করিতে দেখিলে কখন ২ আমার বৈরক্তি জন্মে। অদ্যাপি আমি ধর্ম্মের সকল কথা জানি না। আমি অতি নির্ব্বোধ খ্রীষ্টীয়ান; প্রভুর নামে কাহাকেও আনন্দধ্বনি করিতে শুনিলে কখন ২ আমার মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, কেননা আমি তাহা করিতে পারি না। আমি বলবানদিগের মধ্যবর্ত্তি দুর্ব্বল লোক, কিম্বা সুস্থ লোকদের মধ্যবর্ত্তি পীড়াগ্রস্ত লোক, কিম্বা তুচ্ছীকৃত প্রদীপস্বরূপ; অতএব কি করিব, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। "পিছলিয়া পড়িতে উদ্যত লোক সুখি লোকের দৃষ্টিতে মিটমিটা প্রদীপের ন্যায় হয়।" ধর্ম্মপুস্তকের এই বাক্যই আমার নিদর্শন হইয়াছে।

তাহার এই কথাতে *মহোৎসাহ উত্তর করিল, হে ভ্রাতঃ, ক্ষীণমনাদিগকে সান্ত্বনা দিতে ও দুর্ব্বলদিগের সাহায্য করিতে আমার প্রতি প্রভুর আজ্ঞা আছে, অতএব তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। আমরা তোমার অনুরোধে ধীরে ২ যাইব, ও প্রয়োজন হইলে তোমার সাহায্য করিব, এবং তোমার অপ্রিয় যে কোন মত বা কার্য্য, তাহাহইতে ক্ষান্ত থাকিব; আর সন্দিগ্ধ বিষয়ের বাদানুবাদ তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত করিব না। তোমার অনুরোধে বরং সকলি স্বীকার করিব, কোন মতে তোমাকে পশ্চাৎ ফেলিয়া যাইব না।

এতাবৎ কাল তাহারা *গায়ের দ্বারেতে দাঁড়াইয়া উক্ত প্রকার কথোপকথনে প্রবৃত্ত ছিল, এমত সময়ে *পতনোন্মুখ নামে এক জন যাত্রী যষ্টিদ্বয়ে নির্ভর দিয়া তাহাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাকে দেখিয়া *ক্ষীণমনা কহিল, ওহে, তুমি এ স্থানে কেমন করিয়া আইলা? উপযুক্ত সঙ্গির অভাবে আমি এত ক্ষণ কাতরতা প্রকাশ

করিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার অভিমত সঙ্গী বট। তোমার আগমনে আমি অতি সন্তুষ্ট হইলাম, ভরসা করি আমরা পরস্পরের উপকারী হইতে পারিব।

* পতনোন্মুখ কহিল, আমিও তোমাকে সঙ্গী পাওয়াতে পরমাহ্লাদিত হইলাম। হে মহাশয়, ভাগ্যক্রমে আমাদের এতদ্রূপ মিলন হইয়াছে; আমরা যেন ইহার পরে পরস্পর পৃথক্ না হই, এই নিমিত্তে আমার এক যষ্টি দিই, গ্রহণ কর।

* ক্ষীণমনা কহিল, তোমার এমত শুভাকাংক্ষায় বাধিত হইলাম, কিন্তু আমি তোমার যষ্টি চাহি না, কেননা খোঁড়া না হইতেই খুঁড়িয়া গমন করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আবশ্যক হইলে আমি তাহা লইব। না জানি, কোন সময়ে তদ্দ্বারা কুক্কুরহইতে রক্ষা পাইতে পারিব।

পরে * পতনোন্মুখ কহিল, হে মহাশয়, আমাতে বা আমার যষ্টিতে যখন প্রয়োজন হইবে, তখন আজ্ঞা করিবেন।

তদনন্তর তাহারা সকলে তথাহইতে প্রস্থান করিলে * মহোৎসাহ ও * সরলাত্মা অগ্রে ২ চলিল, তৎপরে * খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার পরিবার চলিল, সকলের শেষে * ক্ষীণমনা ও যষ্টিধারি * পতনোন্মুখ, এই দুই জন চলিল।

অনন্তর * সরলাত্মা * মহোৎসাহকে কহিল, হে মহাশয়, এই ক্ষণে আমরা পথে আছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বকালীয় যাত্রি বিষয়ক কোন ২ হিতজনক কথা কহুন।

* মহোৎসাহ কহিল, আমি সম্মত আছি। পূর্ব্বকালে * নম্রতা নামক উপত্যকাতে * আপল্লুয়োনের সহিত * খ্রীষ্টীয়ানের যে প্রকার সংঘটন হইয়াছিল, এবং * মৃত্যুচ্ছায়া স্থলী দিয়া গমন কালে তাহার যে কষ্ট হইয়াছিল, বোধ হয় সে সকল আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। এত-

ব্যতীত * কামুকী নাম্নী স্ত্রী ও * প্রথম আদম ও * অস-ন্তুষ্ট এবং * লাজুক, এই চারি জন দুর্বৃত্তের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে * বিশ্বাসী নামক যাত্রির যে ২ কষ্ট হইয়াছিল, তাহাও অবশ্য শুনিয়া থাকিবেন।

* সরলাত্মা উত্তর করিল, হাঁ, সে সমস্ত বিষয় শুনি-য়াছি। তাহাদের মধ্যে * লাজুক অক্লান্ত প্রযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশদায়ক হইয়াছিল।

* মহোৎসাহ কহিল, হাঁ, তাহা সত্য; এবং তাহার নাম যে অতি বিপরীত, বিশ্বাসির এই কথা যথার্থ।

অপর * সরলাত্মা জিজ্ঞাসা করিল, হে মহাশয়, * বাচা-লের সহিত * বিশ্বাসী ও * খ্রীষ্টীয়ানের যে স্থানে সা-ক্ষাৎ হইয়াছিল, সে স্থান কোথায়? ঐ * বাচালও মহা খল ছিল।

* মহোৎসাহ কহিল, সে অতি দুঃসাহসী মূঢ় লোক ছিল; তাহার ন্যায় এখনও অনেক লোক আছে।

* সরলাত্মা কহিল, হাঁ, সে * বিশ্বাসিকে প্রায় ভুলা-ইয়াছিল।

* মহোৎসাহ কহিল, সত্য, কিন্তু তাহার ধূর্ত্ততা বুঝিবার এক উত্তম উপায় * খ্রীষ্টীয়ান তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছিল।

অনন্তর যে স্থানে * খ্রীষ্টীয়ান ও * বিশ্বাসির সহিত * মঙ্গলব্যঞ্জক দেখা করিয়া * মায়াহট্টেতে তাহাদের প্রতি কি ২ ঘটিবে তাহা কহিয়াছিলেন, সেই স্থানে আ-সিয়া পৌঁছিলে পথপ্রদর্শক কহিল, দেখ, এই স্থানের মধ্যে * মঙ্গলব্যঞ্জক * খ্রীষ্টীয়ান ও * বিশ্বাসির দেখা পাইয়া * মায়াহট্টে তাহারা কি ২ ক্লেশ পাইবে, তাহা জ্ঞাত করিয়াছিলেন।

* সরলাত্মা কহিল, এই বটে? বুঝি তাহা তাহাদের পক্ষে অতি কঠিন পাঠ বোধ হইয়াছিল।

* মহোৎসাহ কহিল, কঠিন বটে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আশ্বাসও দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তাহারা দুই জন সিংহতুল্য বীর ছিল, তাহাদের সাহস শৈলের ন্যায় অচল ছিল। তাহারা বিচারকর্ত্তার সমীপে কেমন নির্ভয়ে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কি আপনকার স্মরণে আইসে না?

* সরলাত্মা কহিল, হাঁ, আইসে। * বিশ্বাসী অতি ধৈর্য্য পূর্ব্বক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল।

* মহোৎসাহ কহিল, তাহাতে অনেক আশ্চর্য্য ফলও দর্শিয়াছিল, ফলতঃ তাহার মৃত্যু ভোগ দেখিয়া * আশাবান প্রভৃতি কতকগুলীন লোক ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইয়াছিল, এমত জনশ্রুতি আছে।

* সরলাত্মা কহিল, এ সকল বিষয় আপনি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন; অতএব ইহার বৃত্তান্ত আরও কিছু কহুন, শুনিতে বড় প্রয়াস করি।

* মহোৎসাহ কহিল, তবে শুন। * মায়াহট্ট পার হইয়া গেলে পর * খ্রীষ্টীয়ানের সহিত যত লোকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে * বহুচেষ্ট নামে এক ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ধূর্ত্ত ছিল।

* সরলাত্মা জিজ্ঞাসা করিল, ঐ * বহুচেষ্ট কে?

* মহোৎসাহ কহিল, সে এক জন প্রধান শঠ ও পরিপক্ক কপটি লোক ছিল। সে সাংসারিক লোকদের অভিমত ধর্ম্মাচরণ করিত, কিন্তু সে এমন চতুর যে তদ্দ্বারা তাহার কখন কোন হানি বা ক্লেশ হইত না। প্রয়োজন হইলে তাহার নূতন ২ ধর্ম্মমত হইত; এবং এই রূপ মতান্তর করিতে সে যেমন নিপুণ, তাহার স্ত্রীও তেমনি ছিল। অধিক কি কহিব? এক মত পরিত্যাগ করিয়া অন্য মত অবলম্বন করা তাহার সহজ কর্ম্ম ছিল;

এবং এ রীতি যে ভাল তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তে সে বাদানুবাদ করিত। কিন্তু আমি শুনিতে পাই, এত্ত চেষ্টাতে * বহুচেষ্টের শেষদশা অতি মন্দ হইয়াছিল; এবং ঈশ্বরভক্ত লোকদিগের নিকটে তাহার কোন সন্তান যে কখন প্রশংসিত হইয়াছে, এমত কদাচ শ্রবণ করি নাই।

ইত্যবসরে যাত্রিরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দূরহইতে * মায়াহট্ট দেখিতে পাইল। তাহাতে আপনাদিগকে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী দেখিয়া তাহারা কি প্রকারে নগরের মধ্য দিয়া গমন করিবে, এতদ্বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করত এক ২ জন এক ২ প্রকার কথা কহিতে লাগিল। অবশেষে পথপ্রদর্শক কহিল, তোমরা জান আমি যাত্রিদের পথপ্রদর্শক হওয়াতে অনেক বার এই নগরের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত কুপ্রীয় * ম্নাসোন নামক এক প্রাচীন শিষ্যের সহিত আমার পরিচয় আছে; আমরা তাহার গৃহে গিয়া স্বচ্ছন্দে প্রবাস করিতে পারি। তোমাদের যদি অভিমত হয়, তবে চল, আমরা সেই স্থানে গমন করি।

তাহাতে বৃদ্ধ * সরলাত্মা সম্মত হইয়া কহিল, এই পরামর্শ ভাল। এবং * খ্রীষ্টীয়ানী ও * ক্ষীণমনা প্রভৃতি সকলেই তাহাতে সম্মতি দিল।

পরে নগরের প্রান্তভাগে পৌঁছিতে২ দিন অবসান হইল, কিন্তু তাহাতে কোন হানি হইল না, কেননা * মহোৎসাহ ঐ গৃহের পথ ভাল অবগত ছিল।

অনন্তর সেই বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলে * মহোৎসাহ দ্বারে আঘাত করিয়া এক ডাক দিল। সেই শব্দ শ্রবণমাত্রে বৃদ্ধ গৃহপতি তাহাকে চিনিতে পারিয়া অবিলম্বে দ্বার মুক্ত করিয়া দিলে তাহারা সকলে প্রবিষ্ট হইল। পরে গৃহপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,

আপনারা অদ্য কত দূরহইতে আসিয়াছেন? তাহারা কহিল, অদ্য আমাদের মিত্র *গায়ের গৃহহইতে আসিয়াছি। তাহাতে সে কহিল, আঃ! এত পথ! তোমরা অবশ্য শ্রান্ত হইয়া থাকিবা, অতএব বসিয়া বিশ্রাম কর। তাহাতে তাহারা সকলে বসিল।

পরে পথপ্রদর্শক তাহাদিগকে কহিল, হে মহাশয়েরা, কুণ্ঠিত হইও না, বোধ হয় তোমাদের আগমনে আমার এই বন্ধু বড় সন্তুষ্ট আছেন।

তাহা শুনিয়া *ম্নাসোন কহিল, সত্য, আপনকাদিগের শুভাগমনে আমি পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। এই ক্ষণে যাহা২ চাহেন, আজ্ঞামাত্র করুন, আমরা সাধ্যানুসারে সে সকল আহরণ করিয়া দিব।

তাহাতে *সরলাত্মা কহিল, অল্প ক্ষণ হইল আমরা উত্তম আশ্রয়স্থান ও সৎসঙ্গ, এই দুই বিষয়ের ভাবনা করিতেছিলাম; এই ক্ষণে তদুভয়ই প্রাপ্ত হইলাম।

তাহাতে *ম্নাসোন কহিল, এ কেমন আশ্রয়স্থান, তাহা আপনারা দেখিতেছেন; এবং সঙ্গ কি প্রকার, তাহা পরীক্ষাদ্বারা জানা যাইবে।

পরে *মহোৎসাহ কহিল, এই ক্ষণে কি যাত্রিদিগকে স্ব২ শয়নাগারে লইয়া যাইতে পারেন? তাহাতে সে, পারি, এই কথা কহিয়া তাহাদের প্রত্যেককে স্ব২ গৃহ দেখাইয়া দিল; এবং যাবৎ শয়নকাল উপস্থিত না হয়, তাবৎ তাহারা সকলে একত্র বসিয়া ভোজনাদি করিতে পারে, এমত এক প্রশস্ত ভোজশালাও তাহাদিগকে দেখাইয়া দিল।

অপর তাহারা সে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া পথশ্রান্তিহইতে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলে *সরলাত্মা গৃহপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, এ নগরে ধার্ম্মিক লোক আছে কি না?

* ম্নাসোন কহিল, কএক জন আছে; কিন্তু অধার্ম্মিক লোকদের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প জানিবেন।

পরে * সরলাত্মা জিজ্ঞাসা করিল, কি প্রকারে তাহাদের সাক্ষাৎ পাইতে পারি? কেননা সমুদ্রগামি নাবিকদিগের পক্ষে নক্ষত্র ও চন্দ্রের প্রকাশ যদ্রূপ, যাত্রিদের পক্ষে ধার্ম্মিক লোকদের দর্শন তদ্রূপ।

তাহাতে গৃহপতি পদাঘাতদ্বারা শব্দ করাতে * কৃপা নাম্নী তাহার কন্যা উপরে আইলে সে তাহাকে কহিল; হে * কৃপে, তুমি যাইয়া * চূর্ণমনা ও * ধর্ম্মশীল ও * সাধুপ্রিয় ও * অসত্যাশঙ্ক এবং * অনুতাপী, এই কএক জন মিত্রকে কহ, যে অদ্য আমার গৃহে কতকগুলীন বন্ধু আসিয়াছে, তাহারা তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে।

অনন্তর * কৃপা গিয়া তাহাদিগকে এই সংবাদ দিলে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইলে পর পরস্পর নমস্কার ও সম্ভাষানন্তর সকলে একত্র উপবিষ্ট হইল।

পরে * ম্নাসোন কহিল, হে প্রতিবাসি মিত্রেরা, তোমরা দেখিতেছ, কতকগুলীন বিদেশি লোক আসিয়া আমার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই যাত্রী; ইহারা অনেক দূরহইতে আসিয়াছে, এবং * সিয়োন পর্ব্বতে যাইতেছে। পরে সে * খ্রীষ্টীয়ানীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, এ কে, তোমরা জান? ইহার নাম * খ্রীষ্টীয়ানী। * খ্রীষ্টীয়ান নামে যে প্রসিদ্ধ যাত্রী * বিশ্বাসী নামক সঙ্গির সহিত আমাদের এই নগরে ঘোর দৌরাত্ম্য ভোগ করিয়াছিল, এ তাহারই ভার্য্যা।

এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলে চমৎকৃত হইয়া কহিল, * কৃপা যখন আমাদিগকে ডাকিয়াছিল, তখন আমরা যে * খ্রীষ্টীয়ানীকে দেখিতে পাইব, এমত প্রত্যাশা ছিল না; এ আমাদের অনপেক্ষিত সৌভাগ্য। পরে তাহা-

ত্মা *খ্রীষ্টীয়ানীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল, এ যুবা গুলীন আপনার স্বামির পুত্র কি না? তাহাতে *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, হাঁ, ইহারা তাঁহারই সন্তান। ইহা শুনিয়া তাহারা ঐ যুবাদিগকে কহিল, তোমরা প্রেম পূর্ব্বক যে রাজার সেবা করিতেছ, তিনি তোমাদিগকে পিতার সদৃশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গে তাঁহার কাছে লইয়া যাউন।

এই রূপে তাহারা সকলে উপবিষ্ট হইলে পর *সরলাত্মা *চূর্ণমনা প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, এই ক্ষণে আপনকাদের নগর কেমন অবস্থায় আছে?

তাহাতে *চূর্ণমনা কহিল, হট্ট সময়ে এ স্থানে অতিশয় কলরব হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পার। ব্যস্ত সময়ে আমাদের অন্তঃকরণ সুস্থির রাখা বড় কঠিন। যাহারা এমন স্থানে বাস করে, এবং যাহাদিগকে এ নগরস্থ লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, তাহারা প্রতি দণ্ডে সাবধান হইবার নিমিত্তে যেন পুনঃ২ চেতনা পায়, এমত তাহাদের আবশ্যক আছে।

পরে *সরলাত্মা জিজ্ঞাসিল, সে যাহা হউক, এই ক্ষণে তোমাদের প্রতিবাসিরা ক্ষান্ত আছে, কি উপদ্রব করিয়া থাকে?

*চূর্ণমনা কহিল, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহারা এই ক্ষণে অনেক ক্ষান্ত হইয়াছে। *খ্রীষ্টীয়ান ও *বিশ্বাসী, এই দুই জন এখানে যে অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আপনারা জ্ঞাত আছেন; সম্প্রতি এখানকার লোকেরা অনেক শিষ্ট হইয়াছে। বোধ হয়, *বিশ্বাসির রক্তপাত জন্য অপরাধ অদ্যাপি তাহাদের পক্ষে গুরুতর ভারস্বরূপ আছে; কেননা যদবধি তাহাকে দগ্ধ করিয়াছে, তদবধি লজ্জা প্রযুক্ত আর কাহাকেও দগ্ধ করে নাই। তৎকালে পথে গমন করিতে আমাদের সাহস হইত না, কিন্তু

এই ক্ষণে স্বচ্ছন্দে শিরোত্তোলন করিয়া যাইতে পারি। আর তৎকালে খ্রীষ্টের আশ্রিত হওয়া বড় ঘৃণার বিষয় ছিল, এই ক্ষণে আমাদের এই বৃহন্নগরের কোন ২ স্থানে তদ্ধর্ম্ম অতি সম্ভ্রান্তরূপে গণ্য হইয়াছে।

অপর *চূর্ণমনা যাত্রিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনকাদের পথে কিরূপ ঘটনা হইয়াছিল? এবং পল্লীগ্রামের লোকেরা আপনকাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল?

তাহাতে *সরলাত্মা কহিল, পথিকদের প্রতি যেরূপ ঘটিয়া থাকে, আমাদের প্রতিও তদ্রূপ জানিবা। কখন ২ পরিষ্কার, কখন বা অপরিষ্কার পথ পাই; কখন ২ উর্দ্ধগমন, কখন বা অধোগমন করিতে হয়; এই ২ রূপে আমাদের গমনপথের সমতা নাই। বায়ু যে সর্ব্বদা আমাদের অনুকূলে বহে, এমত নয়; এবং পথে যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাহারা যে সকলেই বন্ধু, এমতও নয়। যাত্রায় প্রবৃত্ত হওনাবধি স্থানে ২ আমাদের ভারি ২ আপদ ঘটিয়াছে; এবং পরে বা কি ঘটিবে, তাহাও কহিতে পারি না। "ধার্ম্মিক লোকের ক্লেশ অবশ্যই ঘটিবে," এই যে প্রাচীন বাক্য, ইহা অতি যথার্থ জানিলাম।

*চূর্ণমনা কহিল, আপনি যে আপদের কথা কহিলেন, কহুন দেখি, পথমধ্যে কি ২ আপদ ঘটিয়াছিল?

*সরলাত্মা কহিল, আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আমাদের পথপ্রদর্শক এই *মহোৎসাহকে জিজ্ঞাসা কর। ইনি সমস্ত বৃত্তান্ত ভালরূপে কহিতে পারেন।

এই কথা শ্রবণমাত্রে *মহোৎসাহ কহিতে লাগিল, আমরা পথের মধ্যে তিন চারি বার আক্রান্ত হইয়াছিলাম। প্রথমতঃ *খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার পুত্রেরা দুই দুরাত্মার হস্তে পড়িয়া প্রায় প্রাণ হারায়, এমত বিপদগ্রস্ত

হইয়াছিল। পরে *রক্তপাতী ও *গদাহস্ত এবং *সাধু-হন্তা, এই তিন জন বৃহৎকায় আমাদের উপর আক্রমণ করিল, বরঞ্চ শেষোক্ত *সাধুহন্তার উপরে আমরাই আ-ক্রমণ করিয়াছিলাম। তাহার বিবরণ বলি, শুনুন। আমাদের এবং তাবৎ মণ্ডলীর আতিথ্যকারি *গায়ের গৃহে কিঞ্চিৎ কাল প্রবাস করিলে পরে আমরা এক দিন অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক বাহিরে যাইয়া যাত্রিদের কোন শত্রুর অনুসন্ধান পাই কি না, ইহা দেখিতে স্থির করিলাম। কারণ সেই অঞ্চলে এক জন ভয়ঙ্কর শত্রু বাস করে, ইহা আমরা শুনিয়াছিলাম। সে কোথায় থাকে, তাহা *গায় তদ্দেশ নিবাসি প্রযুক্ত আমাদের অপেক্ষা ভাল জানিত, অতএব তাহাকে অগ্রগামী করিয়া সেই *সাধুহন্তার বাসস্থানের নিকটে যাইয়া এ দিগে ও দিগে উঁকি মারিয়া দেখিয়া শেষে তাহার গুহাদ্বারের উদ্দেশ পাইলাম। তাহাতে আমরা হৃষ্টচিত্ত ও সাহসী হইয়া তাহার গুহার নিকটে যাইয়া দেখিলাম, সে বলদ্বারা আমাদের এই বন্ধু *ক্ষীণ-মনাকে স্বজালে ধরিয়া ইহার প্রাণান্ত করিতে উদ্যত ছিল। কিন্তু আমাদিগকে দেখিয়া সেই দুরন্ত অধিক লভ্যের আ-শাতে লুব্ধ হওয়াতে এই দুর্ভগাকে গুহার মধ্যে রাখিয়া আপনি বাহিরে আইল। তাহাতে আমরা তাহার উপর ঘোর আক্রমণ করিলে সেও আমাদিগকে যথাসাধ্য আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু শেষে সে পরাস্ত হইয়া ভূমিশায়ী হইলে আমরা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া তদনুরূপ দুরাত্মাদিগের ভয় প্রদর্শনার্থে পথের পার্শ্বে ঝুলাইয়া দিলাম। এই বিবরণের সত্যতার প্রতি যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে সিংহের মুখহইতে উদ্ধৃত মেষশাবকস্বরূপ এই *ক্ষীণমনাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

*ক্ষীণমনা কহিল, এই বিবরণ সত্য। আমি শঙ্কা ও

সান্ত্বনা পূর্ব্বক তাহার প্রমাণ পাইয়াছি; ফলতঃ সেই বৃহৎকায়কে আমার অস্থিহইতে মাংস ছিঁড়িতে উদ্যত দেখিলে আমার শঙ্কা হইয়াছিল; পরে আমার উদ্ধারার্থে *মহোৎসাহ এবং তাহার অনুসঙ্গিদিগকে সশস্ত্র হইয়া আসিতে দেখিলে আমার সান্ত্বনা জন্মিয়াছিল।

*ধর্ম্মশীল কহিল, সাহস এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, এই দুই বিষয় যাত্রিদের বড় প্রয়োজনীয়। কেননা সাহস না থাকিলে তাহারা পথের শেষ পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হয় না; এবং আচরণ মন্দ হইলে লোকদের নিকটে যাত্রির নাম পর্য্যন্ত ঘৃণাস্পদ হয়।

পরে *সাধুপ্রিয় কহিল, বোধ হয়, এ প্রকার উপদেশ তোমাদিগকে দেওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু এই পথে এমত অনেক লোক আছে, যাহারা আপনাদিগকে পৃথিবীতে বিদেশী এবং বৈরাগ্যবিশিষ্ট না দেখাইয়া বরং যাত্রাতে বিরক্ত দেখায়।

অপর *অসত্যশঙ্ক কহিল, এ কথা অতি যথার্থ; যাত্রিদের মত তাহাদের বস্ত্রও নাই, এবং সাহসও নাই; তাহারা সোজা হইয়া না চলিয়া বক্র গতিতে যায়; তাহাদের জুতা অসমান ও বস্ত্র ছেঁড়া, ইহাতে তাহারা আপন প্রভুর অপমান জন্মায়।

তৎপরে *অনুতাপী কহিল, ঐ সকল বিষয়ের নিমিত্তে ভাবিত হওয়া তাহাদিগের উচিত। কেননা ঐ প্রকার দোষ ও কলঙ্ক দূর করণদ্বারা যাবৎ পথ পরিষ্কার না হয়, তাবৎ যাত্রিদের মনোবাঞ্ছানুসারে তাহাদের স্বভাব ও যাত্রাধর্ম্ম শোভা পাইতে পারে না।

এই প্রকারে তাহারা সকলে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করত কিছু কাল যাপন করিলে ভোজ প্রস্তুত হইল পরে তাহারা আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে গেল।

তদনন্তর তাহারা ঐ হট্টস্থিত *ম্নাসোনের বাটীতে বহু দিবস অবস্থিতি করিল। তদবসরে সে *কৃপা নাম্নী আপন কন্যা *খ্রীষ্টীয়ানীর পুত্র *শিমূয়েলকে, ও *মার্থা নাম্নী কন্যা *যূষফকে ভার্য্যার্থে সম্প্রদান করিল। আর তৎকালীন ঐ নগরস্থ লোকদের বিপক্ষতা পূর্ব্বের ন্যায় না থাকাতে যাত্রিরা ঐ স্থানে পূর্ব্বোক্তক্রমে অনেক দিবস পর্য্যন্ত বাস করিয়া তন্নগরস্থ অনেক ধার্ম্মিক লোকের সহিত পরিচিত হইয়া সাধ্যানুসারে তাহাদের প্রতি প্রণয় করিতে লাগিল। বিশেষতঃ *করুণা আপন রীতানুসারে দরিদ্রদিগের উপকারার্থে বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক অন্ন বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে দান করিত, তাহাতে তাহারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাহার ধন্যবাদ করিত; এইরূপে *করুণা সেই স্থানেও খ্রীষ্টধর্ম্মের ভূষণস্বরূপ ছিল। এবং *কৃপা ও *ফৈবী ও *মার্থা ইহাদেরও প্রশংসা করা উচিত, কেননা ইহারা অতি শিষ্টপ্রকৃতি হওয়াতে সাধ্যানুসারে লোকদের উপকার করিত। আর উক্ত চারি জন বহুপ্রজা হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত মতে জগতে *খ্রীষ্টীয়ানের নাম রক্ষা পাইবে, এমত সম্ভাবনা হইল।

অপর যাত্রিদের ঐ স্থানে প্রবাস সময়ে বিকটাকার এক জন্তু অরণ্যহইতে নির্গত হইয়া আসিয়া নগরের অনেক লোককে সংহার করিতে, এবং তাহাদের শিশু সন্তানদিগকে কাড়িয়া লইয়া আত্মশাবকদের স্তন্যপানে অভ্যাস করাইতে লাগিল। সে এমত ভয়ঙ্কর, যে নগরবাসি লোকদের মধ্যে কেহ তাহার সম্মুখে যাইতে সাহস করিত না, বরং তাহার আগমনের শব্দমাত্র শ্রবণে সকলেই পলায়ন করিত।

পৃথিবীস্থ তাবৎ জন্তুহইতে ঐ জন্তুর আকার প্রকার বিভিন্ন ছিল। তাহার শরীর নাগের তুল্য, এবং তাহার

সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ ছিল। ঐ জন্তু অনেক ২ শিশুকে নষ্ট করিত, কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সে একটী স্ত্রীলোকের বশীভূত ছিল। ঐ জন্তু মনুষ্যদিগকে ব্যবস্থা দিত; তাহাতে যাহারা আত্মার পরিত্রাণ অপেক্ষা শারীরিক জীবনরক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিত, তাহারা তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া তাহার অধীন হইল।

তখন *মহোৎসাহ, এবং যাত্রিগণের দর্শনার্থে যাহারা *ম্নাসোনের গৃহে আসিত, তাহারা সকলে একপরামর্শ হইয়া ঐ সংহারকারি জন্তুর মুখহইতে নগরস্থ লোকদিগকে মুক্ত করণাভিপ্রায়ে তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে পণ করিল।

অতএব *মহোৎসাহ ও *চূর্ণমনা ও *ধর্ম্মশীল ও *অসত্যশঙ্ক ও *অনুতাপী, এই সকলে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক ঐ জন্তুর সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিল; তাহাতে সে তাহাদিগকে দেখিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত আস্ফালন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা অস্ত্রবিদ্যাতে অতি নিপুণ প্রযুক্ত ঐ জন্তুকে এমন আঘাত করিল, যে সে পরাস্ত হইয়া নিজ আবাসে পলাইয়া গেল। তখন তাহারাও *ম্নাসোনের গৃহে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আইল।

ঐ জন্তু বিশেষ ২ মাসে আপন গহ্বরহইতে বাহির হইয়া নগরস্থ লোকদের বালকগণের প্রতি আক্রমণ করিত। অতএব সেই ২ সময়ে পূর্ব্বোক্ত বীর পুরুষেরা ঐ জন্তুর অপেক্ষা করিয়া তাহার উপর পুনঃ২ আক্রমণ করিত, তাহাতে সে কালক্রমে ক্ষত বিক্ষত ও পঙ্গু হওয়াতে পূর্ব্বানুরূপ নগরস্থ বালকগণের উপর আর উৎপাত করিতে পারিল না। এবং কেহ ২ এমত অনুমান করে, যে ঐ সকল আঘাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে।

এই হিতজনক কার্য্যের নিমিত্তে *মহোৎসাহ ও তা-

হার সঙ্গিগণ ঐ নগরে অতি খ্যাত্যাপন্ন হইল; বিশেষতঃ ধর্ম্মের প্রতি যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, এমত লোকেরাও তাহাদের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল; এতন্নিমিত্তে ঐ নগরে বাস কালে যাত্রিদের প্রতি কেহ বড় দৌরাত্ম্য করিল না। তথাপি পেচকের ন্যায় দিবান্ধ ও পশুর ন্যায় স্থূলবুদ্ধি কএক জন ইতর লোক তাহাদের বীরত্বে ও কার্য্যে মনোযোগ না দিয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিত।

---

১৩ অধ্যায়।

অনন্তর যাত্রিদের গমনকাল উপস্থিত হইলে তাহারা প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিল; বিশেষতঃ বন্ধুগণকে ডাকিয়া আনাইয়া তাহাদের সঙ্গে কথোপকথন করিল, এবং প্রার্থনাদ্বারা নিজ রাজার হস্তে এক জন অন্যকে সমর্পণ করিতে কিছু কাল ব্যয় করিল। এবং তাহাদের বন্ধুগণ আপন২ সাধ্যক্রমে দুর্ব্বল ও বলবান এবং স্ত্রী ও পুরুষ প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় পাথেয় দ্রব্য আনিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত করিল।

পরে প্রস্থান করণ সময়ে তাহাদের বন্ধুগণ নগরহইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যাত্রিদিগকে আগ্‌বাড়ান দিতে গেল। পরে বিদায় কালে তাহারা পরস্পরকে পুনর্ব্বার নিজ রাজার হস্তে সমর্পণ করিলে বন্ধুগণ নগরে প্রত্যাগমন করিল, এবং যাত্রিরাও স্বীয় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফলতঃ সকলের অগ্রে *মহোৎসাহ চলিল; কিন্তু স্ত্রীলোক ও বালকেরা দুর্ব্বল হওয়াতে সকলকেই ধীরে২ যাইতে হইল। তাহাতে *পতনোন্মুখ ও *ক্ষীণমনা অনুরূপ সঙ্গী পাওয়াতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইল।

তন্নগরনিবাসি বন্ধুদের নিকটহইতে বিদায় হওনের

অল্প ক্ষণ পরে ঐ যাত্রিরা *বিশ্বাসির বধস্থানে উপস্থিত হইল; তথায় তাহারা কিঞ্চিৎ কাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া, যিনি *বিশ্বাসিকে ধৈর্য্য পূর্ব্বক হত্যারূপ ক্লেশ সহ্য করণে সক্ষম করিয়াছিলেন, তাঁহার ধন্যবাদ করিল, এবং মৃত্যু-যন্ত্রণাতে *বিশ্বাসির ধৈর্য্যে আপনাদের যে উপকার দর্শিয়াছিল, তাহা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিল।

তদনন্তর তাহারা *খ্রীষ্টীয়ান ও *বিশ্বাসির প্রসঙ্গ করত, এবং *বিশ্বাসির মরণের পর *খ্রীষ্টীয়ানের সহিত *আশাবানের কি প্রকারে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এই বিষয়ের কথোপকথন করত অনেক পথ চলিয়া গেলে পরে রূপার আকর *লভ্য নামক পর্ব্বতের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে *দীমাঃ রূপার আকর দেখিয়া যাত্রাহইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল, এবং *বহুচেষ্টও আকরের গর্ত্তে পড়িয়া নষ্ট হইয়াছিল, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহারা লোভহইতে সাবধান থাকিতে মনে২ স্থির করিল। অনন্তর তাহারা কিঞ্চিৎ অগ্রে যাইয়া *লভ্য পর্ব্বতের সম্মুখে স্থিত পুরাতন স্তম্ভ, অর্থাৎ *সিদোম নগরের ও তন্নিকটবর্ত্তি দুর্গন্ধি হ্রদের অনতিদূরে যে লবণস্তম্ভ আছে, তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তখন ঐ দুই ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞানি ও বুদ্ধিমান লোকেরা লোভান্ধ হইয়া যে এমত স্থানে বিপথগামী হয়, ইহাতে *খ্রীষ্টীয়ানের ন্যায় সেই যাত্রিরাও চমৎকৃত হইল। শেষে তাহারা বিবেচনা করিয়া বুঝিল, লোভি ব্যক্তিদের চক্ষু যদ্দ্বারা মুগ্ধ হয়, তদ্দ্বারা পরের যে অনিষ্ট জন্মিয়াছে, তাহা তাহাদের অতি লঘু বোধ হয়।

অপর আমি দেখিলাম যে যাত্রিরা *রমণীয় নামক পর্ব্বতশ্রেণীর এপারস্থ নদীর তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। ঐ নদীর উভয় পার্শ্বে অতি সুন্দর বৃক্ষ আছে; সেই

বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিলে পীড়া নষ্ট হয়। এবং তথাকার মাঠ সম্বৎসর ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ থাকে, এবং সেই স্থানে যাত্রিরা নিরাপদে শয়ন করিতে পারে। গীত ২৩, ২।

ঐ নদীতীরস্থ মাঠেতে অনেক মেষালয় ছিল, বিশেষতঃ যাত্রিকী স্ত্রীদিগের শিশুরূপ মেষশাবকদের প্রতিপালনার্থে এক বাটী নির্ম্মিত ছিল। আর ঐ শাবকদের প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করণে ও তাহাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া বহন করণে ও গর্ব্ভবতীদিগকে অতি মৃদু গতিতে গমন করাওনে নিপুণ এক জন পালক সেই *বাটীতে ছিলেন, তিনি তাহাদের প্রতিপালনে নিযুক্ত ছিলেন।

অতএব *খ্রীষ্টীয়ানী আপন চারি পুত্রবধূকে পরামর্শ দিয়া কহিল, তোমরা আপন ২ সন্তানগণকে এই প্রতিপালকের হস্তে সমর্পণ কর। এই জল সন্নিহিত গৃহেতে আশ্রয় পাইলে উত্তমরূপে তাহাদের লালন পালন হইবে, এবং ভাবি কালে তাহাদের কেহ হারাণ হইবে না। কেননা ইনি ভ্রান্ত কিম্বা হারাণ সকলকে স্বস্থানে পুনর্ব্বার আনয়ন করিবেন, এবং ভগ্নাঙ্গের ক্ষত বান্ধিয়া দিবেন, ও পীড়িতদিগকে সুস্থ করিবেন। এখানে তাহাদের অন্ন বস্ত্রের অভাব কদাচ হইবে না, এবং এই স্থানে তাহারা দস্যু ও তস্করহইতে রক্ষা পাইবে; কেননা ইহাঁর নিকটে যাহারা গচ্ছিত আছে, প্রাণ থাকিতে তাহাদের এক জনকেও নষ্ট হইতে দিবেন না। আর দেখ, এই স্থানে তাহারা উত্তম শিক্ষা ও চেতনা পাইয়া সৎপথে গমন করিতে সুশিক্ষিত হইবে; ইহা সামান্য লাভ নয়। অধিকন্তু তোমরা দেখিতেছ, এ স্থানে অতি মিষ্ট জল ও রমণীয় মাঠ ও সুগন্ধি পুষ্প এবং সুপথ্য ফলোৎপাদক নানা প্রকার বৃক্ষ আছে। *বাল্সিবূবের উদ্যানস্থ বৃক্ষের শাখা ভিত্তির উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়াতে *মথি যে ফল খাই-

য়াছিল, সেই ফলের ন্যায় এই ফল নয়, বরং ইহা অসুস্থের স্বাস্থ্যজনক ও সুস্থের স্বাস্থ্যবর্দ্ধক জানিবা।

অতএব তাহারা এই পরামর্শ গ্রাহ্য করিয়া ঐ ব্যক্তির হস্তে আপন ২ সন্তানদিগকে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল। বিশেষতঃ ঐ স্থান দুর্ব্বল ও পিতৃহীন শিশুদের আশ্রয়-স্থান হওয়াতে তাহাদের ভরণ পোষণ জন্য ব্যয় রাজ-কোষহইতে দত্ত হইবে, ইহা শুনিয়া তাহারা আরও সন্তুষ্ট হইল। তদনন্তর তাহারা পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

পরে যে শিঁড়ি দিয়া *খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার সঙ্গি *আশাবান উঠিয়া *উপপথ নামক মাঠে প্রবেশ করণা-নন্তর বৃহৎকায় *আশাভঙ্গ কর্তৃক ধৃত হইয়া *সংশয়দুর্গে বদ্ধ হইয়াছিল, যাত্রিরা যখন সেই শিঁড়ির নিকটে উপ-স্থিত হইল, তখন কি কর্ত্তব্য তাহা বসিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। ফলতঃ তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, আ-মরা এত লোক, এবং আমাদের অগ্রগামী *মহোৎসাহ এমন মহাবীর, যে বোধ হয় সেই দুরন্তের উপরে আক্র-মণ করিলে তাহার গড় ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যে কারাবদ্ধ যাত্রি-দিগকে মুক্ত করা আমাদের সাধ্য। অতএব আইস, আ-মরা অগ্রে তাহাই করি, পরে স্বপথে পুনরায় গমন করিব। তাহাতে এক জন কহিল, অপবিত্র ভূমিতে গমন করা কি উচিত? আর এক জন কহিল, আমাদের অভিপ্রায় যদি ভাল হয়, তবে উচিত বটে। শেষে *মহোৎসাহ কহিল, শেষোক্ত বাক্য সর্ব্বথা গ্রাহ্য তাহা নহে; কিন্তু পাপের প্রতিরোধ ও মন্দের পরাজয় ও বিশ্বাসরূপ উত্তম যুদ্ধ করিবার আজ্ঞা আমাকে দত্ত হইয়াছে। ঐ *আশাভঙ্গ ব্যতিরেকে আর কাহার সহিত সেই উত্তম যুদ্ধ করিব? অতএব আমি এক বার তাহার প্রাণ ও গড় নষ্ট করিতে চেষ্টা করি। আমার সঙ্গে

কে ২ যাইবা? কহ। তাহাতে বৃদ্ধ *সরলাত্মা কহিল, আমি যাই। আর *মথি ও *শিমূয়েল ও *যাকুব এবং *যূষফ, *খ্রীষ্টীয়ানীর এই চারি পুত্র কহিল, আমরাও যাই, কেননা তাহারা তখন যুবা ও বলবান হইয়াছিল। এই রূপ যুক্তি করণানন্তর আপনারা যাবৎ ফিরিয়া না আইসে, তাবৎ স্ত্রীলোকদিগকে রাজপথে রাখিয়া তাহাদের রক্ষার্থে *ক্ষীণমনাকে ও যষ্টিধারি *পতনোন্মুখকে নিযুক্ত করিয়া গমন করিল। কেননা সেই দুরন্ত *আশাভঙ্গের গড় যদ্যপি নিকটবর্ত্তী ছিল, তথাপি রাজপথে থাকাতে ঐ স্ত্রীলোকদের রক্ষার্থে কোন ক্ষুদ্র বালককে নিযুক্ত করিলে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে থাকিত।

অপর *মহোৎসাহ ও বৃদ্ধ *সরলাত্মা এবং উক্ত চারি যুবা পুরুষ বৃহৎকায় *আশাভঙ্গের অন্বেষণে *সংশয়-দুর্গের দিগে গমন করিতে লাগিল। পরে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে প্রবেশ করণের চেষ্টাতে অতি উচ্চৈঃশব্দে আঘাত করিতে লাগিল; তাহাতে ঐ বৃদ্ধ বীর *শঙ্কা নাম্নী আপন স্ত্রীর সমভিব্যাহারে দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে? বৃহৎকায় *আশাভঙ্গকে এমত বিরক্ত করিতে কাহার দুঃসাহস আছে? তাহাতে *মহোৎসাহ উত্তর করিল, স্বর্গীয় রাজধানীতে গমনকারি যাত্রিদের পথ-প্রদর্শকরূপে নিযুক্ত *মহোৎসাহ নামে রাজভৃত্য আমি। অতএব আমার প্রবেশার্থে এই দণ্ডে দ্বার খুলিয়া দেও, এবং সংগ্রামার্থে সসজ্জ হও, কেননা তোমার শিরশ্ছেদন করিতে এবং তোমার এই *সংশয়দুর্গ ভাঙ্গিতে আমি আসিয়াছি।

ঐ কথা শুনিয়া *আশাভঙ্গ চিন্তা করিল, আমি বৃহৎ-কায়, আমাকে পরাস্ত করিতে মনুষ্যের সাধ্য কি? পূর্ব্বে আমি কোন ২ স্বর্গদূতকে পরাভব করিয়াছি, অতএব এখন

এই *মহোৎসাহ কি আমাকে ভয়ার্ত্ত করিবে? ইহা ভাবিয়া সে সজ্জীভূত হইয়া, অর্থাৎ মস্তকে লৌহ শিরস্ত্র এবং বুকে অগ্নিময় বুকপাটা এবং চরণে লৌহ পাদুকা দিয়া অতি বড় এক লগুড় হস্তে করিয়া দুর্গহইতে বহির্গত হইল। তখন ঐ ছয় ব্যক্তি তাহাকে অগ্র পশ্চাৎ ঘেরিয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহাতে *শঙ্কা নাম্নী তাহার পত্নী স্বামির সাহায্যার্থে নিকটে আইলে বৃদ্ধ *সরলাত্মা তাহাকে একাঘাতে কাটিয়া ফেলিল। অনন্তর উভয় পক্ষ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে২ শেষে বৃহৎকায় *আশাভঙ্গ ভূমিতে পতিত হইল, কিন্তু প্রাণত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইল না। তাহাতে সে মরিলেও মরিবে না, এমত ভয় জন্মিল, কিন্তু অবশেষে *মহোৎসাহ তাহার মৃত্যুর কারণ হইল, কেননা সে যাবৎ তাহার মস্তক ছেদন না করিল, তাবৎ ক্ষান্ত হইল না।

পরে তাহারা *সংশয়দুর্গ ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল। *আশাভঙ্গের মৃত্যু হওয়াতে সেই কার্য্য অতি সহজ ছিল, তথাপি তাহাতে সপ্ত দিন লাগিল। দুর্গমধ্যে খাদ্যাভাবে মৃতকল্প *নিরাশ নামক এক জন ও *ভয়াকুলা নাম্নী তাহার কন্যা এই যে দুই যাত্রী কারাবদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে তাহারা জীবৎ পাইয়া উদ্ধার করিল। এতদ্ভিন্ন গড়ের উঠানে প্রক্ষিপ্ত অনেক মৃত মনুষ্যের দেহ এবং কারাকূপে রাশীকৃত মাথার খুলি এবং অস্থি দেখিয়া তাহারা অতি চমৎকৃত ও শোকান্বিত হইল।

অনন্তর *মহোৎসাহ ও তাহার অনুচরেরা ঐ মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া *নিরাশকে এবং *ভয়াকুলা নাম্নী তাহার কন্যাকে রক্ষা করিতে স্বীকার করিল, যেহেতুক তাহারা ঐ দুরাত্মা *আশাভঙ্গের *সংশয়দুর্গে বদ্ধ থাকিলেও ধার্ম্মিক লোক ছিল। পরে তাহারা ঐ বৃহৎকায়ের

কবন্ধ প্রস্তররাশির নীচে পুঁতিয়া তাহার মুণ্ড হস্তে লইয়া রাজপথে অপেক্ষাকারি আত্মীয়গণের নিকটে আসিয়া আপনাদের কৃত কার্য্য দেখাইল। তাহাতে * আশাভঙ্গের মস্তক দেখিয়া * ক্ষীণমনা ও * পতনোন্মুখ অতিশয় আমোদ করিতে লাগিল। তাহাদের এমন আনন্দ দেখিলে * খ্রীষ্টীয়ানী ও তাহার পুত্রবধূ * করুণা বীণা প্রভৃতি বাদ্যবাদনে নিপুণ হওয়াতে তাহা বাজাইতে লাগিল, তাহাতে * পতনোন্মুখ ঐ * নিরাশের * ভয়াকুলা নাম্নী কন্যার হস্ত ধরিয়া রাজপথে নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্য করণার্থে যদ্যপি তাহাকে যষ্টিতে অবলম্বন করিতে হইল, তথাপি সে তালে২ এমত পা ফেলিতে লাগিল, এবং ঐ কন্যাও বাদ্যানুসারে এমত নাচিল, যে তাহা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। সেই নৃত্য বাদ্যাদিতে * নিরাশের তাদৃশ তৃপ্তি জন্মিল না; কেননা ক্ষুধায় মৃতকল্প হওয়াতে সে নৃত্য অপেক্ষা বরং আহার করণের আকাঙ্ক্ষী ছিল। অতএব * খ্রীষ্টীয়ানী তাহার প্রাণ জুড়াইতে প্রথমে নিজ শিশিহইতে কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষারস পান করাইল, পরে তাহার জন্যে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আহার করাইল, তাহাতে ঐ বৃদ্ধ পুনর্জীবিতের ন্যায় হইয়া বল পাইতে লাগিল।

ঐ সমস্ত ব্যাপার সমাপ্ত হইলে পর আমি স্বপ্নেতে দেখিলাম, ভাবি কালে যেন কোন পথিক * আশাভঙ্গের ভূমিতে প্রবিষ্ট না হয়, এই নিমিত্তে * খ্রীষ্টীয়ান যে স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিল, তাহার সম্মুখে অথচ রাজপথের পার্শ্বে * মহোৎসাহ এক বৃহৎ বাঁশ পুঁতিয়া ঐ * আশাভঙ্গের মস্তক তাহাতে টাঙ্গাইয়া দিয়া তাহার নীচে এক প্রস্তরখণ্ডে এই পদ্য লিখিয়া দিল, যথা,

পূর্ব্বকালে এই স্থানে ছিল এক বীর।
আশাভঙ্গ তার নাম বিকটশরীর॥

শুনিয়া যাহার নাম লোকে লাগে ভয়।
তাহার মস্তক এই জানিবা নিশ্চয়॥
সংশয় নামক গড়ে করিত নিবাস।
সম্পূর্ণরূপেতে তাহা হয়েছে বিনাশ॥
শঙ্কা নামে এক ভার্য্যা আছিল তাহার।
মহোৎসাহ বীর তারে করিল সংহার॥
নিরাশ নামেতে এক যাত্রী ক্ষীণাকার।
ভয়াকুলা নামে খ্যাতা দুহিতা তাহার॥
এই দুই মানবেরে করিবারে ত্রাণ।
মহোৎসাহ মহাবীর্য্য করিল বিধান॥
কেহ যদি এ বিষয়ে করয়ে সংশয়।
দৃষ্টি মাত্রে দ্বিধা মন ঘুচিবে নিশ্চয়॥
দেখ করিতেছে নৃত্য ভীত যে খঞ্জেরা।
মুণ্ড হেরি ভয়ে মুক্ত হয়েছে তাহারা॥

পূর্ব্বোক্তরূপে *সংশয়দুর্গ নষ্ট করণে এবং বৃহৎকায় *আশাভঙ্গকে বধ করণে যাত্রিদের বীরত্ব প্রকাশ পাইলে পরে যাত্রিরা পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিল। অপর যে স্থানে *খ্রীষ্টীয়ান এবং *আশাবান বিবিধ সুখ ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, সেই *রমণীয় পর্ব্বতে তাহারাও আসিয়া পৌঁছিল। পরে তথাকার মেষপালকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহারা পূর্ব্বে *খ্রীষ্টীয়ানের যে রূপ সম্মান করিয়াছিল, সেই রূপ এই ক্ষণে যাত্রিদিগকে সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিল। *মহোৎসাহের সহিত মেষপালকদের পূর্ব্বাবধি পরিচয় থাকাতে তাহারা তাহার পশ্চাদ্গামি অনেক লোককে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল, হে মহাশয়, আপনকার সমভিব্যাহারে অনেক লোক দেখিতেছি, ইহাদিগকে আপনি কোথায় পাইলেন? তাহাতে *মহোৎসাহ উত্তর করিল, যথা,

এই দেখ খ্রীষ্টীয়ানী সহ পরিজন।
চারি পুত্র আর তাঁর পুত্রবধূগণ॥
তারা নাবিকের ন্যায় ধ্রুব লক্ষ্য করে।
এই রূপে স্থির মনে স্বপথ ঠাহরে॥
পাপহৈতে কৃপা প্রতি করে পলায়ন।
নতুবা এখানে নাহি আসিত কখন॥
তার পরে সরলাত্মা বৃদ্ধ মহাশয়।
অপিচ পতনোন্মুখ জানিবা নিশ্চয়॥
যাত্রী হয়ে এই দেখ করিছে গমন।
অসংশয় ইহাদের অকপট মন॥
দেখ এই ক্ষীণমনা সেই রূপ নর।
তার ইচ্ছা নাহি ছিল থাকিতে অন্তর॥
নিরাশ নামক যাত্রী আসিতেছে পরে।
ভয়াকুলা নামে নিজ কন্যা সঙ্গে করে॥
এই স্থানে আমরা কি আতিথ্য পাইব।
অথবা অগ্রেতে গিয়া সন্ধান করিব॥
কি করিতে হইবেক কহুন বিশেষ।
তাহাই জানিলে তবে কার্য্য করি শেষ॥

ইহা শুনিয়া মেষপালকেরা কহিল, আপনকার এই সঙ্গিরা সকলে সজ্জন; আমাদের এই স্থানে তোমরা অবশ্য স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পার। এখানে বলবান ও দুর্ব্বল উভয়েরই উপযোগি সামগ্রী প্রস্তুত আছে। কেননা ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম লোকের প্রতিও আমাদের রাজার কৃপাদৃষ্টি আছে; অতএব দুর্ব্বলতাকে আমাদের গ্রহণের প্রতিবন্ধক জ্ঞান করি না। তদনন্তর মেষরক্ষকেরা যাত্রিদিগকে অট্টালিকার দ্বারের নিকটে লইয়া যাইয়া কহিল, হে * ক্ষীণমনা, হে * পতনোন্মুখ, হে * নিরাশ, হে * ভয়াকুলে, তোমরা ভিতরে আইস। পরে তাহারা পথ-

প্রদর্শককে কহিল, হে বন্ধো, আমরা এই দুর্ব্বলদিগের নাম ধরিয়া ডাকিলাম, কেননা এই প্রকার লোকেরা আসিতে সন্দেহ করে। কিন্তু তোমাকে ও আর২ বলবান-দিগকে নাম ধরিয়া ডাকিবার প্রয়োজন নাই; তোমরা যথাবিহিত জ্ঞাত আছ। তখন *মহোৎসাহ কহিল, আমি অদ্য দেখিতেছি, প্রভুর অনুগ্রহেতেই তোমাদের মুখ প্রসন্ন আছে; তোমরা আমার প্রভুর প্রকৃত মেষ-পালক। যেহেতুক তোমরা এই দুর্ব্বলদিগকে দূর করিয়া না দিয়া বরং বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত তাহাদের পথ পুষ্পে-তে শোভিত করিয়া দিয়াছ।

অনন্তর ঐ পীড়িত দুর্ব্বলেরা অগ্রে প্রবিষ্ট হইলে *মহোৎসাহ ও আর২ সকলেই প্রবেশ করিল। পরে সকলে উপবিষ্ট হইলে মেষপালকেরা দুর্ব্বলদিগকে জি-জ্ঞাসা করিল, তোমরা কি খাইতে চাও? বল; যেহেতুক দুর্ব্বলদিগের ভরণপোষণার্থে ও অশান্তদিগকে চেতনা দা-নার্থে সকল কার্য্য করা আমাদিগের উচিত। এই কথা কহিয়া তাহারা তাহাদের নিমিত্তে লঘুপাক অথচ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর দ্রব্যের ভোজ প্রস্তুত করিয়া দিলে তাহারা ভোজন পান করিয়া স্ব২ নিরূপিত স্থানে যাইয়া শয়ন করিল।

তথায় আগত যাত্রিদিগকে কোন২ অদ্ভুত বিষয় দে-খাইতে সেই মেষপালকদের প্রথা ছিল; অতএব পর-দিবস আকাশ অতি নির্ম্মল ও তথাকার পর্ব্বত সমস্ত উচ্চ হওয়াতে যাত্রিরা প্রাতঃকালে আহার করিয়া প্রস্তুত হইবামাত্র মেষপালকেরা তাহাদিগকে বাহিরে লইয়া গিয়া পূর্ব্বে *খ্রীষ্টীয়ানকে যাহা দেখাইয়াছিল, প্রথমে তাহা দেখাইল; তদনন্তর তাহাদিগকে কোন২ নূতন স্থানে লইয়া গেল। ফলতঃ প্রথমে তাহাদিগকে

*চিত্রগিরিতে লইয়া গেল; সেই স্থানে স্ববাক্যদ্বারা পর্ব্বতকে নৃত্য করাইতেছে, এমত এক ব্যক্তিকে দূর-হইতে দেখিতে পাইয়া তাহারা মেষপালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, উনি কে? আর উঁহার কার্য্যের অভিপ্রায় বা কি? তাহাতে তাহারা কহিল, যাত্রিকের গতির প্রথম ভাগে *মহানুগ্রহ নামক যে ব্যক্তির কথা লিখিত আছে, উনি তাঁহার পুত্র। আর পথে স্থিত বাধারূপ পর্ব্বত সকলকে বিশ্বাসদ্বারা সমান কিম্বা স্থানান্তর করিতে পারা যায়, যাত্রিদিগকে এই শিক্ষা দিবার নিমিত্তে উনি ঐ স্থানে নিযুক্ত আছেন। তাহাতে *মহোৎসাহ কহিল, আমি উঁহাকে জানি; উনি অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক জন।

তৎপরে মেষপালকেরা যাত্রিদিগকে *শুদ্ধগিরি নামে অন্য এক স্থানে লইয়া গেল। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল, যে শুভ্র বস্ত্র পরিহিত কোন ব্যক্তির গাত্রে *অবিচার ও *মৎসর নামে দুই জন অনবরত কর্দ্দম ক্ষেপণ করিতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অবিলম্বে সে কর্দ্দম ঝরিয়া পড়িলে তাহার বস্ত্রে যেন কখন ধূলীমাত্র প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, এমত নির্ম্মল দেখাইল। তাহা দেখিয়া যাত্রিরা জিজ্ঞাসা করিল, ইহার তাৎপর্য্য কি? মেষপালকেরা উত্তর করিল, উহার নাম *ধার্ম্মিক, এবং উহার বস্ত্র চরিত্রের শুদ্ধতাস্বরূপ জানিবা। যাহারা উহার গাত্রে কর্দ্দম ক্ষেপণ করিতেছে, তাহারা তাহার সদাচরণে বিরক্ত লোক। তোমরা দেখিতেছ, ঐ কর্দ্দম তাহার বস্ত্রে লাগিয়া থাকে না; তাহার তাৎপর্য্য এই, শুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি অপবাদ আরোপিত হইলে তাহা সাব্যস্ত হয় না। যে ব্যক্তি শুদ্ধ লোকদিগকে সকলঙ্ক করিতে চেষ্টা করে, তাহার চেষ্টা বিফল

হয়। কেননা অবিলম্বে পরমেশ্বর দীপ্তির ন্যায় তাহাদের ধর্ম্ম ও মধ্যাহ্নের ন্যায় তাহাদের যথার্থতা প্রকাশ করিবেন।

তদনন্তর তাহাদিগকে *দয়াগিরি নামক আর এক পর্ব্বতে লইয়া যাওয়াতে তাহারা দেখিল যে তথায় এক ব্যক্তি এক থান বস্ত্র কাটিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান দরিদ্র লোকদের নিমিত্তে পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিতেছিল; কিন্তু সেই থান কিছু মাত্র হ্রাস হইল না। তখন তাহারা কহিল, ইহার মর্ম্ম কি? মেষপালকেরা কহিল, ইহার ভাব এই। আপন শ্রমোপার্জ্জিত ধনের অংশ দরিদ্রদিগকে দান করিতে যাহার মন প্রবৃত্ত আছে, তাহার ধনাভাব কখন হয় না। জলসেচনকারি ব্যক্তি জলেতে সিক্ত হয়। দেখ, ঐ বিধবা এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে যে ক্ষুদ্র পিষ্টক দিয়াছিল, তাহা দেওয়াতে তাহার জালাতে ময়দার হ্রাস হয় নাই।

অনন্তর মেষপালকেরা যাত্রিদিগকে অন্য স্থানে লইয়া গেলে তাহারা দেখিল যে *মূঢ় ও *বুদ্ধিবর্জ্জিত নামে দুই ব্যক্তি এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে গৌরবর্ণ করিবার নিমিত্তে তাহার অঙ্গ ধৌত করিতেছিল; কিন্তু তাহারা যত প্রক্ষালন করিল, ততই সে আরও কৃষ্ণবর্ণ হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া যাত্রিরা মেষপালকদিগকে জিজ্ঞাসিল, ইহার ভাব কি? তাহারা কহিল, অধম লোকের গতি এই রূপ জানিবা। তাহার সুখ্যাতি সংস্থাপনার্থে যত চেষ্টা করা যায়, তদ্দ্বারা সে অবশেষে আরো ঘৃণার্হ হইয়া উঠে। ফিরূশিদিগের এই রূপ গতি হইয়াছিল, এবং অন্য সকল কপটি লোকেরও হইবে।

পরে *মথির ভার্য্যা *করুণা আপন শাশুড়ী *খ্রীষ্টীয়ানীকে কহিল, ও মা, যদি অনুমতি হয়, তবে ঐ পর্ব্বতের গহ্বর, অর্থাৎ নরকগামি উপপথ নামে যে একটা

দ্বার উহার মধ্যে আছে, তাহা দেখিতে আমি বাঞ্ছা করি। এই কথা *খ্রীষ্টীয়ানী মেষপালকদিগকে অবগত করাইলে তাহারা পর্ব্বতপার্শ্বস্থ সেই গহ্বরের মধ্যে *করুণাকে লইয়া গিয়া তাহার দ্বার মোচন করিয়া কহিল, ক্ষণেক কাল কাণ পাতিয়া শুন। তাহাতে সে কাণ দিয়া গহ্বরস্থ এক জনকে কহিতে শুনিল, আমার পিতা শাপগ্রস্ত হউক, কেননা সে পরিত্রাণের শুভ পথে যাইতে আমাকে বারণ করিয়াছে। আর এক জন কহিতে লাগিল, হায়২! শারীরিক প্রাণরক্ষার আশাতে মনের পরিত্রাণ অগ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে আমার দেহ খণ্ড২ হইলে আমার ভাল হইত। পরে আর এক জন কহিল, যদি পুনর্ব্বার আমার মানবজন্ম হইতে পারে, তবে এ স্থানে যেন আসিতে না হয়, তন্নিমিত্তে যত দুঃখ হউক, সকলি স্বীকার করিব। এই সকল শুনিতে২ যেন ত্রাসযুক্তা *করুণার পদতলস্থ ভূমি আর্ত্তনাদ করত কাঁপিতে লাগিল; তাহাতে যুবতীর মুখ পাঙ্গাশবর্ণ হইল, ও সে তথাহইতে প্রত্যাগমন করিয়া কাঁপিতে২ কহিতে লাগিল, ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে যাহাকে এই স্থানে আসিতে না হয়, সেই ধন্য।

উক্ত সমস্ত বিষয় দেখাইলে পরে মেষপালকেরা যাত্রিদিগকে পুনর্ব্বার অট্টালিকায় লইয়া গিয়া সাধ্যানুসারে তাহাদের আতিথ্য করিল। তখন *করুণা যুবতী ও গর্ব্ভবতী ছিল, এই জন্যে সেই স্থানের কোন এক দ্রব্যে তাহার লোভ জন্মিল; কিন্তু লজ্জায় তাহা চাহিতে পারিল না। পরে তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে অসুস্থার ন্যায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হইয়াছে? সে কহিল, ভোজনশালায় একটা আর্শি টাঙ্গান আছে; তাহার উপর আমার মন পড়িয়াছে। সেটা যদি আমি না পাই, তবে বোধ হয়, আমার গর্ব্ভ নষ্ট হইবে। তাহাতে *খ্রী-

ষ্টীয়ানী কহিল, ভাল, এ কথা আমি মেষপালকদিগকে জানাই; বোধ করি, তাহারা তাহা দিতে অস্বীকার করিবে না। সে কহিল, আমি যে তাহা চাহি, ইহা তাহারা জানিলে আমার লজ্জা হইবে। কিন্তু *খ্রীষ্টীয়ানী কহিল, না গো মা, এমত দ্রব্য আকাঙ্ক্ষা করা লজ্জার বিষয় নহে, বরং প্রশংসার বিষয়। তখন *করুণা কহিল, ও মা, তবে তাহারা তাহা বিক্রয় করিতে সম্মত হয় কি না, তাহা আপনি অনুগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করুন।

ঐ দর্পণ সহস্রের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছিল। তাহার এক পার্শ্বে দৃষ্টি করিলে দর্শনকারির অবিকল আকৃতি দেখা যায়। আর অন্য পার্শ্ব ফিরাইলে যাত্রিদের রাজার সুস্পষ্ট মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। আর কি আশ্চর্য্য! যাহারা এ বিষয়ে তৎপর, তাহাদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, যে ঐ দর্পণে তাহারা রাজার মস্তকের কন্টকমুকুট, এবং তাঁহার হস্ত পাদ ও কুক্ষিদেশের ক্ষত পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়াছে। অধিক কি কহিব? ঐ দর্পণের এমত গুণ আছে, যে তাহাতে দর্শকেরা কি মৃত্যুদশাতে, কি জীবদ্দশাতে, কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, কি হীনাবস্থাতে, কি ঐশ্বর্য্যভোগে, কি দুঃখের পথে, কি রাজত্বের প্রতাপে, যে কোন অবস্থাতে প্রভুকে দেখিতে চায়, সেই অবস্থায় তাঁহার দর্শন পায়।

অতএব *জ্ঞানী ও *পরীক্ষিত ও *সচেতন ও *সরল এতন্নামক ঐ চারি মেষপালকের নিকটে *খ্রীষ্টীয়ানী একাকিনী যাইয়া কহিল, আমার এক গর্ব্ভিণী পুত্রবধূ আপনকাদের এই গৃহস্থিত কোন দ্রব্য পাইতে বাঞ্ছা করে। আর সে বোধ করে, আপনারা তাহা না দিলে তাহার গর্ব্ভস্রাব হইতে পারে। তাহা শুনিয়া *পরীক্ষিত কহিল, ভাল, তাহাকে ডাক। আমাদের দিতে সাধ্য হইলে সে তাহা অবশ্য পাইবে। তাহাতে সে তাহাকে ডাকা-

ইলে তাহারা কহিল, হে * করুণে, তুমি কোন্ দ্রব্য চাহ? বল। তখন সে ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া কহিল, ভোজশালায় টাঙ্গান যে বৃহৎ দর্পণআছে, আমি তাহা চাহি। তাহাতে * সরল ত্বরায় যাইয়া তাহা আনিলে সকলে অতি সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে দান করিল। তখন * করুণা প্রণাম ও স্তুতি করিয়া কহিল, ইহাতে বুঝিলাম, আমি আপনকাদের অনুগ্রহপাত্র হইয়াছি।

অনন্তর মেষপালকেরা অন্যান্য যুবতীদিগকেও স্ব২ অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিল। আর তাহাদের স্বামিরা বৃহৎকায় * আশাভঙ্গের প্রাণ ও * সংশয়দুর্গ নামক গড় নষ্ট করণে * মহোৎসাহের যে সাহায্য করিয়াছিল, তজ্জন্যে তাহাদেরও অনেক প্রশংসা করিল।

পরে মেষপালকেরা * খ্রীষ্টীয়ানী এবং তাহার চারি বধূর গলায় হার ও কর্ণে কুণ্ডল ও কপালে সিঁতি পরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বিভূষিতা করিল।

তদনন্তর যাত্রিরা তথাহইতে প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলে মেষপালকেরা তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে বিদায় করিল। কিন্তু * খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার সঙ্গিকে পূর্ব্বে যে২ পরামশ দিয়াছিল, ইহাদিগকে তাহা দিল না; কারণ ইহাদের সঙ্গে পথপ্রদর্শক * মহোৎসাহ ছিল; সে পথের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হওয়াতে উপযুক্ত সময়ে, অর্থাৎ সঙ্কট নিকটবর্ত্তী হইলে, ঐ সমস্ত পরামর্শ এই যাত্রিদিগকে দিতে পারক ছিল। ইহাতে * খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার সঙ্গি অপেক্ষা ইহারা অধিক ভাগ্যশালী ছিল, কেননা মেষপালকেরা যে২ পরামর্শ দিয়াছিল, তাহা প্রয়োগকালে ঐ * খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার সঙ্গী বিস্মৃত হওয়াতে আর মনে করিতে পারিল না।

তথাহইতে বিদায় হইলে তাহারা এই রূপ গান করিতে২ গমন করিতে লাগিল, যথা;

পথেতে অতিথিশালা যাত্রিদের তরে।
কেমন সুন্দর স্থানে আছে থরে থরে ॥
অবাধেতে আমাদিগে সে স্থানে কেমন।
অনুগ্রহ করি সবে করয়ে গ্রহণ ॥
স্বর্গ লক্ষ্য করি মোরা করেছি গমন।
এ হেতু তাহারা সবে করয়ে যতন ॥
যাত্রী হইয়াও যেন সুখে থাকি মোরা।
তদর্থে অপূর্ব্ব বার্ত্তা কহিতেছে তারা ॥
আমাদিগে লোকে যাতে করে যাত্রী জ্ঞান।
এমত বস্তুও কত করিতেছে দান ॥

---

১৪ অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্তরূপে মেষপালকদের নিকটহইতে বিদায় হইলে পরে যে স্থানে *ধর্ম্মভ্রংশ নগরবাসি *পরাঙ্মুখ নামা ব্যক্তির সহিত *খ্রীষ্টীয়ানের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যাত্রিরা অবিলম্বে তথায় আসিয়া পঁহুছিল। তখন তাহাদের পথ-প্রদর্শক *মহোৎসাহ সেই ব্যক্তির বিষয়ে এই রূপ কহিতে লাগিল, দেখ, *খ্রীষ্টীয়ান এখানে *পরাঙ্মুখ নামক এক জনের দেখা পাইয়াছিল; রাজদ্রোহরূপ দোষ তাহার পৃষ্ঠে অঙ্কিত ছিল। ঐ ব্যক্তির কথা আরও বলি, শুন। সে যদবধি বিপথগামী হইতে প্রবৃত্ত হইল, তদবধি কোন মতে কাহারো পরামর্শ শুনিয়া ক্ষান্ত হইতে সম্মত হইল না। সে যখন ক্রুশ ও গহ্বরের নিকটে পঁহুছিল, তখন কোন ব্যক্তি তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া কহিল, এই ক্রুশ দেখিয়া সচেতন হও; কিন্তু সেই *পরাঙ্মুখ দন্তঘর্ষণ ও ভূমিতে পদাঘাত করিয়া কহিল, না, তোমার কথা শুনিব না; আমি নিজ দেশে ফিরিয়া যাইব। পরে সে পথের দ্বার

পর্য্যন্ত না পঁহুছিতে২ *মঙ্গলব্যঞ্জক তাহাকে দেখিয়া ফিরাইবার নিমিত্তে তাহার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু *পরাঙ্মুখ অনেক তুচ্ছ তাচ্ছল্য করণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিয়া প্রাচীর লংঘিয়া পলায়ন করিল।

অনন্তর যাত্রিরা যাইতে২ যে স্থানে *ক্ষুদ্রবিশ্বাস নামক যাত্রী দস্যুদের হস্তে পড়িয়াছিল, সেই স্থানে নি-ষ্কোষ খড়্গহস্ত রক্তাক্তবদন এক ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। তাহাতে *মহোৎসাহ তাহাকে জিজ্ঞা-সিল, তুমি কে? সে কহিল, আমার নাম *সত্যবীর; আমি এক জন যাত্রী; স্বর্গরাজ্যে গমন করিতেছি। অল্প ক্ষণ হইল আমি এই পথে আসিতেছিলাম, ইতোমধ্যে তিন জন মানুষ আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া এই তিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমাদের দলভুক্ত হইবা? কিম্বা যথাহইতে আসিয়াছ তথায় ফিরিয়া যাইবা? কিম্বা এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিবা? তাহাতে আমি তাহাদের প্রথম প্রশ্নের এই উত্তর দিলাম, বহু দিনাবধি আমি সল্লোক আছি; অতএব এত কাল পরে এখন যে চোরের দলভুক্ত হই, ইহা সম্ভবে না। তখন তাহারা জিজ্ঞা-সিল, ভাল, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেও; দেখি। আমি কহিলাম, যে স্থানহইতে আসিয়াছি, তথায় যদি আমার অসুখ বোধ না হইত, তবে কদাচ তাহা ছাড়িতাম না; ফলতঃ সে স্থান আমার অনুপযুক্ত ও ক্ষতিজনক জা-নাতে আমি এই পথাবলম্বী হইয়াছি। পরে তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসিল, ভাল, তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর কি দিবা? তাহাতে আমি কহিলাম, আমার বহুমূল্য প্রাণ আমি অমনি ত্যাগ করিব না। যাহা হউক, এরূপ কথা আমাকে স্বীকার করাইতে তোমাদের অধিকার নাই। অতএব সাবধান, আমার গাত্রে হস্তার্পণ করিও না,

করিলে তোমাদের মন্দ ঘটিবে। কিন্তু ঐ তিন জন, অর্থাৎ *অবাধ্য ও *অবিবেচক ও *অনধিকারচর্চ্চক আমার কথা না মানিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে খড়্গ নিষ্কোষ করিলে আমিও আপন খড়্গ বাহির করিয়া সম্পূর্ণ এক প্রহর পর্য্যন্ত ঐ তিন জনের সহিত একাকী যুদ্ধ করিলাম। এই দেখ, আমার গাত্রে তাহাদের বীরত্বের চিহ্ন রহিয়াছে, এবং আমারও বীর্য্যের চিহ্ন তাহারা লইয়া গিয়াছে। তাহারা এই মাত্র গেল; বোধ হয়, তোমাদের আগমন টের পাইয়া পলায়ন করিল।

এই সকল কথা শুনিয়া *মহোৎসাহ কহিল, এক জনের সহিত তিন জনের যুদ্ধ অতি অসমতুল।

তাহাতে *সত্যবীর কহিল, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু যাহার পক্ষে সত্যতা আছে, অসমতাতে তাহার কি করিতে পারে? উক্ত আছে, "যদ্যপি সৈন্যগণ আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করে, তথাপি আমার মন ভীত হইবে না। যদ্যপি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংঘটন হয়, তথাপি আমি তখনও উৎসাহ করিব।" এতদ্ভিন্ন আমি পূর্ব্বকালীয় ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি, যে এক ব্যক্তি এক সৈন্যদলের সহিত একাকী যুদ্ধ করিয়াছে। এবং *শিমশোন্ গর্দ্দভের হনূদ্বারা কত শত লোককে নষ্ট করিয়াছিল।

তখন *পথপ্রদর্শক কহিল, কাহারো সাহায্য পাইবার জন্যে তুমি তখন চেঁচাইলা কি না?

*সত্যবীর কহিল, হাঁ, আমি আপন রাজার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনি তাহা শুনিতে পাইয়া অদৃশ্যরূপে আমার সাহায্য করিবেন, এই বিশ্বাসে আমার যথেষ্ট উপকার হইল।

তাহাতে *মহোৎসাহ সেই *সত্যবীরকে কহিল, তুমি বিহিত বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছ; অনুগ্রহ করিয়া এক বার

তোমার খড়্গ খানি দেখাও। তাহাতে সে তাহা দেখাইলে *মহোৎসাহ তাহা হস্তে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, এ প্রকৃত *যিরূশালমীয় লৌহের অস্ত্রই বটে।

*সত্যবীর বলিল, তাহাই বটে। যাহার বাহুবল এবং যুদ্ধেতে নৈপুণ্য আছে, তাহার হস্তে এমত এক খড়্গ থাকিলে সে ভূতাদির সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়। সে যত বল পূর্ব্বক আঘাত করুক, এমত খড়্গ ভাঙ্গিবার কোন ভয় নাই; আর ইহার ধার কখন ভোঁতা হইবে না। ইহাতে মাংস অস্থি আত্মা প্রাণ প্রভৃতি সকলই খণ্ড বিখণ্ড করা যায়।

*মহোৎসাহ কহিল, তুমি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলা, তাহাতে কি বড় ক্লান্ত হও নাই?

*সত্যবীর কহিল, যুদ্ধ করিতে ২ আমার খড়্গ হস্তের সহিত সংলগ্ন হইল; তাহাতে ঐ উভয় একীভূত হওয়াতে যেন হস্তহইতেই খড়্গ জন্মিয়া বাড়িয়াছে, এমত বোধ হইল; পরে যখন অঙ্গুলি দিয়া রক্ত বহিয়া পড়িতে লাগিল, তখন আমি আরও অধিক সাহসে যুদ্ধ করিলাম।

তাহাতে *মহোৎসাহ কহিল, তুমি উত্তম করিয়াছ; তুমি পাপের সহিত যুদ্ধ করিতে ২ রক্তব্যয় পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করিয়াছ। তুমি আমাদের সঙ্গী হইবা। আইস, আমাদের সহিত গমন কর, কেননা আমরা তোমার সহযাত্রী। এই রূপে তাহারা তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার ক্ষত সকল ধৌত করিয়া প্রাণ জুড়াইতে সাধ্যানুসারে খাদ্য দিল। পরে তাহারা সকলে একত্রে চলিল।

সেই *সত্যবীর *মহোৎসাহের ন্যায় বলবান, এবং সমভিব্যাহারি দুর্ব্বল ও রোগিদিগের উপকার করণে নিপুণ ছিল; অতএব *মহোৎসাহ এমত উপযুক্ত সঙ্গী

পাওয়তে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পথের মধ্যে তাহার সহিত নানা বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিল; ফলতঃ প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন্ দেশীয় লোক?

*সত্যবীর বলিল, আমি *তমোদেশের লোক। সেই দেশে আমার জন্ম হইয়াছে, এবং আমার পিতা মাতা অদ্য পর্য্যন্ত তথায় আছেন।

তখন পথপ্রদর্শক *মহোৎসাহ চমৎকৃত হইয়া কহিল, *তমোদেশ? সে কি *ধ্বংস্যনগরের নিকটবর্ত্তি অঞ্চল নহে?

*সত্যবীর কহিল, হাঁ, তাহাই বটে। পরন্তু আমি কি প্রকারে যাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার বৃত্তান্ত কহি, শুন। *সত্যবাক্ নামে এক ব্যক্তি আমাদের অঞ্চলে আগমন করিয়া, *খ্রীষ্টীয়ান নামে যে যাত্রী *ধ্বংস্য নগরহইতে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার চরিত্রের বর্ণনা করিতে লাগিল, অর্থাৎ কি রূপে সে আপন স্ত্রী পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাত্রিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা আমাদিগকে অবগত করাইল। আর সে ব্যক্তি পথের মধ্যে আক্রমণকারি এক নাগকে নষ্ট করিয়া আপন গন্তব্য দেশে পৌঁছিয়াছিল; এবং গমন কালে সে আপন প্রভুর বাসাবাটী সকলেতে আতিথ্য প্রাপ্ত হইয়া শেষে স্বর্গপুরের দ্বারে উপস্থিত হইলে অতি সমাদর পূর্ব্বক গ্রাহ্য হইয়াছিল; ফলতঃ এক দল তেজস্বি লোক আসিয়া তুরী বাদন পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, পরে স্বর্গনিবাসিরা তাহার আগমনে আহ্লাদিত হইয়া তাহাকে সুবর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইয়া নগরের সর্ব্বত্র ঘণ্টাধ্বনি করাইল; ঐ *সত্যবাক্ এই সকলের সবিশেষ বর্ণনা করিল। অধিক কি বলিব? *খ্রীষ্টীয়ানের বিষয়ে ঐ ব্যক্তির কথা-

তে আমার মন তাহার পশ্চাদ্গামী হইতে এমত দৃঢ়রূপে আকর্ষিত হইল, যে আমার পিতা মাতাও কোন মতে আমাকে নিবারণ করিতে পারিল না। এই প্রকারে আমি সকলকে ছাড়িয়া স্বর্গের পথে এ পর্য্যন্ত আসিয়াছি।

* মহোৎসাহ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি না ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলা?

* সত্যবীর উত্তর করিল, অবশ্য; যেহেতুক প্রথমে সেই দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট না হইলে নয়, ইহা ঐ * সত্যবাক্ কহিয়াছিল।

তখন পথপ্রদর্শক * খ্রীষ্টীয়ানীর প্রতি ফিরিয়া কহিল, দেখ, তোমার স্বামির যাত্রা এবং তাহার পুরস্কারের কথা দিগ্বিদিক্ ব্যাপিয়াছে।

* সত্যবীর ইহা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিল, কেমন! ঐ * খ্রীষ্টীয়ান কি এই স্ত্রীর স্বামী ছিল?

* মহোৎসাহ কহিল, হাঁ, তাহাই বটে, এবং এই চারি জন তাহার পুত্র।

* সত্যবীর কহিল, ইহারাও কি যাত্রী হইয়াছে?

সে কহিল, হাঁ, ইহারা আপন পিতার অনুগামী বটে।

* সত্যবীর কহিল, এ সকল শুনিয়া আমার মন প্রফুল্ল হইল। আহাঃ! যাহারা পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক ছিল, তাহাদিগকে যখন স্বর্গের দ্বারে প্রবিষ্ট হইতে দেখিবে, তখন সেই সাধু পুরুষ কেমন আহ্লাদিত হইবে!

* মহোৎসাহ কহিল, হাঁ, তাহাদিগকে দেখিলে সে অবশ্যই পুলকিত হইবে। সে আপনি স্বর্গপ্রাপ্ত হওয়াতে যেমন আনন্দ পাইয়াছে, নিজ স্ত্রী পুত্রদিগকে স্বর্গপ্রাপ্ত দেখিয়া প্রায় তেমনি আনন্দ পাইবে।

* সত্যবীর কহিল, তোমার এই কথা শুনিয়া আমি

কিছু জিজ্ঞাসা করি। আমরা স্বর্গে গেলে পরস্পর চিনিতে পারিব কি না? এ বিষয়ে তোমার কেমন বোধ হয়?

*মহোৎসাহ কহিল, এ বিষয়ে যাহারা সন্দেহ করে, তাহারা স্বর্গে আপনাদিগকে চিনিবে কি না, এবং আপনাদিগকে পরম সুখের অধিকারী দেখিয়া আনন্দিত হইবে কি না, এই২ বিষয়ে কি বলে? যদি তাহাদের এমত প্রত্যাশা থাকে, তবে অন্যান্যদিগকে চিনিতে এবং তাহাদের সুখ দেখিয়া আনন্দিত হইতে পারিবে না, এমত আপত্তি কেন করে? আরও কহি, জ্ঞাতি কুটুম্ব আদি আমাদের অঙ্গস্বরূপ। স্বর্গে জ্ঞাতিকুটুম্বতা নাই, ইহা সত্য; কিন্তু ইহলোকে যাহারা আমাদের অন্তরঙ্গ ছিল, স্বর্গে তাহাদিগের সাক্ষাৎ না পাইলেও যদ্যপি সুখভোগ সম্ভব হয়, তথাপি তাহাদের সাক্ষাৎ পাইলে আরো অধিক সুখভোগ হইবে, এমত অনুমান কি যুক্তিসিদ্ধ নহে?

*সত্যবীর কহিল, ভাল, এ বিষয়ে আমি তোমার মত বুঝিলাম। সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমার যাত্রী হওনের বিষয়ে কি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা কর?

সে বলিল, হাঁ, ইচ্ছা করি। তোমার যাত্রী হওনে কি তোমার পিতা মাতা সম্মত ছিল?

*সত্যবীর কহিল, না, তাহারা কোন মতে আমাকে ঘরে রাখিতে যথাসাধ্য প্রবৃত্তি দিয়াছিল।

*মহোৎসাহ জিজ্ঞাসিল, যাত্রার প্রতি তাহাদের কি আপত্তি ছিল?

*সত্যবীর উত্তর দিল, তাহারা কহিত, যাত্রা অলসের কর্ম্ম; তোমার এ প্রবৃত্তি কেবল আলস্যহইতে হইয়াছে।

*মহোৎসাহ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা আর কি কহিত?

*সত্যবীর কহিল, তাহারা কহিত, যাত্রিদের পথ

অতি ভয়ানক, তত্তুল্য সঙ্কটাপন্ন পথ জগতের মধ্যে আর নাই।

* মহোৎসাহ কহিল, সে পথে যে২ সঙ্কট আছে, তাহা তাহারা কি বিশেষ করিয়া কহিয়াছিল?

* সত্যবীর কহিল, হাঁ, তাহারা অনেক সঙ্কটের কথা কহিয়াছিল।

* মহোৎসাহ কহিল, ভাল, কহ দেখি, সে সকল কি?

* সত্যবীর বলিল, তাহারা কহিয়াছিল, সে পথে * নৈরাশ্য নামে এক মহাপঙ্ক আছে, তন্মধ্যে * খ্রীষ্টীয়ান প্রায় ডুবিয়া মরিয়াছিল। আর যাহারা ক্ষুদ্র দ্বারে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্তে আঘাত করে, তাহাদিগকে বাণ মারিতে * বালসিবূবের গড়ে ধনুর্দ্ধরেরা প্রস্তুত আছে। এবং সে পথে বন ও অন্ধকারময় পর্ব্বত ও * দুর্গম নামক গিরি ও সিংহ এবং * রক্তপাতী ও * গদাহস্ত ও * সাধুহন্তা ইত্যাদি নামা দুরন্ত বৃহৎকায়ও আছে। অধিকন্তু * নম্রতা নামক উপত্যকাতে এক ভয়ানক ভূত সর্ব্বদাই থাকে; তৎকর্ত্তৃক * খ্রীষ্টীয়ানের প্রাণ প্রায় নষ্ট হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তোমাকে * মৃত্যুচ্ছায়া নামে উপত্যকা দিয়া যাইতে হইবে; তাহাও ভূতদের বাসস্থান, এবং তথাকার আলো অন্ধকারস্বরূপ, এবং ফাঁদ ও পাশ ও জাল ও গর্ত্তেতে পথ পরিপূর্ণ আছে। এবং যে * সংশয়দুর্গে বৃহৎকায় * আশাভঙ্গ বাস করে, তাহাও যাত্রিদের পক্ষে সর্ব্বনাশের স্থান। অধিকন্তু তোমাকে সঙ্কটযুক্ত * মোহভূমি দিয়া যাইতে হইবে। সর্ব্ব শেষে তুমি সেতুরহিত এক নদী সম্মুখে দেখিতে পাইবা; তাহা পার না হইলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারিবা না।

* মহোৎসাহ জিজ্ঞাসা করিল, কেবল এই সঙ্কটের কথা ব্যতিরেকে তাহারা কি আর কিছু কহিত না?

*সত্যবীর কহিল, হাঁ, তাহারা কহিত; সেই পথ প্রবঞ্চকেতে পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ সল্লোকদিগকে বিপথগামী করিতে অনেকে পথের ধারে ওৎ করিয়া থাকে।

*মহোৎসাহ কহিল, তাহার কি২ প্রমাণ দিয়াছিল?

*সত্যবীর কহিল, তাহারা কহিয়াছিল, পথের মধ্যে *সাংসারিকবুদ্ধি নামে এক জন প্রবঞ্চক ওৎ করিয়া থাকে। আর *রীতিসেবক ও *কাল্পনিক এই দুই জন সর্ব্বদা যাতায়াত করে। এবং *বহুচেষ্ট কিম্বা *বাচাল কিম্বা *দীবাঃ তোমাকে ভুলাইবে, এমত সম্ভব হয়। তদ্ভিন্ন *স্তাবক নামে এক জন তোমাকে আপন জালে বদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছে। তাহা যদি না হয়, তবে কি জানি, অপক্কবুদ্ধি *অজ্ঞানের ন্যায় দুঃসাহসী হইয়া স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত গমন করিলে তুমি সে স্থানহইতে তাড়িত হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ গহ্বরে নীত হইবা, তাহাতে তোমাকে উপপথ দিয়া নরকে যাইতে হইবে।

*মহোৎসাহ কহিল, এই সকল আপত্তি শুনিয়া নিরুৎসাহ হওয়া সম্ভব বটে। যাহা হউক, তাহার পরে কি তাহারা ক্ষান্ত হইল?

*সত্যবীর কহিল, না; শুন। তাহারা আরও বলিত, সেই পথের প্রস্তাবিত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নিমিত্তে পূর্ব্বে অনেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই না পাওয়াতে তথাহইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের নির্ব্বোধতা প্রযুক্ত লজ্জান্বিত হইয়া সকল লোকের হাস্যাস্পদ হইয়াছিল। ইহার প্রমাণার্থে তাহারা কোন২ ব্যক্তির নামও উল্লেখ করিয়া কহিত, *একগুঁইয়া ও *সুখনম্য ও *সংশয়ী ও *ভয়শীল ও *পরাঙ্মুখ ও বৃদ্ধ *নাস্তিক প্রভৃতি কএক জন সুখের আশাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, কিন্তু একটী তৃণও লাভ করিতে পারে নাই।

*মহোৎসাহ জিজ্ঞাসিল, তোমার উৎসাহভঙ্গের নিমিত্তে তাহারা আর কি কিছু কহিয়াছিল?

*সত্যবীর উত্তর করিল, হাঁ, তাহারা কহিয়াছিল, *সভয় নামে এক যাত্রী ঐ পথের মধ্যে এমত কাতর ছিল, যে এক দণ্ডমাত্রও তাহার মনঃশান্তি হয় নাই। এবং *নিরাশ নামে অন্য এক জন সেই পথে প্রায় ক্ষুধায় মরিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহাদের আর একটা কথা আমার মনে হইতেছে, ফলতঃ তাহারা বলিয়াছিল, যে *খ্রীষ্টীয়ানের জনরব সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে, সে স্বর্গীয় মুকুট প্রাপণার্থে প্রাণপণ করিয়া চেষ্টা করিলে পরে শেষে *কাল নদীতে মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং তাহার পরপারে এক পদ মাত্রও অগ্রগামী হইতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু এ কথা তাহার বন্ধুগণ ছাপিয়া রাখিয়াছে।

*মহোৎসাহ কহিল, এই সকল কথাতে তুমি কি নিরুৎসাহ হইলা না?

*সত্যবীর কহিল, না, আমি তাহা তৃণ জ্ঞান করিলাম।

*মহোৎসাহ বলিল, এ কেমন?

*সত্যবীর বলিল, ঐ *সত্যবাকের কথাতে আমার অটল বিশ্বাস থাকাতে আমি সেই সকল আপত্তিহইতে উত্তীর্ণ হইলাম।

*মহোৎসাহ কহিল, তবে তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সর্ব্বজয়ী করিয়াছে।

*সত্যবীর বলিল, যথার্থ কহিলা। বিশ্বাস করাতে আমি গৃহহইতে প্রস্থান পূর্ব্বক এই পথের পথিক হইয়া প্রতিরোধি সকলকে পরাস্ত করিয়া বিশ্বাসের গুণে এত দূর পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছি।

সত্যবীরের বীরত্বের বর্ণনা।

বীর্য্য যে দেখিবে, এখানে আসুক।
ইনি স্থির থাকিবে, যে দিন যে ঘটুক॥
যা করে দুষ্ট জন, নাহি ফিরে কখন।
এক বার হইলে মন, যাত্রী হইবার॥ ১॥
দেখাতে তারে ভয়, যে গল্প করে।
অপ্রতিভ সেই হয়, তার শক্তি বাড়ে॥
সিংহ কি বীর কুৎসিত, দেখি নাহি কম্পিত।
করে যুদ্ধ বিহিত, যাত্রী হইবার॥ ২॥
ভূত কি দুষ্ট অসুর, কিছু না ডরে।
নিশ্চয় জানে প্রচুর, সুখ হবে পরে॥
যায় তবে চিন্তা সব, না মানে কাহার রব।
শ্রম করে অসম্ভব, যাত্রী হইবার॥ ৩॥

এত ক্ষণের মধ্যে তাহারা *মোহ ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথাকার বায়ুর এমত গুণ যে মানুষের নিদ্রা জন্মায়। সেই ভূমির সর্ব্বত্র কন্টকবৃক্ষে ব্যাপ্ত আছে; কিন্তু স্থানে২ মোহময় বৃক্ষবাটিকাও আছে, তন্মধ্যে বসিলে বা শয়ন করিলে গাত্রোত্থান করা বা জাগ্রৎ হওয়া অসম্ভব, এমত জনশ্রুতি আছে। ঐ বনের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে গমন করিতে হইল; অতএব পাছে কোন ভূত বা নাগ বা বীর বা দস্যু আক্রমণ করিয়া তাহাদের হিংসা করে, এই ভয়ে পথপ্রদর্শক *মহোৎসাহ সকলের অগ্রে ২ এবং *সত্যবীর পশ্চাৎ ২ যাইতে লাগিল। এবং সেই স্থান অতি সঙ্কটযুক্ত জানাতে তাহারা প্রত্যেকে খড়্গহস্ত হইয়া চলিতে লাগিল; এবং গমন কালে যাত্রিরা পরস্পর আশ্বাস প্রদান করিত। অধিকন্তু *মহোৎসাহের আজ্ঞায় *ক্ষীণমনা তাহার অতি

নিকটে২ চলিতেছিল, এবং * নিরাশের প্রতি * সত্যবীরের বিশেষ মনোযোগ ছিল।

এই রূপে বিস্তর দূর না যাইতে২ অতি নিবিড় কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার আসিয়া তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। তাহাতে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা এক জন অন্য জনকে প্রায় দেখিতে না পাওয়াতে পরস্পরকে ডাকাডাকি করিয়া গমন করিতে হইল; ফলতঃ তাহারা তখন দৃষ্টিপথে চলিতে পারিল না।

ঐ স্থান বলবান যাত্রিরও দুর্গম্য; অতএব কোমলচরণ ও কোমলান্তঃকরণ স্ত্রীলোক ও বালকদিগের ক্লেশের কথা কি কহিব? যাহা হউক, অগ্র ও পশ্চাদ্গামি দুই রক্ষকের উৎসাহজনক বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া তাহারা কোন মতে তাবৎ বাধা উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু ঐ স্থানের পথ কর্দ্দমেতে পিছল হওয়াতে অতিশয় ক্লান্তিজনক ছিল। আর দুর্ব্বলদের জন্যে ভক্ষ্য পেয় পাওয়া যায়, এমত কোন অতিথিশালা ঐ তাবৎ ভূমিতে কোথাও ছিল না। অতএব যাইতে২ কেহ কোঁকায়, কেহ বা হাঁপায়, কেহ বা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে, কেহ বা কণ্টকবৃক্ষে উছোট খাইয়া পড়ে, কেহ বা কর্দ্দমে মগ্ন হইয়া বদ্ধ হয়। আর বালকদের মধ্যে কেহ২ পাদুকা হারায়; কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে কহে, আমি পড়িয়া গেলাম; আর এক জন ডাকিয়া কহে, ওহে, তুমি কোথায় আছ? অপর কেহ কহে, আমি গাছের ঝোপে বদ্ধ হইয়াছি, মুক্ত হইতে পারি না। এই রূপ তাহাদের দুর্গতি হইল।

কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহারা এক বৃক্ষবাটিকার নিকটে আসিয়া দেখিল, সেখানে যাত্রিরা সুখে বিশ্রাম পাইতে পারে; কারণ তাহা অতি সুনির্ম্মিত ও লতাদিতে আবৃত, এবং শ্রান্তিযুক্ত লোকদের জন্যে কোমল খট্টাদিতে সুশো-

স্তিত ছিল। পথের দুর্গতিতে শ্রান্ত যাত্রিদের নিমিত্তে এই সকল অতি লোভজনক ছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই তথায় বসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। যেহেতুক তাহারা পথপ্রদর্শকের প্রবোধবাক্যে অতি মনোযোগী ছিল, এবং কোন বিশেষ সঙ্কট নিকটবর্ত্তী হইলে সেও এমত বিশ্বস্তরূপে তাহাদিগকে চেতনা দিত, যে তাহারা সঙ্কটকালে বিশেষ উৎসাহ করত ইন্দ্রিয় দমনার্থে এক জন অন্যকে আশ্বাস দিত। ঐ বৃক্ষবাটিকার নাম "অলসের স্বর্গ, ফলতঃ কোন২ পরিশ্রান্ত যাত্রী ভুলিয়া ঐ স্থানে যেন বিশ্রাম করে, এই অভিপ্রায়ে তাহার এই রূপ নাম করা গিয়াছিল।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তাহারা ঐ নির্জ্জন ভূমিতে গমন করত, যেখানে পথিকেরা অনায়াসে পথ হারায়, এমত এক স্থানে উপস্থিত হইল। দিন হইলে পথপ্রদর্শক গন্তব্য পথ অনায়াসে জানিতে পারিত, কিন্তু তখন অন্ধকার প্রযুক্ত তাহার সন্দেহ জন্মিল। অতএব তাহার নিকটে চকমকি থাকাতে সে তদ্দ্বারা অগ্নি তুলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া, আপনার সঙ্গে স্বর্গপুরীর পথাদি প্রদর্শক যে নক্সা ছিল, তাহা বাহির করিয়া দেখিয়া জানিতে পারিল, যে সেই স্থানে তাহাদিগকে দক্ষিণাভিমুখে সাবধানে যাইতে হইবে। সে তখন নক্সা না দেখিলে বোধ হয়, অবিলম্বে সকলের বিনাশ হইত। যেহেতুক তাহাদের কিঞ্চিৎ অগ্রে রাজপথে গমনকারি অতি পরিষ্কার পথের শেষে কর্দ্দমেতে পরিপূর্ণ অতলস্পর্শ এক গর্ত্ত ছিল। তাহা যাত্রিদের বিনাশার্থেই শত্রু কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল।

আমি এই সকল দেখিয়া মনে স্থির করিলাম, যে জন যাত্রী হইয়া গমন করে, তাহার নিকটে এই রূপ নক্সা থাকিলে ভাল হয়, কেননা পথের বিষয়ে সন্দেহ

জন্মিলে সে তাহা দেখিয়া গন্তব্য পথ নিশ্চয় করিতে পারিবে।

পরে তাহারা ঐ * মোহভূমি দিয়া যাইতে২ পথের পার্শ্বে নির্ম্মিত আর এক বৃক্ষবাটিকার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহার মধ্যে * অনবধান ও * দুঃসাহসী নামে দুই জন নিদ্রিত ছিল। ঐ দুই জন যাত্রা স্বীকার করিয়া এতাবৎ পথ আসিয়াছিল, পরে শ্রান্ত হইয়া সেখানে বিশ্রামার্থে বসিয়া নিদ্রাতে মগ্ন হইয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া যাত্রিগণ স্থগিত হইয়া তাহাদের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন বুঝিয়া হায় ২ করিয়া মনোদুঃখ প্রকাশ করিল। পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে, কি নিকটে গিয়া জাগাইতে হয়, ইহার কি কর্ত্তব্য, তাহা পরস্পর পরামর্শ করিয়া শেষে স্থির করিল, যে নিকটে যাইয়া যদি পারি, তবে উহাদিগকে জাগাইয়া দিই। কিন্তু সাবধান, এই স্থানের সুখে আকৃষ্ট হইয়া আমরা কেহ যেন হেথায় না বসি।

অনন্তর ভিতরে গেলে পথপ্রদর্শক ঐ দুই জনকে চিনিতে পারাতে তাহারা প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন শব্দ বা উত্তর পাইল না। পরে পথপ্রদর্শক কোন মতে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ করণার্থে তাহাদের গাত্র নাড়াচাড়া করিলে শেষে তাহাদের এক জন কহিল, বেতন পাইলে তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। অন্য জন কহিল, যাবৎ খড়্গ ধরিতে পারিব, তাবৎ যুদ্ধ করিব। ইহা শুনিয়া * মহোৎসাহ ভাবনাতে শিরশ্চালন করিল, কিন্তু এক জন বালক হাসিতে লাগিল।

তখন * খ্রীষ্টীয়ানী জিজ্ঞাসিল, ইহাদের কথার ভাব কি?

* পথপ্রদর্শক কহিল, ইহারা ঘুমের ঘোরে কথা কহিতেছে। তোমরা আঘাতাদি যাহা কর, ইহারা এই রূপেই উত্তর দিবে। ইহাদের মত পূর্ব্বকালীয় যে লোক তরঙ্গময়

সমুদ্রের মধ্যে জাহাজের মাস্তুলের উপরিভাগে শয়ন করিয়াছিল, তাহার ন্যায় ইহারাও কহিবে, আমরা কখন্ জাগ্রৎ হইব? আর বার তাহার অন্বেষণ করিব। ফলতঃ মনুষ্যেরা নিদ্রাবস্থায় যখন কথা কহে, তখন বিচার কি বিশ্বাস করিয়া কহে, এমত নহে; যাহা মুখে আইসে তাহাই কহে। যাত্রা করা এবং এস্থানে বিশ্রাম করা যেমন পরস্পর প্রতিরোধী, তদ্রূপ ইহাদের কথাও পরস্পর প্রতিরোধী। অনবধান লোকেরা যাত্রা স্বীকার করিলে শতের মধ্যে দুই এক জন মাত্র এই বিপদ এড়ায়। দেখ, এই * মোহভূমি যাত্রিদের শত্রুর উপায়; ইহা পথের প্রান্তভাগে স্থাপিত আছে, সেই হেতু আমাদিগের পক্ষে অতিশয় সঙ্কটযুক্ত হয়; ফলতঃ আমাদের শত্রু এই রূপ বিবেচনা করে, এই নির্ব্বোধ লোকেরা পথের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত গেলে অবশ্য ক্লান্ত হইবে; ক্লান্ত হইলে অবশ্যই বসিবে। এই কারণ * মোহভূমি পথের শেষে অর্থাৎ * বিয়ুলা নামক ভূমির সীমার নিকটে স্থাপিত জানিবা। অতএব যাত্রিরা পাছে ইহাদের ন্যায় ঘোর নিদ্রাতে মগ্ন হইয়া কাহারো কর্তৃক প্রবোধিত হওনে অক্ষম হয়, এই আশঙ্কাতে অতি সাবধান থাকুক।

তখন যাত্রিরা ভয়ে কম্পিত হইয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করত পথপ্রদর্শককে নিবেদন করিল, যেন সে প্রদীপ জ্বালিয়া অবশিষ্ট পথ তাহাদিগকে লইয়া যায়। তাহাতে সে অগ্নি তুলিয়া প্রদীপ জ্বালিলে তাহারা তৎসহকারে পথ অতি অন্ধকার হইলেও শেষ পর্য্যন্ত গমন করিল। কিন্তু বালকগণ অতিশয় শ্রান্তি প্রযুক্ত ক্রন্দন করিতে, এবং যিনি যাত্রিদিগকে প্রেম করেন, তাঁহার নিকটে সুগম পথের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহাতে অল্প ক্ষণের মধ্যে বাতাস উঠিয়া কুজ্ঝটিকা দূর করাতে আ-

কাশ কিঞ্চিৎ নির্ম্মল হইল। ফলতঃ তখন *মোহভূমি উত্তীর্ণ না হইলেও তাহারা গন্তব্য পথ ও সহযাত্রি সকলকে দেখিতে পাইল।

পরে ঐ ভূমির প্রান্তভাগের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহারা কিঞ্চিৎ অগ্রে অতি ভাবনাযুক্ত কোন ব্যক্তির অতি গভীর শব্দ শুনিতে পাইল। পরে কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, এক মনুষ্য হাঁটু গাড়িয়া ঊর্দ্ধহস্ত ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া যেন উর্দ্ধে স্থিত কোন ব্যক্তির সহিত একান্ত মনে কথা কহিতেছে; কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহারা তাহার কথা নিশ্চয় করিতে পারিল না। অপর যাবৎ তাহার কথা সমাপ্ত না হয়, তাবৎ নিঃশব্দে গমন করিল। পরে সে ব্যক্তি কথা সমাপন করিয়া উঠিয়া স্বর্গপুরের দিকে অতি বেগে গমন করিতে লাগিল। তাহাতে *মহোৎসাহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, ওহে বন্ধো, বোধ হয়, তুমি স্বর্গপুরে যাত্রা করিতেছ। যদি এমত হয়, তবে আমাদের সঙ্গী হও। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি দাঁড়াইলে তাহারা যাইয়া তাহার সঙ্গে মিলিল। তখন *সরলাত্মা তাহার মুখ দেখিবামাত্র কহিল, ইহাকে আমি চিনি।

*সত্যবীর কহিল, ইহাঁকে চিন! ইনি কে?

*সরলাত্মা উত্তর করিল, ইনি আমার জন্মভূমির নিকটবর্ত্তি স্থানের লোক; ইহাঁর নাম *অটলচরণ; ইনি এক জন প্রকৃত যাত্রী।

এই প্রকারে তাহারা একত্র হইলে পর *অটলচরণ বৃদ্ধ *সরলাত্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে পিতঃ, আপনিও যে এখানে আছেন! সে উত্তর দিল, হাঁ, তুমি তাহা চাক্ষুষ দেখিতেছ। তখন *অটলচরণ কহিল, এই পথে তোমার সাক্ষাৎ পাওয়াতে আমি পরম সন্তুষ্ট হই-

লাম। *সরলাত্মা কহিল, তোমাকে হাঁটু গাড়িতে দেখিয়া আমিও আহ্লাদিত হইয়াছি। এই কথাতে *অটলচরণ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, তুমি কি আমাকে হাঁটু গাড়িতে দেখিয়াছ? সে কহিল, হাঁ, অবশ্য দেখিয়াছি; এবং তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়াছে।

*অটলচরণ কহিল, তাহাতে তোমার কি বোধ হইল?

*সরলাত্মা কহিল, আর কি বোধ হইবে? কোন সজ্জন পথে যাইতেছে, অবিলম্বে সে আমাদের সঙ্গী হইবে, এমন বোধ হইল।

*অটলচরণ কহিল, তোমার অনুভব যদি যথার্থ হয়, তবে আমার পরম ভাগ্য বটে। কিন্তু যদি না হয়, তবে সে ক্ষতি আমার।

*সরলাত্মা কহিল, তাহাই বটে; কিন্তু তোমার এই রূপ ভাবনাতে আমি বুঝিতেছি, তোমাতে এবং যাত্রিদের রাজাতে সদ্ভাব আছে। যেহেতু তিনি কহিয়াছেন, "যে জন সর্ব্বদা ভয় রাখে, সেই ধন্য।"

পরে *সত্যবীর কহিতে লাগিল, হে ভ্রাতঃ, নিবেদন করি, তুমি কি কারণে হাঁটু গাড়িয়াছিলা? তাহা বল। কি কোন বিশেষ অনুগ্রহ পাইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছিলা? কি আর কোন কারণ ছিল?

*অটলচরণ কহিল, দেখ, এই *মোহভূমি; অতএব আমি আসিতে২ মনে ভাবিতে লাগিলাম, যে পথের এই স্থান অতি সঙ্কটযুক্ত; তাহাতে অনেকে এ পর্য্যন্ত আসিয়া এই স্থানে বাধা পাইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। তদ্ভিন্ন লোকেরা এ স্থানে কি প্রকারে নষ্ট হয়, ইহাও ভাবিলাম। ফলতঃ যাহারা এখানে মরে, তাহারা কোন উৎকট রোগে মরে না, এবং তাহাদের মৃত্যুতে ক্লেশ বোধ হয় না। কেননা যাহারা নিদ্রাগত হইয়া পরলোকে গমন

করে, তাহারা স্বচ্ছন্দে সুখেতে ঐ গমনে প্রবৃত্ত হয়; এবং সেই রোগে তাহাদের সম্মতি থাকে।

ইত্যবসরে * সরলাত্মা তাহার কথার শেষ না হইতে২ জিজ্ঞাসিল, বৃক্ষবাটিকাতে নিদ্রাগত দুইটা লোককে কি দেখিয়াছিলা?

* অটলচরণ কহিল, হাঁ, আমি * অনবধান ও * দুঃসাহসী এই দুই জনকে সেখানে দেখিয়াছি। বোধ হয়, সেই স্থানে পড়িয়া থাকিতে২ তাহাদের শরীর পচিয়া যাইবে। সে যাহা হউক, আমার কথা সমাপ্ত করিতে দেও। আমি পূর্ব্বোক্তরূপে ভাবিতেছিলাম; ইতোমধ্যে অকস্মাৎ সুবস্ত্রান্বিতা কোন বৃদ্ধা দর্শন দিয়া আপন শরীর ও ধন ও শয্যা, এই তিন বস্তু আমাকে দিতে চাহিল। আমি অকিঞ্চন, তীর্থের কাকস্বরূপ, এবং তৎকালে শ্রান্ত ও নিদ্রাকৃষ্ট ছিলাম, বুঝি ঐ ডাইনী তাহা জানিতে পারিয়াছিল। সে যাহা হউক, আমি তাহাকে বারম্বার তাড়াইয়া দিলেও সে তাহা না মানিয়া হাস্যবদনে পুনরাগমন করিল। তাহাতে আমি রাগান্বিত হইতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। বরঞ্চ সে পুনশ্চ কহিতে লাগিল, যদি তুমি আমার ইচ্ছায় সম্মত হও, তবে আমি তোমাকে মহান্ ও অতি সুখী করিব। যেহেতু আমি জগৎকর্ত্রী, আমাহইতেই লোকেরা সুখ প্রাপ্ত হয়।

পরে আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসিলে সে কহিল, আমার নাম * ডিম্বিকা ঠাকুরাণী।

এই কথা শুনিয়া আমি তাহাকে আরো ঘৃণা করিলাম, কিন্তু সে আমাকে ভুলাইতে ক্ষান্ত হইল না। এই প্রকারে বিপদগ্রস্ত হওয়াতে আমি তখন হাঁটু গাড়িয়া ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া যাত্রিদের সাহায্যকারির নিকটে উচ্চৈঃস্বরে প্রা-

র্থনা করিলাম। তাহাতে তোমরা আমার নিকটে না আসিতে ২ সেই *ডিম্বিকা চলিয়া গেল। এই রূপে আ-পদমুক্ত হওয়াতে আমি না উঠিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম। কেননা সে আমার মঙ্গল না চাহিয়া যাত্রাতে বাধা জন্মাইতে মনস্থ করিয়াছিল, এমত নিশ্চয় জ্ঞান হইতেছে।

*সরলাত্মা কহিল, ইহাতে সন্দেহ কি? তাহার অভি-প্রায় অবশ্য মন্দ ছিল। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বে তা-হাকে দেখিয়া থাকিব; কিম্বা তাহার কোন বিবরণ পাঠ করিয়া থাকিব, তোমার কথাতে আমার এমন অনুমান হয়।

*অটলচরণ কহিল, বোধ হয়, তুমি উভয়ই করিয়া থাকিবা।

*সরলাত্মা কহিল, তাহার নাম *ডিম্বিকা ঠাকুরাণী? সে কি ঈষৎ শ্যামবর্ণা দীর্ঘাকারা স্ত্রী নয়?

*অটলচরণ কহিল, হাঁ, তাহাই বটে, তুমি তাহার অবিকল বর্ণনা করিলা।

*সরলাত্মা কহিল, সে না বড় মৃদুভাষিণী? এবং কথার শেষে না কি ঈষৎ হাস্য করিয়া থাকে?

*অটলচরণ কহিল, এ কথাও তোমার যথার্থ বটে, সে ঐ রূপই করে।

*সরলাত্মা কহিল, তাহার কোমরে না টাকার থলি ঝুলিয়া আছে? আর টাকাতেই যেন তাহার পরম সন্তোষ, এ কারণ থলিতে হস্ত দিয়া সর্ব্বদা টাকা কি নাড়াচাড়া করে না?

*অটলচরণ বলিল, যথার্থ কহিলা। সে যদি এখন তোমার সাক্ষাতে বিদ্যমান থাকিত, তবে তুমি ইহা অপেক্ষা তাহার আকৃতি রীতি আরো কি উত্তমরূপে বর্ণনা করিতে পারিতা?

সরলাত্মা কহিল, তবে যে জন তাহার মুর্ত্তি লিখিয়াছে, সে উত্তম চিত্রকর; ও তাহার বর্ণনা যে করিয়াছে, সেও সত্যবাদী।

তখন *মহোৎসাহ কহিতে লাগিল, ঐ স্ত্রী এক জন ডাইনী; তাহারই মন্ত্রের গুণেতে এই ভূমি মোহময় হইয়াছে। আর যেমন হাড়িকাঠে মাথা দেওয়া, তাহার ক্রোড়ে মাথা দেওয়া তদ্রূপ জানিবা। আর যে কেহ তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হয়, সে ঈশ্বরের শত্রুরূপে গণিত হয়। সেই দুষ্টা স্ত্রী যাত্রিদের শত্রুদিগকে ঐশ্বর্য্য দিয়া প্রতিপালন করে; আর অনেককে লোভ দেখাইয়া যাত্রিধর্ম্মচ্যুত করিয়াছে। এবং সে লোকের ঘরে২ যাইয়া গল্প করিয়া বেড়ায়। সে ও তাহার কন্যারা যখন যে যাত্রিকে পায়, তখন তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিয়া পরকালের সুখাপেক্ষা ঐহিক সুখের প্রশংসা করে। সে অতি নির্লজ্জ গণিকা; যে কোন পুরুষ হউক, তাহারই সঙ্গে কথা কহিতে প্রস্তুত হয়। সে দরিদ্র যাত্রিদিগকে তুচ্ছ করিয়া পরিহাস করে, কিন্তু ধনবানদিগের অতিশয় প্রশংসা করে। যে কেহ ধনোপার্জ্জনে তৎপর, তাহারই সুখ্যাতি করিতে সে ঘরে২ বেড়ায়। সে ভোজ ও মহোৎসব বড় ভাল বাসে; তাহা যেখানে হয়, সেই খানেই যাইয়া থাকে। এবং আমি দেবী, ইহা স্থানে২ কহাতে কেহ২ তাহার পূজাও করিয়া থাকে। আর বঞ্চনা করিবার নিমিত্তে তাহার বিশেষ২ সময় ও স্থান নিরূপিত আছে। সে দৃঢ়রূপে কহে, আমার দেয় মঙ্গলের তুল্য মঙ্গল আর কেহ দিতে পারে না। যাহারা তাহাকে প্রেম করিয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, তাহাদের দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত সহবাস করিতে অঙ্গীকার করে। এবং বিশেষ২ স্থানে বিশেষ২ লোকের নিকটে সে আপন

থলিয়াহইতে ধুলার ন্যায় অপরিমিত স্বর্ণ বর্ষণ করে। যাহারা তাহার অনুগামী হয়, ও তাহার প্রশংসা করে, এবং তাহাকে ক্রোড়ে করে, তাহাদিগেতে সে অতি সন্তুষ্টা হয়। সে আপন সম্পত্তির প্রশংসা করিতে কখন ক্লান্ত হয় না; এবং যাহারা তাহাকে অতি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে অন্যাপেক্ষা অতিশয় প্রেম করে। আর যাহারা তাহার পরামর্শ শুনে, তাহাদিগকে রাজ্য ও মুকুট দিতে অঙ্গীকার করে। কিন্তু তাহার এই সকল ছলনাতে অনেকের ফাঁশি হইয়াছে; আর লক্ষ২ লোক নরকে পড়িয়াছে।

এই সকল কথা শুনিয়া *অটলচরণ কহিল, আমি যে তাহাকে প্রতিরোধ করিয়াছি, ইহাতে আমার প্রতি ঈশ্বরের কত বড় দয়া প্রকাশিত হইয়াছে! হায়! আমি তাহার কথাতে সম্মত হইলে সে আমাকে না জানি কোথায় লইয়া যাইত।

*মহোৎসাহ কহিল, কোথায় লইয়া যাইত, তাহার বিশেষ কেবল পরমেশ্বর জানেন; কিন্তু ইহা নিশ্চয়, লোকদিগকে বিনাশে ও নরকে মগ্নকারি মূঢ় ও হিংস্রক অভিলাষরূপ পঙ্কমধ্যে সে তোমাকে লইয়া যাইত। দেখ, সেই দুষ্টাই *অবশালোমকে আপন পিতার বিদ্রোহী ও *যারবিয়ামকে আপন রাজার বিপক্ষ করিয়াছিল। আর সেই স্ত্রী *যিহূদাকে বিশ্বাসঘাতক করিয়া তাহার প্রভুকে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। এবং *দীমাকে যাত্রি-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়াছিল। সে যে কত লোকের হানি করে তাহা বর্ণনা করা যায় না। সে রাজা ও প্রজার মধ্যে এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে এবং প্রতিবাসিদের মধ্যে এবং স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এবং মনুষ্যের মনের মধ্যে এবং দেহ ও আত্মার মধ্যে বিরোধ জন্মাইয়া থাকে। অতএব

হে *অটলচরণ, তোমার যেমন নাম তেমনি কর্ম্ম হউক, অর্থাৎ তুমি সকলকে জয় করিয়া অটল থাকিতে যত্ন কর। *ডিবিকার এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে যাত্রিদের সকল্প আনন্দ জন্মিলে শেষে তাহারা এই গীত গান করিল, যথা,

যাত্রিদের কত আপদ হয়, আর শত্রু কত জন।
আঃ কত কার্য্যে পাপ জন্মায়, না জানে মর্ত্যগণ॥ ১॥
হায়২ যে খাত উত্তীর্ণ হয়, সে ডুবে পঙ্কেতে।
কেহ বা ধুমে করি ভয়, যায় লাফি অগ্নিতে॥ ২॥

---

১৫ অধ্যায়।

অপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যে স্থানে সূর্য্য দিবা-রাত্রি উদিত থাকে, সেই *বিয়ূলা নামক দেশে যাত্রিরা গিয়া পঁহুছিয়া পথশ্রান্তি প্রযুক্ত তথায় কিছু কাল বিশ্রামার্থে অবস্থিতি করিল। সেই দেশ যাত্রিদের ভোগ্য, এবং তত্রস্থ উদ্যান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র সকল স্বর্গরাজের অধিকার; অতএব তথায় যাহা২ ছিল, তাহা তাহারা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে লাগিল। তথায় অল্প কাল প্রবাস করণানন্তর তাহাদের শ্রান্তি উপশম পাইল। ফলতঃ অনবরত সুস্বরে ঘন্টা ও তূরীবাদ্য হওয়াতে যদ্যপি তাহারা নিদ্রা যাইতে পারিল না, তথাপি ঘোর নিদ্রাতে যেমন তৃপ্তি হয়, তেমনি তৃপ্তি পাইল। অপর সেখানকার লোকেরা কি প্রকার, জান? পথে যাতায়াত কালে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে এক জন কহে, অদ্য অনেক নূতন যাত্রী নগরে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। অন্য জন কহে, অদ্য অমুক অমুক যাত্রী নদী পার হইয়া স্বর্ণময় দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে কহে, বোধ

করি, পথে অনেক যাত্রী আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইতেছে, কেননা তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্যে এই মাত্র এক দল তেজস্বি লোক আসিয়া তাহাদের অপেক্ষা করিতেছে।

পরে যাত্রিরা উঠিয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করিলে, আহা, নানা প্রকার স্বর্গীয় ধ্বনিতে তাহাদের কর্ণ কেমন তৃপ্ত হইল! ও স্বর্গীয় বিষয় দর্শনে তাহাদের চক্ষু কেমন প্রসন্ন হইল! সেই ভূমিতে তাহারা যাহা শ্রবণ কিম্বা দর্শন কিম্বা ঘ্রাণ কিম্বা আস্বাদন কিম্বা স্পর্শ করিল, তাহার মধ্যে মনোদুঃখ কিম্বা শারীরিক পীড়াজনক কিছুই ছিল না; কেবল যে নদী পার হইতে হইবে, তাহারই জল তাহাদের জিহ্বায় কিঞ্চিৎ তিক্ত বোধ হইল, কিন্তু পান করিলে পরে মিষ্ট লাগিল।

অপর পূর্ব্বকালে যে সকল যাত্রী আসিয়াছিল, তাহাদের নাম ও মহৎ কর্ম্মের বিবরণ তথাকার এক পুস্তকে লিখিত ছিল। তদ্ভিন্ন কোন ২ যাত্রির পার হওন কালে পূর্ব্বোক্ত নদী কেমন বাড়িয়াছিল, এবং অন্য কোন ২ যাত্রির পার হওন কালে তাহা কেমন কমিয়া গিয়াছিল, ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত সেই গ্রন্থে লিখিত ছিল। ফলতঃ কাহারো ২ সময়ে সেই নদী প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, এবং কাহারো ২ সময়ে তাহার জল বৃদ্ধি পাইয়া তীর লঙ্ঘিয়াছিল। সে যাহা হউক, যাত্রিরা তথায় থাকিতে২ তাহাদের জন্যে ঐ নগরের বালকেরা রাজোদ্যানে গিয়া পুষ্পগুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া অতি প্রেম পূর্ব্বক তাহাদিগকে আনিয়া দিত। ঐ উদ্যানে কর্পূর, জটামাংসী, কুঙ্কুম, কেশর, দারুচিনি, কুন্দুরু, গন্ধরস, ধুনা প্রভৃতি প্রধান ২ সুগন্ধি দ্রব্যোৎপাদক বৃক্ষ ছিল। যাত্রিরা যাবৎ তথায় রহিল, তাবৎ তাহাদের শয়নাগার উক্ত সুগন্ধি দ্রব্যের সৌরভে আমোদিত হইত। পরে নদী পার হওনের

সময় উপস্থিত হইলে তাহারা ঐ সকল সুগন্ধি দ্রব্য গাত্রে লেপন করিয়া প্রস্তুত হইত।

তাহারা নির্দ্দিষ্ট কালের প্রতীক্ষাতে তথায় অবস্থিতি করিতেছিল, এমত সময়ে এক দিন নগরের মধ্যে জনরব হইল, যে স্বর্গপুরহইতে গুরুতর বার্ত্তাবাহক এক দূত আসিয়া *খ্রীষ্টীয়ান নামক যাত্রির ভার্য্যা *খ্রীষ্টীয়ানীর অন্বেষণ করিতেছে। অপর *খ্রীষ্টীয়ানী কোথায় থাকে, সেই দূত অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহা অবগত হইয়া তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে এক পত্র দিল; সেই পত্রের লিখন এই, "হে উত্তমা স্ত্রি, প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন, এবং তুমি অমরত্ববস্ত্র পরিহিত হইয়া দশ দিবসের মধ্যে তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইবা, এমত অপেক্ষা করিতেছেন, এই সমাচার জানিবা।"

তাহাকে এই পত্র পড়িয়া শুনাইলে পর সে যে প্রস্থান করণার্থে তাহাকে ত্বরা করাইতে নিযুক্ত বিশ্বাস্য দূত, ইহার চিহ্নস্বরূপ প্রেমবজ্রে তীক্ষ্ণীকৃত বাণ দিল; তাহা মন্দ২ রূপে তাহার অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিল; তাহাতে এমত ফল দর্শিল, যে প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত হইলে গমন করিতে তাহার একান্ত মনোরথ হইল।

অতএব *খ্রীষ্টীয়ানী যখন বুঝিল, যে এখন আমার সময় উপস্থিত হইল, এবং সমভিব্যাহারিদের মধ্যে আমাকে সর্ব্বাগ্রে নদী পার হইতে হইবে, তখন সে পথ-প্রদর্শক *মহোৎসাহকে ডাকাইয়া আপনার এই সমস্ত বিষয় জানাইল। তাহাতে সে কহিল, ইহা শুনিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম; আর সেই দূত যদি আমাকেও ডাকিত, তবে আমি আরো আহ্লাদিত হইতাম। পরে কিরূপ আয়োজন করিয়া গমন করিতে হয়, ইহার পরামর্শ আপনি আমাকে দিউন, *খ্রীষ্টীয়ানী এই কথা

কহিলে সে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া কহিল, তোমার প্রস্থান কালে আমরাও নদীর তীর পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে ২ যাইব।

পরে *খ্রীষ্টীয়ানী আপন সন্তানদিগকে ডাকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, তোমাদের ললাটে অঙ্কিত চিহ্ন অদ্যাপি সুদৃশ্য দেখিতেছি, এবং তোমরা আমার সঙ্গে এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছ, এবং আপন২ বস্ত্র এমত শুভ্র রাখিয়াছ, ইহাতে আমি অতিশয় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলাম। পরে তাহার যে যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান ছিল, তাহা দরিদ্রদিগকে দান করিতে কহিয়া পুত্র ও বধূদিগকে আজ্ঞা দিল, তোমাদিগকেও ডাকিতে দূত আসিবে, অতএব তাহার আগমনের অপেক্ষায় প্রস্তুত হইয়া থাক।

পথপ্রদর্শককে ও আপন সন্তানদিগকে এই সকল কথা কহিলে পরে *খ্রীষ্টীয়ানী *সত্যবীরকে ডাকাইয়া কহিল, হে মহাশয়, তুমি যেমন সকল কার্য্যে আপনাকে বিশ্বস্ত দেখাইয়াছ, তেমনি মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাকিও; তাহা হইলে আমার রাজা তোমাকে জীবনমুকুট দান করিবেন। আর বিনয় করি, আমার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবা। যদি কোন সময়ে তাহাদিগকে পরিশ্রান্ত দেখ, তবে তাহাদিগকে সান্ত্বনাবাক্য কহিবা। আমার প্রিয় পুত্রবধূরা বিশ্বস্তরূপে আচরণ করিয়া আসিতেছে; তাহাতে ভরসা করি, শেষাবস্থায় তাহারা অঙ্গীকৃত ফল পাইবে।

পরে সে *অটলচরণকে ডাকাইয়া কিছু না বলিয়া তাহাকে একটী অঙ্গুরী দান করিল।

*তদনন্তর সে বৃদ্ধ *সরলাত্মাকে ডাকাইয়া তাহাকে আসিতে দেখিয়া কহিল, ঐ দেখ, এক জন নিষ্কপট প্রকৃত ইস্রায়েল লোক। পরে *সরলাত্মা কহিল, যে

দিনে তুমি সিয়োন পর্ব্বতারোহণে প্রস্থান করিবা, সে দিন নির্ম্মল হউক, এই আমার বাসনা। আর তোমাকে শুষ্ক চরণে নদী পার হইতে দেখিলে আমি পরমাহ্লাদিত হইব। ইহা শুনিয়া *খ্রীষ্টীয়ানী উত্তর করিল, মলিন কিম্বা নির্ম্মল, যে প্রকারই দিন হউক, আমি যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। গমনকালে আকাশ মলিন হইলে ক্ষতি নাই, কেননা সেখানে গিয়া পঁহুছিলে আমি বসিয়া বিশ্রাম করিতে ও অঙ্গের জল শুকাইতে অনেক অবকাশ পাইব।

পরে অতি বিশিষ্ট *পতনোন্মুখ তাহাকে দেখিতে আইলে সে কহিল, এ পর্য্যন্ত তোমার যাত্রা অতি ক্লেশজনক হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তোমার বিশ্রাম আরো সুখদায়ক হইবে। তুমি সতর্ক হইয়া প্রস্তুত থাক, কেননা অনপেক্ষিত সময়ে দূত আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে।

অনন্তর *নিরাশ ও *ভয়াকুলা নাম্নী তাহার কন্যা আইলে *খ্রীষ্টীয়ানী তাহাদিগকে কহিল, দুরন্ত *আশাভঙ্গের হস্তহইতে এবং *সংশয়দুর্গহইতে তোমরা যে উদ্ধার পাইয়াছ, তাহা সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্মরণ করা তোমাদের উচিত। সেই উদ্ধাররূপ অনুগ্রহের ফল এই, যে তোমরা নিরাপদে এ স্থানে উপনীত হইয়াছ। অতএব শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া সতর্ক হও, এবং সুস্থির হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ভরসা রাখ।

তৎপরে সে *ক্ষীণমনাকে কহিল, তুমি যেন অনন্ত কাল পর্য্যন্ত অমরগণের তেজেতে প্রাণ ধারণ করিয়া আপন রাজার দর্শনে তৃপ্ত হও, এ জন্যে দুরন্ত *সাধুহন্তার মুখহইতে উদ্ধৃত হইয়াছ। অতএব তোমাকে পরামর্শ দিই, প্রভুর দয়ার বিষয়ে সন্দিগ্ধ ও ভীত হওনে তোমার মনের যে প্রবৃত্তি আছে, সময় থাকিতে

অনুতাপ পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ কর; নতুবা তিনি যখন আসিবেন, তখন কি জানি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে তুমি সেই দোষের জন্যে লজ্জান্বিত হইবা।

অনন্তর *খ্রীষ্টীয়ানীর প্রয়াণ দিন উপস্থিত হইলে তাহার গমন দেখিতে লোকেতে পথ পরিপূর্ণ হইল; এবং তাহাকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবার নিমিত্তে স্বর্গপুর-হইতে অনেক অশ্ব রথ আসিয়া নদীর পরপারে দাঁ-ড়াইল। তাহাতে সে বাহির হইয়া ইঙ্গিতদ্বারা পশ্চা-দ্গামি লোকদের নিকটে বিদায় লইয়া নদীতে প্রবেশ করিল। তখন, "হে প্রভো, তোমার সহবাসে তোমার ধন্যবাদ করিতে আমি যাইতেছি," তাহার এই কথা-মাত্র শেষে শুনা গেল। পরে তাহার জন্যে উপস্থিত অশ্বরথাদি তাহাকে সকলের দৃষ্টিহইতে লইয়া গেলে তাহার পুত্র মিত্রাদি স্ব ২ স্থানে প্রস্থান করিল। *খ্রী-ষ্টীয়ানী স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া আহ্বান করণানন্তর স্বামির ন্যায় আনন্দোৎসবে তন্মধ্যে প্রবিষ্টা হইল। তাহার প্রয়াণে তাহার সন্তান সকল ক্রন্দন করিতে লাগিল, কিন্তু *মহোৎসাহ ও *সত্যবীর আহ্লাদযুক্ত হইয়া সুস্বর বাদ্য বাদন পূর্ব্বক আমোদ করিতে লাগিল। এই রূপে সকলে স্ব ২ স্থানে ফিরিয়া আইল।

কিছু কাল পরে সেই নগরে আর এক রাজদূত আ-সিয়া *পতনোন্মুখের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে পাইয়া কহিল, তুমি পঙ্গু হইয়াও যে প্রভুকে প্রেম করিয়া অনুগমন করিয়াছ, তৎকর্ত্তৃক আমি তোমার নিকটে প্রেরিত হইয়া এই সংবাদ দিতেছি, নিস্তারপর্ব্বের পর-দিবসে তাঁহার রাজ্যে তাঁহার সঙ্গে ভোজন পানার্থে তিনি তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। অতএব তথায় গমন করিবার জন্যে সসজ্জ হও। এই কথা কহিয়া সে

যে বিশ্বাস্য দূত, তাহার নিদর্শনস্বরূপ এই বাক্য কহিল, যথা, "আমি তোমার সুবর্ণবাটী ভাঙ্গিয়া রূপার তার নরম করিয়াছি।" উপ ১২, ৬।

অনন্তর * পতনোন্মুখ সহযাত্রিদিগকে ডাকাইয়া কহিল, ঈশ্বর আমাকে ডাকিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিবেন। ইহা কহিয়া সে বিষয়বিভাগের নিয়মপত্র লিখিতে *সত্যবীরকে বিনয় করিল; ফলতঃ তাহার যষ্টি ও আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কিছু ধন না থাকাতে সে এই আজ্ঞা করিল, আমার যে পুত্র আমার অনুগামী হইবে, সে যেন আমা অপেক্ষা শতগুণে উত্তম হয়, এমত আশীর্ব্বাদের সহিত আমার এই যষ্টিদ্বয় তাহাকে প্রদান করি। তৎপরে * মহোৎসাহ পথেতে তাহার প্রতি যে সকল সাহায্য ও অনুগ্রহ করিয়াছিল, তজ্জন্য সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া গমনার্থে প্রস্তুত হইল। পরে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া কহিল, এই যষ্টিতে আমার আর প্রয়োজন নাই; দেখ, আমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে অশ্বরথাদি ওপারে উপস্থিত আছে। তখন সে নদীতে নামিয়া, "হে অনন্ত জীবন, আমি তোমাকে বন্দনা করি," এই কথা কহিয়া পারে গেল।

কিয়ৎকালানন্তর * ক্ষীণমনাও সংবাদ পাইল, যে তাহার বাসার দ্বারে দূত আসিয়া শিঙ্গা বাজাইতেছে। পরে ঐ দূত ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল, তোমাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে; অতএব অত্যল্প কালের মধ্যে তোমাকে তাঁহার তেজোময় মুখের দর্শন পাইতে হইবে, ইহা তোমাকে জানাইতে আসিয়াছি। আর আমার সংবাদ যে সত্য, তাহার প্রমাণ এই, যথা, "গবাক্ষ দিয়া দর্শনকারিণী অন্ধীভূতা হইবে।" তাহাতে * ক্ষীণমনা আত্মীয় বন্ধুগণকে ডাকাইয়া উক্ত সংবাদ ও তাহার

প্রমাণসূচক চিহ্ন তাহাদিগকে অবগত করাইয়া কহিল, কাহাকে কিছু দিয়া যাইতে আমার কিছুই নাই: অতএব দানপত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। আমার যে ক্ষীণ মন আছে, তাহা আমি ফেলিয়া দিব, কেননা যেখানে যাইতেছি, সেখানে তাহা কোন কার্য্যেরই হইবে না, এবং এখানে তাহা কোন দরিদ্র যাত্রিকেও দিবার যোগ্য নহে। অতএব হে *সত্যবীর, আপনি তাহা গোময়রাশিতে পুঁতিয়া ফেলিবেন। অনন্তর তাহার প্রয়াণের সময় উপস্থিত হইলে সে পূর্ব্বগত ব্যক্তিদের ন্যায় নদীতে প্রবেশ করিয়া "হে আমার বিশ্বাস, হে আমার ধৈর্য্য, আমাকে ছাড়িও না," এই কথা কহিয়া পার হইয়া গেল।

বহু দিন গত হইলে পর সেই দূত পুনর্ব্বার আসিয়া *নিরাশকে ডাকিয়া এই বার্ত্তা দিল, হে কম্পিতকলেবর, আগামি প্রভুর দিবসে তোমাকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সকল সংশয়হইতে মুক্তি পাইয়া আনন্দধ্বনি করিতে হইবে, অতএব তজ্জন্যে প্রস্তুত হও। আর এই কথা যে সত্য, তাহার এই চিহ্ন লও। ইহা কহিয়া দূত তাহার "ভারস্বরূপ এক ফড়িঙ্গ" তাহাকে দিল। উপ ১২, ৫।

সেই *নিরাশের *ভয়াকুলা নাম্নী কন্যা এই সকল শুনিয়া কহিল, আমিও পিতার সঙ্গে গমন করি। তখন তাহার পিতা বন্ধুদিগকে কহিল, আমি ও আমার কন্যা কি পর্য্যন্ত দুর্ব্বল এবং সহযাত্রি সকলের ক্লেশজনক হইয়াছি, তাহা তোমরা বিলক্ষণ জান। সম্প্রতি আমার ও আমার কন্যার বাসনা এই, আমরা গেলে পরে আমাদের *নৈরাশ্য ও *ভীতি যেন কখন কাহারো নিকটে আশ্রয় না পায়; কেননা আমি জানি, আমাদের মরণানন্তর তাহারা অন্যান্য লোকের নিকটে আতিথ্য চাহিবে; কিন্তু দেখ, স্পষ্ট কহিতে গেলে, তাহারা ভূত। আমরা যাত্রার আ-

রন্তকালে তাহাদিগকে স্থান দিয়া পশ্চাৎ আর দূর করিতে পারিলাম না। ইহার পরে তাহারা অন্যান্য যাত্রিকের নিকটে প্রতিপালনার্থী হইয়া বেড়াইবে। অতএব প্রার্থনা করি, তোমরা আমাদের দুঃখ স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবা।

পরে প্রস্থান সময় উপস্থিত হইলে তাহারা দুই জনে নদীর তীরে গেল। সেখানে, "হে রাত্রি, বিদায় হও; হে দিন, আইস," *নিরাশ এই কথা কহিয়া নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া পার হইয়া গেল। তাহার কন্যাও গান করিতে২ গেল; কিন্তু সে কি গাইল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

তাহার অনেক দিন পরে সেই নগরে রাজদূত আসিয়া *সরলাত্মার বাসস্থান অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার উদ্দেশ পাইয়া এই লিপি তাহার হস্তে সমর্পণ করিল, যথা, সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে আপন প্রভুর পিতৃগৃহে তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে হইবে, অতএব প্রস্তুত থাকিবার আদেশ তোমাকে দেওয়া যাইতেছে। আর আমার এই সমাচার যে সত্য, তাহার নিদর্শন এই, যথা, "তোমার বাদ্যকারিণী কন্যাগণ ক্ষীণ হইবে।" উপ; ১২, ৪। এই সংবাদ পাইয়া *সরলাত্মা বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া কহিল, দেখ, আমি মরি, কিন্তু দানপত্র লিখিয়া যাইব না। আমার যে সরলতা তাহা আমার সঙ্গে যাইবে, এ কথা আমার পশ্চাদ্গামিদিগকে কহিও। পরে তাহার প্রয়াণ দিন উপস্থিত হইলে সে অবিলম্বে নদী পার হওনার্থে যাত্রা করিল। তৎকালে ঐ নদী বৃদ্ধি পাওয়াতে কোন২ স্থানে তাহার তীর জলাপ্লাবিত ছিল, তথাপি *সরলাত্মার কোন বাধা জন্মিল না। যেহেতুক নদী পার হওন কালে সাহায্য পাইবার নিমিত্তে সে জীবদ্দশায় *সৎসংবেদ

নামক এক জনের সহিত নিয়ম করিয়াছিল। সে ব্যক্তি তদনুসারে তথায় উপস্থিত হইয়া সাহায্য করত তাহাকে পার করিয়া দিল। "প্রভুর অনুগ্রহের জয় হউক," শেষে এই কথা কহিয়া * সরলাত্মা লোকান্তরে গমন করিল।

পরে জনরব হইল, * সরলাত্মাকে সংবাদ দিতে যে দূত আসিয়াছিল, সে * সত্যবীরকেও তদনুরূপ সমাচার আনিয়া দিয়া তাহার সত্যতার এই প্রমাণ দিল, যথা, "উনুইতে তাহার কলস ভঙ্গ হইয়াছে।" উপ; ১২, ৬। এই সংবাদ অবগত হইয়া * সত্যবীর বন্ধুগণকে ডাকাইয়া তদ্বিষয় জ্ঞাত করিয়া কহিল, আমি পিতার গৃহে চলিলাম। আমি বড় কষ্টে এ পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিয়াছি বটে, তথাপি এই ক্ষণে তজ্জন্য কিছুমাত্র দুঃখ করি না। যে জন যাত্রাতে আমার অনুগামী হইবে, তাহাকে আমার খড়্গ দিব। আর আমার সাহস ও নৈপুণ্য যে পাইতে পারিবে, তাহাকেই দিব। কিন্তু আমার শরীরের এই সকল আঘাতচিহ্ন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব; কেননা যিনি আমার প্রতিফলদাতা হইবেন, তাঁহার পক্ষে আমি যুদ্ধ করিয়াছি, ইহার সাক্ষিস্বরূপ ঐ আঘাতচিহ্ন সকল হইবে। পরে তাহার প্রয়াণের দিনে অনেকে নদী পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে২ গেল, তাহাতে সে, "হে মৃত্যো, তোমার হুল কোথায়?" এই কথা কহিয়া নদীতে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর গভীর জলে নামিলে, "হে কবর, তোমার জয় কোথায়?" এই কথা কহিয়া নদী পার হইয়া গেল। তাহাতে পরপারে অনেক তূরীধ্বনি হইল।

তদনন্তর যাত্রিরা * মোহভূমিতে যে * অটলচরণকে প্রার্থনা করিতে দেখিয়াছিল, তাহার নিমিত্তে আহ্বানপত্র আনীত হইল। ফলতঃ রাজদূত অনাবৃত এক পত্র হস্তে করিয়া তাহার নিকটে আনিয়া দিল, তন্মধ্যে এই কথা

লিখিত ছিল, তুমি লোকান্তরে গমনার্থে প্রস্তুত হও, কেননা তুমি এত দূরে থাক, এমত তোমার প্রভুর অভিলাষ আর নহে। এ কথাতে *অটলচরণ বিস্ময়াপন্ন হইলে দূত কহিল, আমার বার্ত্তা যে সত্য, ইহার বিষয়ে তোমাকে সন্দেহ করিতে হইবে না; দেখ, তাহার প্রমাণ এই দিতেছি; "কূপে তোমার চক্র ভগ্ন হইয়াছে।" উপ ১২, ৬। তখন *অটলচরণ পথপ্রদর্শক *মহোৎসাহকে ডাকাইয়া কহিল, হে মহাশয়, যাত্রাকালীন অল্প দিন মাত্র তোমাকে সঙ্গী পাইয়াছিলাম; কিন্তু যদবধি তোমাকে জানিয়াছি, তদবধি তুমি আমার হিতকারী হইয়াছ। দেখ, মহাশয়, আমি স্ত্রী ও পাঁচটী শিশু সন্তান ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি। আর তুমি যে অন্যান্য যাত্রিদের পথপ্রদর্শক হইবার নিমিত্তে নিজ প্রভুর গৃহে ফিরিয়া যাইবা, ইহা আমি নিশ্চয় জানি। অতএব বিনয় করি, যখন তথায় ফিরিয়া যাইবা, তখন আমার পরিজনগণের নিকটে লোক পাঠাইয়া, আমার প্রতি যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতে উদ্যত আছে, তাহা জানাইবা। বিশেষতঃ আমি শুভ গমন পূর্ব্বক এই পর্য্যন্ত আসিয়াছি, সম্প্রতি পরম সুখ পাইবার আশাতে প্রফুল্লচিত্ত আছি, আমার বাটীতে এই সমাচার দিবা। অধিকন্তু *খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার স্ত্রী *খ্রীষ্টীয়ানীর বিবরণ তাহাদিগকে জানাইবা, বিশেষতঃ *খ্রীষ্টীয়ানী পুত্রগণ সমভিব্যাহারে কিরূপে *খ্রীষ্টীয়ানের পশ্চাদ্গামিনী হইয়াছে, ও কোথায় গিয়া পঁহুছিয়া কেমন সুখ প্রাপ্তা হইয়াছে, তাহাও অবগত করাইবা। পরিজনগণকে দান করিতে প্রার্থনা ও নেত্রজল ব্যতিরেকে আমার আর কিছুই নাই। ইহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলে তুমি আমাকে বাধিত করিবা; ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাহা সফল হইতে পারে।

এই প্রকার নিয়ম করণানন্তর প্রয়াণ সময়ে * অটলচরণ ত্বরা করিয়া নদীতীরে গমন করিল। তৎকালে নদীর জল স্থির ছিল, তন্নিমিত্তে সে তাহার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত গিয়া দাঁড়াইয়া কিছু ক্ষণ তীরস্থ সঙ্গিদের প্রতি এই রূপ কথা কহিতে লাগিল, দেখ, এই নদীতে অনেকে ভয় পাইয়াছে। আর আমিও কত বার ইহার বিষয় চিন্তা করিয়া ভয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি সুস্থির আছি, কেননা যর্দ্দন নদী দিয়া ইস্রায়েল লোকদের গমন কালে নিয়মসিন্দুক বহনকারি যাজকগণের চরণ যাহাতে নির্ভর দিয়াছিল, আমার চরণও তাহাতেই নির্ভর দিতেছে। এই জল জিহ্বাতে তিক্ত এবং উদরে শীতজনক বটে, কিন্তু গন্তব্য স্থানের উৎকৃষ্টতা এবং পরপারে প্রাপ্য ঐশ্বর্য্যের আলোচনাতে আমার মন দৃঢ় আকাঙ্ক্ষায় উত্তপ্ত হইতেছে। এই ক্ষণে আমি যাত্রার সীমাতে উপস্থিত হইয়াছি, আমার ক্লেশের দিন শেষ হইয়াছে। আমার নিমিত্তে যাঁহার মস্তকে কন্টকমুকুট ও বদনে থুথু দেওয়া গিয়াছিল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। পূর্ব্বে আমি প্রতিশ্রুত ও বিশ্বাসজীবী ছিলাম, এখন দর্শনজীবী হইতে যাইতেছি। যাঁহার সহবাসে আমার পরম প্রীতি, তাঁহার সহিত থাকিব। আমার প্রভুর প্রশংসা শ্রবণে সর্ব্বদা আমার মনের আমোদ হইত; আর যে ২ স্থানে তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতাম, সেই ২ স্থানে পদার্পণ করিতে প্রয়াস করিতাম। আমি তাঁহার নাম কস্তূরীর ন্যায় সর্ব্বাতিরিক্ত সুগন্ধরূপে মান্য করিতাম, ও তাঁহার স্বর আমার কর্ণে অতি সুশ্রাব্য ছিল। এবং সূর্য্যোদয় দর্শনাভিলাষিদের অপেক্ষা আমি তাঁহার মুখশ্রী দেখিতে অধিক ইচ্ছা করিতাম। এবং তাঁহার বাক্য সকল অতি সুখাদ্য ও মহৌষধিস্বরূপ জানিয়া

সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। তিনি আমার অবলম্বন হও-য়াতে আমি নিজ দোষহইতে রক্ষা পাইয়াছি। তিনি আপন পথে গমনার্থে আমার চরণ সবল করিয়াছেন।

এই প্রকার কথা কহন কালে *অটলচরণের মুখের আকৃতি অন্যথা হইল, এবং তাহার পরাক্রমি স্তম্ভদ্বয় নত হইল। তাহাতে সে, "আপনকার নিকটে যাইতেছি, আমাকে গ্রহণ করুন," এই কথা কহিয়া তীরস্থ লোকদের দৃষ্টিহইতে অন্তর্হিত হইল।

পরন্তু যাত্রিগণের একে২ ঊর্দ্ধ গমন ও সুন্দর দ্বার দিয়া স্বর্গপুরে প্রবেশ করণ কালে তাহাদের সহিত সা-ক্ষাৎ করণার্থে আগত অশ্বরথ এবং তুরী ও বংশীধারি ও বীণাবাদক প্রভৃতি বাদ্যকর ও গায়কগণেতে পরিপূর্ণ আকাশপথের তেজে দর্শনকারি জনগণের মন বিস্ময়াপন্ন ও সুখেতে মগ্ন হইল।

তৎপরে আমি আর কিছু কাল তথায় অবস্থিতি করি-য়াছিলাম, কিন্তু সেই তাবৎ কালের মধ্যে *খ্রীষ্টীয়ানীর পরিজন, অর্থাৎ চারি পুত্র ও পুত্রবধূ ও তাহাদের সন্তানগণ, নদীর ওপারে গমন করে নাই। বরঞ্চ তাহারা এ পর্য্যন্ত জীবদ্দশায় আছে, এবং তাহাদের বাসস্থানের মণ্ডলী যেন বৃদ্ধি পায়, এ জন্য তথায় আর কিছু দিন থাকিবে, ইহা আমি অল্প দিন হইল এক জনের কাছে শুনিয়াছি।

প্রয়োজন বশতঃ যদি আমাকে পুনর্ব্বার সেই অঞ্চলে যাইতে হয়, তবে কেহ তাহাদের শেষ বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলে কহিতে পারিব। সম্প্রতি পাঠক মহাশয়-গণের নিকটহইতে বিদায় হইলাম।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

গীত।

যদি যাইতে পারি যীশুর রাজ্যে তবে প্রাণ বাঁচে,
এ দেশে কাল ২ গো এদেশে কাল আছে।

চল ২ সকল প্রিয় ভাই সিয়োনে যাব,
হেথা মৃত্যু কেন ভোগি সেথা জীবনে রব।
এই ধ্বংস্য নগর ছাড়ি প্রেমের ভাই,
ত্বরায় চল্যা সেথা মোরা পলাইয়া যাই।
সে জীবনের অধিকারে মৃত্যু যাইতে নাহি পারে,
কত জন সে ভুবনে অমর হইয়াছে॥

ওহে ভাই যদি পলাবে তবে প্রাণ বাঁচিবে,
আজ্ঞা পালি যীশু বল্যা চল তাঁর কাছে।
সিদোম ছাড়্যা যেমন পলাইল লোটের পরিবার,
কিন্তু আজ্ঞা লঙ্ঘনেতে তাঁর জায়ার সংহার।
সে লোভেতে মোহিত হয়্যা দেখ্যাছিল পিছে চায়্যা,
কর্য্যা মায়া লোটের জায়া লবণ হইয়া আছে॥

ওহে ভাই সেতো সুখধাম তাহে মোদের নাম,
প্রজা বল্যা রাজা আপন খাতায় তুল্যাছেন।
পথে কত আপদ আছে ভাই যাইতে সিয়োনে,
যীশুর চরণ ধ্যান করিলে যাব আনন্দ মনে।
এখন সকল দুঃখ স্বীকার করি চল সভাই ত্বরাত্বরি,
মোদের তরে নৃপবরে মুকুট রাখিয়াছেন॥